

সটিক
ফৌজদারী কার্যবিধি

(১৮৮২ সালের ১০ আইন) ২-৪৩

কলিকাতা মাজিষ্ট্রেট, বোম্বাই ও অনাহাবাদ হাইকোর্টের বর্তমান সময়
পর্যন্ত আবশ্যকীয় সমস্ত নিষ্পত্তির মাঝামাঝি, বাঙ্গাল গবর্ণমেন্ট ও
গুলীস বিভাগের প্রয়োজনীয় সবকিউলব ; সিলেক্ট কমি-
টি রিপোর্ট ; নতুন ও পুরাতন আইনের দ্বারা সমূহ
কম্পারিটিভ টেবিল

সুবিজ্ঞান নিয়ম

মহ
শ্রীতারানাথ চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল,
জেলা ফরিদপুরের গবর্ণমেন্ট স্ট্রীটার
এবং

শ্রীহরবিলাস মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
ফরিদপুরের জজ আদালতের উকীল
কর্তৃক সংকলিত

কলিকাতা ৫৫নং কলেজ স্ট্রীট, এম, এম্, মজুমদার এণ্ড কোং
দ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা।

টলডাঙ্গা, ৩৪নং বেরিয়ারটোলা লেন,
নববিভাকর যন্ত্রে,
শ্রীগোপালচন্দ্র নিমোগী দ্বারা
মুদ্রিত

Out of Print.



ভূমিকা ।

গণীক ফৌজদারী কার্যবিধি অর্থাৎ ১৮৮২ সালেব ১০ আইন প্রচারিত হইল এই পুস্তকের উপকাৰিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য অল্প সময় মধ্যে যত দূর চেষ্টা করা যাইতে পারে তাহার ক্রটি করি নাই বাহাতে সর্বসাধারণের এবং কেবল বাঙ্গালাভাষাজ্ঞ ব্যবহারাজীবী ব্যক্তিগণের এই কার্যবিধির বিধানগুলি সহজে উপলব্ধি হয়, তাহার চেষ্টা বিশেষরূপে করিয়াছি প্রায় সমস্ত আইন, নজীর এবং কার্যপ্রণালীর নিয়মাবলী ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত হওয়ায়, তাহাদের কার্যেব অনেক অন্ত্রবিধা ঘটে। আমরা সেই অভাব, এই পুস্তকে নিবারণ জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটি করি নাই

নূতন কার্যবিধির মূলের যে বাঙ্গালা অনুবাদ গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত হয়, তাহাই এই গ্রন্থে অবিকল সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে গেজেটে প্রকাশিত অনুবাদ বাতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনুবাদ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। সংহিতাকারে আইন প্রকাশিত হইলে, তাহার ভাষা কখনই প্রাক্তন হইতে পাবে না ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত আইনই এই প্রণালীতে প্রণীত হইয়া প্রচার হয় সুতরাং অনেক স্থলে তাহার মর্মার্থ চূর্কোধ্য হইয়া পড়ে তাহা বিশদরূপে সাধারণের বোধগম্য করিবার মানসে ভারতবর্ষস্থিত হাইকোর্টের নিষ্পত্তির সারাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা কোন গণীক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করি নাই ১৮৮২ সাল হইতে এপর্যন্ত কলিকাতার এবং ১৮৭৬ সাল হইতে এপর্যন্ত আলাহাবাদ, বোম্বে ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের যে সমস্ত নিষ্পত্তি লিপিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে সমস্ত আবশ্যকীয় নিষ্পত্তির সার সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি

পোলীশ কর্মচারীর মধ্যে, বোধ হয়, অনেকের ইংরেজী ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই হয়ত অনেকে ইংরেজী ভাষা আদৌ জানেন না কিন্তু

সংখ্যা লেখা গেল। এই সূচিপত্রের আশে একটা উদ্দেশ্য আছে এই সূচিপত্র অনুসারে উভয় গ্রন্থের ধারাগুলি মিলাইয়া দেগিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, ধারা বিশেষে উভয় গ্রন্থের মধ্যে কি পরিবর্তন হইয়াছে পাঠ্যশিষ্টে একটা সুবিস্তীর্ণ নির্ধণ্ট সংযে ক্ষিপ্ত হইল। গেজেটে পঞ্জুলিপি সহিত যে নির্ধণ্ট প্রকাশিত হয়, তাহ হইতে সামান্যতঃ ইহা সংশ্লিষ্ট হইয়াছে ইহা এবং তাহা প্রণীত হইয়াছে যে এই নির্ধণ্ট বিশেষ রূপে পাঠ্য কলিলে সমস্ত গ্রন্থের সাব মর্গ অতি সহজে ও সংক্ষেপে উপলব্ধি হইবে বিশেষতঃ যাহারা নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকা হেতু পুস্তকের আদ্যোপান্ত সম্যক রূপে অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ তাঁহাদের পক্ষে এটা সমধিক উপকারী হইবে কোন বিষয়বিশেষের বিধান গ্রন্থের নান স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে কিন্তু নির্ধণ্টের মধ্যে তাহার সমস্ত তথ্য একত্রীভূত করা হইয়াছে নির্ধণ্ট এরূপ বিস্তৃতভাবে কোন বাঙ্গালা আইনে সংশ্লিষ্ট দেখা যায় না।

কার্যবিধি আইনখানি সংসদীয় বরিবাব অভিপ্রায়ে সমগ্র চেষ্টা
করিতে কোন জাতি হয় নাই ওইক্ষণে ইহা সরকারের নিকট সাদরে গৃহীত
হইলে সকল শ্রম সকল জ্ঞান করিব উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে
খ্রীষ্ট ব'বু রাজনী. '২' ব'বু এম, এ, বি, এল, উল্লেখ, অ' 'দিক'ে স'হ'য
করিয়াছেন এবং উজ্জনা আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

ফবিদপু। }
১ নং মে ১৮৮৩ }

শ্রী ৩৬৮৮৮ ৮৮৮৮

श्रीहरविनाम गुह्योपाध्याय



নজীরাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথার বিবরণ ।

২০ উঃ বিঃ ২ = ২০ বালম ইংরেজী উইকলী রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২ ফৌজদারী বিভাগ ।

গেপ নং উঃ রিঃ ২ = ১৮৬৪ সালের ইংরেজী উইকলী রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২ ফৌজদারী বিভাগ ।

২ বাঃ লঃ বিঃ ৩ = ২ বালম বাঙ্গালা ল-রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩

২ বাঃ লঃ রিঃ ৩ আপ = ২ বালম বাঙ্গালা ল রিপোর্ট আপেন্ডিঙ্স্, পৃষ্ঠা ৩।

২ কঃ লঃ বিঃ ৩ = ২ বালম কলিকাতা ল রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩

ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ৩ = ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্ট ২ বালম কলিকাতা বিভাগ, পৃষ্ঠা ৩।

ইঃ লঃ রিঃ ২ জালা ৩ = ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ২ বালম জালাহাবাদ বিভাগ, পৃষ্ঠা ৩।

ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বে ৩ = ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্ট ২ বালম বোম্বে বিভাগ, পৃষ্ঠা ৩।

ইঃ লঃ রিঃ ২ মাদ্রাজ ৩ = ইংরেজী ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্ট ২ বালম মাদ্রাজ বিভাগ পৃষ্ঠা ৩

পোঃ সঃ = পোলীস সরকারি উল্ল

সিলেক্টকমিটির মেম্বরগণের রিপোর্ট।

যৌক্তিকতার কার্যবিধি সম্বন্ধে আমরা তিনটি গুরুতর পবিবর্তন করি-
য়াছি

১। আমর বিবেচনা কবি যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পৰীক্ষা গ্রহণ করা
সময়ে বর্তমান আদালত সমুহকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।
সাক্ষ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত ভবস্ত দৃষ্ট হয় তৎসম্বন্ধে যে কি
ব্যক্তি করিতে পারে তাহা নিরূপণ করা এবং স্থল বিশেষে তাহান পক্ষে
কোন উক্তি না থািনে কোন পৰীক্ষা দ্বা আদালত সহজে তাহান পক্ষের
সাক্ষী প্রদান নিবারণ করিতে পারি না। পূর্বে পবিবেচন হইয়াছে এই পৰী-
ক্ষার প্রদান উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দণ্ড দিবাব অভিপ্রায়ে তাহার
পৰীক্ষা গ্রহণ করা যে কোন আইন কর্তৃদেব উদ্দেশ্যে একপ বিবেচনা
হয় না। অতএব ৩৪২ ধারায় নিয়ন্ত্রিত শব্দসমূহ যোগ করিয়া আমরা
এই অসীম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়াছি। “সাক্ষ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে
কোন বিষয় দেখা যায় সে যাহাতে তাহান বাখ্যা করিতে পারে ” আমরা
দেব বিবেচনা মতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সর্বদা এইরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত
এবং তাহার প্রতিবাদেব পূর্ক্স এই উদ্দেশ্যে তাহাকে সাধারণতঃ, জিজ্ঞাসা-
বাদ কবিত্তে কইনে কোন পবিধান রাখি

২। আমরা কশাঘাত সম্বন্ধে আইন সংশোধন করিয়াছি ৩২ ধারায়
আমরা এই বিধান করিয়াছি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ন-
মেন্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে কশাঘাত দণ্ড প্রদান কবিত্তে
পারিবেন না ৩১২ ধারায় এই বিধান করিয়াছি যে অনান অর্জ ইফি মোটা
পাইলা বেত দ্বারা কশাঘাত দণ্ড আ সাধন হইবেক এবং ১ গাছ কোড়া
দ্বা কশাঘাত করা আমা দণ্ডিত করিয়াছি। ১৮৬৭ সালের ৩ আইনের ৭
ধারায় যে বিধান আছে তাহাও এই তাইনে যোগ কবিয়াছি এবং আদালত
কোন ব্যক্তি র বয়স ৪৫ বৎসরের অধিক হইয়াছে একপ বিবেচনা করিলে
তৎপ্রতি কশাঘাতের আদেশ প্রদান করিবেন না একপ বিধানও করি-
য়াছি

৩। দলপাল্লি বালি আশীল করিলে তাহান পতি দণ্ডায়া যুগি চহেতে
পাণে একপ বিধান করা অন্যায় এবং এই জন্ত এই বিধান আমরা এই
আদেশ জ্ঞাপন করি নাই।

১ম অধ্যায়। উপাত্তমণিকা।

কোন মাগিষ্ট্রেটের নিম্নে বাচনিক চিন্তা নিমিত্ত কোন কথা বর্ণনা
হইলে “নালিশ” নাম ধারা তাহা বুঝাইবে একপ পরিবর্তন আমরা করি
নাই।

এই পাণ্ডুলিপি র ৫ ধারায় আমরা একপ নিয়ম করিয়াছি যে দণ্ডনিমি
বাগীড় অন্য যে আদেশের অপনাম দেড় নিচ ব একে আদেশের বিধানানু-
সারে হইবে কিন্তু সেই অপনামের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান
নিয়ামক কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে একপ বিধান
করিয়াছি।

২য় অধ্যায়। ফৌজদারী আদালত ও কার্যালয়ের

সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

মাগিষ্ট্রেটদের ও বেক সমাহার জেদার মাগিষ্ট্রেট মাহেবের অধীন
থাকার ও তৎকর্তৃক তাহাদের কার্য বিভাগের বিধান করা ১৭ ধারার ৩য়
অংশে আমরা যোগ করিয়াছি এবং মেশন জজের অধিনেট মেশন মেশ-
নদের কার্য বিভাগ সর্বক্ষেত্র একপ নিয়ম করিতে পারিবেন তাহা এই
ধারার ৩ দফায় বিধান করিয়াছি।

৩য় অধ্যায়। আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

মাগিষ্ট্রেট মেশন জজ মাত বৎসরের দীপান্তর দণ্ডায় করিতে পারি-
বেন একপ বিধান ৩১ ধারায় করিয়াছি। বর্তমান আইনানুসারে তাহারা
দীপান্তর প্রেরণও করিতে পারেন না এই আইনানুসারে তাহারা ৭ বৎসর
কারাদণ্ড প্রদান করিতে পারেন এবং দণ্ড বিধি ৫৯ ধারানুসারে
এই প্রকার দীপান্তর প্রেরণ দণ্ডায় পরিবর্তন হইতে পারে একপ স্থলে
একপ ক্ষমতা না দেওয়া কেবলমাত্র জম। মেশন মেশমেন্টের অধিনেট
মতে ৩৮ ধারা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মাগিষ্ট্রেটগণকে পৌরীসের
ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই এই আইনানুসারে যে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়

তাহা স্থানীয় গণপরিষদে রহিত করিতে পাবিবেন এবং বিধান ৪১ দ্বারা
করা হইয়াছে একবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে তাহা সামান্য ন্যায়
রহিত করা অস্বাভাবিক এই জন্য কোনও মাজিস্ট্রেট তাহার অধীন মাজিস্ট্রেটের
ক্ষমতা রহিত করিতে পাবিবেন না।

৪র্থ অধ্যায় মাজিস্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও মুক্ত- করণ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি

কোন মাজিস্ট্রেট চি পোলীস কার্যকারক কোন ব্যক্তির সাহায্য চাহিলে
ঐ ব্যক্তি তাহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে এইরূপে ৪২ দ্বারা কিংবদন্তি
পরিবর্তন করিয়াছে টেনীশাম লাইন হার্নিং চেষ্টা করা অপরাধ মর্মে সাহায্য
নিবারণ করিতে বাধ্য হইবে এইরূপ বিধান ঐ ধারার খ পক্ষে যোগ্য
হইয়াছে। এদেশীয় যে সকল কার্যকারক যজ্ঞ কিংবদন্তি কিংবদন্তি
ওয়াডন পক্ষে থাকানা ভঙ্গী নহিতে নিযুক্ত থাকেন তাহারা কোনও
মাজিস্ট্রেট কিংবদন্তি পোলীসকে জানাইতে বাধ্য কিন্তু আশা দেব বিবেচনা মতে
এইরূপ সংবাদ দিতে সকল দেশীয় নোংরা বাধ্য থাকা উচিত অতএব আমরা
এ দেশীয় শাস্তি পরিভাষা করিয়াছি।

৫ম অধ্যায়। মুক্তকরণ পলায়ন ও পুনর্মুক্তকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারার শেষ দফা য় অম- এই বিধান কবিয়াছে, - "যে অপরাধে,
আঃদও হয় না সেহে অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার
কোন কথায় তাহার আবেদন কবিস্থা অধিকার অগ্রে না।"

৫২ ধারায় এই বিধান বসিয়াছে যে কোন জীলোকের গা তালানী করার
অবশ্যক হইলে রাজ্যশীলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্য এক জন জীলোক
দ্বারা ঐ কার্য করিতে হইবে।

"গৃহ ভঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যজ্ঞ আইন সিদ্ধ কারণ বিনা কোন-
ব্যক্তির নিবট থাকিলে" তাহাকে পোলীস ওয়ারেন্ট ব্যতীত মুক্ত করিতে
পাবিবে একপ বিধান ৫৪ দ্বারা য় করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি অপরাধী
বলিয়া ঘোষিত হইলে, সামান্য কোন ব্যক্তি তাহাকে মুক্ত করিতে পাবিবে,
মাজিস্ট্রেট গণপরিষদের অধিরোধে এই বিধান ৫৯ দ্বারা করা হইয়াছে। পোলীস

কর্তৃক যে সকল ব্যক্তি নাম ধাম প্রকাশ না করা হেতু যুক্ত হয় তাহাদের বিষয় মাজিষ্ট্রেট নিকট রিপোর্ট হইবে এরূপ বিধান ৩২ ধারায় বিধি আছে। কোন ব্যক্তি আইনমত হেয়াজত হইতে পানাহীনে ৩৬ ধারানুসারে যে ব্যক্তি তাহাদের যুক্ত কয়ে তৎসমক্ষে ১৯ ধারায় বিধিত দারাজ স্থানীয় ভাঙ্গিয়া খুঁটিতে পানিবান বিধান বর্ত্তিবে একপা বিধান ৩১। যাম করিয়া ছি।

৩ষ্ঠ অধ্যায়। উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

২৮ ধারায় বিধিত সময়েন পাঠ ও তাহে স্থানীয়তাক মধ্যস্থে বিধি রাজধানী নগরে বর্ত্তিবে রাজধানী নগরে যে ব্যক্তির প্রতি গমনকারী করিতে হইবে তাহাকে না পাওয়া গেলে তাহা যে চানব তাহর মধ্যে যম নরে তাহাব নিকট এক কেতা রাখিয়া দিয়া জারী করা য় হইবে এনাং বিধান ১০ ধারায় বর্ণিয়াছি। ওয়ারন্ট প্রচারকারী আদালতেন মোহর ওয়ারন্টে থাকিবে ইহাতে আদালতেন অনাবশ্যক কষ্ট নিবন হইবে যে তাহা লত ওয়ারন্ট প্রচার কবেন তাহাব এলাকায় বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিবার অন্য পোলাগের নিকট দেওয়ার বিধান ৮৫ ধারায় বর্ণিয়াছি এবং ঐ বিধান বোখাই ও কলিকাতার পোলাগ প্রতিও বর্ত্তিবে।

৩ম অধ্যায়। দলীল ইত্যাদি বস্তুপূর্বক

উপস্থিত করাইবার বিধি।

৯৪ ধারায় শেষ দফায় এইরূপ বিধান বর্ণিয়াছে যে তাহা যদি ও মামলা বিষয়ক আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারায় বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইল নাহায়া গণ্য হইবে না। ঐ দুই ধারায় রাজকীয় ব্যাপার বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া ও রাজকীয় কার্যক্রমে ফারার নিকট কোন কথা বলিতে ভয়সংকট নাহা দেওয়ার বিধান আছে। ১০৩ ধারায় দুমারে সাধারণ সমুদে জানাশ নাহিতে হইবে যে স্থলে যে মান পাওয়া যাইবে তাহা এত বন্দে নিষেধ হইবে এবং সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দের নকল ঐ স্থান বাগী বা ব্যক্তির জার্বনা মতে তাহাকে দিতে হইবে।

৪ম অধ্যায়। শাস্তিভঙ্গ না করিবার ও সাদাচরণের

জামিন বিষয়ক বিধি

যে সকল ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত না হয় তাহাদের নিকট হইতে ৩ বৎসর সময় অন্য শাস্তিবন্ধার জামিন লওয়াব বিধান প্রতি আপত্তি উত্থাপন হইয়াছে।

বর্তমান আইনে যে এক বৎসরের বিধান আছে আমাদের মতে তাহা হই
যথেষ্ট অতএব সেই বিধানই যথেষ্ট রাখিয়াছি উক্ত পশ্চিম প্রদেশীয়
গবর্ণমেন্ট মহোদয় ঐচ্ছিক আমর বিবেচনা কবি যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
কতক বিশেষ অমতা প্রদত্ত না হইলে ১১ম সেকশনের মাফিক ১১০
ধারায় নিমিত্ত সাক্ষর হইতুম মিন লগুন র অমতা থা।। অর্থাৎ ১১০
ঐ ধারার প্রকরণ পরিবর্তন করিয়াছি যে সকল ব্যক্তি নিমিত্ত বলপূর্বক
অপহরণ কবে কিম্বা অপহরণার্থ নিয়ত হইত তাহাকে হানি ৮ ভয় দেখায় বা
দেখাইবাব চেষ্টা কবে তাহাএব নিকট হইতে সাক্ষর আমিন লগুন
যাইতে পারে একপ বিধান ১১০ ধারায় বসিয়াছি। উক্ত পশ্চিম প্রদেশে
একপ বদমাইস লোক আছে যাহারা নিত্য ভজনোপদিগকে আহান করে
কিন্তু তাহাদের পক্ষে কোন ভয় হইত না তাহাদের পক্ষে হইতে মা ১১০
বন্ধকে বন্ধ কবিরাব জন্য ১১ গবর্ণমেন্টে। যাহারোহা ১১ বিধান করিয়াছি

মাফিক ১১ম সেকশনে কথায় কদান তাহা। মতান্তর অল্পমতান
ব্যতীত তিনি আবশ্যক বিবেচনা কবিলে অন্য প্রমাণ নাইতে পারিবেন
একপ বিধান ১১১ ধারায় করিয়াছি। আমিন দিতে অপারগ হইত কোন
ব্যক্তি কাবাগানে আনত বা বিলে জেলের অধ্যক্ষতাবান প্রাপ্ত কাগজের
নিকট অথবা যে আমলাত আমিন দেওয়ান অদেশ বসিয়াছেন তাহার
নিকট সে কোন সময়ে আমিন দিতে পারিবে একপ বিধান ১১৩ ধারায়
করিয়াছি মাফিক ১১ম বিচারদীন স্থানো মতঃ নিমিত্ত দিলে তাহা
তিনি দিতে পারেন তাহা নিয়ম ১৩ ধারায় করিয়াছি

১০ম অধ্যায়। মাধারের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

কোন মস্ত্রদায়েন ময় মস্ত্রীয় অময়াদার কথ্য এই শব্দ শুনি এই যারা
হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

১২ম অধ্যায়। জীবন সম্পত্তি ও ধর্মীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৪৫ ধারায় শেষ ভাগে আমবা এই যে গ করিয়াছি সে কোন বিবাদ
নাই কি ছিল না তাহা পক্ষগণ উপস্থিত হইয়া দেখে হইবে মাফিক ১২ম
অজ্ঞা রহিত করিয়া উৎসাহিত করিয়া রাখিয়া রাখিতে পারিবেন।
মাফিক ১২ অধ্যায়ের কায়েতলক্ষে গবত দেওয়ান আদেশ কবিত্তে পারি-
বেন একপ বিধান ১৪৮ ধারায় যোগ করিয়াছি।

১৪ চতুর্দশ অধ্যায় । পোলীসে মংলাদ দেওয়ার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা

১৬২ ধারার বিধানে প্রমাণ বিময়ক আইনের ২৭ ধারার কোন বিধি হওয়া গণ্য হইবে না । ১৬৭ ধারার দ্বিতীয় দফা দ্বারা কোন পোলীস্টেশ-
নের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তালাশী পরওয়ানা প্রচার অন্য অন্য পোলীস
কার্য্যকারককে লিখিতে পাবেন তালাশী দ্বারা ভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত হওয়া
সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম অন বশ্যক বিধায় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি ।
১৬৭ ধ বার শেষভাগ পরিত্যাগ করিয়াছি । উহাতে এই বিধান ছিল যে
উচিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট নিকট না পাঠাইয়া পোলীস
কার্য্যকারক আপন নিকট রাখিতে পারেন । কিন্তু সকলেই বিবেচনা করেন
যে এতদ্বারা পোলীসকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় ও সচরাচর এই ক্ষমতা
তাহারা অসৎ ভাবে ব্যবহার কবিবে । আমরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া
এই বিধান পরিত্যাগ করিয়াছি ।

১৫শ অধ্যায় । তদন্ত ও বিচারকার্য্যে কৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য কবিলে জিলায় মাজিস্ট্রেট
গাহেব তাঁহাকে এই মোকদ্দমা এই জিলায় অন্য কোন বিশেষ মাজিস্ট্রেটের
নিকট বিচার বা অর্পণার্থে প্রেরণ করিতে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন
এরূপ বিধান ১৬২ ধারায় যে গ করিয়াছি । ১৯৫ ধ বার লিখিত কোন অপ-
রাধ হেতু কোন আদালত অক্ষমতা না দিলে তাঁহার উচ্চতর আদালত এই
অক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ।

১৬শ অধ্যায় । মাজিস্ট্রেট নিকট নালিশ করিবার কথা ।

কোন মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইবার পরওয়ানা দিতে
বিলম্ব করিয়া এবং নালিশের মত্যাভি অবিধান করিয়া স্থানীয় তদন্তের
আদেশ করিলে তাঁহাকে তাহার কারণ লিখিতে হইবে এরূপ বিধান ২০২
ধারায় করিয়াছি । এইরূপ স্থানীয় তদন্ত মাজিস্ট্রেট নিষেধ করিতে কিম্বা
পোলীস কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লইতে পারেন ।

১৭শ অধ্যায় । মাজিস্ট্রেট সম্মুখে কার্গারসহ কর্তাবার বিধি ।

পাণ্ডুলিপি ২০৫ (আইন ২০৪) দ্বারা এটি বিধি ছিল যে ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় প্রথমতঃ ওয়ারেন্টটিতে মাজিস্ট্রেট বাধা হইলেও কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্তে এই বিধান বসিয়াছে যে, কেবল মোকদ্দমায় উচিত বিবেচনা করিলে মগনও দিতে পারিবে । ২০৫ দ্বারা দ্বিতীয় দফায় একপ বিধান করিয়াছে যে, যে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিস্ট্রেট মগন না দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির আনাতে পারিবে ।

১৯শ অধ্যায় । অভিযোগপত্র সম্মুখে বিধান ।

একই প্রকারের অপরাধ শব্দের অর্থ ২০৪ দ্বারা যোগ করিয়াছে । ২০৫ দ্বারা ৩ প্রকারের ভাষা আমলা (আইনে যেকপ আদে) কেবল করিয়াছে ।

২১শ অধ্যায় । মাজিস্ট্রেট কর্তৃক ওয়ারেন্টের মোকদ্দমা

বিচার কর্তাবার বিধান ।

২৫৭ দ্বারা আমলা এই বিধান করিয়াছে যে কষ্টে দিবার কি বিশেষ ঘটাই-
বার কিম্বা প্রবিচারের উদ্দেশ্য বিফল কর্তাবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা
মাকী উপস্থিত হেতু পরওয়ানার প্রার্থনা করিয়াছে একপ মাজিস্ট্রেটের অন্-
বোধ হইলে ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু অগ্রাহ্যের কারণ নিপি-
বদ্ধ করিতে হইবে ।

২২শ অধ্যায় । মরাগরী বিচারের কথা ।

প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপর কোন বৈধ অধীন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপর বৈধ ২৩০ দ্বারা মরাগরী বিচার করিতে
পারেন । মরাগরী বিচারে ৩ মাসের অধিক কাল কারাদণ্ড হইবে না একপ
বিধান ২৩২ দ্বারা যোগ করিয়াছে ।

২৩শ অধ্যায় । হাইকোর্ট এবং সেশন আদালতে

বিচার বিষয়ক বিধি ।

পাণ্ডুলিপি ২৭৪ দ্বারা প্রমাণে অঙ্গ অভিযোগের প্রতিপোষন প্রমাণ-
ভাবে আনুষ্ঠানিক কার্য সংশ্লিষ্ট করিতে পারেন একপ বিধান ছিল । এই-
কণে এই ক্ষমতা কেবল হাইকোর্টের আছে এবং একপ ক্ষমতা সকল অঙ্গ-

গণকে প্রদান করিলে মেশন জঙ্গ অর্পণ আঙ্গ রহিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আপত্তি হওয়ায় ঐ ক্ষমতার কথা আমরা পরিবর্তন করিয়াছি (২৭৩ ধারা দেখ) যে ভাষায় সাক্ষীর জবানবন্দী হয় তাহা জুনি না বুলিতে পারিলে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা হইবে তাহা আমরা ২৮২ ধারায় যোগ করিয়াছি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সামান্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত তাহা বিবরণে প্রমাণ না থাকি বিবেচনা করেন তবে তাহাকে যুক্ত দিবার বিধান আমরা ২৮৯ ধারায় যোগ করিয়াছি অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইলে অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে তাহা আদালতে পাঠ হইবে না এই বিধি ৩১০ ধারায় যোগ হইয়াছে ৩২৬ ধারা পরিবর্তন করিয়াছি

আডবোকেট জেনেবল মাহেব অভিযোগ না চালাইলে জঙ্গ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করিবেন একপ বিধান ৩৩৩ ধারায় যোগ করিয়াছি

২৪শ অধ্যায় তদন্ত ও বিচার সম্বন্ধে সাধারণ বিধি ।

৩৩৭ ধারায় ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ক্ষমা কবির বিধান প্রতি অনেক আপত্তি উত্থাপন হইয়াছে সুতরাং আমাদের বোধ হয় এসম্বন্ধে বর্তমান আইন পরিবর্তন করা অনাবশ্যক কেননাব্যক্তি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অন্য স্থানীয় তদন্তে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তৎপরে তদ্বিপরীত অন্য বিচারে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে . জঙ্গ বি মালিট্রেট এই উভয়ের এক জনের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হেতু তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ হইবে এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার পূর্ব কথার বিরুদ্ধে তাহাকে জবানবন্দী প্রদান করিতে না দেওয়া আমাদের বিবেচনা মতে অন্যায় ইহা অতি সহজে ঘটিতে পারে যে অন্যান্য উপায় অবলম্বন দ্বারা সে মালিট্রেট নিকট সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইয়াছিল অতএব ৩৩৯ ধারায় আমরা এই বিধান করিয়াছি যে হাইকোর্টের অমুমতি ব্যতীত ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে না দণ্ডবিধির ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারার অপরাধ ৩৪৫ ধারার রক্ষার উপস্থিত অপরাধে টেবিল ড্র করা নাই ঐ অপরাধ আদালতের অমুমতিক্রমে রক্ষা হইতে পারে একপ ধারার দ্বিতীয় দফায় বিধান করিয়াছি দণ্ডবিধির ২৯৮ ও ৩৫৫ ধারার অপরাধ রক্ষা হইতে পারিবে ।

দণ্ডবিধির ৪১৭ ধারার অপরাধ রক্ষা হইতে পারিবে না ।

২৫শ অধ্যায় । তদন্তে ও বিচার কার্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য

লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক বিধি ।

৩৮৭ ধারায় বিধানানুযায়ী ১২ অধ্যায়ের মোকদ্দমায় প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় তাহা যে মুক্তিভুক্ত অক্ষম হইলে তাহার পুত্র ভাষায় উহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে ।

২৬শ অধ্যায় । নিষ্পত্তি বিসয়ক বিধি ।

আমল নিষ্পত্তি আদালতের প্রচলিত ভাষায় লিখিত না হইলে তাহার তরফদার নথীতে রাখা অনাবশ্যক কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহান অর্থবাদ নথীতে রাখিতে হইবে এক্ষণে বিধান ৩৭২ ধারায় করিয়াছি । মেশন অফিসের নিষ্পত্তিপত্রের প্রতিলিপি জিলাত মাজিস্ট্রেট নিকট পাঠাইতে কষ্ট বিবেচনায় কেবল মাত্র নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে এক্ষণে বিধান ৩৭৩ ধারায় করিয়াছি ।

২৭শ অধ্যায় । দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিসয়ক বিধি ।

যে সকল মোকদ্দমায় প্রাথমিকভাবে দৃঢ় করণার্থে হাইকোর্টে প্রার্থনা যায় তাহাতে হাইকোর্ট অধিক প্রমাণ লইতে পারেন কিম্বা উচ্চতর নিয়াদালতের প্রতি আস্থা করিতে পারেন এক্ষণে বিধান ৩৭৫ ধারায় করিয়াছি ।

২৮শ অধ্যায় । আজ্ঞা সাধন বিসয়ক বিধি ।

কোন অপরাধীর প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড হইলে আদালত কারাদণ্ডের আশঙ্কিত করিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার বিধান ৩৮৮ ধারায় করিয়াছি এবং অর্থ দণ্ড আদায় না হইলে ঐ ব্যক্তি বৈ বাস্তবিকভাবে পাঠাইবার অক্ষম দিতে পারিলে এক্ষণে বিধান ৩৮৯ ধারায় করিয়াছি । কখনোই দণ্ডাজ্ঞা সাধন হওয়ার বাধা হইলে আদালত উপস্থিতিতে ১২ মাসের অনধিক সময় কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না এক্ষণে বিধান ৩৯০ ধারায় করিয়াছি । অভিযুক্ত আইনমতে যত কালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম তাহানিতকি কোন দণ্ডাজ্ঞা আদালত করিতে পারিবেন না ।

২৯শ অধ্যায় দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্তন করিবার বিধি।

বিচারে যে ২ বৃত্তান্ত প্রমাণ হয় তাহার বর্ণনা কনিতে এবং দণ্ড স্থগিত রাখিবার কিম্বা পরিবর্তন করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করা কি না উৎসাহকে কোন বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়ে জজের নিকট প্রিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিবেচনা করি যে জজের মত ও ঐ মতের বে ২ কারণ থাকে তাহা বর্ণনা কবিতে লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে এবং ঐকপ বিধান ৪০১ ধারায় করিয়াছি। সনৈহ ভগ্ননার্থে ৪০২ ধারায় ‘ঐ ব্যক্তির যত কাবাদও হইতে পানিত তাহাব অনধিক কালের’ এবং ‘ঐকপ কালের জন্য’ শব্দসমূহ যোগ করিয়াছি। বর্তমান আইনের ৩২২ ধারারূপারে কেহ ২ বিবেচনা করেন যে কোন দীপান্তর প্রেবঃ দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তে স্থানীয় গবর্ণ-মেন্ট ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই অপরাধ হেতু তাহার যে কাবাদও হইতে পারে উদ্ভিবিজ্ঞ কারণ দণ্ডাজ্ঞা করিতে পাবেন। আমরা যে সকল শব্দ যোগ করিয়াছি তাহাতে এইরূপ সনৈহ থা কিলে না। কাবাদওব পরিবর্তে অর্থদণ্ডের আদেশ হইতে পারিলে একপ বিধান আমরা যোগ করিয়াছি।

৩১শ অধ্যায়। আপীল বিষয়ক বিধি।

জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যাপ্তা নির্দেশ করেন জুরি তাহা বৃদ্ধিতে না পারায় মীমাংসা করিতে ভুল করিয়াছেন আপীল আদালতেব একপ বিবেচনা হইলে ঐ জুরির মীমাংসা আপীল আদালত রহিত করিতে পারিবেন তাহার বিধান ৪২৩ ধারায় করিয়াছি। আপীল আদালত অন্য প্রকার আজ্ঞা না করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিষ্পত্তি প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইবে না। একপ বিধান ৪২৪ ধারায় যোগ করিয়াছি। কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির আপীল উপস্থিত হওয়ার সময় হাইকোর্ট তাহার নিকট হইতে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন একপ বিধান ৪২৬ ধারায় করিয়াছি। ১৯৫ ধারারূপারে আপীল আদালতের যে ক্ষমতা আছে (অনুমতি দেওয়া বা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা) ও ৩৩৭ ধারারূপারে আদালতের যে ক্ষমতা আছে (অপরাধীকে ক্ষমা করিবার কথা) তাহা ৪৩১

মারায় হাইকোর্টের আদি অপিত হইয়াছে কোন সমাজের যুক্তি করিবার ক্ষমতাও হাইকোর্টের আদি এই মারায় অপিত হইয়াছে। ১৭৯ মারায় যাহা কিছু লেগা হইয়াছে তাহা ১৩৩ মারায় কোন কণা বর্ধিত না হইলে মারায় সুসারে নিম্নোক্ত নিষেধ পরিবর্তন করিয়া মোকদ্দমানের আদালতের আদালত হইতে পারিবে না একই বিধানও করিয়াছি।

৩৫শ অধ্যায়। নিচাকারী সমস্তই কোন ২ অপরাধের মোকদ্দমানের আদালতের কার্য নিয়ন্ত্রক বিধি।

কোন আদালত একে সমস্তই মোকদ্দমা জেলার মাজিষ্ট্রেট নিকট না পাঠাইয়া নিকটবর্তী অথবা জেলার মাজিষ্ট্রেট নিকট পাঠাইতে পারিবে না একই বিধান ১৭৩ মারায় যোগ করিয়াছি। আদালত সমস্তই ৩১ অধ্যায়ের বিধান আদালত আদালত মোকদ্দমানের আদালত সমস্তই যতদূর বর্ধিত পারিবে বর্ধিত একই বিধান ৪৮৩ মারায় যোগ করিয়াছি।

৩৬শ অধ্যায়। স্ত্রী ও সমস্তাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ মারায় নিম্নিত ভরণপোষণ দেওয়ার আদালত যাহা যাহা কেহ কোন পরওয়ানা স্ত্রী হওয়ার পর যদি এই টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে কারাবাসের আদালত হইতে পারে। যদি স্ত্রী উপলব্ধি করিতে বাস করে কিম্বা অল্পস্বল্প কারণে আপন প্রাণের সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে কিম্বা উভয়ের সম্মতিক্রমে প্রত্যয় বাস করে তবে ভরণপোষণ দেওয়ার আদালত রহিত হইবে একই বিধান ৪৮৮ মারায় করিয়াছি। এই অধ্যায়ের মোকদ্দমানের প্রাণের বা অল্প বিশেষে পিতার সম্মুখে আদালত করিতে হইবে এবং সমস্তের মোকদ্দমান যে আদালতের সঙ্গে প্রাণ বাস করিতে হইবে সেইরূপে ইহাতে আদালত লিপিবদ্ধ হইবে একই বিধান করিয়াছি।

৩৭শ অধ্যায়। রাজকীয় বস্তু সম্বন্ধে বিধি।

ক্রীযুক্ত গেজেটেরী অব ট্রেট বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে এই অধ্যায় পাণ্ডুলিপি হইতে পবিত্রাগ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের যে যে আইনের উল্লেখ ছিল তাহা রহিত বিধির সিডিউল হইতে পরিভ্রাণ করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির ৪৯১ মারায় ওয়ারেন্টের বিধান ৫ নং সিডিউল হইতেও পরিভ্রাণ হইয়াছে।

৪১শ অধ্যায় । সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি ।

পাণ্ডুলিপির ৫২১ ধারায় যে সালভাব সিদ্ধান্ত করিবার বিধান ছিল তাহা আমরা পরিভ্রাণ করিয়াছি বারগ উহা সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ১০৫ ধারার বিধানের সহিত অনৈক্য ।

৪৩শ অধ্যায় । দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি ।

হাইকোর্ট কিম্বা সেশন আদালত সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে ৫১৭ ধারার নিমিত্ত কোন হুকুম না দিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট প্রাপ্তি ঐ হুকুম দিবার বিধান ঐ ধারায় যোগ করিয়াছি । এইরূপ করিবার কারণ এই যে ঐ হুকুম দিবার সময় অর্পণকারী মাজিষ্ট্রেট স্থানান্তর হইতে পারেন আপীল হইবার সময় গত না হইলে কিম্বা আপীল হইলে তাহা ডিসমিস না হইলে ঐ ধারার দ্বারা আশঙ্কনীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন কার্য্য হইবে না এরূপ বিধান ঐ ধারার তৃতীয় দফায় করিয়াছি । কোন ব্যক্তি কোন ২ অপরাধ হেতু দণ্ড প্রাপ্ত হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে তাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত গুণ তাহার অধীনে কিম্বা ক্ষমতায় থাকে তাহা বিনষ্ট করিতে আদালত হুকুম দিতে সক্ষম । আদালতের হেফাজতে কোন দ্রব্য থাকিলে তৎসম্বন্ধেও এই বিধান খাটিবে এরূপ যোগ করিয়াছি ।

৪৫শ অধ্যায় । অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি ।

৫৩০ ধারায় (অনিয়মিত কার্য্য হেতু আনুষ্ঠানিক কার্য্য রহিত হইবার বিধি) (ঘ) প্রকরণে আগবা এরূপ বিধান করিয়াছি যে ক্ষমতা বিহীন কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ঐ হুকুম প্রদান হইলে তাহা রহিত হইবে । অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা কি স্বীকারবাক্য লিপি কবিত্তে যদি কোন ভ্রম হয় এবং যদি তদ্বারা প্রতিবাদ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান না অন্যে তবে ঐ বাক্য প্রমাণ এরূপ ব্যবহার হইবে এরূপ বিধান পাণ্ডুলিপির ৫৪৪ ধারায় ছিল । এই বিধানের পরিবর্তে (৫৩৩ ধারা) আমরা এই শব্দ সমূহ যোগ করিয়াছি যাহার অর্থ এই ;—ভাবতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ১১ ধারায় প্রকৃষ্টাকারে কথা থাকিলেও যদি সেই ভ্রম দ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে তবে তাহার ঐ উক্তি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে । কোন ওয়ারণ্টে বা তদন্তে কি বিচারে কি এই আইনের অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি জাতি হইলে

তদ্বারা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নিয়ম কি প্রকারে কি আদালত আদালত
কি পরিবর্তন হইবে না একমুখি বিধান ১৩৭ ধারায় যোগ দিয়াছি। এই
ধারায় স্থিরিত কি আমেরের কোন ক্ষমতা যোগদান করিতে পারে তাহা হইলে একমুখি
হকুম অন্যথা হইবে না একমুখি বিধানও আমের যোগ দিয়াছি।

৪৩শ অধ্যায়। নিম্নলিখিত।

হাইকোর্ট দ্বারা নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে কিম্বা পরিবর্তন করিয়াছি।
রাজকীয় সমসাময়িক সে সমস্ত হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট হয় না তাহাও তাহান
অধীনস্থ আদালত সমূহের কায্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিয়মান্বিত স্থানীয় গবর্ণ-
মেণ্টের অধুমতি লইয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এই আইনপ্রসারের অর্থনৈতিক
আদায় অন্য যে কোনও দৈনিক যাত্রা তাহা যে প্রকারে আদায় করিতে হইবে
তাহার বিধানও একমুখি অধুমতি প্রদান করিতে হইবে। কোন এক বা
মালিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা এক পক্ষ হইলে কিম্বা আপন তাহাতে দ্বি-
যুক্ত থাকিলে তাহান আদালত হইতে যে আদালতে আদায় হয় সেই আদা-
লতের অধুমতি প্রদান করিয়া এই মোকদ্দমা বিচার করিতে পারিবে একমুখি
বিধান ৫৫৫ ধারায় যোগ দিয়াছি।

মিডিল নং ১।

১৮৬১ সালের ৫ আইনের ২৪ ধারার শেষ ভাগে শব্দ 'নষ্ট' করিতে
অনুমতি দি।

মিডিল নং ২।

যোমাই গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত বিধায়ক আইনের ১১ ধারায়
অপরাধ হেতু জামিন লওয়া যাইতে পারে একমুখি বিধান দিয়াছি।

মিডিল নং ৩।

তৃতীয় জোঁর মালিষ্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতা বাড়ীত ৯০ ধারায় ক্ষমতা
দিয়াছি।

অপর জোঁর মালিষ্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতা বাড়ীত ডিফারেন্স ১০১ ও ১০২
ধারায় ক্ষমতা দিয়াছি। মালিষ্ট্রেটের মালিষ্ট্রেটকে ৭৮ ধারায় ক্ষমতা
দিয়াছি এবং জেলার মালিষ্ট্রেটকে ১২৬ ধারায় ক্ষমতা দিয়াছি।

মিডিকেল নং ৪।

এই মিডিকেলের অনেক স্থান আমলা পরিবর্তন করিয়াছি এবং জেলা পণ্ডের ম মিডিকেলের ক্ষমতা সম্বন্ধে এক নতুন বিভাগ করিয়াছি।

মিডিকেল নং ৫।

অনেক কানন করাষ্টাছি এবং অনেক পরিচালন করিয়াছি পূর্ন অপরাধ নির্ণয় পাইলে যে কণ চাপা হইবে তাহান এক কানন দিয়াছি।

১৮ হৈ আনুমানি

১৮৮২

হোমিওপ্যাথী হোমিওপ্যাথী; বিনয়গ টিমসন; জে সিমস;
১৮৮২ বিনয়গ টিমসন; যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর; মুইস
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর; সি. এচ. টি কং গোয়েট।

১৮৮২ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে

বাস্তান গবর্ণমেন্টের নং ৫৬ জে সরকার্যলর।

সমস্ত সেশন অফিস বরাবর।

নূতন ফৌজদারী কার্যবিধি অর্থাৎ ১৮৮২ সালের ১০ আইন আগামী সালের প্রথম দিবা হইতে প্রচলিত হইবে। বর্তমান কার্যবিধি অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের নিম্ন হইতে যে ২ স্থলে ঐ আইনে পৃথক বিধান হইয়াছে ও অন্যান্য আদেশাধীন বিধি আপনাদিগকে দর্শাইয়া দেওয়া অন্য আদার প্রতি আদেশ হইয়াছে।

“পোলীস থানার অধ্যক্ষ” অল্পপস্থিত থাকিলে তৎপরবর্তী নিয়মের যে কর্মচারী কনষ্টেবলের উর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া পোলীস থানার উপস্থিত থাকেন “পোলীস থানার অধ্যক্ষ” শব্দে কেবল তাঁহাকে বুঝাইবে এরূপ নহে অন্য যে পোলীস কর্মচারী তৎপরে উপস্থিত থাকেন ঐ শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে এইরূপ আদেশ করার ক্ষমতা ৪ ধারার (৭) প্রকরণে স্থানীয় গবর্ণ-মেন্টের প্রতি দেওয়া হইয়াছে এইটি আইনের একটা গুরুতর পরিবর্তন। কারণ এরূপ বিশ্বাস আছে যে, যে সমস্ত জেলায় ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক তথায় তদন্তকারী পোলীস কার্যকারকের সংখ্যা কম থাকায় অনেক সময়ে সমস্ত অসুসজ্জনকারী কার্যকারক একত্রে ঠেসন হইতে অল্প-

স্থিত হইয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ আইনানুসারে ন্যায় হইতে পারে নাই ও অনেক সময়ে বিশেষ অসুবিধা জন্মিয়াছে।

৩০ ধারা নূতন কিন্তু এই ধারা এই আদেশের অন্তর্গত থাকে জেলায় খাটিবে। ৩৪ ধারা এই ধারার সহিত এতদ্রূপে পাঠ্য হইতে হইবে ৩২ ধারায় এই বিধান হইয়াছে যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কম্পাউন্ড দণ্ড প্রদানে পারিবেন না।

১০৮ ধারা নূতন ইহাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটগণ (যাচাদার প্রতি সবদিকবিশেষের ভার নাই) যে স্থলে অচিরে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে তথায় কিরূপ কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহা লিখিত হইয়াছে।

১০৯ ধারা ১৮৭২ সালের আইনে এতদসম্বন্ধে যে বিধান ছিল তাহার সহিত এই ধারার অন্তর্বিভিন্নতা হইয়াছে। এই ধারানুসারে জেলাখণ্ডের ভিন্ন প্রাপ্ত মাজিস্ট্রেটগণ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন না হইলেও সদাচরণের সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় তদন্ত করিয়া এবং জেলার মাজিস্ট্রেট নিকট ন্যায় লিখিয়া স্বয়ং আদেশ প্রচার করিতে পারেন। পূর্বে আইনানুসারে তাহা পারিতেন না।

১১১ ধারা এই ধারা দ্বারা ৫১৭ ধারার বিধি পরিবর্তন করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইউরোপীয়গণ সম্বন্ধে অল্প অমায়ের বিধান সমূহ প্রয়োগ করা এককালে নিষেধ করা হয় নাই। কেবল ইউরোপীয় প্রত্যাগমন সম্বন্ধীয় আইনানুসারে যে স্থলে কার্য হইতে পারে সেই স্থলে উহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই অমায়ের বাকী অংশ অতি সাবধানতার সহিত পড়িতে হইবে কারণ ইহাতে অনেক নূতন বিধান হইয়াছে।

১৩৩ ধারা। এক্ষণে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটগণ অনিষ্টজনক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইতে পারিবেন না। ১৮৭২ সালের ১০ আইন মতে জেলার মাজিস্ট্রেট এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিতেন। এই অমায়ের অধিক নূতন বিধান নাই কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়গুলির স্থান পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে।

১৬৬ ধারা ইহা নূতন।

১৭১ ধারা। এই ধারা এই মাজ নুতন যে মাজিষ্ট্রেটের কাছাকাছি বা দূরে কি মাফীদার যাইবার সময়ে পোলীসের কোন কামকাবকেব সঙ্গে থাইতে আদেশ হইবে না।

১৭৬ ধারা। পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এই ধারারূপে মর্দ্যাপেক্ষা নিকটবর্তী অপমৃত্যু তদন্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট পোলীস অফিসদান ব্যতীত বা ঐ অফিসদানের অতিরিক্ত এ মৃত্যুর কারণ অফিসদান করিতে বাধ্য। ১৮৭২ সালের আইনের বিধান মতে কোন অবস্থায়ই মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত বাধ্যকর ছিল না। মৃত্যুর কারণ নিবারণ জন্য মৃতদেহ মর্জিকার নীচে হইতে উঠাইবার আবশ্যক হইলে তদন্ত উত্তোলন করিবার ক্ষমতা স্পষ্টাক্ষরে মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগেব সহিত পাঠ করা আবশ্যক

১৮১ ধারা ধারা পূর্ব আইনের ১৮ ধারার বিস্তৃতি সাধন করা হইয়াছে এবং মহারাজার সহিত সন্ধি আছে তদন্ত দেশ কি রাজার অধিকার মধ্যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা অথবা ভারতবর্ষবাসী দেশীয় কোন প্রজা অপরাধ করিয়া থাকিলে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষ মধ্যে তাহাদের বিচার হওয়া সম্বন্ধে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের কোন কোন প্রধাণ ইহাতে পরিবেশিত হইয়াছে

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া থাকিলে জিলাব মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে এই আইনমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলাব অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন এই বিধান ১১২ ধারায় করা হইয়াছে। যদিও এতদ্বারা ১৮৭২ সালের আইনের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু এতদ্বারা মাজিষ্ট্রেট কোন নুতন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই কারণ জেলাব মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট নিকট হইতে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া স্বয়ং বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আজ্ঞা তিনি পূর্বেও করিতে পারিতেন

ষোড়শ অধ্যায়ে কিছু ২ পরিবর্তন করা হইয়াছে কিন্তু তাহা বাস্তবিক মূল সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অষ্টাদশ ও

ষাণ্মাস অধ্যায়ে অধিক কেন কথা বলিবার নাই ২৪৪ ধারারূপে বাণীত
অথবা আশীর্বাদ মাকীংগে ন্যায় খরচ তাহা লভে দাখিল না হইলে তাহা-
দিকে উপস্থিত হইবার পন্থা দিতে মাজিষ্ট্রেট অধীকার করিতে
পারেন ২৫৭ ধারারূপে আশীর্বাদ মাকীংগে ন্যায় খরচ দাখিল না হইলে
তাহাকে গমন করিতে আদালত অধীকার করিতে পারেন।

২৬০ ধারা চোরাগাল গোপন কিম্বা হস্তান্তর করিবার সাহায্য করান
অপরাধ অর্থাৎ দণ্ডবিধির ৪১৪ ধারার অপরাধ সনামনী বিচার হইতে পারে
এই বিধান নূতন। ২২ অধ্যায়ের নিখিত অ'রাম হেতু ৩ মাসের অধিক
কান্নাবাহনর আত্মা হইতে পারিবে না।

৩৫৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তন হইয়াছে বাঙ্গালী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট-
গণের ইংরেজী ভাষায় বৃত্তি যত অধিক হউক না কেন তাহা বা ইংরেজী-
ভাষায় মাক্য লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম ছিলেন না। এইটী অসুবিধা অনেক ও
দৃষ্টি কটু ইহা অসুবিধাজনক কারণ বঙ্গ ভাষায় ক্রান্ত লেখা সম্ভবপর
হইতে পারে না। দৃষ্টি কটু কারণ মুসলমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণের খাৎ-
ভাষা উর্দু হওয়ায় তাহারা ইংরেজী ভাষায় মাক্য লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম
ইহার ফল এই যে কোন ২ কার্যকারকগণ ইংরেজী ভাষায় মাক্য লিপিবদ্ধ
করেন অথচ ইংরেজী ভাষায় তাহাদের হইতে অধিক স্মারদশী কার্যকারক-
গণ সক্ষম বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই অসুবিধা এক্ষণে দূরীকরণ হই-
য়াছে এবং যে সকল হিন্দু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ ইংরেজী ভাষায় মাক্য
লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম তাহাদের ফর্দ কমিশ্যনগণ হইতে তলপ হইয়াছে

৩৯২ ধারার বিধান হইয়াছে যে অপরাধী যোল বৎসরের অধিক ব ক
বয়স্ক হউক লম্বু বেজ দাবা তৎপ্রতি কশাঘাত দণ্ডে সাধন হইবে। যদিও
বঙ্গদেশে পূর্বাংশ সকল স্থলে বেজই ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ১৮৭২
সালের আইনে এই বিধান ছিল যে অপরাধী যোল বৎসরের অধিক বয়স্ক
হইলে তৎপ্রতি যে যম দ্বারা কশাঘাত দণ্ডে সাধন হইবে তাহা স্থানীয়
গবর্ণমেন্টে নির্বাচন করিবেন

৩৯৩ ধারা। এই ধারা আংশিক রূপে নূতন অর্থাৎ ইহার যে অংশে
বিধান হইয়াছে যে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষের প্রতি কশা-
ঘাত দণ্ডে সাধন হইবে না তাহা পূর্বে আইনে ছিল না। অবশিষ্ট অংশে কেবল

১৮৬৪ সালের ৬ আইনের ৭ ধারা রহিত হইয়া তাহার বিধান ২ বিধি হইয়াছে

৪২৩ ধারায় আইনের এনটি গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে ১৮৭২ সালের আইনানুসারে আপীল আদালত দণ্ডাঙ্গ স্বীকৃতি করিতে পারিতেন। কিন্তু সেই ক্ষমতা এক্ষণে রহিত করা হইয়াছে। এই সাধারণ বিধানের কেবল এই মাত্র বর্জিতবিধি আছে যে হাইকোর্ট ৩৩৯ ধারামতে দণ্ডাঙ্গ স্বীকৃতি করিতে পারিবেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়ে অল্পস্থিত সাক্ষীর জবানবন্দি হেতু কমিশ্যন নিযুক্ত করিবার বাধ্য প্রণালী গবর্ণমেণ্টে কোন ২ পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৮৭২ সালের কার্যবিধি অনুসারে কেবল হাইকোর্ট অথবা সেশন আদালত কমিশ্যন দেওয়া বাকী বাকীতে পারিতেন। এক্ষণে ৫০৩ ধারায় এই ক্ষমতা জেলার মাজিস্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে এবং ৫০৬ ধারা অনুসারে অধীন মাজিস্ট্রেটগণ কমিশ্যন দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলে তাহারা হেতুবাদ লিখিয়া জেলার মাজিস্ট্রেট সমীপে পাঠাইতে পারিবেন এবং জেলার মাজিস্ট্রেট কমিশ্যন দেওয়া কি না দেওয়া সম্বন্ধে আদেশ করিতে পারিবেন।

৫১৯, ৫২১ ও ৫২২ ধারা নুতন

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ে কোন ২ বিষয়ে গুরুতর পরিবর্তন করা হইয়াছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা কর্তব্য

নুতন ফৌজদারী কার্যবিধিতে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় পরিবর্তন হইয়াছে তাহা সমস্তই উপরে লিপিবদ্ধ হইল এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে না। কিন্তু বিশ্বাস এই যে জেলার ভাষ্কর্য্যগণের জ্ঞাতব্য আবশ্যকীয় গুরুতর কোন বিষয় পরিত্যাগ করা হয় নাই। নুতন আইনের বহুতর পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং ১৮৭২ সালের কার্যবিধি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে এই কার্যবিধির ধারা সমস্ত ২ বিবেশিত হইয়াছে। এই কারণে যে সমস্ত কুর্মচাবীগণ এই আইনানুসারে কার্য করিবেন তাহারা সকলেই ইহা সাবধান পূর্বক পাঠ করিবেন। তাহা দর্শাইয়া দেওয়াই এই সনকিউশন প্রচার করণের প্রধান উদ্দেশ্য এবং জীযুক্ত মের্টনেটে গবর্ণর বাহু দ্বারা ভরণ্য বরেন যে সকলেই তদনুসরণ কার্য করিবেন।

এফ, বি, পিকফ

এ সেক্রেটারী

কম্পিউটারি টেবিল।

১৮৭২ সালের ১০ আইন				১৮৮২ সালের ১০ আইন			
কর্ম	ক্রম	প্রকরণ	উপস্থাপিত কাল	কর্ম	ক্রম	প্রকরণ	উপস্থাপিত কাল
১	১			১	১		
	২				২		
	৩				৩		
২	৪			২	৪		
	৫			৩	৫		
	৬			৬	৬		
	৭				৭		
	৮				৮		
	৯	১			৯	৭	
	১০	২		২০৪	১০		
	১১	৩		৪	১১	৭	
	১২	৪		২৮			
	১৩						
	১৪			২	১৪		
৩	১৫			৪০৫	১৫		
	১৬			৪	১৬		
	১৭						
	১৮	১					
	১৯	২					
	২০	৩					
	২১	৪					
	২২	৫					
	২৩	৬					
	২৪	৭					
	২৫	৮					
	২৬	৯					
	২৭	১০					
	২৮	১১					
	২৯	১২					
	৩০	১৩					
	৩১	১৪					
	৩২	১৫					
	৩৩	১৬					
	৩৪	১৭					
	৩৫	১৮					
	৩৬	১৯					
	৩৭	২০					
	৩৮	২১					
	৩৯	২২					
	৪০	২৩					
	৪১	২৪					
	৪২	২৫					
	৪৩	২৬					
	৪৪	২৭					
	৪৫	২৮					
	৪৬	২৯					
	৪৭	৩০					
	৪৮	৩১					
	৪৯	৩২					
	৫০	৩৩					
	৫১	৩৪					
	৫২	৩৫					
	৫৩	৩৬					
	৫৪	৩৭					
	৫৫	৩৮					
	৫৬	৩৯					
	৫৭	৪০					
	৫৮	৪১					
	৫৯	৪২					
	৬০	৪৩					
	৬১	৪৪					
	৬২	৪৫					
	৬৩	৪৬					
	৬৪	৪৭					
	৬৫	৪৮					
	৬৬	৪৯					
	৬৭	৫০					
	৬৮	৫১					
	৬৯	৫২					
	৭০	৫৩					
	৭১	৫৪					
	৭২	৫৫					
	৭৩	৫৬					
	৭৪	৫৭					
	৭৫	৫৮					
	৭৬	৫৯					
	৭৭	৬০					
	৭৮	৬১					
	৭৯	৬২					
	৮০	৬৩					
	৮১	৬৪					
	৮২	৬৫					
	৮৩	৬৬					
	৮৪	৬৭					
	৮৫	৬৮					
	৮৬	৬৯					
	৮৭	৭০					
	৮৮	৭১					
	৮৯	৭২					
	৯০	৭৩					
	৯১	৭৪					
	৯২	৭৫					
	৯৩	৭৬					
	৯৪	৭৭					
	৯৫	৭৮					
	৯৬	৭৯					
	৯৭	৮০					
	৯৮	৮১					
	৯৯	৮২					
	১০০	৮৩					

(୪)

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଆଡ଼ିନ				୧୯୮୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଆଡ଼ିନ			
ସଂଖ୍ୟା	ମାସ	ଆଡ଼ିନ	ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ସଂଖ୍ୟା	ମାସ	ଆଡ଼ିନ	ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
		୧୯		୦		୦	
		୨୦		୦		୦	
		୨୧		୦		୦	
		୨୨		୦		୦	
	୧	୨୩		୦	୧	୨୩	
	୨	୨୪		୦	୨	୨୪	
		୨୫		୦		୨୫	
	୩	୨୬		୦	୩	୨୬	
	୪	୨୭		୦	୪	୨୭	
	୫	୨୮		୦	୫	୨୮	
	୬	୨୯		୦	୬	୨୯	
	୭	୩୦		୦	୭	୩୦	
	୮	୩୧		୦	୮	୩୧	
	୯	୩୨		୦	୯	୩୨	
	୧୦	୩୩		୦	୧୦	୩୩	
	୧୧	୩୪		୦	୧୧	୩୪	
	୧୨	୩୫		୦	୧୨	୩୫	
	୧୩	୩୬		୦	୧୩	୩୬	
	୧୪	୩୭		୦	୧୪	୩୭	
	୧୫	୩୮		୦	୧୫	୩୮	
	୧୬	୩୯		୦	୧୬	୩୯	
	୧୭	୪୦		୦	୧୭	୪୦	
	୧୮	୪୧		୦	୧୮	୪୧	
	୧୯	୪୨		୦	୧୯	୪୨	
	୨୦	୪୩		୦	୨୦	୪୩	
	୨୧	୪୪		୦	୨୧	୪୪	
	୨୨	୪୫		୦	୨୨	୪୫	
	୨୩	୪୬		୦	୨୩	୪୬	
	୨୪	୪୭		୦	୨୪	୪୭	
	୨୫	୪୮		୦	୨୫	୪୮	
	୨୬	୪୯		୦	୨୬	୪୯	
	୨୭	୫୦		୦	୨୭	୫୦	
	୨୮	୫୧		୦	୨୮	୫୧	
	୨୯	୫୨		୦	୨୯	୫୨	
	୩୦	୫୩		୦	୩୦	୫୩	
	୩୧	୫୪		୦	୩୧	୫୪	
	୩୨	୫୫		୦	୩୨	୫୫	
	୩୩	୫୬		୦	୩୩	୫୬	
	୩୪	୫୭		୦	୩୪	୫୭	
	୩୫	୫୮		୦	୩୫	୫୮	
	୩୬	୫୯		୦	୩୬	୫୯	
	୩୭	୬୦		୦	୩୭	୬୦	
	୩୮	୬୧		୦	୩୮	୬୧	
	୩୯	୬୨		୦	୩୯	୬୨	
	୪୦	୬୩		୦	୪୦	୬୩	
	୪୧	୬୪		୦	୪୧	୬୪	
	୪୨	୬୫		୦	୪୨	୬୫	
	୪୩	୬୬		୦	୪୩	୬୬	
	୪୪	୬୭		୦	୪୪	୬୭	
	୪୫	୬୮		୦	୪୫	୬୮	
	୪୬	୬୯		୦	୪୬	୬୯	
	୪୭	୭୦		୦	୪୭	୭୦	
	୪୮	୭୧		୦	୪୮	୭୧	
	୪୯	୭୨		୦	୪୯	୭୨	
	୫୦	୭୩		୦	୫୦	୭୩	
	୫୧	୭୪		୦	୫୧	୭୪	
	୫୨	୭୫		୦	୫୨	୭୫	
	୫୩	୭୬		୦	୫୩	୭୬	
	୫୪	୭୭		୦	୫୪	୭୭	
	୫୫	୭୮		୦	୫୫	୭୮	
	୫୬	୭୯		୦	୫୬	୭୯	
	୫୭	୮୦		୦	୫୭	୮୦	
	୫୮	୮୧		୦	୫୮	୮୧	
	୫୯	୮୨		୦	୫୯	୮୨	
	୬୦	୮୩		୦	୬୦	୮୩	
	୬୧	୮୪		୦	୬୧	୮୪	
	୬୨	୮୫		୦	୬୨	୮୫	
	୬୩	୮୬		୦	୬୩	୮୬	
	୬୪	୮୭		୦	୬୪	୮୭	
	୬୫	୮୮		୦	୬୫	୮୮	
	୬୬	୮୯		୦	୬୬	୮୯	
	୬୭	୯୦		୦	୬୭	୯୦	
	୬୮	୯୧		୦	୬୮	୯୧	
	୬୯	୯୨		୦	୬୯	୯୨	
	୭୦	୯୩		୦	୭୦	୯୩	
	୭୧	୯୪		୦	୭୧	୯୪	
	୭୨	୯୫		୦	୭୨	୯୫	
	୭୩	୯୬		୦	୭୩	୯୬	
	୭୪	୯୭		୦	୭୪	୯୭	
	୭୫	୯୮		୦	୭୫	୯୮	
	୭୬	୯୯		୦	୭୬	୯୯	
	୭୭	୧୦୦		୦	୭୭	୧୦୦	
	୭୮	୧୦୧		୦	୭୮	୧୦୧	
	୭୯	୧୦୨		୦	୭୯	୧୦୨	
	୮୦	୧୦୩		୦	୮୦	୧୦୩	
	୮୧	୧୦୪		୦	୮୧	୧୦୪	
	୮୨	୧୦୫		୦	୮୨	୧୦୫	
	୮୩	୧୦୬		୦	୮୩	୧୦୬	
	୮୪	୧୦୭		୦	୮୪	୧୦୭	
	୮୫	୧୦୮		୦	୮୫	୧୦୮	
	୮୬	୧୦୯		୦	୮୬	୧୦୯	
	୮୭	୧୧୦		୦	୮୭	୧୧୦	
	୮୮	୧୧୧		୦	୮୮	୧୧୧	
	୮୯	୧୧୨		୦	୮୯	୧୧୨	
	୯୦	୧୧୩		୦	୯୦	୧୧୩	
	୯୧	୧୧୪		୦	୯୧	୧୧୪	
	୯୨	୧୧୫		୦	୯୨	୧୧୫	
	୯୩	୧୧୬		୦	୯୩	୧୧୬	
	୯୪	୧୧୭		୦	୯୪	୧୧୭	
	୯୫	୧୧୮		୦	୯୫	୧୧୮	
	୯୬	୧୧୯		୦	୯୬	୧୧୯	
	୯୭	୧୨୦		୦	୯୭	୧୨୦	
	୯୮	୧୨୧		୦	୯୮	୧୨୧	
	୯୯	୧୨୨		୦	୯୯	୧୨୨	
	୧୦୦	୧୨୩		୦	୧୦୦	୧୨୩	
	୧୦୧	୧୨୪		୦	୧୦୧	୧୨୪	
	୧୦୨	୧୨୫		୦	୧୦୨	୧୨୫	
	୧୦୩	୧୨୬		୦	୧୦୩	୧୨୬	
	୧୦୪	୧୨୭		୦	୧୦୪	୧୨୭	
	୧୦୫	୧୨୮		୦	୧୦୫	୧୨୮	
	୧୦୬	୧୨୯		୦	୧୦୬	୧୨୯	
	୧୦୭	୧୩୦		୦	୧୦୭	୧୩୦	
	୧୦୮	୧୩୧		୦	୧୦୮	୧୩୧	
	୧୦୯	୧୩୨		୦	୧୦୯	୧୩୨	
	୧୧୦	୧୩୩		୦	୧୧୦	୧୩୩	
	୧୧୧	୧୩୪		୦	୧୧୧	୧୩୪	
	୧୧୨	୧୩୫		୦	୧୧୨	୧୩୫	
	୧୧୩	୧୩୬		୦	୧୧୩	୧୩୬	
	୧୧୪	୧୩୭		୦	୧୧୪	୧୩୭	
	୧୧୫	୧୩୮		୦	୧୧୫	୧୩୮	
	୧୧୬	୧୩୯		୦	୧୧୬	୧୩୯	
	୧୧୭	୧୪୦		୦	୧୧୭	୧୪୦	
	୧୧୮	୧୪୧		୦	୧୧୮	୧୪୧	
	୧୧୯	୧୪୨		୦	୧୧୯	୧୪୨	
	୧୨୦	୧୪୩		୦	୧୨୦	୧୪୩	
	୧୨୧	୧୪୪		୦	୧୨୧	୧୪୪	
	୧୨୨	୧୪୫		୦	୧୨୨	୧୪୫	
	୧୨୩	୧୪୬		୦	୧୨୩	୧୪୬	
	୧୨୪	୧୪୭		୦	୧୨୪	୧୪୭	
	୧୨୫	୧୪୮		୦	୧୨୫	୧୪୮	
	୧୨୬	୧୪୯		୦	୧୨୬	୧୪୯	
	୧୨୭	୧୫୦		୦	୧୨୭	୧୫୦	
	୧୨୮	୧୫୧		୦	୧୨୮	୧୫୧	
	୧୨୯	୧୫୨		୦	୧୨୯	୧୫୨	
	୧୩୦	୧୫୩		୦	୧୩୦	୧୫୩	
	୧୩୧	୧୫୪		୦	୧୩୧	୧୫୪	
	୧୩୨	୧୫୫		୦	୧୩୨	୧୫୫	
	୧୩୩	୧୫୬		୦	୧୩୩	୧୫୬	
	୧୩୪	୧୫୭		୦	୧୩୪	୧୫୭	
	୧୩୫	୧୫୮		୦	୧୩୫	୧୫୮	
	୧୩୬	୧୫୯		୦	୧୩୬	୧୫୯	
	୧୩୭	୧୬୦		୦	୧୩୭	୧୬୦	
	୧୩୮	୧୬୧		୦	୧୩୮	୧୬୧	
	୧୩୯	୧୬୨		୦	୧୩୯	୧୬୨	
	୧୪୦	୧୬୩		୦	୧୪୦	୧୬୩	
	୧୪୧	୧୬୪		୦	୧୪୧	୧୬୪	
	୧୪୨	୧୬୫		୦	୧୪୨	୧୬୫	
	୧୪୩	୧୬୬		୦	୧୪୩	୧୬୬	
	୧୪୪	୧୬୭		୦	୧୪୪	୧୬୭	
	୧୪୫	୧୬୮		୦	୧୪୫	୧୬୮	
	୧୪୬	୧୬୯		୦	୧୪୬	୧୬୯	
	୧୪୭	୧୭୦		୦	୧୪୭	୧୭୦	
	୧୪୮	୧୭୧		୦	୧୪୮	୧୭୧	
	୧୪୯	୧୭୨		୦	୧୪୯	୧୭୨	
	୧୫୦	୧୭୩		୦	୧୫୦	୧୭୩	
	୧୫୧	୧୭୪		୦	୧୫୧	୧୭୪	
	୧୫୨	୧୭୫		୦	୧୫୨	୧୭୫	
	୧୫୩	୧୭୬		୦	୧୫୩	୧୭୬	
	୧୫୪	୧୭୭		୦	୧୫୪	୧୭୭	
	୧୫୫	୧୭୮		୦	୧୫୫	୧୭୮	
	୧୫୬	୧୭୯		୦	୧୫୬	୧୭୯	
	୧୫୭	୧୮୦		୦	୧୫୭	୧୮୦	
	୧୫୮	୧୮୧		୦	୧୫୮	୧୮୧	
	୧୫୯	୧୮୨		୦	୧୫୯	୧୮୨	
	୧୬୦	୧୮୩		୦	୧୬୦	୧୮୩	
	୧୬୧	୧୮୪		୦	୧୬୧	୧୮୪	
	୧୬୨	୧୮୫		୦	୧୬୨	୧୮୫	
	୧୬୩	୧୮୬		୦	୧୬୩	୧୮୬	
	୧୬୪	୧୮୭		୦	୧୬୪	୧୮୭	
	୧୬୫	୧୮୮		୦	୧୬୫	୧୮୮	
	୧୬୬	୧୮୯		୦	୧୬୬	୧୮୯	
	୧୬୭	୧୯୦		୦	୧୬୭	୧୯୦	
	୧୬୮	୧୯୧		୦	୧୬୮	୧୯୧	
	୧୬୯	୧୯୨		୦	୧୬୯	୧୯୨	
	୧୭୦	୧୯୩		୦	୧୭୦	୧୯୩	
	୧୭୧	୧୯୪		୦	୧୭୧	୧୯୪	
	୧୭୨	୧୯୫		୦	୧୭୨	୧୯୫	
	୧୭୩	୧୯୬		୦	୧୭୩	୧୯୬	
	୧୭୪	୧୯୭		୦	୧୭୪	୧୯୭	
	୧୭୫	୧୯୮		୦	୧୭୫	୧୯୮	
	୧୭୬	୧୯୯		୦	୧୭୬	୧୯୯	
	୧୭୭	୨୦୦		୦	୧୭୭	୨୦୦	
	୧୭୮	୨୦୧		୦	୧୭୮	୨୦୧	
	୧୭୯	୨୦୨		୦	୧୭୯	୨୦୨	
	୧୮୦	୨୦୩		୦	୧୮୦	୨୦୩	
	୧୮୧	୨୦୪		୦	୧୮୧	୨୦୪	
	୧୮୨	୨୦୫		୦	୧୮୨	୨୦୫	
	୧୮						

(१) .

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚର ୧୦ ଆଦିନ ।					୧୯୮୨ ମାର୍ଚ୍ଚର ୧୦ ଆଦିନ ।				
ଖାଲି	ମା	ପ୍ରକାର	ଉପ-ବିବି	ବିବି	ଖାଲି	ମା	ପ୍ରକାର	ଉପ-ବିବି	ବିବି
୫୧					୧୭	୧			
୫୨	୧				୧୮	୧			
	୨					୨			
୫୩	୩				୧୯	୩			
	୪				୨୦	୪			
	୫				୨୧	୫			
୫୪	୬				୨୨	୬			
	୭					୭			
୫୫	୮				୨୩	୮			
	୯				୨୪	୯			
୫୬	୧୦				୨୫	୧୦			
	୧୧				୨୬	୧୧			
୫୭	୧୨				୨୭	୧୨			
	୧୩				୨୮	୧୩			
୫୮	୧୪				୨୯	୧୪			
	୧୫				୩୦	୧୫			
୫୯	୧୬					୧୬			
	୧୭					୧୭			
୬୦	୧୮					୧୮			
	୧୯					୧୯			
୬୧	୨୦					୨୦			
	୨୧					୨୧			
୬୨	୨୨					୨୨			
	୨୩					୨୩			
୬୩	୨୪					୨୪			
	୨୫					୨୫			
୬୪	୨୬					୨୬			
	୨୭					୨୭			
୬୫	୨୮					୨୮			
	୨୯					୨୯			
୬୬	୩୦					୩୦			

(9)

১৮৭২ সালের ১০ আক্টোবর					১৮৭২ সালের ১০ আক্টোবর				
ক্র.সং.	কো.	নং.	বর্ণনা	মূল্য	ক্র.সং.	কো.	নং.	বর্ণনা	মূল্য
১১					১১				
১২					১২				
১৩	১	২	উপ		১৩				
			খা						
১৪					১৪				
			উপ						
১৫					১৫				
১৬					১৬				
১৭					১৭				
১৮					১৮				
১৯					১৯				
২০					২০				
২১					২১				
২২	১	২	উপ, খ		২২				
			খ						
২৩					২৩				
২৪	১	২			২৪				
২৫					২৫				
২৬					২৬				

(୫)

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଜାହିରା					୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଜାହିରା				
କ୍ରମ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	କ୍ରମ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ
୧୫	୧				୫୫୮	୧			
	୨				୫୫୯	୨			
୧୬	୩				୫୬୦				
	୪				୫୬୧				
୧୭	୫				୫୬୨				
୧୮	୬				୫୬୩				
୧୯	୭				୫୬୪				
୨୦	୮				୫୬୫				
୨୧	୯				୫୬୬				
୨୨	୧୦				୫୬୭				
୨୩	୧୧				୫୬୮				
୨୪	୧୨				୫୬୯				
୨୫	୧୩				୫୭୦				
୨୬	୧୪				୫୭୧				
୨୭	୧୫				୫୭୨				
୨୮	୧୬				୫୭୩				
୨୯	୧୭				୫୭୪				
୩୦	୧୮				୫୭୫				
୩୧	୧୯				୫୭୬				
୩୨	୨୦				୫୭୭				
୩୩	୨୧				୫୭୮				
୩୪	୨୨				୫୭୯				
୩୫	୨୩				୫୮୦				
୩୬	୨୪				୫୮୧				
୩୭	୨୫				୫୮୨				
୩୮	୨୬				୫୮୩				
୩୯	୨୭				୫୮୪				
୪୦	୨୮				୫୮୫				
୪୧	୨୯				୫୮୬				
୪୨	୩୦				୫୮୭				
୪୩	୩୧				୫୮୮				
୪୪	୩୨				୫୮୯				
୪୫	୩୩				୫୯୦				
୪୬	୩୪				୫୯୧				
୪୭	୩୫				୫୯୨				
୪୮	୩୬				୫୯୩				
୪୯	୩୭				୫୯୪				
୫୦	୩୮				୫୯୫				
୫୧	୩୯				୫୯୬				
୫୨	୪୦				୫୯୭				
୫୩	୪୧				୫୯୮				
୫୪	୪୨				୫୯୯				
୫୫	୪୩				୬୦୦				
୫୬	୪୪				୬୦୧				
୫୭	୪୫				୬୦୨				
୫୮	୪୬				୬୦୩				
୫୯	୪୭				୬୦୪				
୬୦	୪୮				୬୦୫				
୬୧	୪୯				୬୦୬				
୬୨	୫୦				୬୦୭				
୬୩	୫୧				୬୦୮				
୬୪	୫୨				୬୦୯				
୬୫	୫୩				୬୧୦				
୬୬	୫୪				୬୧୧				
୬୭	୫୫				୬୧୨				
୬୮	୫୬				୬୧୩				
୬୯	୫୭				୬୧୪				
୭୦	୫୮				୬୧୫				
୭୧	୫୯				୬୧୬				
୭୨	୬୦				୬୧୭				
୭୩	୬୧				୬୧୮				
୭୪	୬୨				୬୧୯				
୭୫	୬୩				୬୨୦				
୭୬	୬୪				୬୨୧				
୭୭	୬୫				୬୨୨				
୭୮	୬୬				୬୨୩				
୭୯	୬୭				୬୨୪				
୮୦	୬୮				୬୨୫				
୮୧	୬୯				୬୨୬				
୮୨	୭୦				୬୨୭				
୮୩	୭୧				୬୨୮				
୮୪	୭୨				୬୨୯				
୮୫	୭୩				୬୩୦				
୮୬	୭୪				୬୩୧				
୮୭	୭୫				୬୩୨				
୮୮	୭୬				୬୩୩				
୮୯	୭୭				୬୩୪				
୯୦	୭୮				୬୩୫				
୯୧	୭୯				୬୩୬				
୯୨	୮୦				୬୩୭				
୯୩	୮୧				୬୩୮				
୯୪	୮୨				୬୩୯				
୯୫	୮୩				୬୪୦				
୯୬	୮୪				୬୪୧				
୯୭	୮୫				୬୪୨				
୯୮	୮୬				୬୪୩				
୯୯	୮୭				୬୪୪				
୧୦୦	୮୮				୬୪୫				

(୬)

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଜାହିରା					୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଜାହିରା				
କ୍ରମ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	କ୍ରମ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ	ପ୍ରାନ୍ତ
୨୬					୬୪୬				
୨୭					୬୪୭				
୨୮					୬୪୮				
୨୯					୬୪୯				
୩୦					୬୫୦				
୩୧					୬୫୧				
୩୨					୬୫୨				
୩୩					୬୫୩				
୩୪					୬୫୪				
୩୫					୬୫୫				
୩୬					୬୫୬				
୩୭					୬୫୭				
୩୮					୬୫୮				
୩୯					୬୫୯				
୪୦					୬୬୦				
୪୧					୬୬୧				
୪୨					୬୬୨				
୪୩					୬୬୩				
୪୪					୬୬୪				
୪୫					୬୬୫				
୪୬					୬୬୬				
୪୭					୬୬୭				
୪୮					୬୬୮				
୪୯					୬୬୯				
୫୦					୬୭୦				
୫୧					୬୭୧				
୫୨					୬୭୨				
୫୩					୬୭୩				
୫୪					୬୭୪				
୫୫					୬୭୫				
୫୬					୬୭୬				
୫୭					୬୭୭				
୫୮					୬୭୮				
୫୯					୬୭୯				
୬୦					୬୮୦				
୬୧					୬୮୧				
୬୨					୬୮୨				
୬୩					୬୮୩				
୬୪					୬୮୪				
୬୫					୬୮୫				
୬୬					୬୮୬				
୬୭					୬୮୭				
୬୮					୬୮୮				
୬୯					୬୮୯				
୭୦					୬୯୦				
୭୧					୬୯୧				
୭୨					୬୯୨				
୭୩					୬୯୩				
୭୪					୬୯୪				
୭୫					୬୯୫				
୭୬					୬୯୬				
୭୭					୬୯୭				
୭୮					୬୯୮				
୭୯					୬୯୯				
୮୦					୭୦୦				
୮୧					୭୦୧				
୮୨					୭୦୨				
୮୩					୭୦୩				
୮୪					୭୦୪				
୮୫					୭୦୫				
୮୬					୭୦୬				
୮୭					୭୦୭				
୮୮					୭୦୮				
୮୯					୭୦୯				
୯୦					୭୧୦				
୯୧					୭୧୧				
୯୨					୭୧୨				
୯୩					୭୧୩				
୯୪					୭୧୪				
୯୫					୭୧୫				
୯୬					୭୧୬				
୯୭					୭୧୭				
୯୮					୭୧୮				
୯୯					୭୧୯				
୧୦୦					୭୨୦				

(४)

૧૮-૧૨ માસના ૧૦ બેઠા					૧૮-૧૨ માસના ૧૦ બેઠા				
ક્રમ	વિષય	પ્રશ્ન	જવાબ	સંદર્ભ	ક્રમ	વિષય	પ્રશ્ન	જવાબ	સંદર્ભ
૧૧૦					૧૧૦				
૧૧૧					૧૧૧				
૧૧૨					૧૧૨				
૧૧૩					૧૧૩				
૧૧૪					૧૧૪				
૧૧૫					૧૧૫				
૧૧૬					૧૧૬				
૧૧૭					૧૧૭				
૧૧૮					૧૧૮				
૧૧૯					૧૧૯				
૧૨૦					૧૨૦				
૧૨૧					૧૨૧				
૧૨૨					૧૨૨				
૧૨૩					૧૨૩				
૧૨૪					૧૨૪				
૧૨૫					૧૨૫				
૧૨૬					૧૨૬				
૧૨૭					૧૨૭				
૧૨૮					૧૨૮				
૧૨૯					૧૨૯				
૧૩૦					૧૩૦				
૧૩૧					૧૩૧				

(४)

১৮৭২ সাংখ্যিক ১০ খণ্ড				১৮৮২ সাংখ্যিক ১০ খণ্ড			
ক্র.সং.	বি.	ক্র.সং.	বি.	ক্র.সং.	বি.	ক্র.সং.	বি.
১১২	১			১১২	১		
	২			১১৩	২		
১১৩	১			১১৪	১		
	২			১১৫	২		
	৩			১১৬	৩		
	৪			১১৭	৪		
১১৪				১১৮			
১১৫				১১৯			
১১৬				১২০			
১১৭				১২১			
১১৮				১২২			
১১৯				১২৩			
১২০				১২৪			
১২১				১২৫			
১২২				১২৬			
১২৩				১২৭			
১২৪				১২৮			
১২৫				১২৯			
১২৬				১৩০			
১২৭				১৩১			
১২৮				১৩২			
১২৯				১৩৩			
১৩০				১৩৪			
১৩১				১৩৫			
১৩২				১৩৬			
১৩৩				১৩৭			
১৩৪				১৩৮			
১৩৫				১৩৯			
১৩৬				১৪০			
১৩৭				১৪১			
১৩৮				১৪২			
১৩৯				১৪৩			
১৪০				১৪৪			
১৪১				১৪৫			
১৪২				১৪৬			
১৪৩				১৪৭			
১৪৪				১৪৮			
১৪৫				১৪৯			
১৪৬				১৫০			

(୩)

୧୯୭୨ ମାଲେମ୍ ୧୦ ଆଞ୍ଚିକ					୧୯୮୨ ମାଲେମ୍ ୧୦ ଆଞ୍ଚିକ				
କ୍ରମ	ପ୍ରା	ଉପ	ଉପ	ଉପ	କ୍ରମ	ପ୍ରା	ଉପ	ଉପ	ଉପ
୧୮୬					୧୮୬				
୧୮୭	୧				୧୮୭				
୧୮୮	୨				୧୮୮				
୧୮୯	୩				୧୮୯				
୧୯୦	୪				୧୯୦				
୧୯୧	୫				୧୯୧				
୧୯୨	୬				୧୯୨				
୧୯୩	୭				୧୯୩				
୧୯୪	୮				୧୯୪				
୧୯୫	୯				୧୯୫				
୧୯୬	୧୦				୧୯୬				
୧୯୭	୧୧				୧୯୭				
୧୯୮	୧୨				୧୯୮				
୧୯୯	୧୩				୧୯୯				
୨୦୦	୧୪				୨୦୦				
୨୦୧	୧୫				୨୦୧				
୨୦୨	୧୬				୨୦୨				
୨୦୩	୧୭				୨୦୩				
୨୦୪	୧୮				୨୦୪				
୨୦୫	୧୯				୨୦୫				
୨୦୬	୨୦				୨୦୬				
୨୦୭	୨୧				୨୦୭				
୨୦୮	୨୨				୨୦୮				
୨୦୯	୨୩				୨୦୯				
୨୧୦	୨୪				୨୧୦				
୨୧୧	୨୫				୨୧୧				
୨୧୨	୨୬				୨୧୨				
୨୧୩	୨୭				୨୧୩				
୨୧୪	୨୮				୨୧୪				
୨୧୫	୨୯				୨୧୫				
୨୧୬	୩୦				୨୧୬				
୨୧୭	୩୧				୨୧୭				
୨୧୮	୩୨				୨୧୮				
୨୧୯	୩୩				୨୧୯				
୨୨୦	୩୪				୨୨୦				
୨୨୧	୩୫				୨୨୧				
୨୨୨	୩୬				୨୨୨				
୨୨୩	୩୭				୨୨୩				
୨୨୪	୩୮				୨୨୪				
୨୨୫	୩୯				୨୨୫				
୨୨୬	୪୦				୨୨୬				
୨୨୭	୪୧				୨୨୭				
୨୨୮	୪୨				୨୨୮				
୨୨୯	୪୩				୨୨୯				
୨୩୦	୪୪				୨୩୦				
୨୩୧	୪୫				୨୩୧				
୨୩୨	୪୬				୨୩୨				
୨୩୩	୪୭				୨୩୩				
୨୩୪	୪୮				୨୩୪				
୨୩୫	୪୯				୨୩୫				
୨୩୬	୫୦				୨୩୬				
୨୩୭	୫୧				୨୩୭				
୨୩୮	୫୨				୨୩୮				
୨୩୯	୫୩				୨୩୯				
୨୪୦	୫୪				୨୪୦				
୨୪୧	୫୫				୨୪୧				
୨୪୨	୫୬				୨୪୨				
୨୪୩	୫୭				୨୪୩				
୨୪୪	୫୮				୨୪୪				
୨୪୫	୫୯				୨୪୫				
୨୪୬	୬୦				୨୪୬				
୨୪୭	୬୧				୨୪୭				
୨୪୮	୬୨				୨୪୮				
୨୪୯	୬୩				୨୪୯				
୨୫୦	୬୪				୨୫୦				
୨୫୧	୬୫				୨୫୧				
୨୫୨	୬୬				୨୫୨				
୨୫୩	୬୭				୨୫୩				
୨୫୪	୬୮				୨୫୪				
୨୫୫	୬୯				୨୫୫				
୨୫୬	୭୦				୨୫୬				
୨୫୭	୭୧				୨୫୭				
୨୫୮	୭୨				୨୫୮				
୨୫୯	୭୩				୨୫୯				
୨୬୦	୭୪				୨୬୦				
୨୬୧	୭୫				୨୬୧				
୨୬୨	୭୬				୨୬୨				
୨୬୩	୭୭				୨୬୩				
୨୬୪	୭୮				୨୬୪				
୨୬୫	୭୯				୨୬୫				
୨୬୬	୮୦				୨୬୬				
୨୬୭	୮୧				୨୬୭				
୨୬୮	୮୨				୨୬୮				
୨୬୯	୮୩				୨୬୯				
୨୭୦	୮୪				୨୭୦				
୨୭୧	୮୫				୨୭୧				
୨୭୨	୮୬				୨୭୨				
୨୭୩	୮୭				୨୭୩				
୨୭୪	୮୮				୨୭୪				
୨୭୫	୮୯				୨୭୫				
୨୭୬	୯୦				୨୭୬				
୨୭୭	୯୧				୨୭୭				
୨୭୮	୯୨				୨୭୮				
୨୭୯	୯୩				୨୭୯				
୨୮୦	୯୪				୨୮୦				
୨୮୧	୯୫				୨୮୧				
୨୮୨	୯୬				୨୮୨				
୨୮୩	୯୭				୨୮୩				
୨୮୪	୯୮				୨୮୪				
୨୮୫	୯୯				୨୮୫				
୨୮୬	୧୦୦				୨୮୬				
୨୮୭	୧୦୧				୨୮୭				
୨୮୮	୧୦୨				୨୮୮				
୨୮୯	୧୦୩				୨୮୯				
୨୯୦	୧୦୪				୨୯୦				
୨୯୧	୧୦୫				୨୯୧				
୨୯୨	୧୦୬				୨୯୨				
୨୯୩	୧୦୭				୨୯୩				
୨୯୪	୧୦୮				୨୯୪				
୨୯୫	୧୦୯				୨୯୫				
୨୯୬	୧୧୦				୨୯୬				
୨୯୭	୧୧୧				୨୯୭				
୨୯୮	୧୧୨				୨୯୮				
୨୯୯	୧୧୩				୨୯୯				
୩୦୦	୧୧୪				୩୦୦				

(୪)

୧୯୭୨ ମାଲେମ୍ ୧୦ ଆଞ୍ଚିକ ।					୧୯୮୨ ମାଲେମ୍ ୧୦ ଆଞ୍ଚିକ ।				
କ୍ରମ	ପ୍ରା	ଉପ	ଉପ	ଉପ	କ୍ରମ	ପ୍ରା	ଉପ	ଉପ	ଉପ
୧୦୧					୧୦				
୧୦୨	୧				୧୧				
୧୦୩	୨				୧୨				
୧୦୪	୩				୧୩	୧			
୧୦୫	୪				୧୪	୧			
୧୦୬	୫				୧୫	୧			
୧୦୭	୬				୧୬	୧			
୧୦୮	୭				୧୭	୧			
୧୦୯	୮				୧୮	୧			
୧୧୦	୯				୧୯	୧			
୧୧୧	୧୦				୨୦	୧			
୧୧୨	୧୧				୨୧	୧			
୧୧୩	୧୨				୨୨	୧			
୧୧୪	୧୩				୨୩	୧			
୧୧୫	୧୪				୨୪	୧			
୧୧୬	୧୫				୨୫	୧			
୧୧୭	୧୬				୨୬	୧			
୧୧୮	୧୭				୨୭	୧			
୧୧୯	୧୮				୨୮	୧			
୧୨୦	୧୯				୨୯	୧			
୧୨୧	୨୦				୩୦	୧			
୧୨୨	୨୧				୩୧	୧			
୧୨୩	୨୨				୩୨	୧			
୧୨୪	୨୩				୩୩	୧			
୧୨୫	୨୪				୩୪	୧			
୧୨୬	୨୫				୩୫	୧			
୧୨୭	୨୬				୩୬	୧			
୧୨୮	୨୭				୩୭	୧			
୧୨୯	୨୮				୩୮	୧			
୧୩୦	୨୯				୩୯	୧			
୧୩୧	୩୦				୪୦	୧			
୧୩୨	୩୧				୪୧	୧			
୧୩୩	୩୨				୪୨	୧			
୧୩୪	୩୩				୪୩	୧			
୧୩୫	୩୪				୪୪	୧			
୧୩୬	୩୫				୪୫	୧			
୧୩୭	୩୬				୪୬	୧			
୧୩୮	୩୭				୪୭	୧			
୧୩୯	୩୮				୪୮	୧			
୧୪୦	୩୯				୪୯	୧			
୧୪୧	୪୦				୫୦	୧			
୧୪୨	୪୧				୫୧	୧			
୧୪୩	୪୨				୫୨	୧			
୧୪୪	୪୩				୫୩	୧			
୧୪୫	୪୪				୫୪	୧			
୧୪୬	୪୫				୫୫	୧			
୧୪୭	୪୬				୫୬	୧			
୧୪୮	୪୭				୫୭	୧			
୧୪୯	୪୮				୫୮	୧			
୧୫୦	୪୯				୫୯	୧			
୧୫୧	୫୦				୬୦	୧			
୧୫୨	୫୧				୬୧	୧			
୧୫୩	୫୨				୬୨	୧			
୧୫୪	୫୩				୬୩	୧			
୧୫୫	୫୪				୬୪	୧			
୧୫୬	୫୫				୬୫	୧			
୧୫୭	୫୬				୬୬	୧			
୧୫୮	୫୭				୬୭	୧			
୧୫୯	୫୮				୬୮	୧			
୧୬୦	୫୯				୬୯	୧			
୧୬୧	୬୦				୭୦	୧			
୧୬୨	୬୧				୭୧	୧			
୧୬୩	୬୨				୭୨	୧			
୧୬୪	୬୩				୭୩	୧			
୧୬୫	୬୪				୭୪	୧			
୧୬୬	୬୫				୭୫	୧			
୧୬୭	୬୬				୭୬	୧			
୧୬୮	୬୭				୭୭	୧			
୧୬୯	୬୮				୭୮	୧			
୧୭୦	୬୯				୭୯	୧			
୧୭୧	୭୦				୮୦	୧			
୧୭୨	୭୧				୮୧	୧			
୧୭୩	୭୨				୮୨	୧			
୧୭୪	୭୩				୮୩	୧			
୧୭୫	୭୪				୮୪	୧			
୧୭୬	୭୫				୮୫	୧			
୧୭୭	୭୬				୮୬	୧			
୧୭୮	୭୭				୮୭	୧			
୧୭୯	୭୮				୮୮	୧			
୧୮୦	୭୯				୮୯	୧			
୧୮୧	୮୦				୯୦	୧			
୧୮୨	୮୧				୯୧	୧			
୧୮୩	୮୨				୯୨	୧			
୧୮୪	୮୩				୯୩	୧			
୧୮୫	୮୪				୯୪	୧			
୧୮୬	୮୫				୯୫	୧			
୧୮୭	୮୬				୯୬	୧			
୧୮୮	୮୭				୯୭	୧			
୧୮୯	୮୮				୯୮	୧			
୧୯୦	୮୯				୯୯	୧			
୧୯୧	୯୦				୧୦୦	୧			
୧୯୨	୯୧								
୧୯୩	୯୨								
୧୯୪	୯୩								
୧୯୫	୯୪								
୧୯୬	୯୫								
୧୯୭	୯୬								
୧୯୮	୯୭								
୧୯୯	୯୮								
୨୦୦	୯୯								

(5)

[illegible]

(5)

१८७१-७२ माहसुल १० खासिन ।					१८७२-७३ माहसुल १० खासिन				
क्र.सं.	रक.	वर्ग	मालिक	मालिक	क्र.सं.	रक.	वर्ग	मालिक	मालिक
१०४			वा		७			वा	
					२०४	१			
			वा		२०४	२			
					२०४				
१०५					२०४				
१०६			वा		२०४				
	१				२०४	१			
	२०				२०४	१	२		
	४				२०४	१	२		
१०७					२०४	२			
२०८	१				२०४	१			
	२				२०४				
	३				२०४	२			
२०९	१				२०४				
	२				२०४	२			
२१०	१				२०४				
	२				२०४				
२११	१				२०४				
	२				२०४				
२१२	१				२०४				
	२				२०४				
२१३	१				२०४				
	२				२०४				
२१४	१				२०४				
	२				२०४				
२१५	१				२०४				
	२				२०४				
२१६	१				२०४				
	२				२०४				

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖ ।					୧୯୮୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖ ।				
କ୍ର. ସଂ.	ପ୍ରା.	ପ୍ରା. ସଂ.	ପ୍ରା. ସଂ.	ପ୍ରା. ସଂ.	କ୍ର. ସଂ.	ପ୍ରା.	ପ୍ରା. ସଂ.	ପ୍ରା. ସଂ.	ପ୍ରା. ସଂ.
୧୦୬	୧				୧୦୨				
	୨				୧୦୭				
୧୦୭					୧୦୮	୧			
୧୦୮	୧				୧୦୯	୧			
	୨				୧୧୦				
	୬				୧୧୧				
୧୦୯	୧୨				୧୧୨	୧			
	୬				୧୧୩	୨			
୧୧୦					୧୧୪				
୧୧୧	୧୨				୧୧୫				
	୬				୧୧୬				
୧୧୨					୧୧୭				
୧୧୩					୧୧୮				
					୧୧୯				
					୧୨୦				
					୧୨୧				
					୧୨୨				
					୧୨୩				
					୧୨୪				
					୧୨୫				
					୧୨୬				
					୧୨୭				
					୧୨୮				
					୧୨୯				
					୧୩୦				
					୧୩୧				
					୧୩୨				
					୧୩୩				
					୧୩୪				
					୧୩୫				
					୧୩୬				
					୧୩୭				
					୧୩୮				
					୧୩୯				
					୧୪୦				
					୧୪୧				
					୧୪୨				
					୧୪୩				
					୧୪୪				
					୧୪୫				
					୧୪୬				
					୧୪୭				
					୧୪୮				
					୧୪୯				
					୧୫୦				
					୧୫୧				
					୧୫୨				
					୧୫୩				
					୧୫୪				
					୧୫୫				
					୧୫୬				
					୧୫୭				
					୧୫୮				
					୧୫୯				
					୧୬୦				
					୧୬୧				
					୧୬୨				
					୧୬୩				
					୧୬୪				
					୧୬୫				
					୧୬୬				
					୧୬୭				
					୧୬୮				
					୧୬୯				
					୧୭୦				
					୧୭୧				
					୧୭୨				
					୧୭୩				
					୧୭୪				
					୧୭୫				
					୧୭୬				
					୧୭୭				
					୧୭୮				
					୧୭୯				
					୧୮୦				
					୧୮୧				
					୧୮୨				
					୧୮୩				
					୧୮୪				
					୧୮୫				
					୧୮୬				
					୧୮୭				
					୧୮୮				
					୧୮୯				
					୧୯୦				
					୧୯୧				
					୧୯୨				
					୧୯୩				
					୧୯୪				
					୧୯୫				
					୧୯୬				
					୧୯୭				
					୧୯୮				
					୧୯୯				
					୨୦୦				

(৩)

১৮৭২ সালের ১০ জাহাঙ্গীর।				১৮৮২ সালের ১০ জাহাঙ্গীর।			
খানা	কি	অবস্থা	প্রতিবর্তিত কাজ	খানা	কি	অবস্থা	প্রতিবর্তিত কাজ
২৩২				২৩৮			
২৩৩	১২			২৩৯	১		
২৩৪	১	১	খা	২৪০			
	২	২		২৪১			
২৩৫				২৪২			
২৩৬				২৪৩	২		
২৩৭	১২			২৪৪	২		
	২			২৪৫	১		
২৩৮				২৪৬			
২৩৯				২৪৭			
২৪০				২৪৮			
২৪১				২৪৯			
২৪২				২৫০			
২৪৩	১২			২৫১	১২		
	৬			২৫২	১		
	৪			২৫৩			
				২৫৪			
২৪৪	১			২৫৫	১		
		১		২৫৬	২		
		২		২৫৭			
		৬		২৫৮			
		৪		২৫৯			
		৪		২৬০			

(৪)

১৮৭২ সালের ১০ জাহাঙ্গীর।				১৮৮২ সালের ১০ জাহাঙ্গীর।			
খানা	কি	অবস্থা	প্রতিবর্তিত কাজ	খানা	কি	অবস্থা	প্রতিবর্তিত কাজ
২৪৬				২৬১			
২৪৭				২৬২			
২৪৮				২৬৩			
২৪৯				২৬৪			
২৫০				২৬৫			
২৫১	১			২৬৬			
২৫২	১			২৬৭			
২৫৩				২৬৮			
২৫৪				২৬৯			
২৫৫				২৭০			
২৫৬				২৭১			
২৫৭				২৭২			
২৫৮				২৭৩			
২৫৯				২৭৪			
২৬০				২৭৫			
২৬১				২৭৬			
২৬২				২৭৭			
২৬৩				২৭৮			
২৬৪				২৭৯			
২৬৫				২৮০			
২৬৬				২৮১			
২৬৭				২৮২			
২৬৮				২৮৩			
২৬৯				২৮৪			
২৭০				২৮৫			
২৭১				২৮৬			
২৭২				২৮৭			
২৭৩				২৮৮			
২৭৪				২৮৯			
২৭৫				২৯০			
২৭৬				২৯১			
২৭৭				২৯২			
২৭৮				২৯৩			
২৭৯				২৯৪			
২৮০				২৯৫			

১৮৭২ মাদ্রাস ১০ ফাইল					১৮৮২ মাদ্রাস ১০ ফাইল				
ক্র.সং.	বি.	কো.	ফাইল	নং	ক্র.সং.	বি.	কো.	ফাইল	নং
২৬২	৩			১০০					
	৪			১০১					
	৫			১০২					
	৬			১০৩					
২৬৩				১০৪					
২৬৪				১০৫					
২৬৫				১০৬					
২৬৬				১০৭					
২৬৭				১০৮					
২৬৮				১০৯					
২৬৯				১১০					
২৭০				১১১					
২৭১				১১২					
২৭২				১১৩					
২৭৩				১১৪					
২৭৪				১১৫					
২৭৫				১১৬					
২৭৬				১১৭					
২৭৭				১১৮					
২৭৮				১১৯					
২৭৯				১২০					
২৮০				১২১					
২৮১				১২২					
২৮২				১২৩					
২৮৩				১২৪					
২৮৪				১২৫					
২৮৫				১২৬					
২৮৬				১২৭					
২৮৭				১২৮					
২৮৮				১২৯					
২৮৯				১৩০					
২৯০				১৩১					
২৯১				১৩২					
২৯২				১৩৩					
২৯৩				১৩৪					
২৯৪				১৩৫					
২৯৫				১৩৬					
২৯৬				১৩৭					
২৯৭				১৩৮					
২৯৮				১৩৯					
২৯৯				১৪০					
৩০০				১৪১					
৩০১				১৪২					
৩০২				১৪৩					
৩০৩				১৪৪					
৩০৪				১৪৫					
৩০৫				১৪৬					
৩০৬				১৪৭					
৩০৭				১৪৮					
৩০৮				১৪৯					
৩০৯				১৫০					
৩১০				১৫১					
৩১১				১৫২					
৩১২				১৫৩					
৩১৩				১৫৪					
৩১৪				১৫৫					
৩১৫				১৫৬					
৩১৬				১৫৭					
৩১৭				১৫৮					
৩১৮				১৫৯					
৩১৯				১৬০					
৩২০				১৬১					
৩২১				১৬২					
৩২২				১৬৩					
৩২৩				১৬৪					
৩২৪				১৬৫					
৩২৫				১৬৬					
৩২৬				১৬৭					
৩২৭				১৬৮					
৩২৮				১৬৯					
৩২৯				১৭০					
৩৩০				১৭১					
৩৩১				১৭২					
৩৩২				১৭৩					
৩৩৩				১৭৪					
৩৩৪				১৭৫					
৩৩৫				১৭৬					
৩৩৬				১৭৭					
৩৩৭				১৭৮					
৩৩৮				১৭৯					
৩৩৯				১৮০					
৩৪০				১৮১					
৩৪১				১৮২					
৩৪২				১৮৩					
৩৪৩				১৮৪					
৩৪৪				১৮৫					
৩৪৫				১৮৬					
৩৪৬				১৮৭					
৩৪৭				১৮৮					
৩৪৮				১৮৯					
৩৪৯				১৯০					
৩৫০				১৯১					
৩৫১				১৯২					
৩৫২				১৯৩					
৩৫৩				১৯৪					
৩৫৪				১৯৫					
৩৫৫				১৯৬					
৩৫৬				১৯৭					
৩৫৭				১৯৮					
৩৫৮				১৯৯					
৩৫৯				২০০					
৩৬০				২০১					
৩৬১				২০২					
৩৬২				২০৩					
৩৬৩				২০৪					
৩৬৪				২০৫					
৩৬৫				২০৬					
৩৬৬				২০৭					
৩৬৭				২০৮					
৩৬৮				২০৯					
৩৬৯				২১০					
৩৭০				২১১					
৩৭১				২১২					
৩৭২				২১৩					
৩৭৩				২১৪					
৩৭৪				২১৫					
৩৭৫				২১৬					
৩৭৬				২১৭					
৩৭৭				২১৮					
৩৭৮				২১৯					
৩৭৯				২২০					
৩৮০				২২১					
৩৮১				২২২					
৩৮২				২২৩					
৩৮৩				২২৪					
৩৮৪				২২৫					
৩৮৫				২২৬					
৩৮৬				২২৭					
৩৮৭				২২৮					
৩৮৮				২২৯					
৩৮৯				২৩০					
৩৯০				২৩১					
৩৯১				২৩২					
৩৯২				২৩৩					
৩৯৩				২৩৪					
৩৯৪				২৩৫					
৩৯৫				২৩৬					
৩৯৬				২৩৭					
৩৯৭				২৩৮					
৩৯৮				২৩৯					
৩৯৯				২৪০					
৪০০				২৪১					
৪০১				২৪২					
৪০২				২৪৩					
৪০৩				২৪৪					
৪০৪				২৪৫					
৪০৫				২৪৬					
৪০৬				২৪৭					
৪০৭				২৪৮					
৪০৮				২৪৯					
৪০৯				২৫০					
৪১০				২৫১					
৪১১				২৫২					
৪১২				২৫৩					
৪১৩				২৫৪					
৪১৪				২৫৫					
৪১৫				২৫৬					
৪১৬				২৫৭					
৪১৭				২৫৮					
৪১৮				২৫৯					
৪১৯				২৬০					
৪২০				২৬১					
৪২১				২৬২					
৪২২				২৬৩					
৪২৩				২৬৪					
৪২৪				২৬৫					
৪২৫				২৬৬					
৪২৬				২৬৭					
৪২৭				২৬৮					
৪২৮				২৬৯					
৪২৯				২৭০					
৪৩০				২৭১					
৪৩১				২৭২					
৪৩২				২৭৩					
৪৩৩				২৭৪					
৪৩৪				২৭৫					
৪৩৫				২৭৬					
৪৩৬				২৭৭					
৪৩৭				২৭৮					
৪৩৮				২৭৯					
৪৩৯				২৮০					
৪৪০				২৮১					
৪৪১				২৮২					
৪৪২				২৮৩					
৪৪৩				২৮৪					
৪৪৪				২৮৫					
৪৪৫				২৮৬					
৪৪৬				২৮৭					
৪৪৭				২৮৮					
৪৪৮				২৮৯					
৪৪৯				২৯০					
৪৫০				২৯১					
৪৫১				২৯২					
৪৫২				২৯৩					
৪৫৩				২৯৪					
৪৫৪				২৯৫					
৪৫৫				২৯৬					
৪৫৬				২৯৭					
৪৫৭				২৯৮					
৪৫৮				২৯৯					
৪৫৯				৩০০					
৪৬০				৩০১					
৪৬১				৩০২					
৪৬২				৩০৩					
৪৬৩				৩০৪					
৪৬৪				৩০৫					
৪৬৫				৩০৬					
৪৬৬				৩০৭					
৪৬৭				৩০৮					
৪৬৮				৩০৯					
৪৬৯				৩১০					
৪৭০	</								

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ ১০ জ্যৈষ্ঠ					১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ ১০ জ্যৈষ্ঠ				
ক্র.সং.	তারিখ	কাজের নাম	কাজের স্থান	কাজের ফল	ক্র.সং.	তারিখ	কাজের নাম	কাজের স্থান	কাজের ফল
২১২	৩				৪২৩				
২১৩	১				৪২৪				
	২				৪২৫				
	৩				৪২৬				
২১৪	১				৪২৭				
	২				৪২৮				
	৩				৪২৯				
২১৫					৪৩০				
২১৬					৪৩১				
২১৭					৪৩২				
২১৮					৪৩৩				
২১৯					৪৩৪				
২২০					৪৩৫				
২২১					৪৩৬				
২২২					৪৩৭				
২২৩					৪৩৮				
২২৪					৪৩৯				
২২৫					৪৪০				
২২৬					৪৪১				
২২৭					৪৪২				
২২৮					৪৪৩				
২২৯					৪৪৪				
২৩০					৪৪৫				

(୩)

(୩)

୧୯୭୧ ମସିହାର ୧୦ ଜାନୁଆରୀ					୧୯୭୨ ମସିହାର ୧୦ ଜାନୁଆରୀ				
କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.
୧୭୦	୭				୭୦				
	୮				୭୧				
	୯				୭୨	୧୨			
	୧୦				୭୩	୭			
୧୭୪					୭୪	୧			
୧୭୫					୭୫				
୧୭୬					୭୬				
୧୭୭					୭୭				
୧୭୮					୭୮				
୧୭୯	୧				୭୯	୧୦			
	୨				୮୦	୧			
୧୮୦	୧				୮୧	୧			
	୨				୮୨				
୧୮୧	୧				୮୩				
	୨				୮୪				
୧୮୨	୧				୮୫				
	୨				୮୬				
୧୮୩	୧				୮୭				
	୨				୮୮				
୧୮୪	୧				୮୯				
	୨				୯୦				
୧୮୫	୧				୯୧				
	୨				୯୨				
୧୮୬	୧				୯୩				
	୨				୯୪				
୧୮୭	୧				୯୫				
	୨				୯୬				
୧୮୮	୧				୯୭				
	୨				୯୮				
୧୮୯	୧				୯୯				
	୨				୧୦୦				

୧୯୭୩ ମସିହାର ୧୦ ଜାନୁଆରୀ					୧୯୭୪ ମସିହାର ୧୦ ଜାନୁଆରୀ				
କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.	ପ୍ରା.ସଂ.
୧୯୨	୭				୧୧୨				
୧୯୩	୧				୧୧୩				
	୨				୧୧୪				
	୩				୧୧୫				
୧୯୬	୧				୧୧୬				
	୨				୧୧୭				
୧୯୭	୧				୧୧୮				
	୨				୧୧୯				
୧୯୮	୧				୧୨୦				
	୨				୧୨୧				
୧୯୯	୧				୧୨୨				
	୨				୧୨୩				
୨୦୦	୧				୧୨୪				
	୨				୧୨୫				
୨୦୧	୧				୧୨୬				
	୨				୧୨୭				
୨୦୨	୧				୧୨୮				
	୨				୧୨୯				
୨୦୩	୧				୧୩୦				
	୨				୧୩୧				
୨୦୪	୧				୧୩୨				
	୨				୧୩୩				
୨୦୫	୧				୧୩୪				
	୨				୧୩୫				
୨୦୬	୧				୧୩୬				
	୨				୧୩୭				
୨୦୭	୧				୧୩୮				
	୨				୧୩୯				
୨୦୮	୧				୧୪୦				
	୨				୧୪୧				
୨୦୯	୧				୧୪୨				
	୨				୧୪୩				
୨୧୦	୧				୧୪୪				
	୨				୧୪୫				
୨୧୧	୧				୧୪୬				
	୨				୧୪୭				
୨୧୨	୧				୧୪୮				
	୨				୧୪୯				
୨୧୩	୧				୧୫୦				
	୨				୧୫୧				

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଆଦିନ					୧୯୮୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଆଦିନ ।				
ସାମା	ପ୍ରା	ପ୍ରା	ପ୍ରା	ପ୍ରା	ସାମା	ପ୍ରା	ପ୍ରା	ପ୍ରା	ପ୍ରା
୧୮୦	୧				୧୮୧				
୧୮୧	୨				୧୮୨				
୧୮୨	୩				୧୮୩				
୧୮୩	୪				୧୮୪				
୧୮୪	୫				୧୮୫				
୧୮୫	୬				୧୮୬				
୧୮୬	୭				୧୮୭				
୧୮୭	୮				୧୮୮				
୧୮୮	୯				୧୮୯				
୧୮୯	୧୦				୧୯୦				
୧୯୦	୧୧				୧୯୧				
୧୯୧	୧୨				୧୯୨				
୧୯୨	୧୩				୧୯୩				
୧୯୩	୧୪				୧୯୪				
୧୯୪	୧୫				୧୯୫				
୧୯୫	୧୬				୧୯୬				
୧୯୬	୧୭				୧୯୭				
୧୯୭	୧୮				୧୯୮				
୧୯୮	୧୯				୧୯୯				
୧୯୯	୨୦				୨୦୦				
୨୦୦	୨୧				୨୦୧				
୨୦୧	୨୨				୨୦୨				
୨୦୨	୨୩				୨୦୩				
୨୦୩	୨୪				୨୦୪				
୨୦୪	୨୫				୨୦୫				
୨୦୫	୨୬				୨୦୬				
୨୦୬	୨୭				୨୦୭				
୨୦୭	୨୮				୨୦୮				
୨୦୮	୨୯				୨୦୯				
୨୦୯	୩୦				୨୧୦				
୨୧୦	୩୧				୨୧୧				
୨୧୧	୩୨				୨୧୨				
୨୧୨	୩୩				୨୧୩				
୨୧୩	୩୪				୨୧୪				
୨୧୪	୩୫				୨୧୫				
୨୧୫	୩୬				୨୧୬				
୨୧୬	୩୭				୨୧୭				
୨୧୭	୩୮				୨୧୮				
୨୧୮	୩୯				୨୧୯				
୨୧୯	୪୦				୨୨୦				
୨୨୦	୪୧				୨୨୧				
୨୨୧	୪୨				୨୨୨				
୨୨୨	୪୩				୨୨୩				
୨୨୩	୪୪				୨୨୪				
୨୨୪	୪୫				୨୨୫				
୨୨୫	୪୬				୨୨୬				
୨୨୬	୪୭				୨୨୭				
୨୨୭	୪୮				୨୨୮				
୨୨୮	୪୯				୨୨୯				
୨୨୯	୫୦				୨୩୦				
୨୩୦	୫୧				୨୩୧				
୨୩୧	୫୨				୨୩୨				
୨୩୨	୫୩				୨୩୩				
୨୩୩	୫୪				୨୩୪				
୨୩୪	୫୫				୨୩୫				
୨୩୫	୫୬				୨୩୬				
୨୩୬	୫୭				୨୩୭				
୨୩୭	୫୮				୨୩୮				
୨୩୮	୫୯				୨୩୯				
୨୩୯	୬୦				୨୪୦				
୨୪୦	୬୧				୨୪୧				
୨୪୧	୬୨				୨୪୨				
୨୪୨	୬୩				୨୪୩				
୨୪୩	୬୪				୨୪୪				
୨୪୪	୬୫				୨୪୫				
୨୪୫	୬୬				୨୪୬				
୨୪୬	୬୭				୨୪୭				
୨୪୭	୬୮				୨୪୮				
୨୪୮	୬୯				୨୪୯				
୨୪୯	୭୦				୨୫୦				
୨୫୦	୭୧				୨୫୧				
୨୫୧	୭୨				୨୫୨				
୨୫୨	୭୩				୨୫୩				
୨୫୩	୭୪				୨୫୪				
୨୫୪	୭୫				୨୫୫				
୨୫୫	୭୬				୨୫୬				
୨୫୬	୭୭				୨୫୭				
୨୫୭	୭୮				୨୫୮				
୨୫୮	୭୯				୨୫୯				
୨୫୯	୮୦				୨୬୦				
୨୬୦	୮୧				୨୬୧				
୨୬୧	୮୨				୨୬୨				
୨୬୨	୮୩				୨୬୩				
୨୬୩	୮୪				୨୬୪				
୨୬୪	୮୫				୨୬୫				
୨୬୫	୮୬				୨୬୬				
୨୬୬	୮୭				୨୬୭				
୨୬୭	୮୮				୨୬୮				
୨୬୮	୮୯				୨୬୯				
୨୬୯	୯୦				୨୭୦				
୨୭୦	୯୧				୨୭୧				
୨୭୧	୯୨				୨୭୨				
୨୭୨	୯୩				୨୭୩				
୨୭୩	୯୪				୨୭୪				
୨୭୪	୯୫				୨୭୫				
୨୭୫	୯୬				୨୭୬				
୨୭୬	୯୭				୨୭୭				
୨୭୭	୯୮				୨୭୮				
୨୭୮	୯୯				୨୭୯				
୨୭୯	୧୦୦				୨୮୦				
୨୮୦	୧୦୧				୨୮୧				
୨୮୧	୧୦୨				୨୮୨				
୨୮୨	୧୦୩				୨୮୩				
୨୮୩	୧୦୪				୨୮୪				
୨୮୪	୧୦୫				୨୮୫				
୨୮୫	୧୦୬				୨୮୬				
୨୮୬	୧୦୭				୨୮୭				
୨୮୭	୧୦୮				୨୮୮				
୨୮୮	୧୦୯				୨୮୯				
୨୮୯	୧୧୦				୨୯୦				
୨୯୦	୧୧୧				୨୯୧				
୨୯୧	୧୧୨				୨୯୨				
୨୯୨	୧୧୩				୨୯୩				
୨୯୩	୧୧୪				୨୯୪				
୨୯୪	୧୧୫				୨୯୫				
୨୯୫	୧୧୬				୨୯୬				
୨୯୬	୧୧୭				୨୯୭				
୨୯୭	୧୧୮				୨୯୮				
୨୯୮	୧୧୯				୨୯୯				
୨୯୯	୧୨୦				୩୦୦				
୩୦୦	୧୨୧				୩୦୧				
୩୦୧	୧୨୨				୩୦୨				
୩୦୨	୧୨୩				୩୦୩				
୩୦୩	୧୨୪				୩୦୪				
୩୦୪	୧୨୫				୩୦୫				
୩୦୫	୧୨୬				୩୦୬				
୩୦୬	୧୨୭				୩୦୭				
୩୦୭	୧୨୮				୩୦୮				
୩୦୮	୧୨୯				୩୦୯				
୩୦୯	୧୩୦				୩୧୦				
୩୧୦	୧୩୧				୩୧୧				
୩୧୧	୧୩୨				୩୧୨				
୩୧୨	୧୩୩				୩୧୩				
୩୧୩	୧୩୪				୩୧୪				
୩୧୪	୧୩୫				୩୧୫				
୩୧୫	୧୩୬				୩୧୬				
୩୧୬	୧୩୭				୩୧୭				
୩୧୭	୧୩୮				୩୧୮				
୩୧୮	୧୩୯				୩୧୯				
୩୧୯	୧୪୦				୩୨୦				
୩୨୦	୧୪୧				୩୨୧				
୩୨୧	୧୪୨				୩୨୨				
୩୨୨	୧୪୩				୩୨୩				
୩୨୩	୧୪୪				୩୨୪				
୩୨୪	୧୪୫				୩୨୫				
୩୨୫	୧୪୬				୩୨୬				
୩୨୬	୧୪୭				୩୨୭				
୩୨୭	୧୪୮				୩୨୮				
୩୨୮	୧୪୯				୩୨୯				
୩୨୯	୧୫୦				୩୩୦				
୩୩୦	୧୫୧				୩୩୧				
୩୩୧	୧୫୨				୩୩୨				
୩୩୨	୧୫୩				୩୩୩				
୩୩୩	୧୫୪				୩୩୪				
୩୩୪	୧୫୫				୩୩୫				
୩୩୫	୧୫୬				୩୩୬				
୩୩୬	୧୫୭				୩୩୭				
୩୩୭	୧୫୮				୩୩୮				
୩୩୮	୧୫୯				୩୩୯				
୩୩୯	୧୬୦				୩୪୦				
୩୪୦	୧୬୧				୩୪୧				
୩୪୧	୧୬୨				୩୪୨				
୩୪୨	୧୬୩				୩୪୩				
୩୪୩	୧୬୪				୩୪୪				
୩୪୪	୧୬୫				୩୪୫				
୩୪୫	୧୬୬				୩୪୬				
୩୪୬	୧୬୭				୩୪୭				
୩୪୭	୧୬୮				୩୪୮				
୩୪୮	୧୬୯				୩୪୯				
୩୪୯	୧୭୦				୩୫୦				
୩୫୦	୧୭୧				୩୫୧				
୩୫୧	୧୭୨				୩୫୨				
୩୫୨	୧୭୩				୩୫୩				
୩୫୩	୧୭୪				୩୫୪				
୩୫୪	୧୭୫				୩୫୫				
୩୫୫	୧୭୬				୩୫୬				
୩୫୬	୧୭୭				୩୫୭				
୩୫୭	୧୭୮				୩୫୮				
୩୫୮	୧୭୯				୩୫୯				
୩୫୯	୧୮୦				୩୬୦				
୩୬୦	୧୮୧				୩୬୧				
୩୬୧	୧୮୨				୩୬୨				
୩୬୨	୧୮୩				୩୬୩				
୩୬୩	୧୮୪				୩				

(۴)

(३)

১৮৭২ মালিকানা ১০ জাতি					১৮৭২ মালিকানা ১০ জাতি				
ক্র.সং.	নং	জাতি	মালিকানা	মালিকানা	ক্র.সং.	নং	জাতি	মালিকানা	মালিকানা
৩০৭	৩								
	৪								
৩০৮	১২০				৩০৯				
	৪				৩১০				
৩০৯	১				৩১১				
	১				৩১২				
	২				৩১৩				
৩১০					৩১৪				
৩১১	১				৩১৫				
	২				৩১৬				
	৩				৩১৭				
৩১২	১২				৩১৮				
	৩				৩১৯				
৩১৩					৩২০				
৩১৪	১				৩২১				
	২				৩২২				
	২				৩২৩				
	২				৩২৪				
৩১৫					৩২৫				
৩১৬					৩২৬				
৩১৭					৩২৭				
৩১৮					৩২৮				
৩১৯					৩২৯				
৩২০					৩৩০				

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ୧୦ କାହିଁନା				ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ୧୦ କାହିଁନା			
କ୍ରମ	ନାମ	ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ	କ୍ରମ	ନାମ	ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ
୧	ଅନନ୍ତ	୫	୫	୧	ଅନନ୍ତ	୫	୫
୨	ବିନୟ	୩	୩	୨	ବିନୟ	୩	୩
୩	ସୁଧା	୪	୪	୩	ସୁଧା	୪	୪
୪	ରମେଶ	୬	୬	୪	ରମେଶ	୬	୬
୫	ସୁଜାତା	୭	୭	୫	ସୁଜାତା	୭	୭
୬	ନିହାର	୮	୮	୬	ନିହାର	୮	୮
୭	ସୁଶୀଳା	୯	୯	୭	ସୁଶୀଳା	୯	୯
୮	ଅମର	୧୦	୧୦	୮	ଅମର	୧୦	୧୦
୯	ସୁମିତ୍ରା	୧୧	୧୧	୯	ସୁମିତ୍ରା	୧୧	୧୧
୧୦	ବିଜୟ	୧୨	୧୨	୧୦	ବିଜୟ	୧୨	୧୨

(୪)

୧୮ ମାସ ୧୦ ଶହ					୧୯ ମାସ ୧୦ ଶହ				
ମାସ	ଦିନ	ବିଷୟ	ମାତ୍ରା	ମାତ୍ରା	ମାସ	ଦିନ	ବିଷୟ	ମାତ୍ରା	ମାତ୍ରା
୩୫					୩୫				
୩୬					୩୬				
୩୭					୩୭				
୩୮					୩୮				
୩୯					୩୯				
୪୦					୪୦				
୪୧					୪୧				
୪୨					୪୨				
୪୩					୪୩				
୪୪					୪୪				
୪୫					୪୫				
୪୬					୪୬				
୪୭					୪୭				
୪୮					୪୮				
୪୯					୪୯				
୫୦					୫୦				
୫୧					୫୧				
୫୨					୫୨				
୫୩					୫୩				
୫୪					୫୪				
୫୫					୫୫				
୫୬					୫୬				
୫୭					୫୭				
୫୮					୫୮				
୫୯					୫୯				
୬୦					୬୦				
୬୧					୬୧				
୬୨					୬୨				
୬୩					୬୩				
୬୪					୬୪				
୬୫					୬୫				
୬୬					୬୬				
୬୭					୬୭				
୬୮					୬୮				
୬୯					୬୯				
୭୦					୭୦				
୭୧					୭୧				
୭୨					୭୨				
୭୩					୭୩				
୭୪					୭୪				
୭୫					୭୫				
୭୬					୭୬				
୭୭					୭୭				
୭୮					୭୮				
୭୯					୭୯				
୮୦					୮୦				
୮୧					୮୧				
୮୨					୮୨				
୮୩					୮୩				
୮୪					୮୪				
୮୫					୮୫				
୮୬					୮୬				
୮୭					୮୭				
୮୮					୮୮				
୮୯					୮୯				
୯୦					୯୦				
୯୧					୯୧				
୯୨					୯୨				
୯୩					୯୩				
୯୪					୯୪				
୯୫					୯୫				
୯୬					୯୬				
୯୭					୯୭				
୯୮					୯୮				
୯୯					୯୯				
୧୦୦					୧୦୦				

(୫)

୧୯ ମାସ ୧୦ ଶହ					୨୦ ମାସ ୧୦ ଶହ				
ମାସ	ଦିନ	ବିଷୟ	ମାତ୍ରା	ମାତ୍ରା	ମାସ	ଦିନ	ବିଷୟ	ମାତ୍ରା	ମାତ୍ରା
୧୦୧					୧୦୧				
୧୦୨					୧୦୨				
୧୦୩					୧୦୩				
୧୦୪					୧୦୪				
୧୦୫					୧୦୫				
୧୦୬					୧୦୬				
୧୦୭					୧୦୭				
୧୦୮					୧୦୮				
୧୦୯					୧୦୯				
୧୧୦					୧୧୦				
୧୧୧					୧୧୧				
୧୧୨					୧୧୨				
୧୧୩					୧୧୩				
୧୧୪					୧୧୪				
୧୧୫					୧୧୫				
୧୧୬					୧୧୬				
୧୧୭					୧୧୭				
୧୧୮					୧୧୮				
୧୧୯					୧୧୯				
୧୨୦					୧୨୦				
୧୨୧					୧୨୧				
୧୨୨					୧୨୨				
୧୨୩					୧୨୩				
୧୨୪					୧୨୪				
୧୨୫					୧୨୫				
୧୨୬					୧୨୬				
୧୨୭					୧୨୭				
୧୨୮					୧୨୮				
୧୨୯					୧୨୯				
୧୩୦					୧୩୦				
୧୩୧					୧୩୧				
୧୩୨					୧୩୨				
୧୩୩					୧୩୩				
୧୩୪					୧୩୪				
୧୩୫					୧୩୫				
୧୩୬					୧୩୬				
୧୩୭					୧୩୭				
୧୩୮					୧୩୮				
୧୩୯					୧୩୯				
୧୪୦					୧୪୦				
୧୪୧					୧୪୧				
୧୪୨					୧୪୨				
୧୪୩					୧୪୩				
୧୪୪					୧୪୪				
୧୪୫					୧୪୫				
୧୪୬					୧୪୬				
୧୪୭					୧୪୭				
୧୪୮					୧୪୮				
୧୪୯					୧୪୯				
୧୫୦					୧୫୦				
୧୫୧					୧୫୧				
୧୫୨					୧୫୨				
୧୫୩					୧୫୩				
୧୫୪					୧୫୪				
୧୫୫					୧୫୫				
୧୫୬					୧୫୬				
୧୫୭					୧୫୭				
୧୫୮					୧୫୮				
୧୫୯					୧୫୯				
୧୬୦					୧୬୦				
୧୬୧					୧୬୧				
୧୬୨					୧୬୨				
୧୬୩					୧୬୩				
୧୬୪					୧୬୪				
୧୬୫					୧୬୫				
୧୬୬					୧୬୬				
୧୬୭					୧୬୭				
୧୬୮					୧୬୮				
୧୬୯					୧୬୯				
୧୭୦					୧୭୦				
୧୭୧					୧୭୧				
୧୭୨					୧୭୨				
୧୭୩					୧୭୩				
୧୭୪					୧୭୪				
୧୭୫					୧୭୫				
୧୭୬					୧୭୬				
୧୭୭					୧୭୭				
୧୭୮					୧୭୮				
୧୭୯					୧୭୯				
୧୮୦					୧୮୦				
୧୮୧					୧୮୧				
୧୮୨					୧୮୨				
୧୮୩					୧୮୩				
୧୮୪					୧୮୪				
୧୮୫					୧୮୫				
୧୮୬					୧୮୬				
୧୮୭					୧୮୭				
୧୮୮					୧୮୮				
୧୮୯					୧୮୯				
୧୯୦					୧୯୦				
୧୯୧					୧୯୧				
୧୯୨					୧୯୨				
୧୯୩					୧୯୩				
୧୯୪					୧୯୪				
୧୯୫					୧୯୫				
୧୯୬					୧୯୬				
୧୯୭					୧୯୭				
୧୯୮					୧୯୮				
୧୯୯					୧୯୯				
୨୦୦					୨୦୦				

(५)

2012-13				2013-14			
Sl. No.	Particulars	Amount	Remarks	Sl. No.	Particulars	Amount	Remarks
1	...	...	...	1	...	...	...
2	...	...	...	2	...	...	...
3	...	...	...	3	...	...	...
4	...	...	...	4	...	...	...
5	...	...	...	5	...	...	...
6	...	...	...	6	...	...	...
7	...	...	...	7	...	...	...
8	...	...	...	8	...	...	...
9	...	...	...	9	...	...	...
10	...	...	...	10	...	...	...
11	...	...	...	11	...	...	...
12	...	...	...	12	...	...	...
13	...	...	...	13	...	...	...
14	...	...	...	14	...	...	...
15	...	...	...	15	...	...	...
16	...	...	...	16	...	...	...
17	...	...	...	17	...	...	...
18	...	...	...	18	...	...	...
19	...	...	...	19	...	...	...
20	...	...	...	20	...	...	...
21	...	...	...	21	...	...	...
22	...	...	...	22	...	...	...
23	...	...	...	23	...	...	...
24	...	...	...	24	...	...	...
25	...	...	...	25	...	...	...
26	...	...	...	26	...	...	...
27	...	...	...	27	...	...	...
28	...	...	...	28	...	...	...
29	...	...	...	29	...	...	...
30	...	...	...	30	...	...	...
31	...	...	...	31	...	...	...
32	...	...	...	32	...	...	...
33	...	...	...	33	...	...	...
34	...	...	...	34	...	...	...
35	...	...	...	35	...	...	...
36	...	...	...	36	...	...	...
37	...	...	...	37	...	...	...
38	...	...	...	38	...	...	...
39	...	...	...	39	...	...	...
40	...	...	...	40	...	...	...
41	...	...	...	41	...	...	...
42	...	...	...	42	...	...	...
43	...	...	...	43	...	...	...
44	...	...	...	44	...	...	...
45	...	...	...	45	...	...	...
46	...	...	...	46	...	...	...
47	...	...	...	47	...	...	...
48	...	...	...	48	...	...	...
49	...	...	...	49	...	...	...
50	...	...	...	50	...	...	...
51	...	...	...	51	...	...	...
52	...	...	...	52	...	...	...
53	...	...	...	53	...	...	...
54	...	...	...	54	...	...	...
55	...	...	...	55	...	...	...
56	...	...	...	56	...	...	...
57	...	...	...	57	...	...	...
58	...	...	...	58	...	...	...
59	...	...	...	59	...	...	...
60	...	...	...	60	...	...	...
61	...	...	...	61	...	...	...
62	...	...	...	62	...	...	...
63	...	...	...	63	...	...	...
64	...	...	...	64	...	...	...
65	...	...	...	65	...	...	...
66	...	...	...	66	...	...	...
67	...	...	...	67	...	...	...
68	...	...	...	68	...	...	...
69	...	...	...	69	...	...	...
70	...	...	...	70	...	...	...
71	...	...	...	71	...	...	...
72	...	...	...	72	...	...	...
73	...	...	...	73	...	...	...
74	...	...	...	74	...	...	...
75	...	...	...	75	...	...	...
76	...	...	...	76	...	...	...
77	...	...	...	77	...	...	...
78	...	...	...	78	...	...	...
79	...	...	...	79	...	...	...
80	...	...	...	80	...	...	...
81	...	...	...	81	...	...	...
82	...	...	...	82	...	...	...
83	...	...	...	83	...	...	...
84	...	...	...	84	...	...	...
85	...	...	...	85	...	...	...
86	...	...	...	86	...	...	...
87	...	...	...	87	...	...	...
88	...	...	...	88	...	...	...
89	...	...	...	89	...	...	...
90	...	...	...	90	...	...	...
91	...	...	...	91	...	...	...
92	...	...	...	92	...	...	...
93	...	...	...	93	...	...	...
94	...	...	...	94	...	...	...
95	...	...	...	95	...	...	...
96	...	...	...	96	...	...	...
97	...	...	...	97	...	...	...
98	...	...	...	98	...	...	...
99	...	...	...	99	...	...	...
100	...	...	...	100	...	...	...

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ୧୦ ଆକାଶ					ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ୧୦ ଆକାଶ				
କ୍ର.ସଂ.	ନାମ	ବର୍ଗ	ମାର୍କ	ମାର୍କ	କ୍ର.ସଂ.	ନାମ	ବର୍ଗ	ମାର୍କ	ମାର୍କ
୧	୧୦୫	୧			୧	୧୦୫	୧		
୨	୧୦୬	୨			୨	୧୦୬	୨		
୩	୧୦୭	୩			୩	୧୦୭	୩		
୪	୧୦୮	୪			୪	୧୦୮	୪		
୫	୧୦୯	୫			୫	୧୦୯	୫		
୬	୧୧୦	୬			୬	୧୧୦	୬		
୭	୧୧୧	୭			୭	୧୧୧	୭		
୮	୧୧୨	୮			୮	୧୧୨	୮		
୯	୧୧୩	୯			୯	୧୧୩	୯		
୧୦	୧୧୪	୧୦			୧୦	୧୧୪	୧୦		
୧୧	୧୧୫	୧୧			୧୧	୧୧୫	୧୧		
୧୨	୧୧୬	୧୨			୧୨	୧୧୬	୧୨		
୧୩	୧୧୭	୧୩			୧୩	୧୧୭	୧୩		
୧୪	୧୧୮	୧୪			୧୪	୧୧୮	୧୪		
୧୫	୧୧୯	୧୫			୧୫	୧୧୯	୧୫		
୧୬	୧୨୦	୧୬			୧୬	୧୨୦	୧୬		
୧୭	୧୨୧	୧୭			୧୭	୧୨୧	୧୭		
୧୮	୧୨୨	୧୮			୧୮	୧୨୨	୧୮		
୧୯	୧୨୩	୧୯			୧୯	୧୨୩	୧୯		
୨୦	୧୨୪	୨୦			୨୦	୧୨୪	୨୦		

16 9 2 2 1 0 2 2 2			2 2 2 1 0 2 2 2		
16 9 2 2 1 0 2 2 2	16 9 2 2 1 0 2 2 2	16 9 2 2 1 0 2 2 2	16 9 2 2 1 0 2 2 2	16 9 2 2 1 0 2 2 2	16 9 2 2 1 0 2 2 2
8 10			8 10		
8 20	5		8 20		
	2		8 30		
	6		8 40		
8 50	5		8 50	5	
	2			2	
8 60			8 60		
8 70			8 70		
8 80			8 80		
8 90			8 90		
8 00			8 00		
8 10			8 10		
8 20			8 20		
8 30			8 30		
8 40	5		8 40		
	2 0		8 50		
8 60	5		8 60	5	
	2			2	
	6		8 70		
	8				
8 80			8 80		
8 90	5		8 90		
	2		8 00	5	
8 10			8 10		
8 20			8 20		
8 30			8 30		

১৮১ খ্রিঃ ১০ বর্ষ				১৮২ খ্রিঃ ১০ বর্ষ			
ক	খ	গ	ঘ	ক	খ	গ	ঘ
৪৪১				০০			
৪৪২				০০			
৪৪৩				০০			
৪৪৪				০০			
৪৪৫				০০			
৪৪৬				০০			
৪৪৭				০০			
৪৪৮				০০			
৪৪৯				০০			
৪৫০				০০			
৪৫১				০০			
৪৫২				০০			
৪৫৩				০০			
৪৫৪				০০			
৪৫৫				০০			
৪৫৬				০০			
৪৫৭				০০			
৪৫৮				০০			
৪৫৯				০০			
৪৬০				০০			
৪৬১				০০			
৪৬২				০০			
৪৬৩				০০			
৪৬৪				০০			
৪৬৫				০০			
৪৬৬				০০			
৪৬৭				০০			
৪৬৮				০০			
৪৬৯				০০			
৪৭০				০০			
৪৭১				০০			
৪৭২				০০			
৪৭৩				০০			
৪৭৪				০০			
৪৭৫				০০			
৪৭৬				০০			
৪৭৭				০০			
৪৭৮				০০			
৪৭৯				০০			
৪৮০				০০			
৪৮১				০০			
৪৮২				০০			
৪৮৩				০০			
৪৮৪				০০			
৪৮৫				০০			
৪৮৬				০০			
৪৮৭				০০			
৪৮৮				০০			
৪৮৯				০০			
৪৯০				০০			
৪৯১				০০			
৪৯২				০০			
৪৯৩				০০			
৪৯৪				০০			
৪৯৫				০০			
৪৯৬				০০			
৪৯৭				০০			
৪৯৮				০০			
৪৯৯				০০			
৫০০				০০			

(୩)

୧୯୭୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଆଦିନ					୧୯୭୧ ୨/୮ ୩ ୧୦ ଆଦିନ				
କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ	କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ
୫୫୫			୫	୧୦୫			୧୫, ୩		
			୬				୧୫, ୫		
			୭				୧୫, ୮		
			୮				୧୫, ୯		
			୯				୧୫, ୧୦		
			୧୦				୧୫, ୧୧		
୫୫୬				୧୦					
୫୫୭				୧୦୫					
୫୫୮				୧୦୬					
୫୫୯			୧୫, ୩	୧୦୭			୧୫, ୮		
			୧୫, ୫						
୫୬୦				୧୦୮					
୫୬୧				୧୦୯					
୫୬୨				୧୧୦					
୫୬୩	୧			୧୧୧	୧				
	୨				୨				
	୩				୩				
	୪				୪				
୫୬୪			୧୫, ୩	୧୧୨			୧୫, ୮		
			୧୫, ୫				୧୫, ୯		
			୧୫, ୮				୧୫, ୧୦		
			୧୫, ୧୧				୧୫, ୧୨		
			୧୫, ୧୩				୧୫, ୧୪		
			୧୫, ୧୫				୧୫, ୧୬		
			୧୫, ୧୮				୧୫, ୧୯		
୫୬୫	୧			୧୧୬	୧				

(୪)

୧୯୭୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଆଦିନ					୧୯୭୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ଆଦିନ				
କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ	କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ	ବି	କ୍ରମ
୫୬୬				୧୧୭					
୫୬୭				୧୧୮					
୫୬୮				୧୧୯					
୫୬୯				୧୨୦					
୫୭୦				୧୨୧					
୫୭୧	୧			୧୨୨	୧				
	୨				୨				
	୩				୩				
	୪				୪				
୫୭୨			୧୫, ୩	୧୨୩			୧୫, ୮		
			୧୫, ୫				୧୫, ୯		
			୧୫, ୮				୧୫, ୧୦		
			୧୫, ୧୧				୧୫, ୧୨		
			୧୫, ୧୩				୧୫, ୧୪		
			୧୫, ୧୫				୧୫, ୧୬		
			୧୫, ୧୮				୧୫, ୧୯		
୫୭୩	୧			୧୨୪	୧				
	୨				୨				
	୩				୩				
	୪				୪				
୫୭୪			୧୫, ୩	୧୨୫			୧୫, ୮		
			୧୫, ୫				୧୫, ୯		
			୧୫, ୮				୧୫, ୧୦		
			୧୫, ୧୧				୧୫, ୧୨		
			୧୫, ୧୩				୧୫, ୧୪		
			୧୫, ୧୫				୧୫, ୧୬		
			୧୫, ୧୮				୧୫, ୧୯		
୫୭୫	୧			୧୨୬	୧				

(ক)

১৮৭২ সালের ১০ জুলাই।					১৮৮২ সালের ১০ জুলাই।				
কি	বি	কি	বি	কি	কি	বি	কি	বি	কি
৪৭২	০				৪৭	০			
৪৭৩					৪৭৭	০			
৪৭৪	১২				৪৭৮				
	৬								
৪৭৫					৪৭৯				
৪৭৬					৪৮০	২			
৪৭৭					৪৮১				
৪৭৮					৪৮২				
৪৭৯					৪৮৩				
৪৮০					৪৮৪				
৪৮১					৪৮৫				
৪৮২					৪৮৬				
৪৮৩					৪৮৭				
৪৮৪					৪৮৮				
৪৮৫					৪৮৯				
৪৮৬					৪৯০				
৪৮৭					৪৯১				
৪৮৮					৪৯২				
৪৮৯					৪৯৩				
৪৯০					৪৯৪				
					৪৯৫				
					৪৯৬				
					৪৯৭				
					৪৯৮				
					৪৯৯				
					৫০০				
					৫০১				
					৫০২				
					৫০৩				
					৫০৪				
					৫০৫				
					৫০৬				
					৫০৭				
					৫০৮				
					৫০৯				
					৫১০				
					৫১১				
					৫১২				
					৫১৩				
					৫১৪				
					৫১৫				
					৫১৬				
					৫১৭				
					৫১৮				
					৫১৯				
					৫২০				
					৫২১				
					৫২২				
					৫২৩				
					৫২৪				
					৫২৫				
					৫২৬				
					৫২৭				
					৫২৮				
					৫২৯				
					৫৩০				
					৫৩১				
					৫৩২				
					৫৩৩				
					৫৩৪				
					৫৩৫				
					৫৩৬				
					৫৩৭				
					৫৩৮				
					৫৩৯				
					৫৪০				

(কক)

১৮৭২ সালের ১০ জুলাই।					১৮৮২ সালের ১০ জুলাই।				
কি	বি	কি	বি	কি	কি	বি	কি	বি	কি
৪৭২	০				৪৭	০			
৪৭৩					৪৭৭	০			
৪৭৪	১২				৪৭৮				
	৬				৪৭৯				
৪৭৫					৪৮০	২			
৪৭৬					৪৮১				
৪৭৭					৪৮২				
৪৭৮					৪৮৩				
৪৭৯					৪৮৪				
৪৮০					৪৮৫				
৪৮১					৪৮৬				
৪৮২					৪৮৭				
৪৮৩					৪৮৮				
৪৮৪					৪৮৯				
৪৮৫					৪৯০				
৪৮৬					৪৯১				
৪৮৭					৪৯২				
৪৮৮					৪৯৩				
৪৮৯					৪৯৪				
৪৯০					৪৯৫				
					৪৯৬				
					৪৯৭				
					৪৯৮				
					৪৯৯				
					৫০০				
					৫০১				
					৫০২				
					৫০৩				
					৫০৪				
					৫০৫				
					৫০৬				
					৫০৭				
					৫০৮				
					৫০৯				
					৫১০				
					৫১১				
					৫১২				
					৫১৩				
					৫১৪				
					৫১৫				
					৫১৬				
					৫১৭				
					৫১৮				
					৫১৯				
					৫২০				
					৫২১				
					৫২২				
					৫২৩				
					৫২৪				
					৫২৫				
					৫২৬				
					৫২৭				
					৫২৮				
					৫২৯				
					৫৩০				
					৫৩১				
					৫৩২				
					৫৩৩				
					৫৩৪				
					৫৩৫				
					৫৩৬				
					৫৩৭				
					৫৩৮				
					৫৩৯				
					৫৪০				

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚର ୧୦ ତାରିଖ ।					୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚର ୧୦ ତାରିଖ ।				
କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.
୧୦୧					୧୧୭				
୧୦୨	୧				୧୧୮	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
	୪					୪			
	୫					୫			
	୬				୧୧୯				
	୭				୧୨୦				
	୮				୧୨୧				
୧୦୩	୧				୧୨୨	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
	୪					୪			
୧୦୪	୧				୧୨୩				
	୨				୧୨୪	୧			
	୩					୨			
	୪					୩			
୧୦୫					୧୨୫				
୧୦୬					୧୨୬				
୧୦୭	୧				୧୨୭	୧			
	୨					୨			
୧୦୮					୧୨୮				
୧୦୯	୧				୧୨୯	୧			
	୨				୧୩୦				
୧୧୦	୧				୧୩୧	୧			
	୨					୨			

୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚର ୧୦ ତାରିଖ ।					୧୯୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚର ୧୦ ତାରିଖ ।				
କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ର.	କ୍ର.ସଂ.
୧୧୧					୧୩୨				
୧୧୨									
୧୧୩					୧୩୩				
୧୧୪	୧				୧୩୪	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
୧୧୫	୧				୧୩୫	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
୧୧୬					୧୩୬				
୧୧୭					୧୩୭				
୧୧୮	୧				୧୩୮	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
୧୧୯					୧୩୯				
୧୨୦					୧୪୦				
୧୨୧	୧				୧୪୧	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
୧୨୨					୧୪୨				
୧୨୩					୧୪୩				
୧୨୪	୧				୧୪୪	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
୧୨୫					୧୪୫				
୧୨୬					୧୪୬				
୧୨୭	୧				୧୪୭	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			
୧୨୮					୧୪୮				
୧୨୯					୧୪୯				
୧୩୦	୧				୧୫୦	୧			
	୨					୨			
	୩					୩			

१८१२ म (२ व १० आ) से					१८१२ म (१ व १० आ) से				
दि.	म.	म.	म.	म.	दि.	म.	म.	म.	म.
१२८	१				१२८	१			
१२९	२				१२९	२			
१३०	३				१३०	३			
१३१	४				१३१	४			
१३२	५				१३२	५			
१३३	६				१३३	६			
१३४	७				१३४	७			
१३५	८				१३५	८			
१३६	९				१३६	९			
१३७	१०				१३७	१०			
१३८	११				१३८	११			
१३९	१२				१३९	१२			
१४०	१३				१४०	१३			
१४१	१४				१४१	१४			
१४२	१५				१४२	१५			
१४३	१६				१४३	१६			
१४४	१७				१४४	१७			
१४५	१८				१४५	१८			
१४६	१९				१४६	१९			
१४७	२०				१४७	२०			
१४८	२१				१४८	२१			
१४९	२२				१४९	२२			
१५०	२३				१५०	२३			
१५१	२४				१५१	२४			
१५२	२५				१५२	२५			
१५३	२६				१५३	२६			
१५४	२७				१५४	२७			
१५५	२८				१५५	२८			
१५६	२९				१५६	२९			
१५७	३०				१५७	३०			
१५८	३१				१५८	३१			

१८१२ म (१ व १० आ) से					१८१२ म (१ व १० आ) से				
दि.	म.	म.	म.	म.	दि.	म.	म.	म.	म.
१२८	१				१२८	१			
१२९	२				१२९	२			
१३०	३				१३०	३			
१३१	४				१३१	४			
१३२	५				१३२	५			
१३३	६				१३३	६			
१३४	७				१३४	७			
१३५	८				१३५	८			
१३६	९				१३६	९			
१३७	१०				१३७	१०			
१३८	११				१३८	११			
१३९	१२				१३९	१२			
१४०	१३				१४०	१३			
१४१	१४				१४१	१४			
१४२	१५				१४२	१५			
१४३	१६				१४३	१६			
१४४	१७				१४४	१७			
१४५	१८				१४५	१८			
१४६	१९				१४६	१९			
१४७	२०				१४७	२०			
१४८	२१				१४८	२१			
१४९	२२				१४९	२२			
१५०	२३				१५०	२३			
१५१	२४				१५१	२४			
१५२	२५				१५२	२५			
१५३	२६				१५३	२६			
१५४	२७				१५४	२७			
१५५	२८				१५५	२८			
१५६	२९				१५६	२९			
१५७	३०				१५७	३०			
१५८	३१				१५८	३१			

(୩୮)

୧୮୭୨ ମାର୍ଚ୍ଚମାସ ୧୦ ଆଶ୍ୱିନ					୧୮୮୨ ମାର୍ଚ୍ଚମାସ ୧୦ ଆଶ୍ୱିନ				
କ୍ର.ସଂ.	ଦି.	ଶୁକ୍ରବାର	ରବିବାର	ଶୁକ୍ରବାର	କ୍ର.ସଂ.	ଦି.	ଶୁକ୍ରବାର	ରବିବାର	ଶୁକ୍ରବାର
୧୫		୨			୫୧୫				ସା
୧୬					୫୧୬				
୧୭									
୧୮					୫୧୭		୨		
୧୯					୫୧୮				
୨୦		୧			୫୧୯		୧		
୨୧		୨							ଉପା ସ
୨୨					୫୨୦				
୨୩					୫୨୧				
୨୪					୫୨୨				
୨୫					୫୨୩				
୨୬					୫୨୪				
୨୭					୫୨୫	୨			
୨୮					୫୨୬				
୨୯					୫୨୭				
୩୦					୫୨୮				
୩୧					୫୨୯				
୩୨					୫୩୦				
୩୩					୫୩୧				
୩୪					୫୩୨				
୩୫					୫୩୩				
୩୬					୫୩୪				
୩୭					୫୩୫				
୩୮					୫୩୬				
୩୯					୫୩୭				
୪୦					୫୩୮				
୪୧					୫୩୯				
୪୨					୫୪୦				
୪୩					୫୪୧				
୪୪					୫୪୨				
୪୫					୫୪୩				
୪୬					୫୪୪				
୪୭					୫୪୫				
୪୮					୫୪୬				
୪୯					୫୪୭				
୫୦					୫୪୮				
୫୧					୫୪୯				
୫୨					୫୫୦				
୫୩					୫୫୧				
୫୪					୫୫୨				
୫୫					୫୫୩				
୫୬					୫୫୪				
୫୭					୫୫୫				
୫୮					୫୫୬				
୫୯					୫୫୭				
୬୦					୫୫୮				
୬୧					୫୫୯				
୬୨					୫୬୦				
୬୩					୫୬୧				
୬୪					୫୬୨				
୬୫					୫୬୩				
୬୬					୫୬୪				
୬୭					୫୬୫				
୬୮					୫୬୬				
୬୯					୫୬୭				
୭୦					୫୬୮				
୭୧					୫୬୯				
୭୨					୫୭୦				
୭୩					୫୭୧				
୭୪					୫୭୨				
୭୫					୫୭୩				
୭୬					୫୭୪				
୭୭					୫୭୫				
୭୮					୫୭୬				
୭୯					୫୭୭				
୮୦					୫୭୮				
୮୧					୫୭୯				
୮୨					୫୮୦				
୮୩					୫୮୧				
୮୪					୫୮୨				
୮୫					୫୮୩				
୮୬					୫୮୪				
୮୭					୫୮୫				
୮୮					୫୮୬				
୮୯					୫୮୭				
୯୦					୫୮୮				
୯୧					୫୮୯				
୯୨					୫୯୦				
୯୩					୫୯୧				
୯୪					୫୯୨				
୯୫					୫୯୩				
୯୬					୫୯୪				
୯୭					୫୯୫				
୯୮					୫୯୬				
୯୯					୫୯୭				
୧୦୦					୫୯୮				

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিসয়ক

১৮৮২ সালের আইন

সূচীপত্র।

হেতুবাদ

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা

১ প্রথম অধ্যায়।

ধারা।

১ সংক্ষেপ নামের কথা

অনুসন্ধানের কথা।

যত দূর বাঞ্ছনীয় হইবে তাহার
কথা।

২। যে২ বিধান রহিত হইল তাহার
কথা।

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞা
পনাদির কথা।

৩। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালীবিসয়ক আইনের ও অন্য
বহিত করা আইনের উল্লেখ
হইলে তাহার কথা

পূর্বে আইনের উল্লেখ হইবার
কথা।

৪। অর্থ করণের কথা।

যে কথায় কার্যের উল্লেখ আছে,
তাহার কথা

ধারা।

ভাবতবয়ী মওবিমিতে কোন
শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থ
থাকিবার কথা

৫। মওবিমিত অপরাধের বিচারের
কথা

অন্য আইন লঙ্ঘন অন্য অপ-
রাধের বিচারের কথা

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কারাগারের
সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কারাগা-
রের সংস্থাপনের বিধি।

ক --- ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী
বিসয়ক বিধি

৩। ফৌজদারী আদালতের নানা
শ্রেণীর কথা

খ --- দৈনিক বিভাগের বিধি

৭। সেশন খণ্ডের কথা।

ধারা

জিলার কথা

খও ও জিলা পরিবর্তন করিবার
ক্ষমতার কথা ।যাবৎ পরিবর্তন না হয় বর্তমান
সেশন, খও ও জিলা থাকিবার
কথা ।রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য
হইবার কথা৮ জিলা উপবিভাগে বিভক্ত
করিবার কথা
এইক্ষণকার উপবিভাগের থাকি-
বার কথা ।৯ — রাজধানীর বহিঃস্থ আদালত ও
কাগালার বিধি

৯। সেশন আদালতের কথা

১০ জিলার মাজিস্ট্রেটের কথা ।

১১ জিলার মাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য
হইলে যে ব্যক্তি ক্রিয়াকালের
নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার
কথা ।১২ অধ্যক্ষ মাজিস্ট্রেটের কথা
তাঁহাদের বিচারামীন স্থানের
সীমান কথা১৩। মাজিস্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগে
অধ্যক্ষতাবার নিবারণ ক্ষমতার
কথা
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের
প্রতি ক্ষমতাপ্রাপ্তির কথা

১৪ বিশেষ মাজিস্ট্রেটদের কথা

১৫ মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা
বিশেষ আদেশ না থাকিলে
বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য ক-
রিতে পারিবেন তাহার কথা

১৬ বেঞ্চের কার্যশক্তি দর্শাইবার

ধারা ।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা
কথা১৭। মাজিস্ট্রেটদের ও সেশনের জি-
লার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অ-
ধীন থাকিবার কথামহকুমার মাজিস্ট্রেটের অধীন
থাকিবার কথাজামিন্ট সেশন জজদের সেশন
জজের অধীন থাকিবার কথা৮ — জামিন্টী মাজিস্ট্রেটের আদালত
নিয়মক বিধি১৮ জামিন্টী মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত
করিবার কথা১৯ তাহাদের বিচারামীন স্থানের
সীমান কথা২০ বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদা-
লতের কথা

২১। প্রধান মাজিস্ট্রেটের কথা ।

৩ — শান্তিরক্ষার্থ জটিলিগের বিধি

২২ মহকুমার শান্তিরক্ষার্থ জটিলি-
গের কথা২৩। রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জটিলি-
গের কথা ।২৪ বর্তমান শান্তিরক্ষার্থ জটিলিগের
কথা২৫ পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জটিলি-
গের কথা

৮ — খণ্ড ও আবৃত্ত হইবার বিধি

২৬ জজদের মাজিস্ট্রেটদের স্থগিত
ও আবৃত্ত হইবার কথা২৭ শান্তিরক্ষার্থ জটিলিগের স্থগিত ও
আবৃত্ত হইবার কথা ।

ধারা।

৩ তৃতীয় অধ্যায়

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

(ক) — প্রত্যেক আদালতের বিচার্য অপরাধের বর্ণনা

- ২৮। দণ্ডবিধিমতে অপরাধের কথা
২৯। অন্য আদালতের অপরাধের কথা।
৩০। প্রাপ্যদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা

গ — নানা প্রকার আদালতের মধ্যে দণ্ডাদেশ দিতে পারিবেক তদ্বিষয়ক বিধি।

- ৩১। হাইকোর্ট ও সেশন্সের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।
৩২। মাজিস্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।
৩৩। অর্গমেন্টের টাকা বা দেওয়ানকে মাজিস্ট্রেটের কারাদণ্ডের আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা

কোনর স্থল সম্বন্ধে উপবিধি

৩৪। কোনর স্থল সম্বন্ধে মাজিস্ট্রেটের উচ্চতম ক্ষমতার কথা।

৩৫। একই বিচরে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাদেশের কথা।

অভ্যধিব যত কাল দণ্ড হইবে তাহার কথা।

গ — নিয়মিত ও অতি দ্রুত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

- ৩৬। মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।
৩৭। মাজিস্ট্রেটের অতি অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক কথা।
৩৮। জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মের কথা।

ধারা।

ঘ — ক্ষমতার আদান, বিক্রি ও নিলাম বিষয়ক বিধি।

- ৩৯। ক্ষমতা আদান করিবার নিয়মের কথা।
৪০। ক্ষমতার ক্রয় স্থানান্তরে পেরিত হইলে তাহার ক্ষমতা আদান করিবার কথা।
৪১। ক্ষমতা বিক্রি হইতে পারিবার কথা।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটসমূহকে ও পোলীসকে ও দণ্ড কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৪২। কোনর স্থলে যতল লোকের মাজিস্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৪৩। পোলীস কর্মচারী ভিন্ন প্রয়ার্টে মামলকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

৪৪। কোনর অপরাধের সম্বন্ধে সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

৪৫। প্রাপ্য মণ্ডল ও জুগাধিকারী, প্রভৃতির কোনর বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

ধারা

৫ পঞ্চম অধ্যায় ।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ
বিষয়ক বিধি ।

ক —সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি

৪৬ যেখানে ধৃত করিতে হইবে
তাহার কথা ।

ধরিবার উদ্দেশ্যে বাধা দিবার কথা ।

৪৭ যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে
কোন স্থানে প্রবেশ করিলে
সেই স্থান অধ্বসন করিবার কথা ।

৪৮ প্রবেশ করিতে না পাইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা । অন্তঃ-
পুরের দ্বারা দি ভাঙ্গিয়া খুলিবার
কথা ।

৪৯ । মুক্তির উদ্দেশ্যে দ্বার ও জানালা
ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা ।

৫০ । অনাবশ্যক মতে বন্ধ না করি-
বার কথা ।

৫১ ধৃত ব্যক্তির গা তলাসের কথা ।

৫২ যে প্রকারে জীলোকের গা
তলাশী করিতে হইবে তাহার
কথা ।

৫৩ সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষম-
তার কথা ।

খ —ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি ।

৫৪ যে স্থলে পোলীস ওয়ারন্ট বিনা
ধৃত করিতে পারেন তাহার
কথা ।

৫৫ । জমগকারী ব্যক্তি ও রীতিমত
দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার
কথা ।

৫৬ পোলীসের কর্মকারক ওয়ারন্ট
বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আ-
পন অধীন কর্মকারককে প্রেরণ

ধারা ।

করিলে ইতিকর্তব্যতার কথা ।

৫৭ নাগ ধাম জানাইতে অস্বীকার
করিলে তাহার কথা ।

৫৮ । অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য
এলাকায় যাঠিবার কথা ।

৫৯ । সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত
হওয়ার কথা । ধৃত ব্যক্তিকে
লইয়া বাহা করিতে হইবে
তাহার কথা ।

৬০ । ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা
পোলীস থানার অধ্যক্ষের নি-
কটে উপস্থিত করিবার কথা ।

৬১ । ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক
আটক করিয়া না রাখিবার
কথা ।

৬২ । ধৃতকরণ বিষয়ে পোলীসের
রিপোর্ট করিবার কথা ।

৬৩ ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার
কথা ।

৬৪ । মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে
অপরাধ করা যায় তাহার কথা ।

৬৫ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাফাতে
ধরিবার কথা ।

৬৬ । পলাইলে পশ্চাৎ যাইয়া পুন-
র্বার ধরিতে পারিবার কথা ।

৬৭ । ৬৬ ধারামত ধৃত করণের প্রতি
৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান
বর্ত্তিবার কথা ।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায় ।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা
বিষয়ক বিধি ।

ক —সমনের বিধি

৬৮ সমনের পার্ঠের কথা ।

সমন যে আদালত করিবে তাহার কথা ।

ধরা।

- ৬৯। সমন ক্রমে আস্তে আস্তে কত যাই-
হবে তাহার কথা সমনের
রসীদে প্রাপ্ত করিবার কথা।
- ৭০। সমন যাহার নামে দেওয়া যায়
তাঁহাকে না পাওয়া গেলে আস্তে
করিবার কথা।
- ৭১। রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য-
প্রণালীর কথা।
- ৭২। গণসংগঠন কি রেলওয়ে
কোম্পানির কর্মকারকের উপর
সমন আস্তে করিবার কথা।
- ৭৩। স্থানীয় সমন বহির্ভূত স্থানে
সমন আস্তে করিবার কথা।
- ৭৪। তদ্রূপ স্থলে ও যে ব্যক্তি সমন
আস্তে করেন তিনি উপস্থিত না
থাকিলে সমন আস্তে হইবার
প্রণালীর কথা।

খ।—মৃত কবিরাজ ওয়ারেন্ট বিষয়ক বিধি।

- ৭৫। মৃত করিবার ওয়ারেন্ট লিখিবার
পঠের কথা। ওয়ারেন্ট প্রদান
থাকিবার কথা।
- ৭৬। আদালত যে স্থলে হাজির-
আমিন লইবার আদালত করিতে
পারেন তাহার কথা।
নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।
- ৭৭। যাহাদের নামে ওয়ারেন্ট দিতে
হইবে তাহার কথা।
অনেক লোককে ওয়ারেন্ট দিবার
কথা।
- ৭৮। ভূমিধিকারী আত্মতঃ নামে
ওয়ারেন্ট লিখিয়া দিবার কথা।
- ৭৯। পোলীসের কর্মকারকের যে
ওয়ারেন্ট দেওয়া যায় তাহার
কথা।

মারা

- ৮০। ওয়ারেন্টের মর্ম্ম জ্ঞাত কবিরাজ
কথা।
- ৮১। মৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আস্তে-
লগ্নের সম্মুখে কানিবার কথা।
- ৮২। ওয়ারেন্ট যে স্থানে আস্তে হইতে
পারিবে তাহার কথা।
- ৮৩। বিচারালয় স্থানের বহির্ভূত
স্থানে আস্তে করণার্থে মাজিস্ট্রেট-
টের নিকট ওয়ারেন্ট পাঠাইবার
কথা।
- ৮৪। এলাকার বহির্ভূত স্থানে আস্তে
করণার্থে পোলীসের কর্মকারকের
ওয়ারেন্ট দিবার কথা।
- ৮৫। যাহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির
হয় তাঁহাকে ধরা গেলে পর
যাহা করিতে হইবে তাহার
কথা।
- ৮৬। মৃত ব্যক্তিকে যে মাজিস্ট্রেটের
নিকট আস্তে যায় তাঁহার কর্তৃ-
কৃত কথা।
- গ।—ঘোষণাপত্র ও জোক করণ
বিষয়ক বিধি।
- ৮৭। পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষ-
না কথা।
- ৮৮। পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি জোক
করিবার কথা।
- ৮৯। জোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া
দিবার কথা।
- ঘ।—পরওয়ানা জারী আদালত বিধি।
- ৯০। সমনের পরিবর্তে কি তদন্ত-
রিত্তা ওয়ারেন্ট দিবার কথা।
- ৯১। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লই-
বার ক্ষমতার কথা।
- ৯২। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের

ধারা

নিয়ম ভঙ্গ হইলে দৃষ্ট করণের কথা

৯৩ এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধা-
রণতঃ সমনের প্রতি ও ধনিবার
ওয়ার্ডের প্রতি বর্জিত কথ্য।

৭ মধ্যম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বন
পূর্বক উপস্থিত করাইবার এবং
অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তি
সফল দিবার প্রণয়না

বিষয়ক বিধি

ক — উপস্থিত করাইবার সম্র নিয়মক বিধি

৯৪ দলীল কি অন্য জব্দ উপস্থিত
করাইবার সমনের কথা

৯৫ পত্র ও তাড়িতবার্তা মনকে
কার্যপ্রণালীর কথা

খ — তল শী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

৯৬ তল শী পরওয়ানা যে স্থলে
বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

৯৭ পরওয়ানায় স্থান নির্দেশ ক-
রিতে পারিবার কথা।

৯৮ যে গৃহাদিতে চোর্য জব্দ কি
কুজিম দলীলাদি থাকার অস্থান
হয় তাহাতে অধেষ্য করিবার
কথা

৯৯ এল কার বাহিরে তলাশক্রমে
কোন জব্দ পাওয়া গেলে তাহা
লইয়া কার্য করিবার কথা

গ — অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে
প্রকাশ করণের বিধি।

১০০ অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তি-
দিককে তলাশ করিবার কথা।

ঘ — তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি

১০১ তলাশী পরওয়ানা সাহায্য

ধারা।

নামে দিকে হইবে তৎক্ষণাত্
কথা।

১০২ বক্তৃতা ন যে ব্যক্তির স্মরণ
থাকে তাহান তলাশ করিবার
অধম দিকে হইবার কথা।

১০৩ সাক্ষীর সম্মুখে তলাশ ক-
রিতে হইবার কথা যে
স্থানের তলাশ হয় সেই স্থান-
সাগীর উপস্থিত হইতে পারি-
বার কথা।

১০৪ — বিবিধ বিধি

১০৪ দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে
তাহা আটক করিয়া রাখিবার
কথা।

১০৫ সাক্ষীরেটার সাক্ষাতে অধে-
য্য হইবার আকার কথা।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

শাস্তিভঙ্গ না করিবার ও সমাচরণের
আগমি নিয়মক কথা।

ক — অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তিভঙ্গ না
করিবার আগমি নিয়মক বিধি।

১০৬ অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তি-
ভঙ্গ না করিবার মুচলকার
কথা।

ঘ — অন্য স্থলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার
ও সমাচরণের আগমি নিয়মক বিধি

১০৭ অন্য স্থলে শাস্তিভঙ্গ না করি-
বার আগমি দিবার কথা।

১০৮ ১০৭ ধারায় কার্য করিতে

ଧାରୀ ।

କମଜାପନ ନା ହେଲେ ଯାଉଥିବେ
ଘାଟୁଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା ।

୧୦୯ । ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଯେଉଁଠି
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହା ଯାହା
ଆମିନ ଲେଖିବ କଥା ।

୧୧୦ । ଧାରୀ ଯାହା ଯାହା
ଯାହା ଯାହା ଆମିନ ଲେଖିବ
କଥା ।

୧୧୧ । ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି
ଘାଟୁଡ଼ିର ଉପାଦାନ କଥା ।

୧୧୨ । ଯେ ଯାହା କିଛି ହେବେ ତାହା
କଥା ।

୧୧୩ । ଯେ ଯାହା ଆମିନରେ ଉପାଦାନ
ଧାରୀର ଉପାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
କଥା ।

୧୧୪ । ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାହା ଉପାଦାନ
ନା ଥାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କି ଉପାଦାନ
ଦିବାର କଥା ।

୧୧୫ । ୧୧୨ ଧାରୀର ଯାହା ଯାହା
ଯାହା ଯାହା କି ଉପାଦାନରେ ଯାହା
ଦିବେ ହେବାର କଥା ।

୧୧୬ । ଯାହା ଯାହା ଉପାଦାନ ଧାରୀର
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା ।

୧୧୭ । ଯାହା ଯାହା ଉପାଦାନ ଧାରୀର
କଥା ।

୧୧୮ । ଆମିନ ଦିବାର ଆମିନ କଥା ।

୧୧୯ । ଆମିନ ଧାରୀର ଧାରୀର
ଦିବାର କଥା ।

୩ — ଆମିନ ଦିବାର ଆମିନ ପରାମର୍ଶ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର ନାମ ।

୧୨୦ । ଯେ ଯାହା ଯାହା ଆମିନ
ଦିବାର ଆମିନ ହେବ, ତାହାର
ଆମିନ କଥା ।

୧୨୧ । ଯାହା ଯାହା ଧାରୀର
ଧାରୀର କଥା ।

ଧାରୀ ।

୧୨୨ । ଆମିନ ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା ।

୧୨୩ । ଆମିନ ନା ଦିବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
କଥା ।

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ହେବେ କି ଧାରୀର ଆମିନ-
କଥା ଧାରୀର କଥା ହେବେ
ଧାରୀର କଥା ।

ଯେ ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର ହେବେ
ଧାରୀର କଥା ।

୧୨୪ । ଆମିନ ନା ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା ତାହା-
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କଥା ।

୧୨୫ । ଆମିନ ନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କଥା ।

୧୨୬ । ଆମିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
କଥା ।

୧୨ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା ।

୧୨୭ । ଆମିନ ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କଥା ।

୧୨୮ । ଆମିନ ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା ।

୧୨୯ । ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା ।

୧୩୦ । ଆମିନ ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କଥା ।

୧୩୧ । ଆମିନ ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟାଳୀର କଥା
ଧାରୀର କଥା ।

ধার

১৩২ এই অধ্যায়মতে কর্ম দ্বৈলে
অভিযোগ না হইবার কথা।

১০ দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি

১৩৩ অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর
করিতে নিয়মাবলী আজ্ঞা বরি-
বার কথা।

১৩৪ আজ্ঞা কি তাহার আপনপত্র
দিবার কথা।

১৩৫ যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তা-
হার সেই আজ্ঞা মানিবার কিস্তি
কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ
নিযুক্ত হইবার দাওয়ায় কথা।

১৩৬ তদ্রূপ না করিবার ফলের
কথা।

১৩৭ কারণ দর্শ হইতে উপস্থিত হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৮ পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৯ পঞ্চায়ত গাজিহুইটের আজ্ঞা
যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা
কর্তব্য তাহার কথা।

১৪০ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে
ফলের কথা।

১৪১ পঞ্চায়ত নিযুক্ত না করা গেলে
কি তাহার মত একাশ না
করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪২। অনুসন্ধান কার্য্য চলনকালে
আজ্ঞার কথা।

১৪৩। সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য
বারবার না হইবার ও না চলি

ধার

বার বারগ করিতে গাজিহুই-
টের ক্ষমতার কথা।

১১ একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিস্তিবাণী আজ্ঞা
বিষয়ক বিধি

১৪৪। অনিষ্টজনক বিষয় ঘটিলে আব-
শ্যক স্থলে একেবারে চূড়ান্ত
আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থানতত্ত্ব সম্পত্তি সম্পর্কীয় বিবাদ বিষয়ক
বিধি।

১৪৫ ভূমাদিবিষয়ক কোন বিবাদে
শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।

অন্যথাকিবার ক্ষমতাস্বতন্ত্রের
কথা।

যে পক্ষেই মথলে থাকে যাবৎ
আইনমতে বেদমূল না হয়
তাহার মথলে থাকিবার কথা।

১৪৬। বিবাদীয় বিষয় কোক করি-
বার ক্ষমতার কথা।

১৪৭। প্রাজ্ঞদ্য ভোগস্বতন্ত্র অঙ্কিত বি-
ষয়ে বিবাদের কথা।

১৪৮। স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।
থরচালিব্যয়ক আজ্ঞার কথা।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাৎক কার্য্যবিষয়ক
বিধি।

১৪৯ ধর্ষণ অপরাধ পোলীসের
নিবারণ করিতে হইবার কথা।

মারি।

১৫০। ঐ অপরাধ করিবার ক্ষমতার

সম্বন্ধে তাহা উল্লেখ করা।

১৫১। ঐ অপরাধ নিবারণার্থে যুক্ত

করিবার কথা।

১৫২। রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণে

করা।

১৫৩। বাটগারী ও মাপিবার বজাদি

সৃষ্টি করিবার কথা।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহা-

দের অঙ্গসম্পাদন করিবার

অমতান্ত নিষিদ্ধ।

১৪ চতুর্দশ অধ্যায়।

১৫৩। ধর্ষণ মোকদ্দমায় সংবাদ

দিবার কথা।

১৫৪। অধর্ষণ মোকদ্দমায় সংবাদ

দিবার কথা।

অধর্ষণে মোকদ্দমায় অঙ্গসম্পাদন

লইবার কথা।

১৫৫। ধর্ষণ মোকদ্দমায় অঙ্গসম্পাদন

লইবার কথা।

১৫৬। ধর্ষণ অপরাধ সংঘটনের

সময়ে হইলে কাগজপত্রাদি

কথা।

(ক) স্থানীয় অঙ্গসম্পাদন না

লইবার স্থানের কথা।

(খ) পোলীস থানায় অঙ্গসম্পাদন

লইবার নিষিদ্ধ হইলে

১৫৭। ১৫৬ ধারামতে রিপোর্ট কি

রূপে পাঠাইতে হইবে তাহার

কথা।

মারি।

১৫৮। উদ্ভূত বা প্রাপ্ত স্থানীয় অঙ্গ-

সম্পাদনের ক্ষমতার কথা।

১৫৯। মাকীদগণকে উপস্থিত করা-

হইতে পোলীসের কর্মকারকের

ক্ষমতার কথা।

১৬০। পোলীসের দ্বারা মাকীদগণ

মাফা অহরণের কথা।

১৬১। পোলীসের নিকটে যে উক্তি

করা যাহা তাহাতে প্রাপ্ত

করিতে হইবে না ও তাহা

মাফা অহরণ হইবে না।

১৬২। প্রাপ্তি না দিবার কথা।

১৬৩। উক্তি ও প্রাপ্তি বাক্য লিপি-

বদ্ধ করিবার ক্ষমতা। কথা।

১৬৪। পোলীস কর্মকারকের দ্বারা

তলাশের কথা।

১৬৫। যে স্থলে পোলীস থানায় এক

অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী

পত্রপত্রাদি দিবার আদেশ ক-

রিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬৬। চাকর দ্বারা মধ্য অঙ্গসম্পাদন

সমাপ্ত হইতে না পারিলে

কার্যপালীত কথা।

১৬৭। অঙ্গসম্পাদন পোলীস কর্মকারক

কর্তৃক অঙ্গসম্পাদনের রিপোর্টের

কথা।

১৬৮। অঙ্গসম্পাদন স্থান হইলে অঙ্গ-

সম্পাদন ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার

কথা।

১৬৯। উপস্থিত প্রাপ্তি থাকিলে মোক-

দ্দমা মাকীদগণের নিকটে

পাঠাইবার কথা।

১৭০। মাকীদগণ কি মাকীদগণ পোলী-

সের কর্মকারকের সঙ্গে না

যাহাতে হইবার কথা।

ধারা।

বাদীদিগকে ও সাক্ষীদিগকে
আটক করিয়া না রাখিবার
কথা।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না
করিলে প্রত্যক্ষ জিহাদ
প্রেরিত হইবার কথা।

১৭২ অজ্ঞান কার্যের রোজ-
নামটার কথা।

১৭৩। পোলীসের কার্যকারকেন রিপোর্টের
কথা।

১৭৪ অপঘাত ও অন্যান্য মৃত্যুর
অজ্ঞান কার্য পোলীসের
রিপোর্ট করিবার কথা।

১৭৫। ব্যক্তিদিগকে গমন করিবার
ক্ষমতার কথা।

১৭৬ মাজিস্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর
কারণের তদন্ত লইবার কথা।
প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারি-
বার কথা।

৬ অষ্ট খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক বিধি।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্যে ফৌজদারী
আদালতের বিচারবিধির
বিধি

ক — তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার
স্থান বিষয়ক বিধি

১৭৭ সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও
বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৮ ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার

ধারা।

বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।

১৭৯ যে জিলায় জিহাদ করা যায়
নি যে জিলায় জিহাদ করা
জায়া হয় ইহার একতর
জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বি-
চার হইতে পারিবার কথা।

১৮০। অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ
পাতি প্রযুক্ত কোন জিহাদ
অপরাধ হইলে বিচার করি-
বার স্থানের কথা।

১৮১। ঠগ হইবার কি ডাকাইত
দলের লোক হইবার কি
দেফাজত হইতে পলাইবার
ইত্যাদির কথা।

অপরাধভাবে অবস্থিত ব্যব-
স্থান ও অপরাধভাবে
বিশ্বাসঘাতকতা বরণের কথা।
চুরি করণের কথা।

১৮২। তদন্ত ও বিচার করিবার
স্থানের কথা।

অপরাধ যে স্থানে করা গেল
তাহা নিশ্চয় না হইলে,
জিহাদ কেবল একস্থানে না
করা গেল,

জিহাদ অপরাধ নিষেধ করা
গেল,

জিহাদ অনেক কার্য লইয়া
অপরাধ হইলে।

১৮৩ যাজ্ঞিক পথে অপরাধ
করিলে তাহার কথা।

১৮৪। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও
ডাকঘর ও অন্তর্বিষয়ক আই-
নের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৫। কোন জিলায় তদন্ত লওয়া

ধারা ।

যাইবে বা বিচার হইবে এ বিষয়ে সম্মত হইলে কাকি কোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা ।

১৮৬। বিচরাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সম্মত কি ওয়ারন্ট দিবার ক্ষমতার কথা ।
ধরিলে পর মাজিস্ট্রেটের কার্য প্রণালীর কথা ।

১৮৭। অধীন মাজিস্ট্রেটের ওয়ারন্ট হইলে কর্তব্যের কথা ।

১৮৮। ত্রিটিম প্রকার ত্রিটিম ভারত-বর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা ।
অভিযোগের অঙ্গুষ্ঠান লওয়া উচিত এই বিষয়ে পালটিকাল এক্সেটের গাটি ফিকেট দিবার কথা ।

১৮৯। গাফ্যর ও দলীলের ত্রি-লিপি প্রমাণরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা কারবার ক্ষমতার কথা ।

১৯০। পালটিকাল এক্সেট শব্দের অর্থ ।

খ।—ক যারস্তের আবশ্যক বিষয় বিষয়ক বিধি ।

১৯১। মাজিস্ট্রেটের যে অপরাধ আদ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা ।

১৯২। মাজিস্ট্রেটের মোকদ্দমা হস্তান্তর করবার কথা ।

১৯৩। সেশন আদালত যে অপরাধ আদ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা ।

আডিশ্যনল ও আইন্ট সেশন

ধারা ।

অন্য ধারা ও জাগিষ্টাট সেশন জরুরে ধারা মোকদ্দমার বিচার চাইবার কথা ।

১৯৪। হাইকোর্ট যে অপরাধ আদ্য করিবেন তাহার কথা ।

১৯৫। রাজকীয় কার্যকারকদের যাইনাম ক্ষমতা প্রদান করণ চেষ্টুক অভিযোগের কথা ।

গাফ্যরের নাম বিচারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধে চেষ্টুক অভিযোগের কথা ।

দলীল প্রমাণরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা ।

যে প্রকারের অঙ্গুষ্ঠান পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা ।

১৯৬। রাজকীয় অপরাধের অভিযোগের কথা ।

১৯৭। বিচারকর্তাদের ও রাজকীয় কার্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা ।

অভিযোগ সম্বন্ধে গাফ্যরের ক্ষমতার কথা ।

১৯৮। চুক্তিভঙ্গ ও অপরাধ ও বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা ।

১৯৯। পরদার সংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে মুগ্ধা হইয়া লগ্ন নিয়মক অভিযোগের কথা ।

১৪ মোড়ল অধ্যায় ।

মাজিস্ট্রেটের নিকট মালিশ করিবার বিধি ।

- ଧାରୀ ।
- ୨୦୦ । ବାଦୀର ପରୀକ୍ଷା ଲେବାର କଥା ।
- ୨୦୧ । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନାମିକ ଗୁନିତେ କ୍ଷମତାପତ୍ର ନା ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ-
ଶାଳୀର କଥା ।
- ୨୦୨ । ପରଓୟାନା ଦିତେ ବିଚାର କର-
ବାର କଥା ।
- ୨୦୩ । ନାମିକ ଡିମିସ କରିବାର କଥା ।

୧୭ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଦେବ ମନ୍ୟୁଥେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ
କରିବାର ବିଧି ।

- ୨୦୪ । ପରଓୟାନା ଦିବାର କଥା ।
- ୨୦୫ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତ ନା
ହେବାର ଅଭ୍ୟୁକ୍ତି ଦିତେ ମାଜି-
ଷ୍ଟ୍ରେଟେର କ୍ଷମତାର କଥା ।

୧୮ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ମେମ୍ବର ଆଦାଲତେର କି ହାଉକୋର୍ଟେର
ବିଚାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ତଦନ୍ତ
ବିଷୟକ ବିଧି

- ୨୦୬ । ବିଚାରାର୍ଥେ ମମର୍ପନ କରିବାର
କ୍ଷମତାର କଥା ।
- ୨୦୭ । ମମର୍ପନାର୍ଥେ ଅଥମେ ତଦନ୍ତ ଲେ-
ବାର କାର୍ଯ୍ୟଶାଳୀର କଥା ।
- ୨୦୮ । ଉପସ୍ଥିତ ମାକ୍ସା ଅହମେର କଥା ।
ଆମେ ମାକ୍ସା ଉପସ୍ଥିତ କରା-
ହେବାର ପରଓୟାନାର କଥା ।
- ୨୦୯ । ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ
ଛାଡ଼ିବା ଦେଓବା ଯାହାବେ ତାହାବ
କଥା ।
- ୨୧୦ । କଥାନ୍ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଅସ୍ତତ
କରିତେ ହେବେ ତାହାର କଥା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଅଭିଯୋଗ

ଧାରୀ ।

- ଅଭିଯୋଗ-
ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ମିନାର କଥା ।
- ୨୧୧ । ବିଚାରକାଳେ ଆଭିବାଦୀର ମମର୍ପନ
ମାକ୍ସାଦେବ ମାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବଦ୍ଧ
ଅନା ମାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବଦ୍ଧ କଥା ।
- ୨୧୨ । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଦେବ ତଦନ୍ତ ମାକ୍ସା-
ନିଗଦେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମ-
ତାର କଥା ।
- ୨୧୩ । ବିଚାରାର୍ଥେ ମମର୍ପନ କରିବାର
ଆଜ୍ଞାର କଥା ।
- ୨୧୪ । ହେଉତୋମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମ-
ହିତ ନାମଧାରୀ ନଗରର ବାହରେ
ଏକବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ।
- ୨୧୫ । ୨୧୩ କି ୨୧୪ ମାମାମତେ ବିଚା-
ରାର୍ଥେ ମମର୍ପନ ଆମିକ୍ସ କରିବାର
କଥା ।
- ୨୧୬ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ମମର୍ପନ
କରିତେ ହେବେ ଆଭିବାଦୀର
ମାକ୍ସାନିଗଦେ ମମନ ମିନାର
କଥା ।
- ଅନାବିକାଳ ମାକ୍ସାର ବରତା
ଆମାନେ ନା ହେଲେ ତାହାକେ
ମମନ କାରତେ ଅନୁକାର କରି-
ବାର କଥା ।
- ୨୧୭ । ବାଦୀଦେବ ଓ ମାକ୍ସାଦେବ ନି-
ମ୍ନ ପଦେର କଥା ।
- ଉପସ୍ଥିତ ହେତେ କି ନିବନ୍ଧନ
ଲିଖିବା ଦିତେ ଅନୁକାର ନା କ-
ରିଲେ ହେତୁଅତେ ନାହିବାର
କଥା ।
- ୨୧୮ । ମୋକଦ୍ଦମା ମମର୍ପନ ହେଲେ ଛାଡ଼ି
କରିବାର କଥା ।
- ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଅସ୍ତତ ହାଉ-
କୋର୍ଟେ ବା ମେମ୍ବର ଆଦାଲତେ
ପାଠାହେବାର କଥା ।

માર્ગ

હરનામી અપરાધ હાથેકોટે
પાઠાઈતે હરનામ ના

૨૧૯ અતિરિક્ત મ કિમિલકે મમન
કનિવાર અપરાધ કથા ।

૨૨૦ । વિચારેત અપરાધ આહુત
વાંકિતે હાથેકે નામિવાર
કથા ।

૧૯ ઉપનિષદ અધ્યાય ।

અભિયોગેત નિધિ ।

અભિયોગ નિધિયાર પાઠેત નિધિ

૨૨૧ અભિયોગપત્રે અપરાધ નિધિ
કરિનાર ના ।

અપરાધેત વિશેષ ન મહે વિનિષ્ટે
વર્ણના હરનામ ના ।

અપરાધે નામ નિકળ ના
હરેતે મેત્રના વર્ણના હરેતે
કથા ।

અભિયોગપત્રે એ અપરાધ
હરેતે કથા ।

અભિયોગપત્રે એ હામીય લેના
યાહેતે કથા ।

પૂર્વે અપરાધ નિધિ હરેતે
અભિયોગપત્રે કથા નિધિવાર
કથા ।

૨૨૨ । મમનેત અપરાધેત અ વાંકિત
વિશેષ કથા ।

૨૨૩ અપરાધ કિ એકારે કરા
ગિનાઈલ એ કથા એ જુલે
વાંકિત કરિતે હરેતે કથા ।

૨૨૪ એ આઈનજમે અપરાધેત મ
હર મેઈ આઈન ગત આપે
અભિયોગપત્રે અપરાધ અર્થ
ગ્રીત હરેતે કથા ।

માર્ગ ।

૨૨૫ । અપરાધ મેત્ર ના ।

૨૨૬ । અભિયોગપત્રે વિના ના અપ-
રાધ કિ અભિયોગપત્રે મરિત મમ
પેત ના મેત્ર કથા અપરા-
ધીય કથા ।

૨૨૭ । અભિયોગપત્રે વિનિષ્ટ ન કરિ
અપરાધેત અપરાધ કથા ।

૨૨૮ । એર જુલે પતિવંત્ર હરેતે
વિચારેત કથા ઠલિતે પાત્રે
કથા ।

૨૨૯ એ જુલે મુકનવિચારેત અપરા-
ધ કથા વિચાર અર્થ હરેતે
પાત્રેત કથા ।

૨૩૦ । પત્રવિત્ત અભિયોગપત્રે
નિધિ અપરાધ મેત્ર અપ-
રાધ ન હરેતે અપરાધ હરેતે
મેત્રનામ કથા અપરાધ નામ-
વાર કથા ।

૨૩૧ અભિયોગપત્રે પતિવંત્ર હરેતે
માકિમલકે પૂનઃ કથા
પાત્રિવાર કથા ।

૨૩૨ અપરાધ એ હરેતે કથા
મેત્ર ના ।

અભિયોગ મર્યાદા કરિનાર
કથા ।

૨૩૩ । કિ ૨ અપરાધેત કિ ૨ અભિ-
યોગ હરેતે કથા ।

૨૩૪ । એક અપરાધેત મધ્ય એક
એકારેત અપરાધ વિનિષ્ટ
કરિનાર અભિયોગ એકર હરે-
તે પાત્રિવાર કથા ।

૨૩૫ । ૧ મહે ક ઉપનિષદ અપરાધેત
વિચારેત કથા ।

૨ । એક અપરાધ હરેતે
મધ્ય આઈલે કથા ।

ধারা

৩। নানা জিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা

২৩৬। কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের নং

২৩৭। কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা

২৩৮। যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেল তাহার কথা

২৩৯। যে২ ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহার কথা

২৪০। অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা

২০ বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪১। সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য প্রণালীর কথা।

২৪২। অভিযোগের মর্ম জানাইবার কথা

২৪৩। অভিযোগের মতান্তর প্রীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা

২৪৪। তদ্রূপ প্রীকার না হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

২৪৫। মুক্ত করণের কথা
দণ্ডাজ্ঞার কথা।

ধার

২৪৬। অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা

২৪৭। বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা

২৪৮। নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা

২৪৯। বাদী না থাকিলে ক যান্ধুমান বন্ধ কনিবার সমতার কথা

২৫০। তুচ্ছ ও ক্ষতিগ্রস্তক মাত্র অভিযোগের কথা

হানি পুননের টাকা আদায় করিবার কথা

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমার ওয়ারন্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা

২৫১। যে মোকদ্দমার ওয়ারন্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্যপ্রণালীর কথা

২৫২। অভিযোগের মপক্ষ মাক্ষার কথা।

২৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা

২৫৪। অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেল অভিযোগপত্র লিখিবার কথা

২৫৫। উত্তরের কথা।

২৫৬। প্রতিবাদের কথা

২৫৭। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পর-
ওয়ানার কথা।

২৫৮। মুক্তকরণের কথা।

দোষী নির্ণয় করণের কথা।

২৫৯। বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা

ধারা।

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

২৬০ সরাসরী বিচার কনিষ্ঠ ক্ষম-
তার কথা।

২৬১ নূনক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিস্ট্রেটদের
দেখের আদি ক্ষমতা আদান
কনিষ্ঠার কথা।

২৬২। যে মোকদ্দমায় সমন ও
ওয়ারন্ট দেওয়া যাইতে পারে
সেই মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
খাটিবার কথা।

কারাদণ্ডের বিধানের কথা।

২৬৩। যে মোকদ্দমায় আপীল না
হই মোকদ্দমায় রিভাইডেন
কথা।

২৬৪। যে মোকদ্দমায় উপর আপীল
হইতে পারে সেই মোকদ্দমায়
রিভাইডেন কথা।

২৬৫ রিকার্ড ও রিপোর্ট যে ডায়ারী
লিখিতে হইবে তাহার বর্ণনা।
বেকের কেরানী রাখিতে পারি-
বার কথা।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের
সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্ষমণিকা

২৬৬ "হাইকোর্ট" শব্দের অর্থের
কথা।

২৬৭। হাইকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার
হইবার কথা।

২৬৮। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা

ধারা।

বা আমেরিকার সমস্ত কনিষ্ঠার
বিচার হইবার কথা।

২৬৯ সেশন আদালতে জুরির দ্বারা
বিচার হয় স্থানীয় গবর্নমেন্টের
এই আদেশ নথিতে পারিবার
কথা।

২৭০ সেশন আদালতে রাজকীয়
অভিযোগ দ্বারা বিচার কা-
য়েস মজুদ হইবার কথা।

(গ) - রাজস্বের বিধি।

২৭১ বিচার আনুসঙ্গিকের কথা
অপরাধ প্রমাণ করিলে তাহার
কথা।

২৭২। আদালত দ্বারা করিবার
কি বিচার হইবার দায়তার
কথা।

জুরির কি আমেরিকার পরি-
বর্তন না হইয়া কমন্স বহু
অপরাধের বিচার হইতে
পারিবার কথা।

২৭৩। অজিযোগ অভিযোগ হইতে
না পারিলে যে কথা লেখা
যাইবে তাহার কথা।

• এই লিখিত কথার ফলের কথা।

গ। - জুরির কার্যের বিধি।

২৭৪ কন জুরি জুরি হইবে
তাহার কথা।

২৭৫ সেশন আদালতে ইউরোপ
কি আমেরিকা দেশীয় লোক
জুরি আদালতের বিচারার্থ
জুরির কথা।

২৭৬। জুরি দ্বারা জুরি মনোনীত
হইবার কথা।
উপবিধি।

বর্তমান কীতি চলিবার কথা।

ধারা

৩২৬ জুরর ও আসেসরদিগকে জিলার মাজিস্ট্রেট যাহেবের সমন করিবার কথা।

৩২৭। অন্য জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৮ সমনের পাঠেব ও তাহা জারী করিবার কথা।

৩২৯ গবর্ণমেণ্টেব কি রেলওয়ের কার্য্যকরককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৩০। আদালতের জুররের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অমতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩১ জুরির যে ব্যক্তির কি যে আসেসরের উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম মির্দটেব কথা।

৩৩২। জুরর কি আসেসর অল্পস্থিত হইলে দণ্ডেব কথা।

১. —হাইবোর্ট সমক্ষে বিশেষ নিয়ান

৩৩৩ আডবোকেট জেনরেলের অভিযোগ না চাহিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৪। অধিবেশনের সময়ের কথা।

৩৩৫। অধিবেশন করিবার স্থানের কথা। অধিবেশনের নোটস দিবার কথা।

৩৩৬ ইউনোপীয ব্রিটিশ ও জুরর বিচার হইবার স্থানের কথা।

২৪ চতুর্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি

৩৩৭। মহাযের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

ধারা

৩৩৮। ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।

৩৩৯। যাহাকে ক্ষমা বিনিময় প্রস্তাব হয় তাহাতেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ও ক্ষমা করিতে পারিবার কথা।

৩৪০। অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিবাসের কথা।

৩৪১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সুবিধে না পারিলে তদ্বিসয়েব কথা।

৩৪২। অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

৩৪৩। কোম কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৩৪৪। আনুষ্ঠানিক কার্য্য সুগতি রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিবন্ধন করিবার কথা।

হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।

ফিরাইয়া পাইবার সুজিসম্মত কারণের কথা।

৩৪৫। অপরাধ সম্বন্ধে রক্ষা করিবার কথা।

৩৪৬। মোকদ্দমা সম্বন্ধে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার বহিভূতি হইলে তাঁহার যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৩৪৭। মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিস্ট্রেট এমনতরো জান করিলে তাঁহার কর্তব্যের কথা।

৩৪৮। পূর্বে যুক্ত ও ইচ্ছা আইন

ধারা।

এ সম্পত্তি মন্ত্রকে যাহাদেশ
অপরাধ নিবন হইয়াছে তাহা-
দেশ বিচারের কথা।

৩৪৯। মাঞ্জিষ্ট্রেট উচিতমতে কঠিন
দণ্ডের আজ্ঞা করিলে না। পা-
রিলে যাহা বর্তমান তাহার
কথা।

৩৫০। সাধারণ এক অংশ এক মাঞ্জি-
ষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য
মাঞ্জিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ
হইলে সেই মাফাকমে অপ-
রাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সম-
র্থন হইবার কথা।

৩৫১। অপরাধীরা আদালতে আঠিলে
তাহাদিগকে আটক করিয়া
রাখিবার কথা।

৩৫২। আদালত মুক্তদান হওয়ার
কথা।

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ভদ্রে ও বিচক্ষণতারে যে কালে
মাফাক লেটে ও লিপিবদ্ধ
করিতে হইবে, তদ্বি-
ষয়ক বিধি

৩৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির মাফাক
মাফাক লেখার কথা।

৩৫৪। রাজধানী নগরের বাহিরে
মাফাক লিপিবদ্ধ নিয়মের কথা।

৩৫৫। মঙ্গের মোকদ্দমায় এবং
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাঞ্জি-
ষ্ট্রেটের দ্বারা কোন অপরা-
ধীর বিচারকালে নথীর কথা।

৩৫৬। রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য

ধারা।

মকল মোকদ্দমার নথীর
কথা।

ইংগলী ভাষায় মাফাক লিপিবদ্ধ
নথী।

মাঞ্জিষ্ট্রেটের কি অজ্ঞের দ্বারা
মাফাক লিপিবদ্ধ না হইলে মঙ্গ
অন্য লিপিবদ্ধ কথা।

৩৫৭। মাফাক মে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা
যাইবে তাহার কথা।

৩৫৮। ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে
মাঞ্জিষ্ট্রেটের প্রেরণের কথা।

৩৫৯। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে মাফাক
মে রূপে লিপিবদ্ধ হইবে তা-
হার কথা।

৩৬০। মাফাক লেখা সমাপ্ত হইলে
যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৩৬১। মাফাক প্রেরণ করিয়া অভি-
যুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উদ্য
নের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।

৩৬২। প্রেসিডেন্সী মাঞ্জিষ্ট্রেটের
আদালতে মাফাক লিপিবদ্ধ
করণের কথা।

৩৬৩। মাফাক প্রেরণ বিষয়ে মন্তব্য
কথা।

৩৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির মাফাক লিখি-
বার নিয়মের কথা।

৩৬৫। হাইকোর্টে মাফাক প্রেরণ
লিপিবদ্ধ লেখা যাইবে তাহার
কথা।

২৬ ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

৩৬৬। নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ
করিতে হইবে তাহার কথা।

ধারা।

৩৬৭। যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে
হইবে তাহার কথা।

নিষ্পত্তি পত্র যাহা লেখা পা-
কিবে তাহার কথা।

একস্তর অপরাধ নির্ণয়
কথা।

৩৬৮। প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা
দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞার
কথা।

৩৬৯। আদালতের নিষ্পত্তির ০ রি-
বর্তন না করিবার কথা।

৩৭০। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের
নিষ্পত্তির কথা।

৩৭১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি
বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাই-
বার কথা।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা
হয়, তাহার কথা।

৩৭২। নিষ্পত্তি যে স্থলে অনুবাদ
করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৭৩। সেশন আদালতের নিষ্পত্তি প-
ত্রের প্রতিলিপি জিলার মাজি-
স্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাই-
বার কথা।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ়ীকরণার্থ দণ্ডাঙ্গা অর্পণ বিষয়ক
বিধি

৩৭৪। সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণ-
দণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৫। আরো তদন্ত বা অতিরিক্ত
প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার
ক্ষমতার কথা।

৩৭৬। দণ্ডাঙ্গা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয়

ধারা।

অনাথা করিতে হইকোটের
ক্ষমতার কথা।

৩৭৭। দণ্ডাঙ্গা দৃঢ় করিবার কিম্বা
নুতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুই
জন অথবা অধিক করিবার
কথা।

৩৭৮। মৃতদেহ হইলে কাণ্ডাঙ্গালীর
কথা।

৩৭৯। দণ্ডাঙ্গা দৃঢ় হইবার জন্য হাই-
কোর্টে অপিত হইলে কার্য-
প্রণালীর কথা।

৩৮০। আগিষ্টাণ্ট সেশন অফিসের ও
৩৪ ধারামতে কর্মকারী মাজি-
স্ট্রেটের দৃঢ় দণ্ডাঙ্গা দৃঢ়ীকরণের
কথা।

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞাগাধন বিষয়ক বিধি।

৩৮১। ৩৭৮ ধারামতে আজ্ঞাক্রমে
কার্য করিবার কথা।

৩৮২। অন্তরাপত্তার প্রাণদণ্ডের
আজ্ঞা গোপনে সাধন করিবার
কথা।

৩৮৩। অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ
কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধ-
নের কথা।

৩৮৪। সাধনার্থ ওয়ারন্টের শিরো-
নামার কথা।

৩৮৫। ওয়ারন্ট যাহাকে দিতে হই-
বে তাহার কথা।

৩৮৬। অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারন্টের
কথা।

৩৮৭। ঐ ওয়ারন্টের ফলের কথা।

ধারা।

- ৩৮। কারাদণ্ডাদি সাধন শ্রুতি
রাখিবার কথা।
- ৩৯। কে ওয়ারন্ট দিতে পারেন
তাঁহার কথা।
- ৪০। কেবল কশাঘাত দণ্ডের
আজ্ঞামত কার্য হইবার কথা।
- ৪১। কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত
দণ্ডের আশ্রয় হইলে কশাঘাত
করিবার কথা।
- ৪২। ঐ দণ্ড যে রূপে সাধন হই-
বে তাঁহার কথা।
আঘাতের উৎসংখ্যান কথা।
- ৪৩। ভাগ২ করিয়া না সারিবার
কথা।
যুক্ত থাকার কথা।
- ৪৪। অপরাধীর শরীরে অশুষ্ক
থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার
কথা।
দণ্ডসাধন শ্রুতি হইবার কথা।
- ৪৫। ৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না
পারিলে যাহা কর্তব্য তাঁহার
কথা।
- ৪৬। পলাতক বন্দীদের উপর দণ্ডাদি
সাধন করিবার কথা।
- ৪৭। এক অপরাধের দণ্ডভোগী
অপরাধীর উপর অন্য অপ-
রাধের দণ্ডের কথা।
- ৪৮। ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সম্বন্ধে
সংরক্ষণের কথা।
- ৪৯। অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র-
সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার
কথা।
- ৫০। দণ্ডাদি সাধন হইলে ওয়ারন্ট
ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

ধারা।

- ২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়।
দণ্ড শ্রুতি রাখিবার ক্ষমতা করিবার
এ পানিবর্জন করিবার বিধি
- ৪০১। দণ্ড শ্রুতি রাখিবার কি ক্ষমতা
করিবার ক্ষমতান কথা।
- ৪০২। দণ্ড পানিবর্জন করিবার ক্ষমতার
কথা।

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

- পূর্ন অপরাধ নির্ণয় কি নির্দোষ নিষ্ক-
পণ বিষয়ক বিধি।
- ৪০৩। যে ব্যক্তি একবার নির্দোষী
কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল
তাঁহার সেই অপরাধে পুনরায়
বিচার না হইবার কথা।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও আপীল ও সংশোধন করণের
বিধি।

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

- আপীলের বিধি।
- ৪০৪। প্রকর্তার দ্বারা বিধান না
থাকিলে আপীল না হইবার
কথা।
- ৪০৫। প্রকর্তাকৃত সম্পত্তি কিরিত্তা
পাইবার প্রার্থনাত্ত আশ্রয়
করিবার আশ্রয় উপর আপী-
লের কথা।
- ৪০৬। সদাচরণের আমিন দিবার
আশ্রয় উপর আপীল করি-
বার কথা।

ধারা	ধারা
৪০৭। দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণী। মাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা	৪১৯ আপীলের সময়প্রাপ্ততা কথা। ৪২০ আপেলান্টে কারাবদ্ধ থাকিলে কাগ্যপ্রণালীর কথা ৪২১ আপীল মরাসমীক্ষিতে অগ্রহ বরিস্থান ক্ষমতার কথা ৪২২ আপীল শুনিবার মোটিয়েব কথা
৪০৮। আগিষ্টান্টে মেশান ক্ষজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা	৪২৩ আপীল আদালত কি কবিত্তে পারিবেন তাহার কথা ৪২৪ নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্প- ত্তির কথা।
৪০৯। মেশান আদালতে আপীল ফিক্সে শুনা যাইবে তাহার কথা।	৪২৫ হাই কোর্টে আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার বথা
৪১০। মেশান আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা	৪২৬ আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা হাজিরআমিন দিলে আপে- লান্টেকে মুক্ত করিবার কথা।
৪১১। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের দণ্ডা- জ্ঞার উপর আপীলের কথা	৪২৭। নির্দেশ করণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা
৪১২। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বী- কার করিলে কোন্ স্থলে আপীল না হইবার কথা	৪২৮। অধিক প্রমাণ লইতে কি লই- বার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতান কথা
৪১৩। ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা	৪২৯। আপীল আদালতের অজন্মের যত জনের এক মত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে কার্য- প্রণালীর কথা।
৪১৪। সরাসরীমতে অপবাদ নির্ণয় হইলে কোন্ স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা	৪৩০। আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা
৪১৫। ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপ- বিধির কথা	৪৩১। আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।
৪১৬। ইউরোপীয় ব্রিটিশ রাজ দের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জিত হইবার কথা।	
৪১৭। নির্দেশকরণের অজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা	
৪১৮। কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা	

ধারা

৩২ দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিপত্য ও সংশোধনের বিধি

- ৪৩২ প্রোগ্রামের মাঝিষ্ট্রেটের আওতা
কেটে অধিপত্য করিবার
কথা
- ৪৩৩ হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অধিপত্যের
মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কার্য
নথ্য
- ৪৩৪ হাইকোর্টের আদেশ ৮৮
বিপর্যয়ক্রমে কোন প্রমাণিত
হইলে প্রমাণ বিবেচনার নি-
মিত্ত তাহা রাখিবার কথা
বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে
কার্যক্রমের কথা
- ৪৩৫ অধিপত্য আদেশের কার্যক্রম
পত্র আদালতের ক্ষমতার কথা
- ৪৩৬ সমাপ্ত করিবার আদেশ দিতে
পারিবার কথা
- ৪৩৭ উদ্ভূত হইবার আদেশ করিতে
পারিবার কথা
- ৪৩৮ হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার
কথা
- ৪৩৯ হাইকোর্টের সংশোধন করি-
বার ক্ষমতার কথা
- ৪৪০ আদালতের প্রেরণার্থে উদ্ভূত
পক্ষের কথা প্রবণ করিবার
কথা
- ৪৪১ প্রোগ্রামের মাঝিষ্ট্রেট আদেশ
নিষ্পত্তির যে কারণ জানান
হইকোর্টের তাহা বিবেচনা
করিবার কথা
- ৪৪২ হাইকোর্ট যে আদেশ করেন
তাহা অধঃস্থ আদালতে বা

ধারা

মাঝিষ্ট্রেটের জ্ঞাত বিনিবাস
কথা

অষ্টম খণ্ড

বিদেশী আর্থনিক কার্যক্রম বিধি

৩৩ তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয়দিগের
বিবর্তন ফৌজদারী আর্থনিক
কার্যক্রম বিধি

- ৪৪৩ ইউরোপীয় বিটিয় প্রজাতি
অধিনায় করণে যে মাঝি-
ষ্ট্রেটের সেই অপরাধের উদ্ভূত
লঙ্ঘন বিচার করিবেন তদ্বি-
য়ের কথা
- ৪৪৪ মেশন অফিস ইউরোপীয়
বিটিয় প্রজাতি হইবার কথা
আর্থিষ্ট্রেট মেশন অফিসে উদ্ভূত
বৎসর কর্ম করিবার ও বিশেষ
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা
- ৪৪৫ ইউরোপীয় বিটিয় প্রজাতি অপ-
রাধ কার্যক্রমে তাহা প্রাপ্ত হই-
বার কথা
- ৪৪৬ অফিসের মাঝিষ্ট্রেটেরা যে
দণ্ডের আদেশ করিতে পারি-
বেন তাহা কথা
- ৪৪৭ যে স্থলে মেশন আদালতে
এ যে স্থলে হাইকোর্টে সমাপ্ত
বর্তিতে হইবে তাহা কথা
- ৪৪৮ এক অপরাধের অন্য প্রাপ্ত
কি যাবৎ জীবন ধীপান্তর প্রে-
রণদণ্ড ও অন্য অপরাধের
নিমিত্ত উদ্ভূত দণ্ড হইতে না

ধারা ১।

পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৯। সেশন আদালতে যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা নূন জ্ঞান করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০। সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতি ন হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৪৫১। মিশ্র জুরি দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিচার হইবার কথা।

৪৫২। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ায় কথা।

৪৫৩। কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাস্বরূপ কার্য হইবার দাওয়া করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৪। উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।

৪৫৫। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতি না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা।

৪৫৬। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করি-

ধারা ১।

বার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।

৪৫৭। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৮। হাইনোর্ট যেহেতু স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৫৯। যেহেতু আইনে মাজিস্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের এত বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহা পাটিবার কথা।

৪৬০। ইউরোপেব কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

৪৬১। ইউরোপ ও আমেরিক দেশীয় লোকদের সহিত অন্য অপর দেশীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।

৪৬২। ৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৬৩। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য চালাইবার কথা।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৪৬৫। সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

ধারা।

৪৬৬ অসুস্থতা বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

তাহার রক্ষণের কথা।

৪৬৭। উদ্ভূত কি বিচার কার্যে পুনশ্চ ও বৃত্ত হইবার কথা।

৪৬৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্তব্যতা কথ।

৪৬৮। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৪৭০। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী নির্ণয়ের কথা।

৪৭১। উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্দিষ্ট আটক রাখিবার কথা।

৪৭২। ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইন্সপেক্টর জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

৪৭৩। বন্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্তব্যের কথা।

৪৭৪। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বন্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

৪৭৫। আশ্রয়ের তথ্যবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

ধারা।

৩৫ পরিকল্পিত অধ্যায়।

বিচার কার্য সম্পর্কীয় কোনও অপরাধের মোকদ্দমান আরু ঠানিক কার্য বিষয়ক বিধি।

৪৭৬। ১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে ক'ণা প্রণালীর কথা।

৪৭৭। মেশন আদালতের সম্মুখে তজ্ঞাপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৮। অসুস্থতায় কার্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্টে কি মেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৯। তজ্ঞাপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্তব্যের কথা।

৪৮০। কোনও স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৪৮১। এইরূপ মোকদ্দমান নথীর কথা।

৪৮২। ৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমান লইয়া কার্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমনত বোধ হইলে কার্য প্রণালীর কথা।

৪৮৩। রেজিষ্টার বা সব-রেজিষ্টার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত] বলিয়া জানি যে স্থলে হইবে তাহার কথা।

৪৮৪। অপরাধী, আজ্ঞাক্রমে কার্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

ধারা।

৪৮৫। উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

৪৮৬। অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

৪৮৭। ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোনও অপরাধ জ্ঞেয় কি মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাহাদের সেই অপরাধেব বিচার না করিবার কথা।

৩৬ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্বী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮। স্বী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের কথা।

সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা উপবিধি।

৪৮৯। বৃত্তি পরিবর্তন করিবার কথা।

৪৯০। ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ডাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

৪৯১। হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ডাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি

৪৯২। রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৩। যেই মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন সেইই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা ন উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।

সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহাব আজাদীনে থাকিবার কথা।

৪৯৪। অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা।

৪৯৫। অভিযোগ চালাইবার অসম্বন্ধিত কথা।

৩৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরআমিন বিবরণক বিধি।

৪৯৬। যেস্থলে হাজির আমিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।

৪৯৭। হাজিরআমিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজির আমিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৪৯৮। হাজিরআমিন লইবার কি কগাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪১১।

৪১১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও আগ্নেয়দেব
নিবন্ধপত্রের কথা।

৪১০। হেফাজত হইতে মুক্ত হই-
বার কথা।

৪০৯। প্রথমে যে হাম্মিরাগ্নি
লগ্না যার তাহা প্রচুর না
হইলে প্রচুর আগ্নেয় দিব্য
আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০৮। অভিযুক্তের মুক্ত হইবার কথা।

৪০ চতুর্বিংশ অধ্যায়।

গাঙ্গীদেব পরীক্ষার্কমিশ্যন

বিষয়ক বিধি।

৪০৩। যে স্থলে গাঙ্গীর স্বয়ং অমু-
পস্থিত থাকিবার অমুমতি
দেওয়া যাইতে পারে তাহার
কথা।

কমিশ্যন দিব্য ও তাহার
কার্য প্রণালীর কথা।

৪০৪। গাঙ্গী রাজ্যানী নগরের মধ্যে
থাকিলে কমিশ্যনের কথা।

৪০৫। গাঙ্গীর পরীক্ষা লইতে পক্ষ-
দের ক্ষমতার কথা।

৪০৬। অমৃতন মফঃসল গাঙ্গীপ্রভেটের
কমিশ্যন দিব্য অন্য প্রার্থনা
ব্রিতে পারিবার কথা।

৪০৭। কমিশ্যন কিরিয়ান পাঠাইবার
কথা।

৪০৮। তদন্ত কি বিচারকার্য স্থগিত
থাকিবার কথা।

৪১১।

৪১ একত্রিংশ অধ্যায়।

গাঙ্গী বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৪০৯। চিকিৎসক গাঙ্গীর গাঙ্গীর
কথা

চিকিৎসা কর্মকারী গাঙ্গীকে
গমন করিতে পারিবার কথা।

৪১০। রোগায়নিক জব্য পরীক্ষকের
নিপোণের কথা।

৪১১। প্রবর্তে অপরাধ নির্ণয় বা নি-
র্দোষ হওনের প্রমাণ যেক্রমে
করা যাইবে তাহার কথা

৪১২। অভিযুক্ত ব্যক্তির অমুপস্থানে
গাঙ্গী নিবন্ধ হইবার কথা।

৪২ দ্বিচতুর্বিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৪১৩। মুচলকার পরিবর্তে টাকা
দিবার কথা

৪১৪। নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে
কার্যপ্রণালীর কথা

৪১৫। ৪১৪ ধারামত আজ্ঞার উপর
আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা
সংশোধনের কথা।

৪১৬। কোনও নিবন্ধপত্রক্রমে আদেশ
অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা
দিতে পারিবার কথা।

৪৩ ত্রয়চতুর্বিংশ অধ্যায়।

জব্য লইয়া কার্য হইবার বিধি।

৪১৭। যে জব্য সম্পর্কে অপরাধ করা
যায় তাহা লইয়া যাহা ব্রিতে
হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার
কথা।

ধারা।

৫১৮। জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি জব্দ অর্পণ স্বচক আজ্ঞা হইবার কথা।

৫১৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা।

৫২০। ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামতে আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

৫২১। অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

৫২২। স্থাবর জব্বের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৩। ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা জব্ব পোশীসকর্তৃক ধৃত হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

জব্বের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৫২৪। ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৫২৫। আশুক্ষয়শীল জব্ব বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

৪৪ চতুশ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি

৫২৬। হাইকোর্টের মোকদমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

৫২৭। মজিসভাধিষ্ঠিত গ্রীষ্ম গবর্নর

ধারা।

জেনরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৮। মোকদম জিলায় বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

৪৫ পঞ্চচত্রিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আশুষ্ঠানিক কার্য

বিষয়ক বিধি।

৫২৯। অনিয়মিতক্রমে হইতেক আশু-ষ্ঠানিক কার্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

৫৩০। অনিয়মিত যে কার্য দ্বারা আশুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৩১। অরূপযুক্ত স্থানে আশুষ্ঠানিক কার্য হইবার কথা।

৫৩২। অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সম-র্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৩৩। ১৬৪ বা ৩৫৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা।

৫৩৪। ৪৫৪ ধারার ২ প্রকরণের নি-র্দিষ্ট প্রায় ক্ষতিসাধন করিতে উচিত হইবার কথা।

ধারা।

৫৩৫। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হই-
বার ফলেয় কথা।

৫৩৬। আবেগনদের বিচার্য মোক-
দমা জুরির দ্বারা বিচার হই-
বার কথা।

জুরির বিচার্য মোকদমা আবে-
গন দ্বারা বিচার হইবার কথা।

৫৩৭। অভিযোগপত্রে কিম্বা অন্য
আইষ্টানিক কার্যে জগ নি
প্রমাদ প্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি
দণ্ডাঙ্গ অনাথা হইবার কথা।

৫৩৮। আইষ্টানিক কার্যে রীতির
দোষ থাকিতে কোন বৈজ্ঞা-
ইনী না হইবার ও কোনকারী
ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী
বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

ধারা।

৫৪৩। দোভাষীর যথার্থই অর্থ করিতে
হইবার কথা।

৫৪৪। বাদীদেয় ও সাফীদেয় খরচের
কথা।

৫৪৫। অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ
খরচ বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে
আদালতের ক্ষমতার কথা।

৫৪৬। পরবর্ত্তি মোকদমাতে সেই টাকা
হস্তিবার কথা।

৫৪৭। যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয়
তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায়
হইতে পারিবার কথা।

৫৪৮। নথীর নকল দিবার কথা।

৫৪৯। কোর্টমার্শাল দ্বারা যাহাদেয়
বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তি-
দিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ-
দের হস্তে সমর্পণ করিবার
কথা।

উক্ত ব্যক্তিদিকে দ্রুত করিবার
কথা।

৪৬ বটচক্রাঙ্গিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি

৫৩৯। যে২ কোর্টের ও যে২ ব্যক্তি-
দেয় সম্মুখে আকিডেবিট করা
যাইতে পারিবে তাহাদেয়
কথা।

৫৪০। গুরুতর সাফীকে সমন করি-
বার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির
পরীক্ষা হইবার ক্ষমতার কথা।

৫৪১। কারাদণ্ডের স্থান নির্দেশ করি-
বার ক্ষমতার কথা।

৫৪২। কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার
অন্য তাহাকে আনাহিতে
আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

৫৫০। পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম-
কারকদের ক্ষমতার কথা।

৫৫১। অপমৃত্যু জীকে ফিরাইয়া দেও
নের ক্ষমতার কথা।

৫৫২। রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে
অফারনে প্রেরিত জিম্মায়
দেওয়া যায় তাহার হানিপূর-
ণের কথা।

৫৫৩। অধীন আদালতের কাগজপত্র
পরিদর্শন করিবার বিধি মনস
প্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রেরণ
করিতে পারিবার কথা।

অন্যান্য কার্যের নিমিত্ত অন্যান্য
হাইকোর্টের বিধি করিবার ক্ষম-
তার কথা।

ধারা ১

৫৫৪। পাঠের কথা ।

৫৫৫। যে স্থলে জল বা মাজিষ্ট্রেট
আপনি দ্বার্য্যুক্ত থাকেন তাহার
কথা ।

৫৫৬। আদালতের ভাষা স্থির করিতে
পারিবার কথা ।

৫৫৭। মজিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর
জেনরল সাহেবের বা স্থানীয়
গবর্নমেন্টের ক্ষমতাস্থগারে
সময়ে২ কার্য্য হইবার কথা

৫৫৮। চলিত মোকদ্দমান কথা ।

ধারা ১

প্রথম তফসীল —গে২ আইন রহিত
হইল তাহার কথা

দ্বিতীয় তফসীল।—অপরাধের বিব-
রণ পত্রের টেবিল ।

তৃতীয় তফসীল।—গফঃসল মাজি-
ষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতান
কথা ।

চতুর্থ তফসীল।—গফঃসলের মাজি-
ষ্ট্রেটদের প্রতি যে আভিযুক্ত
ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে ।

পঞ্চম তফসীল।—পাঠ বিষয়ক ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ।

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

(১৮৮২ সালের ই স ডি তারিখে মহিমাবরী প্রকৃত পদবীর জেনারেল সাহেব আমুদোদন করিয়াছেন)

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়।

১ ধারা এই আইন “ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে সংক্ষেপে নামের কথ আদায়ের কথা।
পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

এই আইন ত্রিটিয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু যত দূর ব্যাপ্ত হইবে বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে এই তাহার কথা।
আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে তাহার কথা অন্য প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারবিপত্ত্য কি সমতা প্রাপ্ত কিবা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিষ হইবে না, কিবা ইহার কোন কথা

(ক) কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশনার সাহেবের প্রতি কিবা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি : কি

(৭) মাজার ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত যে২ কাউন্সিলে ও
ট্রেনে গৈন্য থাকে তথাকার গৈনিক বাজারের সামান্য অপরাধের বিচার
করিবার নিয়মিত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্যকরকের প্রতি ; কি

(গ) মাজার প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি ; কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্মচারীদের প্রতি বর্জ্যে না

(ঙ) আর ১৭৪ ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার কোন কথা মাজার নগরের
পোলীসের প্রতি বর্জ্যে না

২ ধারা এই আইনের প্রথম তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হই-
যে২ নিধান রহিত হইল যাহা সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দিষ্ট
তাহার কথা হইল ১৮৮৩ সালের আশুয়ারি মাসের প্রথম

দিবস অবধি সেই২ আইন ততদূর রহিত করা যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে
বিচারাদিপত্য কি যে একাধিক কার্যপ্রণালী না থাকে কি না অবলম্বিত
হয়, এই রাহিত্য বলে তাহা পুনর্জীবিত হইবে না, কিম্বা তৎকালে যে
কারণও বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতৎদ্বারা রহিত করা আইন ক্রমে রহিত
করা. কোন আইন ক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন
রহিত করা আইনক্রমে
বিজ্ঞাপনাদির কথা প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র প্রচারিত, ক্ষমতা প্রদত্ত,
পাঠ নিরূপিত, স্থানীয় শীর্ষা নির্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত

ও আজ্ঞা ও বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৮৩ সালের আশুয়ারি মাসের
প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনের
ততৎবিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দিষ্ট, দত্ত
ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে প্রণীত কোন আইনে
ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৬১
ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের
১৮৭২ সালের ২৫ আইনের কিম্বা ১৮৭২ সালের ১০
আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি ধারার
উল্লেখ হইলে তাহার কথা। কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের
উল্লেখ হইয়া থাকিলে, এই আইনের, কিম্বা ততৎবিষয়ক এই আইনের
অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে অগীত কোম আইনে "মাল্টিপ্লেটের পূর্ক আইনে উল্লেখ হই- ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতামতে কার্যকারী কার্যকারক" বার কথা।

৬ "অমঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাল্টিপ্লেট" ও "অমঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল্টিপ্লেট" এইরূপ কথার থাকিলে, তাহারা যথাক্রমে এই আইনের নিম্নিষ্ট "প্রথম শ্রেণীর মাল্টিপ্লেট" ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল্টিপ্লেট" ও "তৃতীয় শ্রেণীর মাল্টিপ্লেট" বুঝিতে হইবে; "জিলাত অংশের মাল্টিপ্লেট" নামে "মহকুমার মাল্টিপ্লেট" বুঝাইবে; "জিলাত মাল্টিপ্লেট" নামে "জিলাত মাল্টিপ্লেট", এবং "পোলীসের মাল্টিপ্লেট" নামে "প্রসিডেন্সী মাল্টিপ্লেট" বুঝাইবে।

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিয়ালিখিত কথার ও শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে, নিয়মের কিম্বা পূর্বাগত কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

(ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে "নালিশ" কোন মাল্টিপ্লেটের নিকট বচনিক বা লিখিত প্রকৃপ বর্ণনা করা গেলে, "নালিশ" নামে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পোলীস কর্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য পোলীসের দ্বারা কিম্বা একত্রেপক্ষে মাল্টিপ্লেটের নিকটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত "অন্বেষণ" (মাল্টিপ্লেট বা পোলীস কর্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তিদ্বারা যে সকল কার্যের অন্বেষণ হইবার অক্ষমতা আছে "অন্বেষণ" নামে তাহাও বাচ্য।

(গ) এই আইনমতে মাল্টিপ্লেট বা আদালত কর্তৃক তদন্ত লইবার যে "তদন্ত" কার্য করা যায় "তদন্ত" নামে তাহাও বাচ্য।

(ঘ) যে কার্যের অন্বেষণকালে আইনমতে সাফল্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে "বিচারঘটক কার্য" নামে "বিচার ঘটক কার্য" সেই কার্য বুঝাইবে।

(ঙ) "লেখা" ও "লিখিত" শব্দে ছাপা ও গিথখাফ ও ফটোগ্রাফ কর
ও ফোটিত ও অন্য যে কোন প্রকারের শব্দ
"লেখা ও "লিখিত " বা অঙ্ক কাগজের বা কোন প্রবোদ উপর ব্যক্ত
করা যাইতে পারে তাহাও বুঝাইবে।

(চ) "উপবিভাগ" শব্দে এই আইনমতে কৃত জিলার উপবিভাগ
'উপবিভাগ ' বুঝাইবে

(ছ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন থাকে
"প্রদেশ " "প্রদেশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে

(জ) কলিকাতার কি মাদ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের দেও-
য়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ
"রাজধানী।" ক্ষমতা যে সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় "রাজধানী"

শব্দে সেই সীমাস্তর্গত স্থান বুঝাইবে

(ঝ) ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিশ
প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ
"হাই কোর্ট" হইলে যে কার্য্যামুষ্ঠান হয় তৎসম্মুখে "হাইকোর্ট"

শব্দে কলিকাতা ও মাদ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ-
শের হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফকোর্ট ও রাঙ্গুণের রিকর্ডারের কোর্ট বুঝাইবে।

অন্যস্থলে "হাইকোর্ট" শব্দে কোন স্থানীয় চফের মধ্যে ফৌজদারী
মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম
আদালত বুঝাইবে ;

কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তৎক্ষণে কোন আদালত সংস্থাপন করা না
গেলে, মজিসভাধিষ্ঠিত জীযুক্ত গবর্ণরজেনরল সাহেব সময়েঃ অন্তর্গত যে
কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, "হাইকোর্ট" শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

(ঞ) "চীফ-জুটিস" শব্দে চীফ-কোর্টের পাদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও
"চীফ-জুটিস।" বাচ্য।

(ট) "আডবোকেট জেনরল" এই শব্দে গবর্ণমেন্ট আডবোকেটকে,
অথবা যেখানে আডবোকেট জেনরল কি গবর্ণ-
"আডবোকেট জেনরল " মেন্ট আডবোকেট নাই তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয়
গবর্ণমেন্ট সময়েঃ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাহাকেও বুঝাইবে।

(৪) এই আইনের দ্বারা সার্জ-অফ-দি-কৌণস কর্তৃক বসিয়া গেল কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে চীফ-জুডিস মাহেব গেই কর্ম
 'সার্জ অফ দি কৌণ' নির্বাহার্থে যে কার্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, "সার্জ অফ দি কৌণ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(৫) "রাজকীয় অভিযোগ" শব্দে ৪১২ ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ও রাজকীয় অভিযোগের আদেশক্রমে
 "রাজকীয় অভিযোগ" কার্যকারী বেগন ব্যক্তিকে ও কোন হাই-কোর্টে আদৌ কোষদারী বিচারাদিপত্যের কার্যকালে ত্রীমাসিক মহারানীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান গেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৬) কোন আদালতের কার্য্যস্থান মন্ত্রকে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে
 'উকীল' প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) উক্ত ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল ও আটর্নি ও (২) আদালতের অমুমতিক্রমে উৎকার্য্যস্থানে কর্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

(৭) যে স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সাধারণমতে বা বিশেষমতে পোলীস থানা বসিয়া প্রকাশ
 "পোলীস থানা।" করেন "পোলীস থানা" শব্দে গেই স্থান বুঝাইবে,
 'পোলীস থানার অধ্যক্ষ।' ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে একদর্শে যে স্থানীয় চফ নির্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে; এবং পোলীস থানার অধ্যক্ষ অস্থিত থাকিলে, কিম্বা পীড়া বশতঃ আপন কর্ম করিতে ক্ষমত হইলে অপরদর্শী নিয়মের যে কর্মচারী কনষ্টেবলের উর্ধ্বতন পদস্থ হইয়া পোলীস থানায় উপস্থিত থাকেন, "পোলীস থানার অধ্যক্ষ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আদেশ করিলে, অন্য যে পোলীস কর্মচারী তক্রমে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(৮) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে যে কোন
 "অপরাধ।" কার্য বা অতি দণ্ডনীয় হয় তাহাই "অপরাধ" শব্দে বাচ্য।

(খ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অঙ্গসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদঙ্গসারে পোলী-
 ধর্ষণ অপরাধ ও মৌকদ্দমা " মের কক্ষাকারক রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক
 আর বাহিরেই হউক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে
 মৌকদ্দমায় ওয়ারন্টে বিনা যুক্ত করিতে পারেন, "ধর্ষণ অপরাধ ও ধর্ষণ
 মৌকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মৌকদ্দমা বুঝাইবে।

যে অপরাধ হইবে ও যে মৌকদ্দমায় পোলীসের কক্ষাকারক ওয়ারন্টে বিনা
 যুক্ত করিতে না পারেন, "ধর্ষণ অপরাধ ও
 'ধর্ষণ অপরাধ ও
 'ধর্ষণ মৌকদ্দমা' " শব্দে সেই অপরাধ ও মৌক-
 দমা বুঝাইবে

(গ) দ্বিতীয় তফসীলসহে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে
 তদঙ্গসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন
 "জামিন লইবার উপযুক্ত
 অপরাধ " লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত
 অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। "জামিন
 লইবার অঙ্গপূক্ত অপরাধ" শব্দে অন্যান্য অপরাধ
 বুঝাইবে।

(ঘ) যত্ন কি ধীপাত্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস
 যে অপরাধের দণ্ড "ওয়ারন্টের মৌকদ্দমা" শব্দে
 "ওয়ারন্টের মৌকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মৌকদ্দমা বুঝাইবে।

(ঙ) যে অপরাধে উত্তরপ দণ্ড হয় না "সমনের মৌকদ্দমা" শব্দে
 'সমনের মৌকদ্দমা।' " শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মৌকদ্দমা বুঝাইবে

"ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা " (প) "ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা" শব্দে ইহাদিগকে
 বুঝাইবে—

(১) ক্রীষ্টিয়ানী মহারানীর যে কোন প্রজা গ্রেট ব্রিটন ও আয়ারল্যান্ড সংযুক্ত
 রাজ্য কিম্বা ক্রীষ্টিয়ানী মহারানীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিক দেশীয়
 কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশ কি অধিকৃত দেশ কি নবজীলও উপনিবেশ কি
 উত্তরাংশ অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে অশ্রয় করেন কি প্রজাধিকার
 প্রাপ্ত ন কি চিরবাসী হন, তিনি ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

(ক) "অধায়" শব্দে এই আইনের অধায় বুঝাইবে ও
 "অধায়।" "তফসীল" শব্দে এতৎসংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে
 "তফসীল" ইবে

(ব) "স্থান" শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁলু ও নৌকাও বুঝাইবে
 'স্থান।' ইবে

যে২ কথায় কার্যের উল্লেখ আছে তাহার কথা।
 যে২ কথায় কৃতকাণ্ডের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় অসম্ভব জাতির প্রতিও বর্জিতবে।

এই আইনে যে২ শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে ইতিপূর্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ড-বিধি আইনে সেই২ শব্দের ও পদের যে২ অর্থ আছে সেই২ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জান করিতে হইবে।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধানঅনুসারে হইবে; এবং অন্য আইনমত অপরাধের তদন্ত ও বিচার ঐ বিধান অনুসারেই হইবে, কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিসমক বিধি।

৬ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হাইকোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎকালে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে; যথা,

- ১। দেশীয় আদালত।
- ২। প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালত
- ৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আদালত।
- ৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আদালত
- ৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আদালত

খ — নৈমিত্তিক বিভাগের বিধি

৭ ধারা। রাজধানী ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশে একটি মেশন থও
সেশন থওর কথা। হইবে কিম্বা নানা মেশন থওর সমষ্টি হইবে।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক মেশন থও একটি জিলা
জিলায় বণ্য। কি নানা জিলায় সমষ্টি হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ ঐ ঐ থওর ও জিলায় গীমা কিম্বা, মজি-
৭ ও ৩ জিলা পরিবর্তন সভাপতিষ্ঠিত জীমুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের
করিবার অতীত কথা। অসমতি গ্রহণপূর্বক, সংখ্যা পরিবর্তন করিতে
পারিবেন

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে ২ মেশন থও ও জিলা থাকে,
যা ৫ পরিবর্তন ন হয় পূর্বোক্তমতে পরিবর্তন করা না গেলে যত কাল
বর্তমান মেশন থও ও জিলা পরিবর্তন করা না যায় ততকাল তৎসমুদয় মেশন
থাকিবার কথা। থও ও জিলা থাকিবে।

রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী
গণ্য হইবার কথা। এক একটি জিলা বলিয়া গণ্য হইবে।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজধানীর ব্যতীত কোন জিলা উপবিভাগে
জিলা উপবিভাগে বিভক্ত বিভক্ত কিম্বা উক্ত জিলায় কোন অংশ উপবিভাগে
করিবার কথা। পরিবর্তন করিতে পারিবেন ও সেই উপবিভাগের
গীমা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

জিলায় বর্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর মাজিস্ট্রেটের আক্ষাধীন
এইক্ষণবাব উপবিভাগ রাখা গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই আইনক্রমে কৃত
থাকিবার কথা। বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

গ ১--রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য লয়ের বিধি

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে এক একটা সেশন সেশন আদালতের কথা আদালত সংস্থাপন করিবেন, এবং উক্ত আদালতে এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন।

উক্ত এক কি একাধিক আদালতে বিচারামিত্য প্রাপ্ত হইয়া কার্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আডিশ্যনাল সেশন জজ ও জাইন্ট সেশন জজ ও আসিস্ট্যান্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল সেশন আদালত ৭ কে, তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান কর যাইবে।

১০ ধারা। রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জিলায় মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

১১ ধারা। জিলায় মাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্মকারক কিম্বৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলায় কোজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য নির্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে জিলায় মাজিস্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য করিবেন ও সেই সকল কর্তব্য কর্ম নির্বাহ করিবেন।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট জিলায় মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে অধঃস্থ মাজিস্ট্রেটদের কথা নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জিলায় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মাজিস্ট্রেটেরা যে যে স্থানীয় ট্রফ মধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতাক্রমে কার্য করিতে পারিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কর্তৃবাহীনে জিলায় মাজিস্ট্রেট সময়ে২ তাঁহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

তজ্ঞাপে নিৰ্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জিলার গবর্ণমেন্টে উক্ত
বিচার বিপত্ত্য ও অসমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন

১৩ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে হুগ কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজি-
স্ট্রেটকে জিলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতায়
নির্ভাষণে অসমতামতে দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতা
দ্বারা অসমতার কথা ভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন

সেই মাজিস্ট্রেট মহকুমার মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আপনার এই ধারামত
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের
প্রতি অসমতাপ্রণের কথা ক্ষমতা জিলাব মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ
করিতে পারিবেন

১৪ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে
বিশেষ মাজিস্ট্রেটদের কথা বিশেষ মোকদ্দমাসম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকা-
রের কিম্বা বিশেষ নানা প্রকারের মোকদ্দমা
সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই
আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের
সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

সেই মাজিস্ট্রেট বিশেষ মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন ।

মজিস্তাদিষ্ঠিত জীযুৎ গবর্ণর জেনরল সাহেবের অধুমতি গ্রহণ পূর্বক
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যজ্ঞপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন, তজ্ঞাপ নিয়মে স্থীয়
কর্তৃবাদীন কোন কক্ষচাবীর প্রতি এই ধারার প্রথম পদক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা
অর্পণ করিতে পারিবেন ।

আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিয়ম শ্রেণীস্থ কোন পৌলীস কর্ম-
চারীর প্রতি এই ধারামতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং শাস্তি
রক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধীদিগকে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনি-
বার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কারপূর্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও
আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কক্ষচাবীর যে
কর্ম করিতে হয় সেই কর্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে ঐকপ কোন
ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না ।

১৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন ক্ষেত্রে কি উদনিক জন মাজিস্ট্রেটকে
গ জিহেট দে। বেধে ন কথা।

অন্য প বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই
বেধের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় অথবা কি দ্বিতীয় কি তৃতীয়
শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
যে সীমার মধ্যে গভর্ণমেন্টে তাঁহাদের দ্বারা যেহ মোকদ্দমার বা যে প্রকারের
মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমান মধ্যে
ঐ ক্ষমতাক্রমে সেইহ মোকদ্দমার বিচার করিব র আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই ধারামত আওয়াজ অনারূপ বিধান না থাকিলে, যে মাজিস্ট্রেটেরা
নিম্নে আদেশ না থাকিলে
বেধ যে ক্ষমতাসমূহে কাহা
করিতে পারিবেন তাহার কথা।
অন্য প বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই
শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
যে সীমার মধ্যে গভর্ণমেন্টে তাঁহাদের দ্বারা যেহ মোকদ্দমার বা যে প্রকারের
মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমান মধ্যে
ঐ ক্ষমতাক্রমে সেইহ মোকদ্দমার বিচার করিব র আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কিম্বা জিলা মাজিস্ট্রেট সাহেব স্থানীয়
গবর্ণমেন্টেব কর্তৃত্বাধীনে কোন জিলায় মধ্যে
বেধের কার্যপদ্ধতি দ্বারা
ইহার বিধি প্রণয়ন করিবেন
মাজিস্ট্রেটদের বেধের কার্য পদ্ধতির বিধি প্রণয়ন
করিতে পারিবেন।
সেই বিধি এই আইন মত
হইবে, উদ্দেশ্য এই ২ বিষয়ের বিধান থাকিবে

(ক) যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে।

(গ) অধিনেতাদের সময় ও স্থান।

(গ) বিচার কার্য চালাইবার অন্য ক্ষেত্রে অধিবাস্ত হইবেন।

(ঘ) অধিবাস্ত মাজিস্ট্রেটদের মতের অটমক্য হইলে যেভাবে তাঁহা-
দের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে

১৭ ধারা। ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সগুদর মাজিস্ট্রেট ও ১৫
মাজিস্ট্রেটদের ও বেধের
জিলায় মাজিস্ট্রেট সাহেবের
অধীন থাকিবার কথা।
ধারামতে সংস্থাপিত সগুদর বেধ জিলায় মাজিস্ট্রেট
সাহেবের অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত মাজি-
স্ট্রেটদের ও বেধের মধ্যে কর্ম বিভাগ করিয়া
দিবার সম্বন্ধে সময়েই এই আইনের মত বিধি করিতে পারিবেন; এবং

মহকুমার মাজিষ্ট্রেট জিন্না জিন্নার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিষ্ট্রেট ও
 বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কাৰ্য্য করেন,
 মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন হই-
 অধীন থাকিবার কথা।
 বেন কিছু এই বিষয়ে জিন্নার মাজিষ্ট্রেট সাহে-
 বের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিবে।

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহারা বিচারাদিপত্য ক্রমে কাৰ্য্য করেন,
 মাজিষ্ট্রেট সেশন জজেরা তাঁহারা অধীন হইবেন
 ও তিনি উক্ত মাজিষ্ট্রেট সেশন জজের মধ্যে
 সেশন জজের অধীন থাকি-
 বার কথা
 কর্ত্ত বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে২ এই
 আইনের সঙ্গত বিধি কবিতে পারিবেন

জিন্নার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারাগত নিযুক্ত
 কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহা পর স্পষ্টতঃ যত দূর ও যজ্ঞপ বিধান
 হইয়াছে তদ্বিধা স্বে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

ঘ — প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত নিয়মক বিধি

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির
 প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে২ তাঁহাদিগকে
 প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত
 করিবার কথা
 নিযুক্ত করিবেন তাঁহারা ইহার পর প্রেসি-
 ডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং
 প্রত্যেক রাজধানীতে তদন্থা এক জন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত
 হইবেন

নিম্নলিখিতমতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন
 করেন পূৰ্ব্বোক্ত হই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয় বেঞ্চ স্বরূপ একত্র
 বসিতে পারিবেন

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট রাজধানীর সীমার অন্তর্গত
 সকল স্থানে, এবং বন্দর ও বন্দরীয় মাঙ্গুল বিষয়ক
 তাঁহাদের বিচারাদি-
 স্থানের সীমার কথা
 যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদন্থাবে ঐ ঐ
 নগরের বন্দরের ও নৌকাগম্য কোন নদীতে কিম্বা
 বন্দরে পৌছিবার জল পথের যে সীমা নির্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে
 বিচারাদিপত্যক্রমে কাৰ্য্য করিবেন

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের আইন মগের ১ তারিখের অব্যবহিত
বোম্বাইয়ের পোর্ট সেশন পূর্বে প্রচলিত কোন আইনগত পোর্ট সেশন
আদালতের কথা আদালতের যে ২ বিচারাদিপত্য ছিল, বোম্বাই
নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট সেই সমুদয় বিচারাদিপত্য ক্রমে কার্য
করিবেন

কিন্তু বোম্বাই মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত
থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিস্ট্রেটের নিকট হইবে

২১ ধারা এই আইনগতে কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত
প্রধান মাজিস্ট্রেটের পূর্বে বলবৎ যে কোন আইন কি বিধি মতে কোন
কথা আইন কি বিধিমতে কোন শীনিম্ন বা প্রধান
মাজিস্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য

করিবার আদেশ থাকে প্রধান মাজিস্ট্রেট শ্রীম বিচারাদীন স্থানের মধ্যে সেই
সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য করিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই
আইনের বিধান মত হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সময়ে
এমত বিধি করিতে পারিবেন, যথা :

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিস্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য নিরূপিত
বিধি করিবার ও নীতি নির্দেশ করিবার বিধি .

(খ) মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ যে ২ সময়ে ও স্থানে অধিবেশন হইবেন তাহার
বিধি ।

(গ) বাহাদিগকে লইয়া এই বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি ।

(ঘ) অধিবেশন মাজিস্ট্রেটদের গতের অনৈক্য হইলে তাহা যেক্রমে
নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি ।

ও — আশ্বিনগার্ব জটিলসিগের বিষয়ে বিধি ।

২২ ধারা মজিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের জীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব রাজ-
ধানী ভিন্ন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন
সকল আশ্বিনগার্ব জটিলসিগের স্থান সম্পর্কে,

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন শ্রীম শাসনা-
ধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করণপূর্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ

প্রজাতিগকে জ্ঞাপন পজলিখিত স্থান মধ্যে শান্তি রক্ষার্থ জট্টিমের কর্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে এই কর্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ।

২৩ ধারা। কলিকাতা রাজধানী সম্পর্কে মজিসভামিষ্ঠিত ভারতবর্ষের রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ন-জট্টিমদের কথ

এবং মাজিষ্ট্রেট ও বোম্বাই নগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্নমেণ্ট,

রাজধানীর গেজেটে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করণ পূর্বক, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জট্টিমের কর্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে এই জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের মধ্যে এই কর্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ।

২৪ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের প্রচারিত কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষেণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন বর্তমান শান্তিরক্ষার্থ জট্টিম-বিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে ও অন্য

তদ্বলে শান্তিরক্ষার্থ জট্টিমের কর্ম করিতেছেন, তিনি ২২ ধারামতে মজিসভামিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেব কর্তৃক ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জট্টিমদের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন এমন জ্ঞান করিতে হইবে

যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষেণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জট্টিমের কর্ম করেন, তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমন জ্ঞান করিতে হইবে ।

২৫ ধারা। প্রথম পদের বলে শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেবের মজিসভার নিয়মিত পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ সভ্যগণ ও হাইকোর্টের সমুদয় জজ ও রাজপুত্রের

রিকার্ডের সাহেব বিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জট্টিম হইয়া থাকেন এবং প্রোগিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিষ্ট্রেট হন সেই নগরের মধ্যে তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জট্টিমও হইয়া থাকেন ।

৮ —১৭৩ ও আশ্রিত হইবার বিধি।

২৬ ধারা। রাজকীয় মনস্বজ্ঞাপন সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন কোর্টদ্বারা

আদালতের সকল অর্থ ও সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয়

অজ্ঞান ও মাজিষ্ট্রেটদের
স্থিতি ও আশ্রিত হইবার
কথা।

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক করা হইতে স্থগিত কি অবশ্যত
হইতে পারিবে।

বিস্তৃত হইয়াছে মজিসভাধিষ্ঠিত ভৌগোলিক ও বারি জেনারেল সাহেব কেবল যে
অর্থ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে করা হইতে স্থগিত কি অবশ্যত বন্ধিতে পারেন
অন্য কোন কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে স্থগিত কি অবশ্যত করিবেন না।

২৭ ধারা। মজিসভাধিষ্ঠিত ভাবতবর্ষের জীমুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব

শাস্তিরক্ষার্থে কোন জটিলকে নিযুক্ত করেন

শাস্তিরক্ষার্থে জটিলদের
স্থিতি ও আশ্রিত হইবার
কথা।

তাহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত
করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে শাস্তিরক্ষার্থে যে
কোন জটিলকে নিযুক্ত করেন তাহাকে সেই গবর্ণ

মেন্টে স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

৯ —ক্রমিক আদালতের বিচার্য অপরাধের বর্ণনা

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলীতে ভারতবর্ষীয়

দণ্ড বিধিত আইনমত কোন অপরাধ হাইকোর্টের

দণ্ডবিধিগত অপরাধের
কথা।

কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের

বিচার্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের অষ্টম ঘরে দেখা

যায় সেই আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পরিবেন

২৯ ধারা। অন্য আইনমত অপরাধ হইলে, যদি এই আইনে কোন

অন্য আইনমত অপরাধ আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত
যের কথা।

এই অপরাধের বিচার করিবেন।

যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাইকোর্ট কি এই আইন

মতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

কিন্তু (ক) যে অপরাধে মাত্ৰ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না,

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না; এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না

৩০ ধারা। গণপ্রবের জীমুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্য প্রদেশের ও ব্রিটিশ প্রাদেশের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

জজদেপুটি ও কুর্গের ও আগামের প্রধান কমিশনার সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্যত্র প্রদেশের যেহ স্থানে ডেপুটি কমিশনারেরা কি আসিষ্টেণ্ট কমিশনারেরা থাকেন সেইহ স্থানে স্থানীয় গবর্নমেন্ট ২৯ ধারার ভা। ১৯তমের কথা থাকিলেও জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে মাজিস্ট্রেট স্বরূপ প্রাদেশের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত সেহ দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়া বিধি।

৩১ ধারা। হাইকোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন

সেশন জজ কি আডিসনাল সেশন জজ কি হাই-ট-হাইনে ট ও সেশন জজ সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন; কিন্তু তদুপ কোন জজ প্রাদেশের আজ্ঞা দিলে তাহা হাইকোর্টের অমু-মোদন সাপেক্ষ থাকিবে

আসিষ্টেণ্ট সেশন জজ প্রাদেশ ও মাত্ৰ বৎসরের অধিক মিয়াদের দীপা-স্তর প্রেরণ দণ্ড ও মাত্ৰ বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু আসিষ্টেণ্ট সেশন জজ তিন বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, তাহা সেশন জজ সাহেবের অমুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে

মাজিস্ট্রেটের যেহ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা। মাজিস্ট্রেটদের আদালত নিম্ন-লিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) প্রোগ্রিডেশী মাজিষ্ট্রেটদের ও
প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত

আইনমত নির্জ্ঞন কারাদণ্ড সশ্রুত
হই বৎসরের অনধিক কালের কারা-
দণ্ড ; এক হাজার টাকার অনধিক
অর্থদণ্ড ;

কশাঘাত দণ্ড

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের
আদালত

আইনমত নির্জ্ঞন কারাদণ্ড সশ্রুত
ছয় মাসের অনধিক কালের কারা-
দণ্ড ;

ছয় শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড ;

কশাঘাত দণ্ড

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের
আদালত ।

এক মাসের অনধিক কালের কারা-
দণ্ড ;

পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালত আইনমত যেহেতু দণ্ডের আজ্ঞা করিতে
পারেন তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা
করিতে প নিবেন

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট একদিকে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে
বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে, তাঁহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা
করিবেন না

৩৩ ধারা অর্থদণ্ডে টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারা-

দণ্ড হইতে পারে মাজিষ্ট্রেটের আদালত এরূপ

অর্থদণ্ডে টাকা না দেও-
য়াতে মাজিষ্ট্রেটদের কারা-
দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষম-
তার কথা ।

অতি ঘটিলে তত কালের কারাদণ্ড দিতে পারি-
বেন ; কিন্তু ততকালের কারাদণ্ড যেন এই
আইনমত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না
হয় ।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেটদের ধারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের

কোন স্থল সম্বন্ধে উপবিধি

একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে,

তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড

হয় তন্নিমিত্ত তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের

আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থাৎ না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্গাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

৩২ ধারা মতে মাসিষ্ট্রেট অত্যধিক যত কালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, এই ধারামতে কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

৩৪ ধারা ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিলার মাসিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত আইনে নির্ধারিত এককরণকণ মতেব কোন সিলার মাসিষ্ট্রেট- অল্পমতি থাকিলে তৎসম্বন্ধিত মাত্ৰ বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কিম্বা অর্থাৎ মতেব কিম্বা কণ ঘাটের আজ্ঞা করিতে ও অ ইনে উক্ত কোন দুই মও সংযোগ কনিবার অল্পমতি থাকিলে তাহার আজ্ঞা কনিতে পারিবেন।

পরন্তু উক্ত কণ কোন আদালত তিন বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কনিলে সেম ন অমেন ধারা এই মওব আজ্ঞা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক

৩৫ ধারা * একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি তদধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার সেই অপরাধের একই বিচারে অনেক অণ প্রমাণ হয় এই আদালত সেই অপরাধের যে যে দণ্ডাজ্ঞার কথা। দণ্ড কনিতে সক্ষম হন সেই মওব আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি ধীপান্তর প্রেরণ মওব আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ কবেন সেইক্রমে এক মও ভোগ হইলে পর অন্য মওব আরম্ভ হইবে।

এই আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর মও বসিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এই সমুদয় অপরাধের মওসমষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধীকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

অত্যধিক যত কাল মও কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

* এক সময়ে দুই ব্যক্তির সম্পত্তি চুরী করিলে ত্রিগ ভিন্ন মওাজ্ঞা হইবে না। ১১ উঃ রিঃ ৩৮ উক্ত নজিরের বিরুদ্ধে ১ উঃ রিঃ ৩০ কিন্তু ত্রিগ ভিন্ন একাকারের অপরাধ করিলে ত্রিগ ভিন্নমাপে মও হইবে ১৩ উঃ রিঃ ৭৫ ১৪ উঃ রিঃ ১৯১ একাধিক অভিযোগের মূল এবই হইলে একাধিক মও হওয়া অস্বাভাবিক ১৫ উঃ রিঃ ১২ ; ৩৩ ১২ উঃ রিঃ ২ । ভিন্ন ভিন্ন বার্ষ্য হইলে পৃথকরূপে মওনীয়। ১৩ উঃ রিঃ ১৬

(৭) আরো ৩৪ ধারামতে কর্মকারী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমান বিচার হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎ-
পরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন, পূর্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাঁহার বিচারে অধিক
না হয়

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে, এই ধারামতে সংযুক্ত
দণ্ডাদ্বা দৃঢ় করণের কি আপীলের সময়ে একই প্রকার বলিয়া গণ্য হইবে

গ — নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিবরণক নিধি

৩৩ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম ও
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি
মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা। নিয়ম যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয়
তফসীলে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেই-ই ক্ষমতা
প্রাপ্ত হইয়াছেন এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের “ নিয়মিত ক্ষমতা ” বলে।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে প্রাথমিক
মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতি- চতুর্থ তফসীলে নির্দিষ্ট হইয়াছে, মহকুমার মাজি-
রিক্ত ক্ষমতা বিবরণ কথা। ষ্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর
কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
কি স্থল বিদেশে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

৩৮ ধারা ৩৭ ধারামতে জিলার মাজিষ্ট্রেট
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, স্থানীয়
যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তা- গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষীনে তদন্তকারে কার্য করিতে
হার নিয়মের কথা। হইবে

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিশেষ বিবরণক নিধি।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া বা
ক্ষমতা প্রদান করিবার পদোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কিম্বা সকল প্রাথমিক
নিয়মের কথা। কর্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই
কর্মকারকদিগকে ঐ ঐ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে সমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে।

৪০ ধারা কোন বস্তু গবর্ণমেন্টের কর্ম সম্বন্ধে কোন পদ পাইরা

কর্মবারকেরা স্থানান্তরে কোন স্থানীয় চাকের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন প্রেরিত হইলে তাহাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণ- সমতাপ্রাপ্ত থাকিবার কথা। মেন্টের অধীন তৎপন স্থানীয় চাকের তত্ত্বাল্য প্রকা-

রের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রকার- ত্বের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চাকের প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয় চাকের সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য করিতে থাকিবেন।

৪১ ধারা। এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা উদ্যোগ কোন কার্য-

কারক কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা ক্ষমতা রহিত হইতে প্রদান করেন, উক্ত গবর্ণমেন্ট তাহা রহিত পারিবার কথা। করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃতকরণকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৪২ ধারা * (ক) মাজিস্ট্রেট বা পোলীসের কর্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরি-

কোন স্থানে সকল লোকের মাজিস্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

বার অন্তঃ,

(খ) কিম্বা শাস্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেল- ওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্প- ত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, কিম্বা

* '১৫ দিবস মধ্যে চুরী মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিয়া দিতে হইবেক' মাজিস্ট্রেট কর্তৃক জমীদারের প্রতি এই আদেশ অর্পণ ইং লঃ নিঃ ৩ জালা ২০১।



(গ) দাখ্য কি হাজিরা দমন করণার্থে, মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম-
কারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই
হউক কি বাহিরেই হউক তাঁহান গাচ যা করিতেই হইবে

৪৩ ধারা। পোলীস কর্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারন্ট
লিখিয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া
পোলীস কর্মচারীভিন্ন
ওয়ারন্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে
সাহায্য বন্নিবার কথা।
ওয়ারন্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য
কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারন্ট সাধন করণে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন

৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই
হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১ক,
১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ৩০২,
৩০৩, ৩০৪, ৩০২, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭,
৩০৮, ৩০৯ ৪০২, ৪০৫, ৪০৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬,
৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য
কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনাব কথা আনিতে পাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট কি
পোলীসের যে কর্মকারক নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগোঁণে জানাইবেন।
যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ
করিবার ভার তাঁহান প্রতি বর্জিবে

৪৫ ধারা। * প্রত্যেক আমের মওল কি আমের চৌকীদার কি আমা
পোলীস কর্মচারী কি ডুমির অধিকারী কি দখলি-
কারী ও সেই অধিকারীর কি দখলকারের গোমস্তা
যের রিপোর্ট করিতে হই-
বার কথা।
এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফওয়ার্ডসের পক্ষ
যে প্রত্যেক আমলা ডুমির রাজস্ব কি খাজনা
আদায় করিবার কর্তব্য নিযুক্ত থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের

* ডুমারিকারীর অনুপস্থিতিতে তাহান কর্মচারীর প্রতি এই ধারা ব্যবহৃত হইতে পারে।
২৩ উঃ রিঃ ৬০ ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলী ৬০৩ অন্য প্রকারে পোলীস সংবাদ প্রাপ্ত হইলে
গোমস্তার প্রতি এই ধারা প্রাতিবেশ। ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলী ৬২৩ কিন্তু অপরাধ ঘটনা হও-
য়ার বিবরণ জ্ঞাত থাকিয়া ইচ্ছা পূর্বক সংবাদ না দিলে দায়ী ২২ উঃ রিঃ ৪২। এক
আমের অপরাধ ঘটনা হওয়ার সংবাদ দেওয়ার জন্য অন্য আমের মওল দায়ী নহে ২৩ উঃ
রিঃ ৬০।

কোন মঙ্গল জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কিংবা যে পোলীস থানার অধক্ষ নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে তাঁহার সেই মঙ্গল জানাইতে হইবে।

(ক) তিনি যে আমের মণ্ডল কি চৌকীদার কি পোলীস কর্মচারী হন, কিংবা যে আমের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি মণ্ডলিবার হন, কিংবা গোমস্তা থাকেন কিংবা যে আমের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই আমের মধ্যে চোরা জব্দ গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত বা কিয়ৎকালীন বাস করিবার কথা

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত করেদি কি ঘোরিত অপরাধী বলিয়া তাঁহার জানা আছে কিংবা তাঁহার বিয়রে যুক্তিগতে তাঁহার এসত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই আমের শীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাঁহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাঙ্গির আগুন লওয়া যাঠিতে পাবেন না উক্ত আমে কি তাঁহার নিকটে সেই অপরাধ বরণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই আমস্থ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর কিংবা মন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যুর কথা

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় “আম” শব্দে আমের অন্তর্গত ভূমিও গণ্য।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ব।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা * ধৃত কবণ সময়ে পোলীসের কর্মকারক কিংবা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি তাহাকে ধরিবেন তাঁহার গাজ স্পর্শ করিবেন কিংবা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথ্য কি কর্ম

* সাঙ্গীকে পোলীস ধৃত করিলে তাহাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করা অসুচিত। ক্ষুদ্রতর অপরাধে দণ্ডনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সামান্য অপরাধে দণ্ডনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীস ধৃত করিয়া তাহার শরীর পরীক্ষা করিতে পারেন না সামান্য অপরাধে দণ্ডনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি বঙ্গ প্রকাশ করিলে পোলীস তাহার হস্ত বন্ধন করিতে পারে।।
পোঃ সঃ মঃ ২ ১৮৭০

দ্বারা আটক থাকিবার সম্ভাব্য তবৎ তাহাকে প্রাণহানি করিবার প্রয়োজন নাই

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধ্য দেয়
 ধরিবার উদ্যোগে বাধ্য
 নিম্না দৃষ্ট হওয়া উড়াইতে চেষ্টা করে, তবে
 পোলীসের এই কর্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই
 ব্যক্তিকে ধরিবার অর্থাৎ যাহা আবশ্যিক তাহাই
 করিবেন।

যে অংশে যে প্রাণহানি বা যাবতীয় দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হইয়াছে তাহা সেই অংশে
 অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কোন অংশ তাহার প্রাণহানি
 করিবার অধিকার প্রদান না।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ
 করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারান্টক্রমে
 যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয়
 সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে
 সেই স্থান অধিগত করিবার ক্ষমতা পূর্ণ কোন পোলীসের কর্মকারকের সমস্ত
 কথা।

বিধিগত করিবার হেতু থাকিলে, তিনি এই স্থান-
 বাসীকে কি রক্ষকের অসুস্থতা চাহিলে, তাহার কর্তব্য যে পূর্বোক্তরূপে কার্য-
 কারী এই অন্য ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্মকারককে অবশ্যে প্রবেশ
 করিতে দেন ও সেই স্থানে অধিগত করিতে সর্বপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত সাহায্য
 করেন।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায়,
 ওয়ারান্টক্রমে কার্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থানে
 প্রবেশ করিতে না পারিলে
 কার্যকারী ব্যক্তি।

পলাইবার সুযোগ না দিয়া যে স্থানে ওয়ারান্ট
 প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই স্থানে পোলীসের কর্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ
 করিয়া অধিগত করিতে পারিবেন ও আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় প্রকাশ
 করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অসুস্থতা চাহিলে পর, যদি অন্য কোন
 প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার অন্য যে
 ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে সেই ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের
 সমস্ত কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন

কিন্তু যদি উক্ত স্থান যে ব্যক্তিকে দৃত করিতে হইবে তদ্বিধা প্রীলোকের
 অমিত্রত অস্তঃপুরে বস ও সেই প্রীলোক যদি স-
 অস্তঃপুরে বসাদি ভা-
 দ্বিধা খুলিবার কথা ।
 জাতীয় আচারমতে প্রকাশ্য স্থানে না যায়, উক্ত
 ব্যক্তি কি পোলীসের কর্মকারক তাহাকে স্থান-
 ত্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া ও সর্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার
 মুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অস্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ
 করিতে পারিবেন ।

৪৯ ধারা দৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্মকারক কি
 অন্য ব্যক্তি আইনমতে দৃত করিবার নিমিত্ত কোন
 মুক্তির উদ্দেশ্যে দ্বার ও
 জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে
 পারিবাব কথা ।
 গৃহে ব স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে
 আপন কে কি অন্য ব্যক্তিকে দৃত করিবার নিমিত্ত
 সেই গৃহের সদর দি খিড়কী দ্বার কি জানালা
 ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন

৫০ ধারা । দৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যতদূর আবশ্যক হয়,
 অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না
 করিবার কথা ।
 তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে
 হইবে না ।

৫১ ধারা যে ওয়ারন্টে হাজির আমিন লইবার বিধান না থাকে
 দৃত ব্যক্তির ও তদাশে
 কথা ।
 পোলীসের কোন কর্মকারক এত ওয়ারন্টক্রমে
 কোন ব্যক্তিকে দৃত করিলে কিম্বা ওয়ারন্টে
 হাজির আমিন লইবার বিধান থাকিতেও দৃত
 ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে,

এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা দৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারন্টক্রমে
 সামান্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজির
 আমিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

সে কর্মকারক তাহাকে দৃত করিলেন কিম্বা তাহাকে কোন সামান্য
 ব্যক্তি দৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই দৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে
 কার্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার কর্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির
 গ তলাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্তাদি ভিন্ন তাহার নিকট
 অন্য যত অব্য পান তাহা লইয়া বিকি্রে রাখেন

৫২ ধারা। কোন জীলোকের গা তলাশী করা আবশ্যক হইলে,
 যে আদালতের সীমার মধ্যে লজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য
 গা তলাশী করিতে হইবে একজন জীলোকের দ্বারা ঐ কার্য করিতে
 হইবে।

৫৩ ধারা। যে কর্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাগকে দৃঢ়
 করেন দৃঢ় ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংজাতিক অঙ্গ
 সাংজাতিক অঙ্গ বাঁধার
 ক্ষমতা নথ
 থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তজ্জপে
 যে যে অঙ্গ লন, এই আইনের আদেশমতে দৃঢ়
 ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে
 সেই আদালতের কি কর্মকারকের নিকটে হইবে অঙ্গ সমপর্ণ করিবেন।

খ -- ওয়াশট নিনা দৃঢ় বনিয়া। নিম্ন

৫৪ ধারা। * পোলীসের কর্মকারক পশ্চাৎলিখিত কোন স্থলে গাজি-
 যে স্থলে পোলীস ওয়াশট হেঁটোন আঙা এবং ওয়াশট না পাইয়াও এই
 বিনা দৃঢ় করিতে পারেন ব্যক্তিকে ধনিত্তে পারিবেন অর্থাৎ,
 তাহার বথ।

প্রথম। যে কোন ব্যক্তি ধর্মীয় কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তি
 সিদ্ধমতে যাতার নামে তজ্জপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়,
 কিম্বা যাতার প্রতি যুক্তিমতে তজ্জপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাস যোগ্য
 সাক্ষ্য পাওয়া যায় বা যুক্তিমতে সংশয় হয় তাহাকে।

দ্বিতীয় — যুক্তি কিম্বা প্রবেশ বরিবান কোন যন্ত্র আইনসিদ্ধ কারণ
 বিনা কোন ব্যক্তির নিকটে থাকিলে তাহাকে। আইনসিদ্ধ কারণ থাকিলে
 প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর পড়িবে।

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় প্রদর্শনমণ্ডলের আশ্রয়ক্রমে
 অপরাধী বলিয়া যাতার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

চতুর্থ।—চান্দা জব্বা বলিয়া যুক্তিমতে যে প্রকার বিষয়ে সংশয় থাকিতে
 পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমন জব্বা থ ওয় গেলে এবং ঐ জব্বা সম্মুখে
 যে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিমতে সন্দেহ থাকিলে তাহাকে।

* অপরাধী বলিয়া যাতার নাম ঘোষণা করা হয় এরূপ ব্যক্তি যা হইলে এক আদালত চৌকী-
 দার অন্য আদালত নরচতাক নী গাজিকে দৃঢ় করিতে বাধ্য নহে ইং লঃ নিঃ ৩ আলা ৬০।

পঞ্চম — কোন ব্যক্তি যে মৌসুম কর্মকারকের কর্তব্য কর্ম করণ সময়ে তাহার বাদ্য জমা হইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইল ন উদ্যোগ করিলে তাহাকে ।

ষষ্ঠ — ক্রীমীমতী মহারাজীর পণ্টন চক্রেতে কিম্বা যুদ্ধ আশাষ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির নিয়ম যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে

এই ধারা কনিকাত ও যে স্বাই মগবেন পোমীমের প্রতি বর্জ্য ।

৫৫ ধারা — যে মৌসুম থানার অধ্যক্ষ ঐক্যে
 ব্রহ্ম কানী মাস্তি ও বীতি-
 মত দক্ষা প্রভৃতিতে ধৃত করি-
 বাব কথা
 এইরূপ ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরা হইতে পারি-
 বেন ।

(ক) যদি উক্ত থানার মৌসুম মধ্যে কোন ব্যক্তিকে একরূপ অবস্থায় আশ্রয় গোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায় তাহাতে নিশ্চয় করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে, কিম্বা

(খ) উক্ত থানার মৌসুম মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সম্মতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি অস্বাভাবিক আশ্রয়স্থান আশ্রয়িত না পারিলে, কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দক্ষ্য কি দোষভারের পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরী জব্দ চোর আনিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভিপ্রায়ে আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

৫৬ ধারা * আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট বিনে ধৃত করা যাইতে

পারে, পোমীম থানার অধ্যক্ষ আপনাতঃ অরূপ-
 স্থানে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট বিনে ধরিতার অন্ত
 আপন বা অধীন কোন কর্মকারকের আজ্ঞা
 করিলে, তাহাকে আশ্রয়িত দিবেন যে অপ-
 রাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আশ্রয়-
 পক্ষে এইরূপ কথা নির্দিষ্ট থাকিবে ।

পোমীমের কর্মকারক ওয়া-
 রেন্ট বিনে ধৃত করিবার নিয়ম
 আপন অধীন কর্মকারককে
 ধরিতে ইতিবর্তব্যতা
 কথা

* অধীন পোমীম কর্মচারী তাহার উপরিস্থ কর্মকারকের ৭ টমিক আদেশাদ্বারা অস্তি-
 যুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারে ১১ টি রিঃ ২০ ।

৫৭ ধারা। যে অপরাধ অমর্ত্যব্য কোন ব্যক্তি এমন অপরাধ পৌলীম
কর্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া
নাম দাম জানাইতে অস্বী- অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি পৌলীম কর্মকার-
কার করিলে তাহার কথা। কের আদেশমতে আপনান নাম ও বাসস্থান
জানাইতে স্বীকার না করিলে, কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান অন্য নাম ভাষা
মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া র কারণ থাকিলে, পৌলীমের ঐ কর্মকারক
সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে আনিবার নিমিত্ত তাহাকে
আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চক্ষুশ ঘণ্টার মধ্যে তাহান প্রকৃত
নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানা না গেলে তাহাকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের
নিকট পাঠাইবেন নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই
কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধন লিখিয়া দেয়, তাহাকে
ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে দৃঢ় করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন
ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পৌলী-
অপরাধীকে ধরিতার জন্য মের কর্মকারক সেই ব্যক্তির পক্ষাৎ২ লিটিং
অস্বাভাবিক বাহ্যিক কথা ভীরতবর্ধের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন

৫৯ ধারা। মর্ত্যব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরআমিন লওয়া যাইতে
পারে না কোন সামান্য ব্যক্তি আপনান দৃষ্টিগোচরে
সামান্য ব্যক্তির দ্বারা দৃঢ় কোন ব্যক্তিকে তজ্জপ অপরাধ করিতে দেখিলে
হওয়ার কথা। তাহাকে কিম্বা তপনামী বলিয়া বাহ্যিক নাম
যে মর্শ্ব করিয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন ;

এবং অন্য বশ্যক বিলম্ব না করিয়া তজ্জপ দৃঢ় ব্যক্তিকে পৌলীমের
কর্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন পৌলীমের
দৃঢ় ব্যক্তিকে লইয়া যাহা কর্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পৌলীম
করিতে হইবে তাহার কথা। পানাম লইয়া যাইবেন।

ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারামতে বিধানের মধ্যে আইসে এরূপ বিশ্বাস করিবার
কারণ থাকিলে, পৌলীম কর্মকারক তাহাকে পুনর্বার ধরিবেন।

ঐ ব্যক্তি অমর্ত্যব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ
থাকিলে, এবং পৌলীম কর্মকারকের আদেশমতে সে নাম ও দাম জানাইতে

অস্বীকার করিলে কিন্তু যে নাম ও ধাম আনাগ উক্ত কর্মকারক তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন সে কোন অপরাধ করে ন ই এক্ষণ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহাকে অগোঁচ মুক্ত করিতে হইবে

৬০ ধারা। পোলীসের কর্মকারক ওয়ারন্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিশ্রাম না করিয়া এবং আশ্রিত বিষয়ে এই আইনের বিধান ম নিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয় যাইবেন কি পাঠাইবেন

৬১ ধারা। মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপন বিবেচনায় ওয়ারন্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টা। অধিক আটক করিয়া না রাখা উচিত পোলীসের কোন কর্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না ; এবং

১৬৭ ধারামতে কোন মাজিস্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না ; তাহাকে যে স্থানে রেফার্ট করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিস্ট্রেটের আদালতে পছন্দিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধনিত হইবে না ।

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাবীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার মাজিস্ট্রেটের হাজিরজামিন দিবার অক্ষমতা হইলে কি না হইলেও ঐ কর্মকারক জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিস্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার বিবরণ করিবেন ।

৬৩ ধারা। পোলীসের কর্মকারক কর্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে নিজে সুচলকা কি জানিন না দিলে কিম্বা মাজিস্ট্রেটের হাজিরজামিন দিবার কথা। বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না

৬৪ ধারা। মাজিস্ট্রেটের দুটিগোচনে তাঁহর বিচার্য্যধীন স্থানের মধ্যে

কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপন আপ-
মাজিস্ট্রেটের দুটিগোচনে
যে অপরাধ করা যায় তাহার
কথা।
রাষ্ট্রকে ধরিতে বিশ্ব কোন ব্যক্তির প্রতি
অপরাধকে ধরিবার আজ্ঞা দিবে, এবং জামিন

সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রাপ্য জরিমানা সমপূর্ণ
করিতে পারিবেন

৬৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরি-

বার ওয়ারন্ট দিতে অসম্মত হন, কোন সময়ে
তিনি আপনার মাজিস্ট্রেটে আপন বিচার্য্যধীন
স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার
আজ্ঞা দিতে পারিবেন

৬৬ ধারা। আইনমতে হেফাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি

তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির
হেফাজত হইতে সে পলায় কি তাহাকে ছাড়াইয়া
দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি ৬৫ ধারার পঞ্চাংশ
যাইয়া বিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে
তাহাকে পুনর্গতির ধরিতে পারিবেন

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৩ ধারামতে দৃত করেন তিনি ওয়ারন্টক্রমে

কার্য্য না করিলেও দৃত করিবার অসম্মত
পোলীস কমিটারী না হইলেও, ঐ দৃতকরণ কার্য্যের
প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার
বিধান বর্জিত কথা।
কর্ম্য্য না করিলেও দৃত করিবার অসম্মত
পোলীস কমিটারী না হইলেও, ঐ দৃতকরণ কার্য্যের
প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্জিত

৬য় অধ্যায়।

উদ্ধৃত করাইবার শর্ত ওয়ান। বিয়তক বিধি

ক।—সময়ের বিধি।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন তাহা হই

কেন্দ্র করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও, তাহাতে
উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষের কথা

হু ইকোর্ট সময়েই বিমিত্রমে যজ্ঞপ আদেশ কখন তজ্ঞপ অন্য কার্যকারকের
প ক্ষর ও মোহর থাকিলে

পোলীসের কার্যকারক দ্বারা সমন জারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
এতদর্মে এই আইনের মজুত যে বিধি প্রণয়ন
সমন যে জারী ক্রমে করেন সেই বিধির নিয়মাবলীতে, যে আদালত
উ হার ব?
সমন দেন সেই আদালতের কর্মচারী দ্বারা সমন
জারী করা যাইবে

এই ধারা কলিকাতা ও যোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্তিবে

৬৯ ধারা যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় যায় হইলে ঐ সমনের
সমন কিরূপে জারী করা এক কেতা নিম্ন উাহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া
যাইবে তাহার বথ উ হার উপর জারী করা যাইবে

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তজ্ঞপে সমন জারী করা যায়, জারীকারক
সমনের বসীদে স্বাক্ষর কর্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসীদ
করিবার কথ। অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন

৭০ ধারা যোম্বাই নামে সমন দেওয়া যায় যথাযোগ্য মজুত করিয়াও
উহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের
সমন যোম্বাই নামে দেওয়া যায় উাহাকে না পাওয়া গেলে
জারী কারবার কথা হইলে যে চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার
নিকট ঐ সমনের এক কেতা রাখিয়া দিয়া
তাঁহা জারী করা যাইতে পারিবে; এবং তজ্ঞপ যে ব্যক্তির নিকটে
ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্মচারী আদেশ করিলে, সেই
ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য মজুত করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত স্বাক্ষর
পাওয়া না গেলে, যোম্বাই নামে সমন দেওয়া যায়
রসিদ না পাওয়া গেলে তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটীতে বস করেন
ফার্মি প্রণালীর কথা। সেই গৃহের বা বাটীর কোন প্রকাশ্য স্থানে জারী
কারক কর্মচারী সমনের এক কেতা লাগাইয়া দিবেন; এবং তাহা করিলে, ঐ
সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৭২ ধারা যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি প্রদর্শমেটের কথা

নোদন নেলওয়ে কোম্পানির চলিত কল্পে নিযুক্ত

প্রদর্শমেটের কি নেলওয়ে কোম্পানির নথি ১১২ উপর সমন জারী করিবে।
কথা

প্রদর্শন কর্মচারকেব নিচে ন সমনের ছুঁইবে তা পাঠাইবে। তার হইবে মীরা নামে সমন হইয়াছে এই সমন কর্ম-
কারক তাঁহার উপর তার ৩৩ ধারা বিধিত আকারে জারী করা হইবে।
এবং এই সমন আদেশমত দৃষ্ট লিপি সহিত তাহা জাফাংকে ফিরাইয়া
দিবে।

৭৩ ধারা কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারালয়

স্থানে বহিষ্ঠত কোন স্থানে জারী করিতে অভি-
যোগী হইলে, যে ব্যক্তি নামে সমন দেওয়া যায়
কথা সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করেন নিশ্চয় থাকে

ত দালত উপায় তাহার উপর জারী করিবার
নিমিত্ত সামান্যতঃ এই স্থানের মাজিষ্ট্রেট বাহেবেল নিকট এই সমনের মোকর
লিপি পাঠাইবে।

৭৪ ধারা কোন আদালত যে সমন দেন তাহা সেই আদালতের সিটা-

বাসী সমন জারী করেন তিনি উপ-
স্থিত না থাকিলে সমন জারী
হইবার আদেশ কথা

বাসী সমনের বহিষ্ঠত স্থানে জারী করা গেলে
এই যে ব্যক্তি এই সমন জারী করেন তিনি নালীশ
কিনিবার সমন উপস্থিত না হইলে, এমন স্থলে,
এই সমন জারী হইতে একই মতের আফিডে-
বিট কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে
বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়,
কিনা যাহার নিকট তাহা নালীশ আসা যায় ৯১ বা ৭০ ধারার বিধানমতে
তাহার পৃষ্ঠলিপি সংযুক্ত বলিয়া এই সমনের মোকর লিপি প্রমাণ মত গৃহীত
হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহাতে যাহা
লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই প্রকরণের উল্লিখিত আফিডেবিট এই সমন পত্রের মোকর লিপি
সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট ফিরাইয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ।—মৃত্তা করিবার ওয়ারন্ট নিষ্পত্তিকারি।

৭৫ ধারা। * এই আইনমতে কোন আদালত যে ওয়ারন্ট দেন তাহা নিমিত্ত দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালত মৃত্তা করিবার ওয়ারন্ট আদিপত্যকারী নতুপক্ষ কিম্বা মাজিস্ট্রেটের বেক হইলে ঐ বেকের কোন মেয়াদ প্রাপ্ত করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোস্তর দেওয়া যাইবে।

তদুপ য়ে ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত দেন সেই আদালত যতদিন রহিত না করেন, কিন্তু তদন্তের মত ওয়ারন্ট প্রবণ থা কিম্বা দিন কার্যাদিন না হয় ততদিন তাহা প্রবণ থাকিবে

৭৬ ধারা। † কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে মরিবার ওয়ারন্ট দিলে, যে কার্যকারনকে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারন্টের পূর্বে লিখিয়া তাহার প্রতি খীম বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ডিয়ারপ জাজ্ঞা ন পাইয়া পর্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবান উৎসুক জামিন সহ নিষক্ষ জ লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

(ক) যত জন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহার ও যাহাকে ধনিবার অন্য ওয়ারন্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টক তাহা বন্ধ হইবে ও (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে

* অংগাদ ঘটনা হওয়ার প্রমাণ না থাকিলে ওয়ারন্ট দেওয়া অবৈধ।
১২৯ আপ

† যে ওয়ারন্টে জামিন লওয়া আদেশ থাকে তাহাতে মৃত্তা করিবার জামিন গ্রহণ সম্বন্ধে কোন না হয় ও তাহার জামিন লওয়ার অন্য তাহাকে পৌলীস দ্বারা তাহা করিতে ন হয় একনা লিখিত পড়িতে পারা যখন সচল পৌলীস বাধ্য কারক দ্বারা ঐ ওয়ারন্ট জারীর কার্য নিৰ্বাহ করিতে হইবে। পৌলীস কার্য কারনের অমুপস্থিত হেতু জামিন লওয়ার অন্য মৃত্তা বক্তি দ্বারা আনীত হইলে তাহার কার্য দ্বারা ডায়রিতে লিখিতে হইবে।
পোঃ নং নং ২ ১৮১০।

এই ধারাগতে আদালত লওয়া গেলে যে কার্যকারককে ওয়ারন্ট দেওয়া
 যাবে তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র
 নিবন্ধপত্র পাঠ হবার
 পাঠাইয়া দিবেন।
 কথা

৭৭ ধারা * ওয়ারন্ট মচরাচর এবং কি একাধিক পোলীসের কার্যকার-
 কের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং জেগি-
 মাহাদেব নামে ওয়ারন্ট
 ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ওয়ারন্ট বাতিল করিলে, তাহা
 দিতে হইবে ও হার নথী
 সম্পর্কিত উক্তপে দেওয়া যাইবে। কিন্তু জরায় আদালত
 করা তাৎক্ষণিক হইলে ও উক্তপে পোলীসের কার্যকারককে ওয়ারন্ট
 না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন সেই আদালত অন্য
 কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং
 উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

ওয়ারন্ট অনেক কার্যকারকের কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে,
 তাহাদের সকলের কি তাহাদের কোন এক কি
 অনেক লোককে ওয়ারন্ট
 অধিক অনেক দ্বারা ঐ ওয়ারন্ট আদালত হইতে
 দিবার কথা
 পারিবেন

৭৮ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধীর বিষয়ে ঘোষণা-
 পত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের
 ভূম্যধিকারী অর্থাৎ
 নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া
 দিবার কথা।
 নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না
 কোন ব্যক্তির নামে এমন অপরাধের অভিযোগ
 হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলে ও
 ধরা যাইতে না পারিলে জিলা মাজিস্ট্রেট বাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট
 আপন জিলা বা মহকুমার অধীন কোন ভূম্যধিকারীর কি ভূমির
 ইজারাদারের কি কাষাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারন্ট লিখিয়া দিতে
 পারিবেন।

* কোর্টের আদালত পোলীস কার্যকারকের আত্ম ওয়ারন্ট দিতে হইবে এবং যে উহা জারী
 অন্য পোলীস স্টেশনের জারীপ্রাপ্ত কার্যকারকের নাম লিখিয়া স্টেশনে পাঠাইবে। উক্ত
 জারীপ্রাপ্ত কার্যকারক অন্য পোলীস কার্যকারকের নিকট ঐ ওয়ারন্ট আদালত কার্য সম্পা-
 দন করিতে দিতে পারে কিম্বা যে ব্যক্তি দ্বারা আদালত হয় তাহার নাম ঐ ওয়ারন্টেও পুঠে
 লেখা যাইবে। পোঃ নং ২। ১৮৭০

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারাদার কি কার্যামান্ন গেই ওয়ারন্ট পাইবার
রক্ষীদ বি বিয় দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিতার নিমিত্ত ডাচা বাহির হয় গেই
ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইচ্ছা নাম কি তাঁহার ওয়ার্দীন ভূমিতে থাকিলে কি
আইলে গেই ওয়ারন্ট জারী ক রবেন

ঐ ওয়ারন্ট যে ব্যক্তিঃ ন মে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারন্ট
সহিত তাহাকে কোর্টের নিকটস্থ কর্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে
আর ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন লওয়া না গেলে পোলীসের গেই কর্মকা-
রক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে
চালান করিবেন

৭৯ ধারা। পোলীসের কোন কর্মকারকের নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া
দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠ লিপিতে তাহাকে দেওয়া
গেলে গেই কর্মকারক ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে পোলী-
সের অন্য কর্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে তাঁহার
দ্বারা ঐ ওয়ারন্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

৮০ ধারা * পোলীসের যে কর্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার
ওয়ারন্ট জারী করেন, তাহাকে ধরিতে হইবে তাহার
ওয়ারন্টের মর্ম জ্ঞাত নিকটে তিনি ঐ ওয়ারন্টের মর্ম জানাইবেন, ও সে
ঐ ওয়ারন্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

৮১ ধারা পোলীসের যে কর্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারন্ট
জারী করেন আইনের আদেশমতে ঐ অভিমুখ
ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত
করাইতে হইবে জামিন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধান
মানিয়া অন্যাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি
তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

* ওয়ারন্ট দ্বারা ধৃত করিতে নিয়মিত কাযা আদালত।

১। ওয়ারন্টের বিবরণ যাহাও ধৃত করিতে হইবে তাহাকে জ্ঞাত করান।

২। আবশ্যক হইলে তাহাকে উহা দেখান

৩। আবশ্যক হইলে তাহাকে আটক করণ

১ ও ২ দফার কার্য করিতে জাট করিলে ঐ ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৯৯ ধারার অধুনারে আশ্র-
রক্ষার ফল পাইতে পারে। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সে বল প্রকাশ করিলে উৎসুক বল-
প্রবান দ্বারা তাহাকে ধৃত করিতে হইবে গোঃ সং নং ২ ১৮৭০

৮২। দ্রুত করিবার ওয়ারন্ট জিটিস ভারত-

ওয়ারন্ট যে স্থানে জারী করিবার মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে
হইতে পারিবে তাহার কথা।
পারিবে।

৮৩ ধারা। যে আদালত ওয়ারন্ট দেন সেই আদালতের বিচারাদীন

স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে

বিচারাদীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজি-
স্ট্রেটস নিকট ওয়ারন্ট পাঠা-
ইবার কথা।
হইলে, উক্ত আদালত এই ওয়ারন্ট পোলীসের
কোন কর্মকারককে না দিয়া যে মাজিস্ট্রেটের কি
পোলীসের কমিশ্যনের সাহেবের বিচারাদীন স্থানে

তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা
পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিস্ট্রেট কি কমিশ্যনের সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারন্ট জরুপে
পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে
আপন বিচারাদীন স্থানের মধ্যে তাহা জারী করাইবেন

৮৪ ধারা। যে আদালত ওয়ারন্ট দেন সেই আদালতের বিচারাদীন

স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে পোলীসের কর্ম-
কারককে ওয়ারন্ট দিবার
কথা।
পোলীসের কোন কর্মকারককে তাহা দেওয়া
গেলো, তাহার বিচারাদীন স্থানের মধ্যে জারী
করিতে হইবে, উক্ত কর্মকারক সুমান্যতঃ সেই

মাজিস্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্মকারকের অনুম-
পদস্ব পোলীসের কোন কর্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

এই মাজিস্ট্রেট কিম্বা পোলীসের এই কর্মকারক ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে আপন
নাম লিখিবেন, তাহা হইলে পোলীসের যে কর্মকারককে এই ওয়ারন্ট দেওয়া
যায় তাঁহার পক্ষে এই পৃষ্ঠ লিখিই সেই সীমার মধ্যে এই ওয়ারন্ট জারী করিবার
প্রভুত ক্ষমতা হইবে, ও আদিষ্ট হইলে এই ওয়ারন্ট জারীকরণকার্যে উৎসাহ-
নের পোলীস এই কর্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন

ওয়ারন্ট যে মাজিস্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্মকারকের বিচারাদীন
স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব
সম্ভাবনা হেতুক এই ওয়ারন্ট জারী করিতে পারা যাইবে না, এমনকি বিখ্যাস
করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্মকারককে ওয়ারন্ট দেওয়া যায়

তিনি উক্ত আদালতের পূর্বলিপি বাতীল যে আদালত ওয়ারন্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারার্থীন স্থানের বহিষ্কৃত কোন স্থানে তাহা আনী করিতে পারিবেন

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের আতি বর্ধে

৮৫ ধারা ধরিবার ওয়ারন্ট যে জিলায় বাতিল হয় সেই জিলায় বহি-

ষ্কৃত স্থানে আনী করা গেলে, যে আদালত ওয়া-

যাহার নামে ওয়ারন্ট বাতিল
হয় তাহাকে ধরা গেলে পর
য'হ' করিতে হইবে তাহার
কথা

ন্ট দিলেন সেই আদালত ধরিবার স্থানের বিষ-

মতিভের মতো না থাকিলে কিন্তু যাহার বিচা-

রাধীন স্থানে যত বরা গেল সেই মাজিষ্ট্রেট

কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব অপেক্ষ নিকটে না থাকিলে কিন্তু ৭৬

ধারামতে হাজির জামিন না লওয়া গেলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর

সাহেবের নিকট যত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

৮৬ ধারা * যে আদালত ওয়ারন্ট দেন ঐ যত ব্যক্তি সেই আদালতের

লিখিত বোধ হইলে পূর্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমি-

যত ব্যক্তিকে যে মাজি-
ষ্ট্রেটের নিকট আনা যায়
উহার কর্তব্যেব কথা।

শ্যনর সাহেব তাহাকে প্রোদার জিলায় দিয়া

উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন।

কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া

যাইতে পারিলে ও যত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশ্যনর সাহেবের অধোদ

মতে জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, কিন্তু ৭৬ ধারামতে ওয়ারন্টের

পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে আতিষ্ঠ দিতে

চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব জামিন ব

স্থলবিশেষে আতিষ্ঠ লইয়া সেই জামিনী বা আতিষ্ঠপত্র যে আদালত ওয়ারন্ট

দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন

পোলীসের কোন কর্মকারক ৭৬ ধারামতে যে আতিষ্ঠ লইতে পারেন,

এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে

হইবে না

০ যত ব্যক্তিকে উপরিস্থ পোলীস কর্মকারকের নিকট না পাঠাইয়া পোলীস ষ্টেশন
হইতে তাহার বিচারসময় নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে পোঃ মঃ

খ।—ঘোষণাপত্র ও প্রকাশকঃ নিম্নলিখিত নিয়ম।

৮৭ ধারা। যাক্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারন্ট বাহির করিয়াছেন, পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত তাহার উপর ওয়ারন্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত ঘোষণার কথা সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এইকপে বিখ্যাস করিবার কারণে চেম্বলে যে ঘোষণা প্রচার করিবেন তদ্ব্যতীত সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ কংসি শিশু দিনের অন্তর্গত নিকটবর্তী কোন দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি মচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে প্রকাশ্যরূপে পাঠ করা যাইবে,

(খ) যে ব্যক্তি মচরাচর যে গৃহে বা বসতব টীতে থাকে তাহার কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে ঘোষণাপত্র প্রচারকারী আদালতের এই মতের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সাক্ষ্য প্রমাণ হইবে।

৮৮ ধারা * আদালত ৮৭ ধারামতে যে ঘোষণা প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি প্রকারের কোন সম্পত্তি জব্দ করিবার আজ্ঞা জারী করিবার কথা দিতে পারিবে।

* কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে এবং সম্ভাব্যজনক রূপে সন্নিহিত হইলে তাহার উপস্থিত অন্য সময় বাবা পুত্রকে ঘোষণাপত্র প্রচার হইতে পাবে কিন্তু উক্ত আবার ঘোষণাপত্র প্রচার না করিয়া তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে না ও উঃ রিঃ ৭৩। ১০ বাঃ লঃ রিঃ ১৪ আপঃ গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তি হাইকোর্ট ঐ সম্পত্তি পালান

যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা য য় এই জিলায় মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি জোঁক করিবার অধুমতি হইবে ;
এং ঐ জিলায় বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে এই জিলায় মাজিষ্ট্রেট
সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জিলায় মধ্যে উক্ত
ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি জোঁক করিবার
অধুমতি হইবে ।

যদি ঈশ বা অন্য অস্থ বর সম্পত্তি জোঁক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে
আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি কে উক্ত সম্পত্তি
সমর্পণ নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কথ

(ঘ) উপবিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটা উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে জোঁক করা যাইবে ।

যদি স্থাবর সম্পত্তি জোঁক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের মাল-
স্বত্বাধী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলায় কালেক্টর সাহেবের
দ্বারা এই ধারামতে জোঁক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত
বোধ করেন,

(ঙ) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে থামানো
দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

দিতে পারেন না । ১৮ উঃ রিঃ ৩৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি দৃত হইয়া নচার ধীন থাকার পর
তাঁহার সম্পত্তি থামাস হওয়ার আদেশ হইতে পারেন না । ৫ উঃ রিঃ ৮ ত্রে কোন বিবরণে
সাবীদারী দেওয়ার কোর্স নাহি কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দেওয়ার
নালিশ করিবার ক্ষমতা ৭ উঃ রিঃ ৩৫ ১৭ উঃ রিঃ ১০

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা মাথী ওয়ারেন্ট জারী এড়াইবার জন্য কে ন্ সম্মত হইতে গোপন-
ভাবে থাকে কিম্বা পলায়ন করে তাহ গোপীস বর্গচাকী রিপোর্ট করিতে বাধ্য গোঃ সং
নং ২ । ১৮১০ ।

(জ) এই এই উপায়ের মধ্যে সমুদয় কি কোন ছুটেটা ধারা, ঐ সম্পত্তি জোক করা যাইবে।

এই ধারায় যে আদালত নিযুক্ত হন, তাহার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায় দেওয়ানী মে কদমার কাযাপণী নিয়ম আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত আদালতের ক্ষমতাধীন ভূয়া হইবে।

যে ব্যক্তি নামে ঘোষণা করা হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ জোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিলে কিংবা জোক করিবার তারিখ অবধি ১২ মাস চলিতে গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু ঐ সম্পত্তি ১৬ বৎসর আগ পর্যন্ত হইলে কিংবা বিক্রয় করা গেলে স্বামী ন ল ভ হইবার সম্ভাবন আদালতের এমত বিবেচনা হইলে যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

৮৯ ধারা * ৮৯ ধারার শেষ পদমতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইনে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি জোক জোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া হইবার পর ছই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্বক দিবার কথা।

উপস্থিত হইলে কিংবা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি জোক করা গিয়াছিল দ্রুত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, ওয়ারন্টের নী এড়াইবার জন্য সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারেন ঘোষণাপত্র আচারের একটি নোটস পায় নাই সেই আদালতের স্বাধীনমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐ সম্পত্তি বিক্রয় যদি পূর্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিংবা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে, বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি জোকজনিত সমুদয় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর তাহাকে দেওয়া যাইবে।

* অতিমুক্ত ব্যক্তি অল্পপস্থিত থাকিবার কারণ তদন্ত না করিয়া তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে না। ৩ উঃ সিঃ ৬৩ ৬ উঃ সিঃ ৭৩ আইনানুসারে জোক ন হইলে তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন হইতে পারে না। ১৭ উঃ সিঃ ১০

৭ - পাওমা, মজুরি, অন্যান্য বিধি।

৯০ ধারা * কোন আদালত জুরন বা আসেগর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই তরীকায় সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবে না,

সমনের পরিবর্তে কি ওয়ারণ্ট দিবার কথা

(ক) যদি সমন দিবার পূর্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিঞ্চি উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, আদালত একপ বিজ্ঞাপন কবিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মানা করিবে না; কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময় নিয়মিতরূপে জারী করা হয় তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিগত কারণ দর্শান না যায়।

৯১ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনগ্রহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবে না

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিবার ক্ষমতার কথা

৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্রক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারিবে না।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা

* সমন জারীর প্রমাণ না হইলে সশীঘ্র ও তাহা ওয়ারণ্ট প্রচার হইতে পারে না ৭ উঃ
বিঃ ৩৭ ১৪ উঃ বিঃ ২০

৯৩ ধারা এই অধ্যায়ে গমন ও ওয়ার্ট ও গমনের ও ওয়ার্টের বাহির
করণ ও আত্মীকরণ ও গমন সম্পর্কে যে ২ বিধান
এই অধ্যায়ের বিধা-৩৬
সাধারণতঃ গমনের শ্রুতি ও
ধর্মসম্মত ওয়ার্টের শ্রুতি
প্রত্যেক গমনের ও প্রত্যেক দ্রুত করিবাব ওয়ার্ট-
বর্জিত কথায়।
টের শ্রুতি বর্জিত।

৯ ম প্রথম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থায়ী সম্পত্তি বল পূর্বক উপস্থিত করাইবার

এবং অন্যায়মতে অবকর ব্যক্তিগত গফান দিবার পন-

ওয়ানা বিষয়ক বিধি।

১ — উপস্থিত করাইবার গমন বিষয়ক বিধি।

৯৪ ধারা কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের
গোমার বহিঃস্থ কোন স্থানে পোলীশ থানার
দলীল কি অন্য গণ্য উপ-
স্থিত করাইবার গমনের পন।
অধ্যক্ষ তদ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অস্থ-
গফান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্যের অস্থ-
ধান হইবার নিমিত্ত কোন দলীল কি অন্য জব্দ উপস্থিত করা আবশ্যিক কি
বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে, ঐ দলীল কি জব্দ যে ব্যক্তিগত অধিকারে কি ক্ষমতায়
থাকা বিশ্বাস হয় ঐ আদালত তাহার নামে গমন দিয়া কিম্বা ঐ কথাকারক
লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ গমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে
উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলীল কি জব্দ উপস্থিত করিতে আজ্ঞা
করিবেন।

এই ধারায় যে ব্যক্তিগত প্রতী কেবল দলীল বা অন্য জব্দ উপস্থিত
করিবার আজ্ঞা হয়, তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত উপস্থিত
না হইয়া ঐ দলীল বা জব্দ উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্র বিষয়ক ১৮৭২ সালের
আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া, কিম্বা আত্মক কি
টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে পত্র কি পোর্টকার্ড কি ডাউন বার্ড কি অন্য

দলীল থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯৫ ধারা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে, জিলাব মাজিস্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি হাইকোর্ট কি মেশন আদালতের হস্তে এই আইনমত কোন অঙ্গুষ্ঠান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্যের অঙ্গুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে, উক্ত মাজিস্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিস্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোন কার্যের জন্য তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা কোন পোলীসের কমিশ্যনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাহেবের একপ মত হইলে, তিনি ডাক বা স্থল বিশেষে, টেলিগ্রাফ বিভাগেব প্রতি উক্ত জিলাব মাজিস্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট মাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সম্মান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

* তদন্তী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

৯৬ ধারা * যে ব্যক্তির প্রতি ৯৪ ধারামতে সমন কি আজ্ঞা প্রদত্ত কি ৯৫ ধারার প্রথম পদমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে তদন্তী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে কি দেওয়া যাইতে পারিত সে ঐ সমন প্রভৃতির তাহার কথা। আদেশমতে দলীল কি অন্য জব্দ আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইত না কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,

* পোলীস কার্যকারক ওয়ারেন্ট ভিন্ন নিম্নলিখিত স্থান সৃষ্টি করিতে পারে।

(১) বেঙ্গলী ল্যান্ড রজার স্থান ১৮৬৪ সনের ৫ আইনের ২৩ ধারা।

(২) মদেব মোকান, জুয়াখেলায় আড়তা ; ও নদী ইম লোকের গমনাগমনের স্থান ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৩ ধারা।

ওয়ারেন্টে যে যে কথা লিখা থাকে তদতিরিক্ত কোন কথা করিতে পোলীস কার্যকারক সক্ষম নহে। যদি ওয়ারেন্টে লিখিত ব্যতীত কোন জব্দ কেহ আগমন করে তবে সে ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবে।

কিন্তু উক্ত দলীল কি অন্য জবাব কাছার আমিকারে আছে, এই আদালতের জানা না থাকিলে,

কিন্তু সাধারণমতে অধেষণ করিলে কিন্তা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কাগ্যাদ্বয়ানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই আদালত একপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন, এবং যে বা'জার প্রতি এই পরওয়ানামতে কর্ত্তা করিবার ভার অর্পিত হয় তিনি তদন্তমানে ও পশ্চ লিখিত বিধান অল্পমানে অধেষণ করিতে বা দেখিয় মইতে পারিবেন

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তাপক্ষের জিম্মায় থাকে, জিলার মাজিস্ট্রেট কিন্তা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না

৯৭ ধারা * যে স্থান কিন্তা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ পরওয়ানায় স্থান নির্দেশ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটি নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে কর্ত্তাকারকের প্রতি এই পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিবেন কি দেখিবেন না

৯৮ ধারা † কোন স্থান চোরা জবাব রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান কিন্তা জাল কন্য দলীল, কিন্তা কুজিম মোহর, কিন্তা কুজিম ইষ্টোম্প বা মুদ্রা, কিন্তা মুদ্রা বা ইষ্টোম্প কুজিম করিবার কি জাল করিবার যজ কি সরঞ্জাম রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থান-প্রস্তুত বাবদ্য হইয়া থাকে,

* ১০৩ ধারামুতাবেক ২ বা ততোধিক সন্মত ব্যক্তির সম্মুখে তালিশ করিতে হইবে। মাজিস্ট্রেট ওয়ারেন্ট যে স্থান নির্দেশ করেন তদ্বাতীত অন্য স্থান তালিশ হইতে পারে না। যদি কোন স্থান নির্দেশ না থাকে তবে সকল স্থানই তালিশ হইতে পারে। পোঃ সঃ মঃ ২। ১৮৭০।

† রাজ্যে তালিশ করা আইন বিলুপ্ত নহে কিন্তু তাল শী জবাব স্থানান্তর করার আশঙ্কা না থাকিলে নিবনে তালিশা করাই যথেষ্ট। রাজ্যে তালিশ করিলে তদ্বিবরণ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের যোগে মাজিস্ট্রেটকে জ্ঞাত করাইতে হইবে। পোঃ সঃ মঃ ২। ১৮৭০।

কিন্তু কোন স্থান করা দলীল কি কুজিম মোহর কিনা কুজিম ইষ্টাম্প কি কুজিম মুদ্রা, কিনা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কুজিম কনিবার কি স্থান করিবার যজ্ঞ কি গরজাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে,

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি জেটি ডেস্কী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট মকান পাইয়া ও যে অঙ্গমকান লওয়া আবশ্যিক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা বিখ্যাস করিবার কানন দেণিলে,

তিনি পোলীগের কনট্রোলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কন্সকানককে পনও-
য়ানা দিয়া,

(ক) তাহাকে প্রয়োজনমত মহকুমারী লোক হইয়া উক্ত কোন স্থানে
প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পনওয়ানার নির্দিষ্টমতে তদন্তে অবশ্য করিবার, ও

(গ) যে জব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়,
যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি স্থান কি কুজিম কি কুট
জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পূর্বেক্ত যজ্ঞ ও গরজাম দ্বীর অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ জব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যজ্ঞাদি কি
গরজাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিনা অপরাধীকে
যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় ততকাল ঐ স্থানে ঐ
জব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিনা তাহা লইয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে
রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ জব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে,
কিন্তু উক্ত দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যজ্ঞ কি গরজাম স্থান
করা কি কুট করা কি কুজিম, কিনা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কুজিম করিবার কি স্থান
করিবার অন্য ঐ যজ্ঞেব কি প্রবের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার
কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিনা যাহার এমত জানিবার যুক্তিসিদ্ধ
কারণ থাকে, ও যাহাকে উক্ত কোন জব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি
মুদ্রা কি যজ্ঞ কি গরজাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিজয় করিবার কি
গড়াইবার কি রাখিবার মহজানী বলিয়া বোধ হয়, এমত যে২ ব্যক্তিকে
সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিষ্ট্রেটের
নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন

৯৯ ধারা। যে আদালত তলাশী পরওয়ানা দেন সেই আদালতের

এলাকা বাহিরে তলা-
কালে যেমন জব্দ পাওয়া সময়ে, যেহেতু জব্বোর অন্বেষণ হয় তদ্বাধ্য কোন
গেলে তাহা লইয়া কাগজ করি- জব্দ পাওয়া গেলে, ঐ সকল জব্দ ও পক্ষান্তিত
খার কথা

বিধানমতে প্রাপ্ত ঐ সকল জব্বোর ফর্দ ওয়ারন্ট-
দাতা আদালতের নিকটে অর্গোণে লইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু উক্ত আদা-
লত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিস্ট্রেটের বিচারভীন তিনি নিকটে থাকিলে,
ঐ জব্দ ও ফর্দ তাঁহার কাছে অর্গোণে লইয়া যাইতে হইবে, ও বিপরীত আজ্ঞা
করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ জব্বাদি
লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন

গ — অনায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিরিগণের প্রকাশ করণের বিধি

১০০ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট

অনায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তি-
দিগকে তলাশ করিবার কথা

প্রাপ্ত বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট একপা বিশ্বাস করিবার
কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয় এমত
অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা
হইয়াছে, তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাহার নামে ঐ
পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন
এবং ঐ পরওয়ানা অমুসায়ে অন্বেষণ কর যাইবে, ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া
গেলে অর্গোণে কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি
অবস্থা বিবেচনায় যেমত আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন

ঘ — তলাশমাজ্ঞার সামান্য বিধি

১০১ ধারা। ৯৯ ও ৯৮ ও ১০০ ধারামতে যত তলাশী পরওয়ানা

তলাশী পরওয়ানা যাহার
নামে দিতে হইবে তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৪৩ ও ৭৫ ও
৭৭ ও ৭৯ ও ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান
তির কথা

বর্তিবে

১০২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া

বক্তব্য যে ব্যক্তির কিস্যায়
থাকে তাহা তলাশ করিবার
অমুসত্তি দিতে হইবার কথা।

লইবার যোগ্য তাহা বক্ত থাকিলে, যে কার্যকারক
কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য করি-
বেন তাঁহার দাওয়া হইলে, ও ওয়ারন্ট দেখান

গেলে ঐ স্থানবাণী ব্যক্তি কিম্ব তাহা যে ব্যক্তির অস্থায়ী পাকৈ তিনি ঐ কার্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিগত সর্ব প্রকার প্রবিধ করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে উদ্ভূত প্রমাণ করিতে না পায় যাহা যে কার্যকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারন্ট অর্থাৎ পরওয়ান জারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

১০৩ ধারা। যে কার্য্যকারক নিম্না অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন তিনি

এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্বে ঐ স্থান-
 গাফীদেব সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।
 বলাইছে কি তদধিক অন্য সত্যান্ত ব্যক্তিকে উপ-
 স্থিত হইয়া ঐ তলাশী কামোদ গাফী হইবার
 নিমিত্তে আশ্রয় করিবেন।

তঁাহাদেব সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশ কালে যে সকল জব্ব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে জব্ব্য পাওয়া যায় ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ গাফীদা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু যঁাহারা এই ধারামতে তলাশের গাফী থাকেন আদালত তঁাহাদেব নামে বিশেষমতে সমন না দিলে, আদালতে তঁাহাদেব গাফীস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাণীর

যে স্থানের তলাশ হয় সেই কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির গর্ভস্থলেই উপ-
 স্থানবাণীর উপস্থিত হইতে স্থিত থাকিবার অধুমতি হইবে; এবং এই ধারা-
 পারিবার কথা।

মতে যে ফর্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত গাফীদেব
 স্বাক্ষরিত সেই ফর্দেব সকল ঐ স্থানবাণীব বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তঁাহাকে
 দেওয়া যাইবে।

ও —বিবিধ বিধি

১০৪ ধারা। কোন আদালতেব সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল

দলীলাদি উপস্থিত করা কি অন্য জব্ব্য আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত
 গেলে তাহা আটক করিয়া বিহিত বোধ করিলে তাহা আটক করিয়া রাখিতে
 রাখিবার ক্ষমতার কথা।
 পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট যে স্থানে অবস্থান করিবেন পত্রপত্রিক
মাজিস্ট্রেটের কার্যে অথবা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন ওমত কোন স্থানে অথবা পত্রিক
বণ হইবে। আত্মা। কণ ১। মাজিস্ট্রেট অবস্থান করিবেন আত্মা দিতে পারিবেন।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

শাস্তিভঙ্গ না করিবার ও সম চরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

ক - - অপরাধ নিবারণ হইবে শাস্তিভঙ্গ না করিবার।

জামিনের বিধি।

১০৬ ধারা * হুজুমা, কি আক্রমণ করণ কি অন্য অন্যে শাস্তিভঙ্গন,

অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তি-
ভঙ্গ না করিবার সুচলকান স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অসমর্থ লোক সংগ্রহ কি বে-
কথা।

আইনগী অন্য কণ্য করণাপরোধ যে ব্যক্তির নামে
অভিযোগ হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে অপরাধজনক-
রূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়,
হাইকোর্টের কি মেজান আদালতের কি জেসিডেশনী মাজিস্ট্রেটের আদালতের
কি জিলার মাজিস্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিস্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গেই ব্যক্তির অপরাধ নিবারণ হইলে,

* যেম মাজিস্ট্রেট এই ধারার লিখিত হুকুম দিতে ক্ষমত। ২১ উঃ রিঃ ১২। অনধিকার
অবেশের অপরাধে অভিযুক্ত বা তার সহ হইলে এই ধারার লিখিত আদেশ তৎপ্রতি
হইতে পারে। ৭ উঃ রিঃ ১৪। ২০ উঃ রিঃ ৩। অবশ্যতে শাস্তিভঙ্গের কার্য হইতে
পারে একমাত্র জামী আশ্রয়িত সুচলকান মেজান আদেশ হইতে পারে না। ২০ উঃ রিঃ ৫৭ ২
২৪ উঃ রিঃ ১০। মোকদ্দমার বিচার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন এই ধারার সুচলকান মেজান
আদেশ হইতে পারে না। ১৫ উঃ রিঃ ৫৬ বিচার দ্বারা কোন সাব্যস্ত না হইলে বিবক্ষ-
পণ্য গ্রহণের আদেশ হইতে পারে না। ১১ উঃ রিঃ ৬০। ১২ উঃ রিঃ ১৮। ৩ কঃ লঃ
রিঃ ১২

ও উক্ত আদালত গেই ব্যক্তির স্থানে শাস্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লক্ষ্য আনয়ন করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উত্তর দত্তাঙ্গ্য করিবার সময়ে তাহার মজ্জতি অনুসারে অর্গদণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক মত কাল উচিত বোধ করেন ততকালের নির্মিত তাহাকে শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীলে বা প্রকৃষ্টে ঐ অপরাধ নির্ণয় জামিন হইলে, ঐরূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয় তাহা ব্যর্থ হইবে।

খ —অন্যস্থলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার ও মাদাচঃণের জামিন বিবরণ বিধি

১০৭ ধারা * কোন ব্যক্তির দ্বারা শাস্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা

অন্যস্থলে শাস্তিভঙ্গ না
করিবার জামিনাদ্বার কথা

শাস্তিভঙ্গ হইতে পান এলাকার মধ্যে এমন

কোন অন্যায় কার্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা

উক্ত এলাকার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে

যৎকর্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শাস্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পুনঃপ্রাপ্ত অন্যায়

কার্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্টী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট

কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এই মর্মে সন্ধান

পাইলেই উক্ত মাজিষ্ট্রেট এক বৎসরের অনধিক মত কাল উচিত বোধ করেন

* পৌলগারিপোর্ট এই দ্বার লিপিত সন্ধান গণ্য হইতে পারে। ১০ উঃ নিঃ ৩১। কিন্তু

তাহা প্রমাণ গণ্য হইবে না। ৬ ধঃ অঃ নিঃ ১৪৮ আপ এই দ্বারানুসারে প্রথম দেওয়ান

পুন্স পৌলগারিপোর্টের পোষকতায় প্রমাণ অনাবশ্যক ১১ উঃ নিঃ ৩। হুগলান

অবনতি ব্যতীত অভিযোগের দরপত্র সন্ধান গণ্য হইতে পারে না। ৮ উঃ

নিঃ ১৯; ৮৫ সন্ধান প্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ এই দ্বারানুসারে কারণ দশাইবার জন্য যে

আদেশ প্রচার হয় তাহাতে প্রকাশ থাব উচিত। ৯ উঃ নিঃ ৯৩ সন্ধানের বিবরণ

সমনে লিপিত হইবে ১০ উঃ নিঃ ৪৩। এই দ্বারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিতে হইলে

সমনের লিপিত বিবরণানুসারে কার্য করিতে হইবে ৯ বা অঃ নিঃ ৪৪ আপ কি

প্রবাসের জামিন ও কি পরিমাণ ও বত সময়ের জন্য তাহা ঐ সময়ে পরিষ্কার রূপে

লিপিত হইবে ২০ উঃ নিঃ ৩৬ শাস্তিভঙ্গ ঘটনা হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকার

অভিযোগ ও তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ গ্রহণ ব্যতীত এই দ্বারানুসারে আদেশ করা জটিল

১৭ উঃ নিঃ ৩৫ অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা শাস্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভব একপ সাব্যস্ত না হইলে

নিবন্ধ পত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ৩ কঃ অঃ নিঃ ২৮০

উক্ত কালের নিমিত্ত শাস্তিভঙ্গ না করিবান জামিনগ্রহ কি জামিন বিনা নিবন্ধ-
পত্র লিখিয়া দিবান আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার
অন্য পশ্চাৎলিখিত নিয়ম মতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

১০৮ ধারা যে কোন মাজিস্ট্রেট ১০৭ ধারায় কথ্য করিতে ক্ষমতা-

১০৭ ধারামতে কথ্য পর নহেন তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা
করিতে ক্ষমতা নহেন হইকোর্ট, যদি এরূপ বিধায় করিবান কারণ
মাজিস্ট্রেট প্রকৃতির কথ্য- দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক শাস্তিভঙ্গ হইবান
অগাধীর বধ্য।

অথবা মাহাতে শাস্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোন
অন্যায় কার্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না
বাধিলে অন্য কোনরূপে শাস্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে তাহাকে
ধরিয়া হাজতে না রাখা গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না
থাকিলে উক্ত মাজিস্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবান ওয়ারেন্ট দিতে এবং
১০৭ ধারামতে কথ্য করিবান ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে
পারিবেন।

যে মাজিস্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়,
তিনি যাবৎ পশ্চাৎলিখিত অঙ্গসম্মান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবে-
চনামতে হাজতে বাধিতে পারিবেন।

১০৯।* যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট
অসমকালী ও সংশ্লিষ্ট
ব্যক্তিদের স্থানে সমচরণের
জামিন লইবার কথা।

কি জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট কি
প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট সংবাদ ৭০ মে.

(ক) উহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবান যত্ন
করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবান অভিপ্রায় যে তত্পর যত্ন করিতেছে
ইহা বিধায় করিবান কারণ আছে, কিম্বা

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ উপায় নাই কিম্বা যে আপনার
স্বাধীনজনক বিবরণ জানাইতে পারে না উক্ত এলাকার মধ্যে তত্পর কোন
ব্যক্তি আছে,

উক্ত মাজিস্ট্রেট পশ্চাৎলিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক কাল যত ধার্য

* মাজিস্ট্রেট ব্যতীত সেশন জজ এই ধারানুসারে ছয় মাসের অনধিক কাল যত ধার্য
নিঃ ১০।

ক। উচিত বোধ করেন তত্কালীন নিমিত্ত সভাচরণের আগ্নেয়গহ নিবন্ধপত্র
লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য
সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন

১১০ ধারা।* যখন কোন প্রোগ্রামেণ্ডী মাজিস্ট্রেট বা জিলার মাজিস্ট্রেট
বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের
পাৰা বদলাইমেন্ট স্থানে স্থানে তৎদণ্ডে নিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর
সদচরণের আগ্নেয়গহ স্থানে
কোন মাজিস্ট্রেট গবর্ণমেন্ট পান যে তাঁহার প্রত্যেক
মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দখল কি মোহভাবে পরগৃহে আবেশকারী কি
চোর, কি চোরা জব্দ চোরা জানিয়া রীতিমত আধিকারী, কিম্বা যে নিয়ত
বলপূৰ্বক অপহরণ করে, কিম্বা অপহরণ করণে নিযত লোভদিশকে হানির
ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে,

উক্ত মাজিস্ট্রেট, পশ্চাৎলিখিত প্রকাবে, তিন বৎসরের অধিক যতকাল
ব্যাপ্য করা উচিত বোধ করেন তত্কালীন নিমিত্ত সভাচরণের আগ্নেয়গহ
নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ
দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন

১১১ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রাদেশের প্রতি ইউরোপীয় বেস্টম্যানের
বিধাৎ ১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে কার্য হইতে
ইউরোপীয় বেস্টম্যানের
গবর্ণমেন্ট উপবিধির কথা
পারিলে, তাহার প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার
বিধান থাকে না।

১১২ ধারা।† কোন মাজিস্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য
করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ
দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যিক জান করিলে,
যে কাজ করিতে হইবে তাহার কথা।
তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন তাহাতে যে সৎ-

* অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মস্বত্ত্বের আগ্নেয়গহের পরিমাণ দাখ্য করিতে হইবে। ১৯ উঃ নিঃ ১
ইঃ লঃ নিঃ ২ কলী ৩৮। আগ্নেয়গহের পরিমাণ অতিরিক্ত ও অল্পমাত্র হইলে হাইকোর্ট
হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ইঃ লঃ নিঃ ২ কলী ৩৮ আগ্নেয়গহের আদেশ ন করিয়া
নগদ টাকা আগ্নেয়গহ দেওয়ার আদেশ আইন। ইঃ লঃ নিঃ ৬ কলী ১০ অভিযুক্ত
ব্যক্তির আত্মস্বত্ত্ব ও তাহার সাম্প্রদায়িক এক মাইলের মধ্যে কোন ব্যক্তি আগ্নেয়গহ হইতে
পারিলে কন এলাপ আদেশ আইন। ২২ উঃ নিঃ ৩৭

† মুচলকী দেওয়ার কারণ দর্শান সম্মত আদেশ হইলে বিচারালয়ে আগ্নেয়গহ দেওয়ার হুকুম
হইতে পারে না ২৫ উঃ নিঃ ৫০। ১০৯ ধারা দেখ

বাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্মে, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ, যত কাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও আগিন দিবার আদেশ হইলে আগিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এইরূপ কথা লেখা থাকিবে।

১১৩ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সেই ব্যক্তি
যে ব্যক্তি আদালতে উপ-
স্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য-
ও পালীর কথা।
আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাহাকে
পড়িয়া শুনিয়া যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে
ঐ আজ্ঞাসমূহ তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে

১১৪ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিস্ট্রেট
তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন
তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপ-
স্থিত না থাকিলে সমন কি
ওয়ারন্ট দিবার কথা।
দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে, যে
কার্যকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্যকারকের
প্রতি ওয়ারন্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবে।

কিন্তু শাস্তিভঙ্গ হইবে এমনতর আশঙ্কা থাকিল কারণ আছে, ও তৎকালেই
উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ
মাজিস্ট্রেট পোলীসের কোন কার্যকারকের রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদক্রমে ইহা
জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিতে
পারিবে। উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম মাজিস্ট্রেট লিখিয়া রাখিবে।

১১৫ ধারা। ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেরা
নকল ১১৪ ধারামতে সমন কি ওয়ারন্টের সঙ্গে
১১২ ধারামতে আজ্ঞার নকল
সমনের কি ওয়ারন্টের সঙ্গে
দিতে হইবে, এবং যে কার্যকারক সমন জারী
দিতে হইবার কথা।
করেন কি ওয়ারন্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির
উপর সমন জারী করেন কিম্বা তাহাকে ওয়ারন্টক্রমে ধরেন তাহাকে ঐ নকল
দিবেন।

১১৬ ধারা। শাস্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা
অস্বয়ং অমুপস্থিত থাকিবার
অমুপস্থিতি দিবার ক্ষমতায় কথা।
তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার
নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, মাজিস্ট্রেট
উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির অস্বয়ং অমুপ-
স্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অমুপস্থিতি দিতে পারিবে।

১১৭ ধারা * ১১২ ধারামতে আসল ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত
কোন ব্যক্তিকে শুনার গেলে কি বুঝাইয়া দেওয়া
গেলে, কিম্বা ১১৪ ধারামতে সমন কি ডর রটে
আদালতে কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপ-
স্থিত কি আনীত হইলে মাজিস্ট্রেট যে সমস্ত অঙ্গুষ্ঠান কাগজ কনিয়াছেন
তাহার সমস্ত র অঙ্গুষ্ঠান এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হয়
তাহা লইতে প্রস্তুত হইবেন।

ইহ'র পর সমনের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট হই-
য়াছে, শাস্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অঙ্গুষ্ঠান,
যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, এবং ইহান পর ওয়ানটেব
মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে সমাচরণের জামিন
দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত অঙ্গুষ্ঠান, যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে
হইবে, বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই

এই ধারার কাগ্য পক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাশ ইহা সাধন
প্রসিক্টর সাক্ষ্যদার বা প্রকারণের প্রমাণ করা যাইতে পারিলে

১১৮ ধারা † যদি তদ্রূপ অঙ্গুষ্ঠান লইয়া প্রমাণ হয় যে শাস্তিভঙ্গ না
হইবার কিম্বা স্থলবিশেষে, সমাচরণ নক্ষা হইবার
জামিন দিবার আজ্ঞা। অন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অঙ্গুষ্ঠান লওয়া যায়
বথ্য তাহার জামিনমত কি জামিন দিয়া নিষ্পত্তি
লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক তবে মাজিস্ট্রেট তদ্রূপ আদেশ করিবেন।

* গৃহীত প্রমাণের মোম শুষ্ক নিবেচনা পাঠিত জামিন বা মুচলনা লওয়া ন অঙ্গুষ্ঠান করা
যাইতে পারেন না ১১ উঃ রিঃ ৫০ ১২ উঃ রিঃ ১০ ২০ উঃ রিঃ ১৮ ২১ উঃ রিঃ ১৭ ৬
২০ উঃ রিঃ ১৯ উক্ত পক্ষের অঃ উপস্থিত সমক্ষে মাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য করিতে ন পারেন।
২২ উঃ রিঃ ৭০ ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের অভিযুক্ত ব্যক্তি সেরা বনিদান সম্মান ১৮ উঃ রিঃ ২
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বারণ দশাইবার এবং মাগী উপস্থিত করিতে যথেষ্ট সময় প্রদত্ত
হইলে তাহার মাগী উপস্থিত অন্য বিচারস্থিত থাকিতে পারেন না। এবং প্রকৃষ্টে তাহার
তের সাহায্যে মাগী উপস্থিত করিতে হইলে তজ্জন্য মাগী দিনসময় পূরণ প্রার্থনা করা
উচিত। ২৩ উঃ রিঃ ৯। প্রমাণ উপস্থিত অন্য নোটিসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আবশ্যাবীয়
সময় দেওয়া উচিত ২০ উঃ রিঃ ১৮ তাহার অভিযোগানুসারে সমন বহির হয় তাহার
প্রতি প্রমাণের ভার। ১২ উঃ রিঃ ৬০

† এন ব্যক্তিকে শাস্তি ভঙ্গের কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অন্য ব্যক্তি হইতে
জামিন লওয়ার আদেশ করা সম্ভব ১৭ উঃ রিঃ ৫৪। এক সূচককার মাগী অতীত

কিন্তু প্রথমতঃ — ১১২ ধারামতে আদেশে যাঁহা নির্দিষ্ট থাকে, শুষ্কিত আকা-
রেন, কি তাঁহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাঁহা অপেক্ষা অধিক কালেন,
আমিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা কইবে না।

দ্বিতীয়তঃ — যে নিবন্ধন / লিখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমান অবস্থা বুঝিয়া সেই
নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধাৰ্য্য করিতে হইবে। উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়তঃ — যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অল্পমকান লওয়া যায় সেই ব্যক্তি বা বালক
হইলে, কেবল তাঁহার আমিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

১১৩ ধারা। ১১৭ ধারামতে অল্পমকান লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত
অল্পমকান লওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে শাস্তিভঙ্গ
না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে মদাচরণ করিবার
অভিযোগ কব মনোজ্ঞান এতপ প্রমাণ না হইলে

মাজিষ্ট্রেট নথীতে এই মতের কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অল্পমকানের
নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া
দিবেন অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাঁহাকে অভিযোগ হইতে
মুক্ত করিবেন।

গ — আমিন দিবার আজ্ঞার পর মর্দজ কার্য্যস্থানের বিধি।

১২০ ধারা। যে ব্যক্তি সম্পর্কে ১০৩ ধারা কি ১১৮ ধারামতে আমিন
দিবার আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা
যে সময়ের নিমিত্ত আনি
দিবার আদেশ দিয়া তাহার
আনন্দের কথা।
করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা
কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্তদণ্ডাধার গিয়া দ ফুরা-
ইলে উক্ত আমিন দিবার সময়ের আনন্ড হইবে।

স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবদি উক্ত সময়ের আনন্ড হইবে।

১২১ ধারা * উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাঁহাতে
শাস্তিভঙ্গ ২। করিবার কিম্বা মদাচরণ করিবার
নিবন্ধপত্রে যাঁহা যাঁহা
থাকিবে তাহার কথা
প্রতিজ্ঞা থাকিবে ; এবং শেষোক্ত স্থলে যে কোন
স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন, করা গেলে কি
করিবার উদ্যোগ হইলে কি মহায়ত্ন হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় মুচলকা লওয়া অন্যান্য ১৮ উঃ প্রঃ ৪৪ ১১০ ধারার টীকা
দেখ।

* শাস্তিভঙ্গের কার্য্য ন বরা সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র দেওয়ার পর শাস্তিভঙ্গের কোন কার্য্য

১২২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার আশ্রয় হয় মাজি-
স্ট্রেট তাকে অল্পমুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে
জামিন অগ্রাহ্য করিবার অস্বীকার করিতে পারিবেন অল্পমুক্ত বলিবার
কথ।
যেহু মাজিস্ট্রেট লিখিবক করিবেন।

১২৩ ধারা। কোন ব্যক্তি ১০০ নি ১২৮ মাতামতে জামিন দিতে আদিষ্ট
হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ান্তর হইবার
জামিন না দিলে মাজি-
স্ট্রেটের কথ।
তাহারিবে কি তৎপূর্বে জামিন না দিলে, পঞ্চাঙ্গি-
বিত্ত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে,
কিন্তু যে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিন্তু যে আদা-
লত ব মাজিস্ট্রেট জামিন দিবার আশ্রয় করেন সেই আদালতে ব মাজি-
স্ট্রেটের নিকট কিনা আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি যে স্বেচ্ছা থাকে সেই স্বেচ্ছায় অধ্য-
ক্ষতাবারপ্রাপ্ত কাগ্যকারকের নিকট ঐ সময় মধ্যমে জামিন না দেয়,
তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

মাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন
কার্যাবস্থানে কাগ্যপত্র
কন্স হইকে টে কি মেশ-
আদালতে অর্পণ করিতে হইবে
তাহার কথ।
জামিন দিতে না পারিলে
আদালতের আশ্রয়
অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিস্ট্রেট
প্রোগ্রামে মাজিস্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টের আশ্রয়
অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার আশ্রয় দিবেন, এবং উক্ত সময়ের
কাগ্যপত্র প্রবিধানমতে দ্বিতীয় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত
হইবে

ঐ আদালত কি কোর্ট হ দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সম্মান কি প্রমাণ
আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যত্নপূর্ণ উচিত বোধ করেন
সেই মোকদ্দমায় তত্পর আশ্রয় করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন
না দিলে যত (যদি কোর্ট) কামেন নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহ তিন
বৎসরের অধিক হইবে না।

করা হেতু দণ্ড প্রাপ্ত হইলেই যে নিবন্ধ পত্রের লিখিত টাকা আদায় হইবে এমত মহে
নিবন্ধপত্রের সর্ব ভদ্র অংশ টাকা আদায় করিতে হইলে পূরণ প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া
বিচার করিতে হইবে। ১৫ উ. নিঃ ৮৭

যে আকাবেল কারাদণ্ড
হইবে তাহার কথা ।

শাস্তিভঙ্গ না করিবার আগ্নেয় না দিলে যে
কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে ।

সদাচরণ করিবার আগ্নেয় না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা আদ্য লভের
কি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে

১২৪ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাহার পূর্বপদধারী
কিম্বা তাহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে
আগ্নেয় না দেওয়া লগুত
যাহারা বারাদণ্ড হয় তাহা- এই অধ্যায়গত সদাচরণের আগ্নেয় না দেওয়া
দিগকে ছাড়িয়া দিতে পারি- প্রযুক্ত যে ব্যক্তিরে বারাদণ্ড করা যায় সেই
বর কথা ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকেরে কিম্বা

অন্য কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ সম্ভাবনা নাই, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা
কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া
দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

এই অধ্যায়গত আগ্নেয় না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদা-
লতের কি হাইকোর্টের আজ্ঞাক্রমে কারাদণ্ড করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির
স্থানে উক্ত আগ্নেয় না লইয়াও তাহাকে নিষ্কিন্ধে মুক্ত করা যাইতে পারে
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ
করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা হাইকোর্টের আদেশ পাইবার
অন্য অগোচরে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট
উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

১২৫ ধারা । জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ
দেখিলে তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চ-
তর নহে জিলার একরূপ কোন আদালতের আজ্ঞা-
ক্রমে এই অধ্যায়গত শাস্তিভঙ্গ না করিবার যে
কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা অক-
র্মণ্য করিতে পারিবেন

১২৬ ধারা । কোন ব্যক্তির শাস্ত থাকা কি সদাচরণের আগ্নেয় কোন
সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার
মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম
শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাহার বিচারাদীন
আগ্নেয়কে ছাড়িয়া দিবর
কথা ।

স্বাভাবিক মতো এই অধ্যায়মতে সম্পাদিত কোন নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

করিলে যে ব্যক্তি নিমিত্ত ঐ জামিন প্রাপ্তক আছেন ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন নিবেচনামতে ডাকার উদ্ধিষ্ট হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনা হইবার আজ্ঞাদেয় মনন নিঃশ্রয়ানট দিবেন।

এই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উদ্ধিষ্ট হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া এই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন মদুশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন তদুপ প্রত্যেক আর্ড ১২১ ও ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ধারার কার্য পক্ষে ১০৬ ধারামত কিম্বা স্থগতিশেষে ১১৮ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতা বিষয়ক বিধি।

১২৭ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্মকর্তার আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার যথার্থ।
যাতি যোগে হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন তদনুসারে ঐ জনতার লোকেদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্তব্য

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্তে।

১২৮ ধারা উক্ত প্রকারের জনতা তদুপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদুপ আজ্ঞা না পাইলেও জনতা ভঙ্গ করিবার অন্য সামান্য বলপ্রয়োগের কথা
একরূপে কার্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এ প্রকার সঙ্গত দেখায়, তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক অন্য বাহিরেই হউক বলপূর্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে, জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত

অন্যতম অঙ্গগত লোকদিগকে মরিয়া নানিমান অন্যো তিনি ক্রীতমতী মহারানীর টেনামলেব আদ্য নি টেনমিক কিয়া ভারতবর্ষীয় বলাটীয়ন বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে নাম লিখান বলাটীয়ন ভিন্ন কোন পুরুষেরে মাঠায়া কনিমান আদ্য দিতে পারিবেন।

১২৯ ধারা । উক্ত অন্তঃস্থ কবিয়া উক্ত অঙ্গগত লোকদিগকে অন্য কার্যে পুরুষেরে না হইতে না পারিলে ও মাঠায়া-রেন লিখাপদের অন্যো এই অন্তঃস্থ কবিয়া কবিয়া থাকিবে, অর্থাৎ উক্ত লোকেরা যে মাঠায়ে টে উপস্থিত থাকেন তিনি টেনাম-দলের দ্বারা এই অন্তঃস্থ কবিয়া হইতে পারিবেন।

১৩০ ধারা । কোন মাঠায়ে টে টেনামদল দ্বারা অন্তঃস্থ কবিতে স্থিত করিলে তিনি লং নিমতী মহারানীর টেনামলেব অন্তঃস্থ কবিয়া নিমিত্ত মাঠায়ে টে । অর্থাৎ ১৩০ ধারায় বা মনো-আদ্য লোক অন্তঃস্থ কবিয়া হইলে টেনামদল দ্বারা কিয়া ভাষা ভারতবর্ষীয় বলাটীয়ন বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে নাম লিখান বলাটীয়ন দলের কোন অধ্যক্ষকে সেই অন্তঃস্থ টেনামদল দ্বারা উক্ত কবিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিংবা উক্ত অঙ্গগত লোকের মাঠায়ে টে বনিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদ্য মেন কিয়া অন্তঃস্থ কবিয়া অন্তঃস্থ কবিয়া আদ্য মেন-মত দণ্ড দিবার অন্য মাঠায়ে টে মরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, উক্ত অধ্যক্ষকে মরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

সেনাপতির কর্তব্য । যে আদ্য লোক নিমিত্ত টেনামদলে যত্ন করা উচিত ও উক্ত উক্ত আদেশ আদেশ পালন করেন ; কিন্তু অন্তঃস্থ কবিয়ার এত উক্ত ব্যক্তিদিগকে মরিয়া আটক করিয়া রাখিবার অন্যো যত অন্তঃস্থ আদেশ ও ব্যক্তির কি মন হইল যত অন্তঃস্থ দানি করা যত হয় উক্ত কবিয়া না।

১৩১ ধারা । উক্তরূপ কোন অন্তঃস্থ দ্বারা আদ্য মাঠায়ে টে মরিয়া লিখাপদের নিমিত্ত কবিয়া হইলে ও কোন মাঠায়ে টে মরিয়া লিখাপদের পঠনাদি হইতে না পারিলে, ক্রীতমতী মহারানীর টেনামলেব মনো-আদ্য কোন সেনাপতি মাঠায়ে টেনামদল বলাদ্বারা উক্ত লোক অন্তঃস্থ কবিয়া দিতে পারিবেন ; কিংবা অন্তঃস্থ কবিয়ার অন্য অথবা উক্ত অধ্যক্ষকে

আইনগত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তগত যে কোন ব্যক্তিদ্বিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন কিন্তু এই ধারামতে কর্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিস্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন ; এবং উক্ত কর্ম করিতে থাকিবেন কি না এ বিষয়ে তদবধি ঐ মাজিস্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন ।

১৩২ ধারা । কোন মাজিস্ট্রেট কি সেনা^৩ তি কি পোলীসের কর্মকারক

এই অধ্যায়মতে বর্ণন
হইলে অভিযোগ^৪ ১১ হইবার
বধ
কি সিপাহী কি বলাটিয়ার এই অধ্যায়মতে যে কর্ম
করেন তদ্বৎসুক মজিস্তাধিষ্ঠিত ক্রীমুত গবর্নর সেন-
বল সাহাবের আনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন

কোর্সদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ; এবং

(ক) কোন মাজিস্ট্রেট কি পোলীসের কর্মকারক এই অধ্যায়মতে সরল-
মানে কার্য্য করিলে, ও

(খ) কোন কর্মকারক ১৩১ ধারামতে সরলমানে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ কি ১২০ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া
সরলমানে কোন কার্য্য করিলে ও

(ঘ) কোন অদন্তন কর্মচারী কি মাগানা টেনিক কি বলাটিয়ার টেনার
সংক্রান্ত আইন অঙ্গানে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন
করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাঁহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা
যাইবে না।

১০ দশম অধ্যায় ।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি

১৩৩ ধারা । সাধারণ যাহা আইনগতে ব্যবহার করিতে পারে এমন

কোন পথ কি নদী কি খাল হইতে কিম্বা সাধারণ-
অনিষ্টজনক বিষয় স্থান-
স্থল করিতে নিষেধাজ্ঞা
করিবার বধ ।
গেই কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা কি অনিষ্ট-
জনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন

এই ধারায় লিখিত কার্য্য বিচার যুক্তি কার্য্য স্কটল্যান্ড হাইকোর্ট দ্বারা সংশোধন হইতে
পারে ১৮ উঃ বিঃ ৪১ । কোন বৈশ্যায়ী পীত ব্যবসা করা হেতু তাহাকে তাহার বাসস্থান

ব্যবসায় কি কর্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্য জব্য তাবা সাধারণের সাহোদর
কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিষয়জনক হওয়া প্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি
নিষেধ করা,

কিম্বা কোন গৃহ নিষ্কাশন কিম্বা কোন জব্য লইয়া যেরূপ কার্য করা যায়
তদ্বারা গৃহাদির দাহ কি শব্দ কঠিন্য অগ্নিমা উঠা সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা
নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত ;

কিম্বা কোন গৃহাদির অগ্নিবস্থা প্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও
তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম করে তাহাদের বা নিকট গমন-
শীল লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত
বা সংরক্ষণ করা আবশ্যিক,

কিম্বা পূর্বোক্তপাথেন কি সাধারণের স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ
কি গর্ত দ্বারা সাধারণের নিকট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া
রাখা উচিত, জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা
তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট
রিপোর্ট কি অন্য সম্মান পাইয়া ও তদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত
বোধ করেন তদ্রূপ সাক্ষ্য লইয়া এসকল বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ
ব্যবসায় কি কর্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যজব্য রাখে, কিম্বা ঐ ঘর

হইতে বহিস্কৃত করা যাইতে পারে না। ২৪ উঃ নিঃ ৬৮ সাধারণের পথ দ্বারা হইলে
মাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ২২ উঃ নিঃ ১৯। ১৪ উঃ নিঃ ৬৭ হঃ অঃ
নিঃ ৫ কলী ৮৭০ সাধারণের চলাচলের পথ কিম্বা স্থানে অনিষ্টজনক দাবা না হইলে
এই দ্বারা বাসহীন হইতে পারে না। ২০ উঃ নিঃ ৭২। অনিষ্টজনক কার্য নিবা-
রণের আদেশ করা ব্যতীত পুষ্করিণী পুনঃ খনন করার আদেশ করা যাইতে পারে
না। ১০ উঃ নিঃ ৫১। অপর পক্ষের আগতি অবন না করিয়া এই দ্বারার আদেশ
করা অর্থাৎ ১০ উঃ নিঃ ২৭। কোন কার্য প্রথমতঃ অনিষ্টজনক না হইলেও পরে হইতে
পারে অতঃপর বহুকাল বাধে তাহা চলিয়াছে বলিয়া তাহা রহিতের দাব হইতে পারে
না। ১৬ উঃ নিঃ ৬।

অনিষ্টজনক কোন কার্য নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেট নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করার পর কেহ
ঐ কার্য করিলে পোলীস ওয়ারেন্ট ব্যতীত তাহাকে ধৃত করিতে পারে পোঃ গঃ মঃ

কি জব্দ কি পুষ্কিনী কি কুপ কি গর্ভ যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে
কি কাড়ের থাকে, তাহর নামে তিনি নিয়মামীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই
জাজ্ঞাতে সমস্ত নিদিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সমস্ত সমস্ত

ঐ বাহা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিন্মা স্থল বিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কাম্য রহিত কি স্থানান্তর করিতে,

কিন্মা ঐ মাল বা নিম্নোক্ত স্থানান্তর করিতে,

কিন্মা ঐ গৃহাদি নির্মাণ নিবারণ কি কাম্য করিতে,

কি তাহা স্থানান্তর কি মেসাজত কি সংশোধন করিতে,

কি অব্যাহত নিয়মান্তর করিতে,

কি ঐ পুষ্কিনী কি কুপ কি গর্ভ ধেনিয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নিদিষ্ট সমস্ত ও স্থানে আগত কিম্বা প্রথম কি
দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য যাজ্ঞিতে টের গম্মথে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাৎলিখিত
প্রকারে বহিত কি পরিবর্তিত করিবান প্রার্থনা বিনিতে হইবার আদেশ
দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন যাজ্ঞিতে বর্জক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা
যায় তাহা কোন দেওয়ানী আদালত বা প্রাচ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—‘সামান্যের স্থান’ এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী
কনিয়ার জমী বা প্রান্তের কিম্বা আয়োদের অন্য যে ভূমি থানি তাহা যাম
এমত ভূমিও বুঝাইবে।

১৩৪ ধারা। উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় সে
আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞান প্রকারে এই জাহানে সমস্ত জ্ঞানী করিবার বিধান
পত্র দিবার কথা।
আছে সেই একানে তাহাকেই দেওয়া যাইতে
পারিলে দেওয়া যাইবে।

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারী করা অসম্ভব দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া
সেই আজ্ঞার নোটস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় চব্বসমেট আজ্ঞাজামে যে
প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও
সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পাইবার দ্বারাতে প্রমাণ হয় এই
মত কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল জায়াইয়া দেওয়া
যাইবে।

১৩৫ ধারা। * যে ব্যক্তি র নামে এই আজ্ঞা দেওয়া যায় (ক) এই আজ্ঞার

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার এই আজ্ঞামত কার্য
কারণ হইবে,

যাহা এই আজ্ঞা করা যায়
তাহার এই আজ্ঞা মান
কিয়া নাকি মানা হয় তা
পরিদর্শন করিয়া দেখা
যায় কথা

(খ) ও যখন এই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বি-
ষয়ে কার্য দল হইতে হইবে অথবা এই আজ্ঞা
মুদি মত এই উপায় ন কি না এই বিষয় বিচার কর-

ণার্থে জুটি (অথবা পক্ষীয়) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয় এই ব্যক্তি উক্ত
মাজিস্ট্রেটের নিকট এই মতো কার্যনা করিতে পারিবে।

১৩৬ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত এই কার্য না করিলে

কিন্তু উপস্থিত হইয়া কার্য না দর্শাইলে অথবা

তদ্রূপ না করিবার ক্ষেত্রে
কথ

পক্ষীয় নিযুক্ত হইবার আর্থনা না করিলে, তাহা-
তমের দণ্ড নিম্নে

যদি ১৩৬ ধারার আদেশের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষ-

য়ের যে দণ্ড নির্দিষ্ট আছে এই ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে; এবং এই
আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

১৩৭ ধারা। এই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ

কা দর্শাইলে উপস্থিত দর্শাইবে মাজিস্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লই-
হইলে কার্যনা করিবে।

এই আজ্ঞা মুক্তিমত এই উপায় হইতে মাজিস্ট্রেটের দণ্ডের একরূপ অস্বাভাবিক
জন্মিলে, তদ্বিষয়ের কার্য কোন কার্য গ্রহণ করা হইবে না।

মাজিস্ট্রেট হইলে তদ্রূপ অস্বাভাবিক না জন্মিলে এই আজ্ঞা চূড়ান্ত করা
হইবে।

* পক্ষীয় নিযুক্ত করণের আর্থনা ব্রিটিশ ও ভারতীয় এই জমির অন্য দেওয়ানী নালিশ করি-
বার ক্ষমতা। ইং ১৯১৩ সালের ২০ নং আইন

† সমস্তাধীনে আর্থিক ক্ষতিসাধন করিলে মাজিস্ট্রেট, তাহা প্রমাণ করিতে ও তৎসময়ে প্রমাণ
গ্রহণ করিতে পারিবে। ১০ উঃ নিঃ ২৭। কোন মাজিস্ট্রেট কারণ দর্শাইবার জন্য উপস্থিত হইলে
মাজিস্ট্রেট তাহার প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারিবে ৮ ধঃ নিঃ ৪৩।

১৩৮ ধারা * মালিষ্ট্রেট ১৩৫ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের আদেশ
পাঠ্যে,

পঞ্চায়ত বাড়া করা (ক) অধীনে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন সেই
গেলে কাগজপত্রের কথা পঞ্চায়তে পাঠের অনুরূপ নিয়ম-সংখ্যক ব্যক্তি
থাকিবেন। মালিষ্ট্রেট ও পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও অন্যান্য লোকের
অর্ধাংশ মনোনীত করিবেন, অন্য অর্ধাংশ পার্শ্বক মনোনীত করিবেন।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন মালিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান
ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বারদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত
হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন, ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাহারের মত প্রকাশ করিতে হইবে সেই সময়
ধারণ করিবেন

১৩৯ ধারা। পঞ্চায়ত কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বার যদি মালিষ্ট্রেটের
প্রথম অথবা দ্বিতীয় ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন
কিম্বা তাহা পরিবর্তিত হওয়া উচিত বোধ করিলে
যদি মালিষ্ট্রেট সেই মত প্রকাশ করেন তবে মালি-
ষ্ট্রেট কোনকণ পরিবর্তন করা গেলে তাহা মানিয়া
ঐ আদেশ চূড়ান্ত করিবেন

স্থলাঙ্করে, আন কে ন কার্গ্যাক্ষরান বন্য যাইবে না।

* মোটিম দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত না কার্গ্য অন্য প্রকারের মোকদ্দম নিষ্পত্তি করা
যাইতে পারে না। ২ কঃ সঃ নিঃ ৫০৮। এক জন পক্ষ ১৭ অনুপস্থিত থাকিলে প্রধান ব্যক্তি
অন্যকে তৎপরিবর্তে নিযুক্ত করিতে অপারগ। ১০ কঃ সঃ নিঃ ১৮৩ পক্ষ দুই এই মত
বিচার করিলে যে মালিষ্ট্রেটের দ্বারা উপস্থিত কি না ও দাবীকৃত স্থানে রাখার অর্থ আছে কি
না। ২১ উঃ নিঃ ১৪ মালিষ্ট্রেট তাহার খীয় বিবেচনামুতাবে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন বন্য
পক্ষের প্রয়োজ্যমুতাবে করিলে তাহা উচিত। ২১ উঃ নিঃ ৪৩ পঞ্চায়ত ও তাহার
সাধারণকে পঞ্চায়ত নিযুক্ত বর অনেক। ২২ উঃ নিঃ ৪ পঞ্চায়ত নিমিত্ত সময় মধ্যে
রিপোর্ট না দেওয়া বলিয়া নুতন পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইতে পারে না। ২১ উঃ নিঃ ৫৪। নিদেশ
কারণ থাকিলে মালিষ্ট্রেট, পঞ্চায়তের অভিমত রহিত করিতে পারেন। ২৩ উঃ নিঃ ১৫
পঞ্চায়তঃ খীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে কার্য না করিলে তাহা রহিত হইবে। ২৫ উঃ
নিঃ ৪ পঞ্চায়তের অভিমত অপরিহার্য থাকিলে মালিষ্ট্রেট তাহা পরিহার করিয়া লইতে
পারেন। ১২ উঃ নিঃ ২৮

*

১৪০ ধারা। ১৩৭ কি ১৩৭ কি ১৩৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত
করা গেলে, বাহ্যিক বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল
আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে যা জজিষ্ট্রেট গেছে বাজিষ্ট্রেট ইহার নোটিশ দিবে
কার্যে গালীর বর্ণা। এবং নোটিশের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ
আজ্ঞামত কার্য কবিত্তে আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা
অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার
দণ্ড হইতে পারিবে।

নির্দিষ্ট সময় মধ্যে উক্ত কার্য করা না গেলে বাজিষ্ট্রেট ঐ কার্য
কবিত্তে পারিবেন ও তাহার আজ্ঞাক্রমে যে ঘর
আজ্ঞা অমান্য করা গেলে তা মালিকি অথবা সম্পত্তি স্বত্ত্ব না হইত করা যায়
কমের বর্ণা। তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ণোক্ত ব্যক্তির
অস্থাবর যে সম্পত্তি তাহার বিচারামীন স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে
তাহা জেক ও লিকার করিয়া ঐ কার্য কবিত্তার পরে তাহা আদায় কবিত্তে
পারিবেন ঐ সম্পত্তি তাহার বিচারামীন স্থানের বাহিরে থাকিলে, যে
বাজিষ্ট্রেটের বিচারামীন স্থানে ঐ দ্রব্য জেক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞা-
পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা জেক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে
এই মন্তব্য অঙ্গমতি থাকিবে।

এই ধারাবলে মতলমুনে যে কোন কিয়দ করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন
মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪১ ধারা। আর্থিক যদি উচ্ছিন্ন করিয়া কি আকাতান্তরে পক্ষান্তরে
নিগূহ হওয়া নিগারণ করে, কিম্বা যে পক্ষান্ত
পক্ষান্ত নিগূহ না করা
গেলে কি তাহারা ২৩ আদায়
না করিলে, কার্যগালীর
কথা। সময়ের মধ্যে কিম্বা বাজিষ্ট্রেট শ্রীম বিবেচনামতে
তার যে সময় দেন তৎসম্বন্ধে আপনাদেয় মীমাংসা
না দেন, তবে বাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন কবিত্তে পারিবেন।
সেই আজ্ঞা ১৪০ ধারার বিধানমতে অবল করা যাইবে।

১৪২ ধারা। সাধারণ লোকের আগম মঞ্চ ও গুরুতর হানি নিবা-
রনের জন্য অগোচ্রে কোন কার্য করা আবশ্যিক,
অঙ্গমত কার্য চলা
কালে আজ্ঞার বর্ণা। যে বাজিষ্ট্রেট ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন তাহার

এইরূপ নিয়মচর্চা হইলে প্রকায়ক নিয়মক করিতে চেষ্টা না নিযুক্ত করা
গেলে বা ন ৫০৫ ও ৫১ মতে কি হানি না চেষ্টা করিলেও কি তিনি-
বাবগার্থে নিয়মসূচক মতের আজ্ঞা করা গাণশা ৫০৫ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫
দেওয়া গেল তাহাকে মাল্লিষ্টেট নিয়মসূচক ৫০৫ ৫১ আজ্ঞা দিতে পারিবে ন

সেই আজ্ঞাক্রমে যে মতের কথ্য করা গাণশাক যদি উক্ত ৫০৫
কালেই তাহা না করে, তবে ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ নিমিত্তে বিধা ৫১ হানি
নিবারণার্থে যে বার্ষিক আনশাক হয় মাল্লিষ্টেট আগনি ৫০৫ বহির্ভূত কি
করাইবেন

এই মাত্রাক্রমে মাল্লিষ্টেট মনঃ মনে যে কোন কার্য্য করবেন তৎসমক্ষে
কোন যে লক্ষ্য হইতে পারিবে না

১৪৩ ধারা ভাষ্করনীয় মতনিমিত্তে বিধা কোন বিশেষ কি স্থানীয়

আইনে মামলার অন্তর্ভুক্তকরণের যে বিধি
মাল্লিষ্টেটের আনশাক ৫০৫ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫
না চান ন বার্ষিক ৫০৫ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫
মাল্লিষ্টেটের আনশাক ৫০৫ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫

জিলান মাল্লিষ্টেট মাহের কিয় মতকুমার মাল্লি-
ষ্টেট মাহের কিয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কি জিলান মাল্লিষ্টেট হইতে বিশেষভাবে
ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মাল্লিষ্টেট তাহাকে প্রমত্ত নিয়ম করিতে পারিবেন

১১ একাদশ অধ্যায় ।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা নিয়মক বিধি ।

১৪৪ ধারা * জিলান মাল্লিষ্টেটের কি মতকুমার মাল্লিষ্টেটের কি

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কি জিলান মাল্লিষ্টেট হইতে
আইন মাত্রাক্রমে কথ্য করিতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত
অন্য কোন মাল্লিষ্টেটের মতে যে স্থলে আপ-
দেন আদৌ নিবারণ বা প্রায় প্রতিবিধান করা
ভারতীয়,

* হাদাশা নিবারণার্থে কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে হাট না করা মতকুমার মাল্লিষ্টেট
আদেশ করিতে পারেন । ১৮ উঃ বিঃ ৪ । হাটের স্থান পরিবর্তন করার মতকুমার

কে ন হাট হইতে খাজানা আদায় না করা সযক্কে এই খাতারূপান্তে লুপ্ত হইতে পারে
না ২৩ উঃ তিঃ ৫১।

ব্যক্তিকে কোন কর্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্তব্যধীন কোন জবাবদি কোন নিয়মমতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

* অন্যান্যক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় তাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমনত স্থলে কেবল এক পক্ষের কপা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে 'অজ্ঞা' লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোক কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে স + রণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা তাহার অধীন কোন মাজিস্ট্রেট বা তাঁহার পূর্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা সহিত কি পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

লোকের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা অধুনাতর হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাওয়া কি হান্সা হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার কারিগর অবধি হই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি

১৪৫ ধারা। * জিলার মাজিস্ট্রেট য হেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কি

ভূমাদিবিষয়ক কোন বি-
বাদে শান্তিভঙ্গ্য সম্ভাবনা
হইলে কার্য প্রণালীঃ বর্ণা

প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট আপন বিচারাবধীন স্থানের

অন্তর্গত কোন ইম্মিউনাইজড স্থাবর সম্পত্তি কি

তাহার মীমাংসায় বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত

শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট

কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা প্রদোষমতে জানিলে, আপন প্রদোষমতে

* নিয়োগকারী পক্ষগণের উপস্থিত হইবার প্রত্যক্ষী, উক্ত স্থানবাসী অধিদায়ের ৩ মাস কার্যকারকের প্রতি জারী করিলে যথেষ্ট হইবে না ১৭ উঃ নিঃ ৮। বিবাদীয় সম্পত্তির মূল্য শরীককে নোটিস দেওয়া অনাবশ্যক। তাহার বিবাদে লিপ্ত থাকে তাহার বিরুদ্ধে দিতে হইবে। ১৮ উঃ নিঃ ৫৪। সাধারণ এস্তাহার না দিয়া লোকের নাম উল্লেখ করিয়া

তদুপ জ্ঞান থাকার হেতু নবকারী লিপিমা কী বিবাদে সাহারা লিখা থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনাত আদালতে নিরুপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া কী বিনাদীয়া ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন২ দাওয়ার বৃত্তান্ত লিপিমা অর্পণ করিতে আসা করিবেন।

মোটম দিতে হইবে। ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৬৫০। এমাঃ ব্যক্তিগত স্থানীয় তদন্ত ও পক্ষ-
গণের বর্ণনাত প্রতি নির্ভর করিয়া দণ্ড মীমাংসা করা অটোম ১৬ উঃ রিঃ ১৩ ৩ বঃ লঃ
রিঃ ১৩৪। যে এমাঃ গ্রহণ করা হয় তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া দণ্ড সাব্যস্ত করিতে হইবে
৩ কঃ লঃ বিঃ ১৩৪। স্থানীয় তদন্ত দ্বারা কেবল মাত্র বিনাদীয়া ভূমির আবস্থা দৃষ্টি করিতে পারে।
৩ কঃ লঃ রিঃ ১৩৪। শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যে এমালীতে
আদেশ লিখিতে হইবে তাহার বিধান। ১১ উঃ রিঃ ১০। শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকা সময়ে
নবকারী লিপিমা না করিয়া দণ্ডের বিচার করা অটোম। ৯ উঃ রিঃ ৩৪। ৩ বঃ লঃ রিঃ
৭৬। শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে এই ধারানুসারে কার্য্য হইতে পারে। ২৪ উঃ রিঃ
৩৭। ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৬৫০ ৩ কঃ লঃ রিঃ ৪৮৩ ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৮৩৫

১৮৭৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে দণ্ডের তদন্ত এই ধারানুসারে রহিত হইতে পারে না।
ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৮৩৫। বর্তমান সময়ে শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকিলে তদন্তে
কোন সময়ে শাস্তিভঙ্গ ঘটনা হইতে পারে বলিয়া এই ধারানুসারে কার্য্য হইবে না। ১ বঃ
লঃ রিঃ ৩৫২ ইঃ লঃ রিঃ ৭ কলি ৩৮৫। এমালী সম্পত্তি সম্বন্ধে অংশীদারগণের মধ্যে
বিরোধ থাকিলে এই ধারানুসারে কার্য্য চলিতে পারে না। ১৭ উঃ রিঃ ৩৩ ১৮ উঃ রিঃ ৩৬
২৫ উঃ রিঃ ২। ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ৫৭৩। নিজ পক্ষগণ এমালী সম্পত্তি স্বীকার না করিলে
এই ধারানুসারে কার্য্য চলিতে পারে। ২৫ উঃ রিঃ ১৬। বিরোধ আরম্ভের সময় বিনাদীয়া
ভূমি কোন্ ব্যক্তির দখল ছিল তাহাই মাল এই ধারানুসারে বিচার্য্য। মাজিষ্ট্রেটের চূড়ান্ত
হুকুমের সময় কাহার দখল তাহা দেখা অনাবশ্যক। ২০ উঃ রিঃ ৫১ ২১ উঃ রিঃ ২। ২৪ উঃ
রিঃ ৭৩ ১ কঃ লঃ রিঃ ১৩৩। বিরোধের পূর্বে বোন, পক্ষের দখল ছিল তাহা দৃষ্টি করিতে
হইবে ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৪১৭। "প্রকৃত দণ্ড" এই নাম দ্বারা কর্মচারী দ্বারা দখল ও
ভূমির আবাদকারী প্রাপ্ত হইতে পারেন। প্রাপ্ত দখল থাকা বুঝিতে হইবে ১৮ উঃ
রিঃ ১১। ২১ উঃ রিঃ ৫৫। ২৫ উঃ রিঃ ১৮ ৫ কঃ লঃ রিঃ ২৮৭। বিস্তীর্ণভূমি খণ্ড সম্বন্ধে
মোকদ্দমা হইলে তাহার পৃথক ২ অংশ কোন্ পক্ষের দখল তাহা সাব্যস্ত করিতে হইবে।
২১ উঃ রিঃ ৫৫। ক ও খ নামক দুই গ্রামের লোক মধ্যে ১০০ বঙ্গ অমী সম্বন্ধে এই ধারানু-
সারে মোকদ্দমা হয়। মাজিষ্ট্রেট তদন্তে ১২ বঙ্গ অমী সম্বন্ধে এমাঃ গ্রহণ করিয়া ১০০ বঙ্গ অমী
খ গ্রামবাসীদের দখলে থাকা আদেশ করেন ১০০ বঙ্গ অমী অবহরণ অবস্থা থাকায়
এ হুকুম বৈধ। ১০ কঃ লঃ রিঃ ৫২৩। মধ্যবর্তী প্রজা হইতে থাকা প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে

উক্ত মাল্টিপ্লেট দখল করিবার পক্ষ বিষয়ে কোন ব্যক্তি দাওয়ার দোষ
 উত্তর আতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত
 মগলে থাকিবার সম্ভবতা-
 নের কথা ।
 বুঝা শু পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা
 শুনিবেন, তাঁহারা যে মাল্টিপ্লেট উপস্থিত করেন তাহা
 গ্রহণ করিবেন, ই মাৎক্যর বলাবত্তা বিবেচনা করিবেন আর মগল লওয়া
 আবশ্যক বোধ হইলে তাহা জইবেন ও তদন্তের বিবাদী বিষয় কোন
 পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার
 নিশ্চয় করিবেন ।

বিবাদী সম্মতি এই পক্ষের দখলে আছে ই মাৎক্যর একমুখিত
 করিলে, আইনের নিয়মিত মানামতে সেই
 যে পক্ষের দখলে থাকে
 যাবৎ আইনমতে বেনথল
 না হয় তাহা। মগল থাকি-
 বার কথা ।
 ব্যক্তি-কে যতকাল বেনথল না করা যায়, তত-
 কাল এই বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল
 তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমনত আজ্ঞা
 করিবেন ।

যে কোন পক্ষের আতি উক্তকপে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, এই দ্বারা
 কোন কথায় তাঁহান পূর্বেই বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা
 হইবে না ; এবং অন্য পক্ষের মাৎক্যর উক্ত আজ্ঞা নহিত করিয়া উৎস-
 ক্রান্ত অন্য না সমুদয় কার্য্যারূপে স্থগিত করিবেন

এই জমীদারীর মধ্যে বিরোধ থাকিলে এই ধারারূপে বিচার চলিবে না । ইঃ জঃ রিঃ ৩
 কলি ৩২০ । যাটওয়ার কার্যে পক্ষকে অগুন যে মগল দেয় তাহা এই দ্বারা নিশ্চিত দখল
 গণ্য নহে । ইঃ জঃ রিঃ ৪ কলি ৩৭৮ এক পক্ষের দখল মাল্যস্ত করিয়া অন্য পক্ষকে জুগি
 আদায় করিবে । অসুবিধা দেওয়া আইন । ১ কঃ জঃ রিঃ ১৩৬ । ১৮ উঃ রিঃ ২৭ । ১৮৮০
 মালের ২৭ আইনানুসারে মাটিকিবেট অসুবিধা মৃত ব্যক্তির ছেটের দেয়া ও পাওনা
 আদায় হইতে পারে কিন্তু এই দ্বারা মোকদ্দমায় তাহা দখলের প্রমাণ গণ্য হইবে না ।
 ১৮ উঃ রিঃ ৩৪ । এই দ্বারা মোকদ্দমায় মগল সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে । অতঃপর বিচার
 করা অনাবশ্যক । ইঃ জঃ রিঃ ৭ কলি ৪৬ । বিবাদী জুগি সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের
 ডিক্রি থাকিলে ও ডিক্রির পক্ষগণ মধ্যে এই ধারারূপে মোকদ্দমা স্থগিত হইতে পারে
 না । ১৬ উঃ রিঃ ২৪ । ২৪ উঃ রিঃ ১১ । ৫ কঃ জঃ রিঃ ২০০ । ৬ কঃ জঃ রিঃ ২০৬
 ৭ কঃ জঃ রিঃ ৫১০

১৪৬ ধারা ১* বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তির মতো কাহারও

দখলে নাই ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধা করিলে

বিবাদীয় বিষয় ১৭ ক নিম্ন কাহ ন দখলে আছে সেই কথা অধোদমতে
কবিরাজ ৭২ ৩১ ৭৭

নিম্নচয় বরিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তির অধিকার

কিন্তু ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত
ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি ন করা যায় ততকাল তিনি ঐ
বিষয় ফোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৪৭ ধারা ১। কে ন হইলিঃ গাছা স্থাবর সম্পত্তির মতো কি উপরে কোন

ন বা করিবান কি তাহা বাবৎ করিবান স্বত্ব লইয়া

অচ্ছন্ন ভোগস্বত্ব প্রাপ্তি পূর্ব বিচারামীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে
বিষয়ের বিবাদের বথ।

শান্তিভঙ্গ হইবান সম্ভাবনা, ঐকণ কোন মাজিষ্ট্রেট

অধোদমতে এই কথা আনিবে, ইহান অল্পমতান লইতে পারিবেন ও যে
ব্যক্তি সেই কাণ্ডে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবান দাওয়া করে, সে
সেই কার্য নিবারণ করিতে কি, স্থল বিশেষে, তাহ করিতে পড়বান উপ-
যুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইকণ নিষ্পত্তি যতকাল ন হয় তত-
কাল ঐ স্বত্ব কাহারও তাহে যথিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবেব বোধ হইলে ঐ
মাজিষ্ট্রেট উক্ত কাণ্ড বরিতে অল্পমতি দিতে কিনা স্থলবিশেষে তাহা না
করিবার আজ্ঞা বরিতে পারিবেন

* কোন করিবান পূর্কি * স্থিতকমে ১ মন্ত্র না এতদাল মতমে অমাণ লওয়া আমদায়।
১৮ উঃ রিঃ ৪। নিবোধকারিঃ মনে নিাদী। মন্ত্র ও বোন্, ৭ মন্ত্রা মন্ত্র তাহা নির্ণয়
করিতে অক্ষম হইলে যদি জুদীর পাত্রে মতমে দাবী বরে ও তাহা ম বাস্ত হয় তবে জোক
করা অবৈধ। ২৪ উঃ রিঃ ৪০। কোন সম্পত্তি মতমে এত বান জোক রহিত হইলে পুনরায়
মুতন মোকদ্দমা স্থাপন ন কারমা তাহা জোক হইতে পারেন। ২৫ উঃ রিঃ ৬৮। অমাণ
এখনো বিবাদীয় সম্পত্তি কোন, পক্ষের দখল তাহা মাজিষ্ট্রেট নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলে
এই ধারামুসারে জোক হইতে পারে বক্ত ও মা এহ ন করিয়া ঐ জুদী দেওয়া
অবৈধ। ১ কঃ জঃ রিঃ ৮৬। ৭ পক্ষের দাবীত ও মাংস মোমতন বিবোচনা না করিয়া
মাজিষ্ট্রেটের মতমে মূল জোক হইতে পারেন ১ কঃ জঃ রিঃ ২৩।

† সাধারণের চলাচলের রাস্তা কি না তাহা এই ধারামুসারে বিচার করিতে হইবে। ইঃ জঃ
রিঃ ৫ কলি ৮৭৫। সাধারণের চলাচলের রাস্তা না হইলে তাহা মুক্ত হইবার স্বত্ব হইতে
পারেন না ইঃ জঃ রিঃ ৫ কলি ১৯২।

কিন্তু যদি উক্ত কার্য করিবার অধিকারমতে বার মাসই কার্য হইতে পারে, তবে সেই অধিকারমতের অমুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারমতে কার্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কাল-বিদেশে অধিকারমতে কার্য হইয়া থাকে তবে নালিশ হইবার পূর্বে সেই কালে ঐ অধিকারমতে কার্য না হইলে, মাজিস্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য করিবার অমুখতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবে না ।

১৪৮ ধারা ১৯ এই অধ্যায়ের কার্য পক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যিক হইলে, কোন জিলায় কি মহকুমায় মাজিস্ট্রেট স্থানীয় তদন্ত হইবার আপনার অধীন কোন মাজিস্ট্রেটকে ঐ তদন্ত করা লইবার অন্য পাঠাইতে পারিবে, ও তাঁহার কার্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্য যৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সম্বন্ধ হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবে ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিনা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবে।

যে ব্যক্তিকে ঐরূপে পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সামান্য স্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

এই অধ্যায়মত কার্যামুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাফীর বা উকীলের ফী বা ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে, যে মাজিস্ট্রেট খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা । ১৪৫, ১৪৬ বা ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্যামুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ, এবং সমস্ত বা কি অংশ বা পরিমাণ দিবে, এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবে । ঐরূপে যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে ।

* স্থানীয় তদন্ত মাজিস্ট্রেট দ্বারা কাননও দ্বারা হইতে পারে না । ৭ কঃ অঃ সিঃ ৩৫২
এই অধ্যায়ের বার্য্য পক্ষে স্থানীয় তদন্তের ফল প্রকাশিত ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতে সম-
র্থ ২১ উঃ সিঃ ২৫ ।

১৩ জয়েন্ট অধ্যায় ।

পোলীসের নিয়ন্ত্রণাধীন কার্য বিষয়ক বিধি ।

১৪৯ ধারা ।* পোলীসের প্রত্যেক জন কর্মকারক দ্বর্তব্য অপরাধ নিবারণ
দ্বর্তব্য অপরাধ পোলীসের গণ কার্যার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং
নিবারণ করিতে হইবার কথা । যথাগাথা তাহা নিবারণ করিবেন

১৫০ ধারা । পোলীসের কোন কর্মকারক দ্বর্তব্য কোন অপরাধ করি-
বার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলী-
সের অপরায়ণ করিবেন বলা-
বার সম্বাদ পাঠিলে তাহা । শের যে কর্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকেও
কণ অন্য যে কর্মকারকের তজ্জাপ অপরাধ নিবারণ
কিছা তাহার অস্বস্তান করা কর্তব্য তাঁহাকে গেই কণ জ্ঞাত করিবেন ।

১৫১ ধারা । পোলীসের কোন কর্মকারক দ্বর্তব্য কোন অপরাধের
কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি গেই কল্পনাকারী
ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ব্যক্তিকে ধৃত ন করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ
ধৃত করিবেন বলা ।
হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে
ঐ কর্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারন্ট বিনা ঐ কল্পনাকারী ব্যক্তিকে
ধৃত করিতে পারিবেন ।

১৫২ ধারা । পোলীসের কর্মকারকের দৃষ্টি গোচরে রাজকীয় কোন
স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার
রাজকীয় সম্পত্তির হানি উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্মকারক তাহা নিবারণ-
নিবারণের কথা ।
নার্থে, কিছা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বস্তু
কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি
করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাজামে তত্ত্ববিধক হইতে পারিবেন ।

* ১৮৭৮ সালের ৭ আইন অর্থাৎ আনবাবী সখবীর আইনের ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১,
৬৬ ৬৮ ধারার লিখিত অপরাধ দ্বর্তব্য এবং ঐ আইনের ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৮, ৬৯ ৭০ ও
৭১ ধারার লিখিত অপরাধ অদ্বর্তব্য কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকট অদ্বর্তব্য অপরাধ
ঘটনা হওয়ার সংবাদ পোলীস দিতে বাধ্য । ১৮৮০ সালের মেমো নং ৪৩৬২ । ১৮৭৮ সালের
১১ আইন অর্থাৎ অস্ত্রাদি সখবীর আইনের ১৭ ধারার লিখিত অপরাধ দ্বর্তব্য । ১৮৮১
সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির পোলীস গজেট দেখ । ১৮৮৭ সালের ১ আইন অর্থাৎ
জুয়াবেলা সখবীর আইনের ১১ ধারার লিখিত অপরাধ দ্বর্তব্য ।

১৫৩ ধারা। কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মালিকানা গণ্য
করা পালি প্রভৃতি আছে। আনয়ন থানায় অধা-
গাটখারা ও মালিকানা যথাদি পুঠি বসান বলা কোন হৈচী আনিয়ান মাত্র পালি লে, তিনি বিন
পাওয়ার আনয়ন থানায় অনাকারিত প্রকৃত এই
স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত বৈধ বাটখারা কি মালিকানা গণ্য করা পালি
প্রভৃতি পুঠি বসান কিম্বা অধিকার করিবার জন্য এই স্থানে আবেদন করিতে
পারিবেন।

সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মালিকানা গণ্য করা পালি
প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা নহীয়া যে মাঝিহুটের নিচা মিলত্যা থাকে
তাহাকে অধোগে আনয়ন এই জন্য পরিবার সম্বাদ দিবেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সম্বাদ দিবার ও তাহাদের প্রকৃত্য
করিবার ক্ষমতার বিধি

১৪ চতুর্দশ অধ্যায়।

১৫৪ ধারা * পোলীস থানা জব্দকর নিকট বর্তমান অপ্রকৃত হইবর
যে সম্বাদ বাটখারা দেওয়া যায় তাহা তৎকর্তৃক
বর্তমান মোকদ্দম সম্বাদ বা টোহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও
নিবাস বলা সম্বাদমাতাকে পড়িয়া শুনা যাইবে; ও এই
সম্বাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা প্রদর্শিতমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে
ব্যক্তি সম্বাদ দেন তিনি ও হাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসে এই কার্য-
কারকের নিকট এক থান বহী থাকিবে, ওয়াংগে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে পাঠ
নির্দিষ্ট করেন সেই পাঠে এই সম্বাদের মত লেখা যাইবে।

* সম্পত্তি চুরী প্রভৃতি বর্জিত পোলীস থানায় রিপোর্ট কর, সেবে অপ্রকৃত সম্বাদ
তালিকা বা মালিকানার নাম সহী করা হয়। এবং সম্বাদ রিপোর্টের সহিত তাহা আদাল-
তের কার্যকারকের নিকট পাঠাইতে হইবে যদি পোলীস থানায় এই তালিকা দিতে
মালিকানার অক্ষম হয় তবে তৎকর্তব্য বর্জিত কার্যকারকের তদন্ত করিবার স্থানে পৌছাইলে পর

১৫৫ ধারা। যে অপরাধ গোলাগের ক্ষতিসাধন নর গোলাগ থানোর ক্ষতিসা-

ধের ক্ষতিসাধন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা

অপরাধ (গোলাগের ক্ষতিসাধন) - থানাতে বসিয়া উক্তান নিকটে গংবাদ দেওয়া
বন্দিত্ব ন কথ

যেহে ত্রিনি গুলোজগতে যে বহী রাখা যায়
তাহাতে গংবাদের মর্মে লিখিবেন ও গংবাদদাতা কে মাঝিহেটেন নিকটে
বাহিতে বসিবেন।

সাধারণতঃ প্রমাণ নী ত্রিনি নী পশ্চত করিয়া তাহাতে নাশিনকারী। মর্মে বরাইয়া এ রূপ
ভাবে পাঠাইতে হইবে। পোঃ মঃ নঃ ডি

গংবাদদাতার বসিত্ব নিয়ম যতদূর সম্ভবণ্য হইতে পারে তাহা গংবাদদাতার অতিক্রম
বথায় স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় গোলাগ থানাতে ত্রিনি এবং মনোহরুত বথায় সম্ভবতঃ
নার্থ আশঙ্কায় বথায় জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইবে। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি
অভিযুক্ত ন মর্মে হয় তাহা যে সকল বৃদ্ধ স্থ আশঙ্ক্য। পূর্বক তাহার উপর 'অভিযোগ' করা
হইয়াছে তাহা সমুদায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে যদি গংবাদদাতা কহে যে কোন
ব্যক্তিকে চেনা যায় তাহা হইলে তাহাদের নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে অথবা যদি
সে ব্যক্তি ন লিখিতে পারে যে কোন ব্যক্তি চেনা যায় তাহা তাহা বিশেষ করিয়া
লিখিতে হইবে। কোন অপরাধ ঘটনার সংবাদ আনিতে বিলম্ব হইলে তাহা মর্মে
কৈফিয়ৎ তদন্ত করিতে হইবে এজাহার গংবাদদাতার আশঙ্ক্য করিতে হইবে।

অথবা গংবাদ রিপোর্ট অনিয়মিত ন হইতে পাঠাইতে হইবে। বিধি মর্মে লিখিত
অপরাধ করণের সংবাদ আশঙ্ক্য হইলে তাহা নিয়মিত ডাক মে সময়ে চালাইয়া হয় তাহার
অপেক্ষা না করিয়া আশঙ্ক্য যে উপায়ে পাঠান যাইতে পারে তাহা করিতে হইবে।

১। জানকৃত নম।

২। ডাকাইতি নী নীকপথে প্রেরিত।

৩। মর্মে নী জনতা মাঠে ও প্রকৃত হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা।

৪। চৌর্য নী মিঃ চুরী আভুতি দ্বারা ৫০০ শত কি ততোধিক টাকা চুরী হইলে তাহা।

৫। যে স্থানে গোলাগ বাণীকারেচন আতি ও প্রকৃত অপরাধের অভিযোগ হয়

৬। যে স্থানে উইনোপীর কোন ব্যক্তির আতি ও প্রকৃত অপরাধের অভিযোগ হয়।

৭। গবর্নমেন্টের ইষ্টাশ্ব বিয়া মর্মে দ্বিজম নম

অপরাধ করা যিহে এইরূপ আশঙ্ক্য জনজাতি হইলে তাহা অথবাঃ অথবাঃ গংবাদের
করমজুর নী করিয়া থানার নোজদামচার লিখিতে হইবে এবং অসুস্থমান দ্বারা ও জনজাতি
মতা এমত হইলে এই ক্ষমতা ব্যবহার হইবে

সবইনস্পেক্টর ও হেড কনষ্টেবল অসুপস্থিত থাকিলে সাইটের কনষ্টেবল অথবা গংবাদ
অহণ করিতে পারেন ন পোঃ মঃ নঃ এন্। ৫৫ ধারা দেখ।

অধিকৃত মোকদ্দম পোলীসের কর্মকর্তক উক্ত মোকদ্দমের চিঠি
করিবার কি তালি নিচারাণে সমাপ্ত করিবার
অধিকৃত মোকদ্দমের অধি-
সম্পত্তি নীচারাণে
করিবার ক্ষমতা পলি নি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
কিছু পেসিডেন্ট মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া
ঐ মোকদ্দমের অধি-
করিবার ক্ষমতা লইবেন না।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অধিকৃত মোকদ্দমের অধি-
ক্ষমতামতে কর্তব্য করিতে পারিবেন তদুপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারেন্ট বিহীন দ্বিতীয়
করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কর্মকর্তকেন অধি-
ক্ষমতা পাবিবেন

১৫৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও
পোলীসের অধিকৃত এমন কোন মোকদ্দমের অধি-
অধিকৃত মোকদ্দমের অধি-
সম্পত্তি নীচারাণে
এলাকায় উপস্থিত নিচারাণে তাহাও কোন
আদালত ১৫ অধ্যাক্ষের তদন্তের কি বিচারের স্থান বিষয়ক বিধানমতে
তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

তাহার উক্ত আকারে কর্তব্য কর্তব্য পলি কোন সময়ে উক্ত কর্মকর্তক এই
ধারামতে ঐ মোকদ্দমের অধি-
বিষয়ে আশ্রয় করা যাইতে পারিবেন।

১৫৭ ধারা। * পোলীস থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের
অধি-
অধিকৃত অপরাধ (সংঘটনের
সম্পত্তি হইলে কাগজ প্রদা-
খীন কর।
কি আকারে তাহাও এমন অপরাধ সংঘটনের
সম্পত্তি হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টকমে উক্ত
অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা পলি মাজিষ্ট্রেটের

* উক্ত ধারার নালিশ না হইলে ও জানিত বা জিহ্ন নিপক্ষে নালিশ করা গেলে অধি-
সম্পত্তি করিবার আশ্রয় নাই। এমন স্থলে পোলীস বাধাবার্তক মাজিষ্ট্রেটের থানায় আশি-
বার সমস্ত দিও ও তথায় তদন্ত করিতে পারেন। তদ্রূপে এই ধারার অযোগ্য
অবস্থায় বসিয়া কার্য করা যাইবে। অধিকৃত অবস্থায় হইলে এবং মাজিষ্ট্রেটের আশ্রয়
কখনই উক্ত আকারে কর্তব্য করা যাইবে না। কেবল সামান্য আকারের অতি সহজ মোকদ্দমের
উক্ত আকারে কার্য করা যাইবে। পোলীস মঃ মঃ এল.

নিকট ঐ অপরাধের সংবাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেটি বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও
পূর্বাগত ঘটনার অঙ্গুসন্ধান লইবার নিমিত্ত এবং অপরাধীকে গফান লইবার ও
তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যিক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি
মনোজ্ঞমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্মকারককে পাঠাই-
বেন

পরন্তু (ক) কোন ব্যক্তি নামে অপরাধ করিবার সংবাদ দেওয়া গেলে

যদি অন্তর ডায়েরী অপরাধ না হইয়া থাকে,

স্থানীয় অঙ্গুসন্ধান না হইয়া অঙ্গুসন্ধান লইবার জন্য পোলীস থানার
অধ্যক্ষের দ্বারা সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন

কর্মকারককে পাঠাইবার আয়ে জন নাই

(গ) অঙ্গুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অঙ্গু-
সন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু পোলীস থানার অধ্যক্ষ এসকল বোধ করিলে তিনি
না দেখিলে তাহান কথা অঙ্গুসন্ধান ন হইবেন না।

(ক) ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার
অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম পদের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না
করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে সাধারণ কি বিশেষ অভিযান করিয়া

১৫৭ ধারামত রিপোর্ট
কিরূপে পাঠাইতে হইবে
তাহার কথা।

এই কার্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে
কর্মকারককে নিযুক্ত করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে
আদেশ করিলে, ১৫৭ ধারামতে যে প্রত্যেক
রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাহা তাহাই
ধরা পাঠাইতে হইবে।

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকারক পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা
উপর্যুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টো উপর সেই আদেশ লিখিয়া
অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

১৫৯ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট উক্ত সংবাদ পাইলে আপনার উচিত

তদন্ত না প্রথম স্থানীয়
অঙ্গুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।

বোধ হইলে, অগৌণে তাহান তদন্ত বা প্রথম
স্থানীয় অঙ্গুসন্ধান লইবার জন্য কিম্বা ঐ বিষয়
লইয়া অন্য যে কর্ম করা উচিত এই আইনের

নির্দিষ্টমতে ত হা কবির র জন্য আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনীর
অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন ।

১৬০ ধারা * পোলীসের যে কর্মকারক এই অধ্যায়মতে অসুস্থমান
হন তিনি যে ব্যাপারের অসুস্থমান বহির্ভূত
করাইতে পোলীসের কর্ম- আপন এলাকার কিম্বা ভাচার লাগাও অন্য এলা-
কারের ক্ষমতার কথা কান সীমার মধ্যবর্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের
পূর্বাগত ঘটনা অবগত আছে, যে শু মন্বাদ্যমে কি প্রকারান্তরে এমত
বোধ করিলে, তিনি অসুস্থমান লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে অসুস্থমান
উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ; ও সেই ব্যক্তির সেই অসুস্থ
উপস্থিত হইতে হইবে

১৬১ ধারা † পোলীসের কোন কর্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়-
মতে অসুস্থমান বহির্ভূত, কোন ব্যক্তি সেই
মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্বাগত ঘটনা জ্ঞাত আছে
এমত অসুস্থমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক
সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য গ্রহণা যায় তাহার
উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন ।

* এই ধারানুসারে সমন পাঠাইলে তাহা মোকদ্দমার লিখিত হইবে। পঃ মঃ নং
এন. ১

† আদালতে যোগ্য ভাবে জ্ঞানবান গ্রহণ হয় এই ধারানুসারে সেইরূপ নীতিমত
অবধানবশি লিপিত হইবে না ।

সাক্ষীগণের সম্পূর্ণ একাধীন মতামতের ভিত্তিতে শুধুমাত্র এমত মতামত গ্রহণ করা যাইতে পারে
যদি তিনি শুধুমাত্র পোলীস কার্যকারককে উল্লেখ করিয়া মতামত প্রকাশ করিতে
পারেন বিষ্ণু এ এজাহার ১৭২ ধারানুসারে যে বিধি মৌলিক প্রাপ্ত হইবে তাহা হইতে
পূর্ববরাগিত তৎসম ভেদে বর্ণিত হইবে এই এজাহার কোন আদালতের অধীন
অঙ্গণ ব্যাহার হইবে না এবং ভিত্তিক শুধুমাত্র এমত পোলীসের অধ্যক্ষ অধীন
সাক্ষিগণের দ্বারা কেহ তাহা দৃষ্টি করিতে পারিবেন না ১৮৭২ সালের ৭ মার্চ
তারিখের এন. মন্বাদ্যমের টীকা ।

প্রমাণ সম্বন্ধে ৩৭২ ১৮৭২ সালের ১ জুনের ১৭২ ধারানুসারে আবশ্যিক বিবেচনা
করিলে কোন আদালত এ এজাহার তৎপ করাইয়া আনাহেতে পারেন

এই ধারানুসারে পোলীস কার্যকারক নিকট মিত্র কথা বলিলে তাহা সাক্ষ্য দেওয়া
হেতু কোন ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইতে পারে । পূর্ব আইনানুসারে এরূপ হইতে পারিত না

এই ধারানুসারে পোলীস কার্যকারক যে জ্ঞানবান লিখেন তাহাবশি বিধিবশে বিধিত হইলে
এ জ্ঞানবান দৃষ্টে অসুস্থমানের সাহায্য করিয়া সাক্ষ্য দিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে বার
করিতে পারে না । ইঃ জঃ বিঃ ৮ বালি ১৫৪ ।

যে প্রাপ্ত উত্তর দিলে সেট ব্যক্তি নামে কোম্পানী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থও কি সম্পত্তিও হইতে পারে তদ্বিষয় উক্ত কার্য-কারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত তদা করেন তাহা ন সেই প্রণেয় যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

১৬২ ধারা * এই অধ্যায়মত অঙ্গসম্বন্ধ লে কোন ব্যক্তি যুক্তাকালীন উক্তি ৫ ৬ যে উক্তি কোন যদি তাহা লিখিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা হইতে সেই উক্তিকারকের প্রাপ্ত কবিতে হইবে না ও তাহা ন হইতে হইবে না অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর প্রাপ্ত হইবে না বিক্রমে সাধারণতঃ তাহা ব্যবহার হইবে না

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভাবতবশীত সাধারণতঃ ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল একপক্ষ জান ব্রিটিশ হইবে না।

* সাধারণতঃ ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৭ ধারা এই —

যদি কোন অপর্যাপ্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি লে দীর্ঘে। যথার্থ করে স্বাক্ষর থাকিতে তাহার স্থানে সাক্ষ্য পাওয়া প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জানা গেল বলিয়া তাহা বৃত্তান্তের সাধা দেখিয়া গেলে সেই সাক্ষ্য অপর্যাপ্ত আবার বরাদ্দ জুলা হইলে ব ন হইলেও তাহারা প্রাপ্তিত বৃত্তান্তের সহিত ঐ সাক্ষ্যের যথার্থ পক্ষে সাক্ষ্য প্রাপ্ত তদূর সেই সাক্ষ্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিলে।

যুত ব্যক্তি ৫ উক্তি যে সময়ে প্রাপ্তিক হয় তৎসময়ে ঐ ৫ ধারার ২২ ধারা প্রাপ্ত ও ক-র এই,—

যে কথায় কোন ব্যক্তির যুক্তার কারণ বিবরণ প্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত যুক্তার যে কারণ নহি ছিল কিংবা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার যুক্তা হয় সেই ব্যাপারের আকার প্রকারের বিষয়ে যে কথা কহিল তাহা প্রাপ্তিক হইবে।

ঐ আইনানুসারে যুত ব্যক্তির এজাহার তাহার যুক্তার কারণ অঙ্গসম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত প্রাপ্ত প্রাপ্ত ঐ এজাহার দেখায় সময় ঐ ব্যক্তির যুক্তা হইবে একপক্ষ জান তাহার মনে উদয় হইয়াছিল কি না তাহা দেখা অনাবশ্যক।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গসম্বন্ধে কোন যুক্তা প্রাপ্ত হইলে তাহা সাধা প্রাপ্ত প্রাপ্ত প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইংলি: ৮ কলি ২১১।

১১৩ ধারা। * অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কোন কর্মকারক কি
 ক্ষমতাহী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি বাগানি বা অন্য কাহার
 অনুজ্ঞা ন বিনা ১৭
 ধারা। ডাঃ ওয়ীম সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের
 ১ অর্ডিনেন্স ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রকৃতি দিও ন না কি ভয় দেখাইবেন
 না কি অস্বীকার বর্ণিতবেন না।

* প্রকৃতি দেওয়া মধ্যমে সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ অর্ডিনেন্স ধারা ১৭ :-

২৪ যৌজদারী মোকদ্দমাটিতে উপস্থিত অভিযুক্ত যদি প্রমাণ স্বীকার করেন, কিন্তু
 তাহার নামে যে অভিযোগ হয়, যে মানভেদা বিবরণের কোন ব্যক্তি তাহাকে ভৎসন্য
 অনুজ্ঞা দেওয়াতে বিষয় ভয় দেখাইতে পারে কোন অস্বীকার বা ভয়ে যে এই অপরাধ
 স্বীকার করে এবং যদি অপরাধ স্বীকার করে, তবে উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে আর
 কোন লাভ হইতে পারিবে কিম্বা আর কোন ক্ষতি হইতে পারে তাহা হইতে পরিত্রা,
 অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাপূর্ণ যোক চতুর প্রযুক্ত অভিযুক্ত বা অন্য মন এমন অস্বাভাবিক
 যুক্তিসিদ্ধ হইবে না, তাহা হইলে এইরূপ বিবরণ বা বিবরণ ব্যক্তি বসেই অপরাধ স্বীকার
 অস্বাভাবিক হয়।

২৫। পোলীসের বন্দাবনবর্তন নিচিট প্রমাণ স্বীকার করা হইলে এই স্বীকার বা
 অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে আরোপ করা হইতে পারিবে না।

২৬। কোন ব্যক্তি পোলীসের নগরে যে বিভেদ অপরাধ স্বীকার করিলে যদি নিজ সাক্ষ্য-
 ট্রেটে তাহা হইতেই স্বীকার করেন তবে তাহার বিপক্ষে সেই কথার আরোপ করা হইতে
 পারিবে না।

২৭। এই ধারা ১৫২ ধারার নিম্নে উক্ত হইয়াছে তাহা দেখ।

২৮ উক্ত অকারের অনুজ্ঞা দেওন কি ভয় দেখান কিম্বা অস্বীকার বর্ণনা ধারা মনেন যে
 সংস্কার জগে তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইলে পর ২৪ ধারার উল্লিখিত স্বীকার বা কথা
 গেল, আদালতের এসত বিবেচনা হইলে সেই বাক্য অস্বাভাবিক

২৯। অপরাধ স্বীকার বর্ণনায় আরোপ হইলে যদি কাহাকেও না কহিল ন প্রকৃতি
 ক্রমে স্বীকার করা যায় কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই অপরাধ স্বীকার করাইবার কলনা হওয়াতে
 তাহার পক্ষে প্রত্যক্ষ বা বর্ণ্য কিম্বা যে মাতৃ হইয়া স্বীকার করে কিম্বা যে আরো
 উক্ত দেওয়া আবশ্যক ছিল না, এসত আরো যে কোন অকারের বাক্য আরোপ করা যাউক,
 এই আরোপ উক্ত দেওন কালে বিষয় যে অপরাধ স্বীকার করিতে আবশ্যক হয় এই কথার
 সাক্ষ্য তাহার বিপক্ষে দেওয়া হইতে পারিবে, কেহ তাহাকে এইরূপে সতর্ক না করিতে
 যদি সে অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে, তবে কেবল এই এই কারণে সেই বাক্য অস্বাভাবিক
 হয় না।

কিন্তু এতে অসামান্যত্ব পাশ্চাত্যসমাজে প্রচলিত ন্যায়িক ইচ্ছা কনিয়া কোন
কথা প্রকাশ করিতে চাছিল পোলীসের কামনা নহি। অন্য ন্যায়িক প্রচলিত
মতর্ক কনিয়া কিয়া অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে পারেন
কনিবেন না।

১৭৪ ধারা * এই অসামান্যত্ব অসুস্থকাম কামে নিয়া উদ্ভূত না চিহ্ন
উক্ত ও শ্রীমান শ্রীমান
লিপিগত কার্যের সমস্তার
কথা
আরও এই ধারা পূর্বে কোন সময়ে কোন ম
স্ট্রেট পোলীসের কামনা নহি। রহিলে কোন উক্ত
নয় শ্রীমান শ্রীমান লিপিগত করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত ন্যায়িক পোীস কর্তৃক মৃত হইয়া। পূর্বে পোলীস-কামনা নহি। মিত্র
তাহা অসামান্যত্ব ন যত্নে হইতে পারে। ইংল্যান্ডে ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩ ধারা ১৪ ধারা ১৫
১৬। প্রযোজ্য নহি। অভিযুক্ত ন্যায়িক শ্রীমান শ্রীমান পোলীসের কামনা নহি। তাহা
অসামান্যত্ব তাহা নহি। ইংল্যান্ডে ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩ ধারা ১৪ ধারা ১৫
বিভাগ পোলীস ন্যায়িক কামে মৃত হইয়া। অভিযুক্ত ১৩ কোন অসামান্যত্ব
কনিবে তাহা অসামান্যত্ব ইংল্যান্ডে ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩ ধারা ১৪ ধারা ১৫

এই ধারায় অসামান্যত্ব অসুস্থকাম মৃত অভিযুক্ত ন্যায়িক শ্রীমান শ্রীমান
পারে।

পোলীস-ন্যায়িক শ্রীমান মিত্রের মিত্র ন্যায়িক শ্রীমান শ্রীমান পোলীসের কামনা
শ্রীমান শ্রীমান লিপিগত হইলে তাহা অভিযুক্ত ন্যায়িক শ্রীমান শ্রীমান
পারে না। ইংল্যান্ডে ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩ ধারা ১৪ ধারা ১৫
ন্যায়িক শ্রীমান শ্রীমান লিপিগত নহি। এই ধারা পাঠ্যে। অসামান্যত্ব
শ্রীমান শ্রীমান লিপিগত হইলে এই ধারা পাঠ্যে। অসামান্যত্ব
কনি ১০৪ ২৩ ইংল্যান্ডে ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩ ধারা ১৪ ধারা ১৫
এই ধারা পাঠ্যে। অসামান্যত্ব শ্রীমান শ্রীমান লিপিগত না থাকিলে যে
মিত্রের মিত্র উহা লিপিগত হয় তাহা অসামান্যত্ব এ মিত্রের মিত্র
ইংল্যান্ডে ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩ ধারা ১৪ ধারা ১৫ পূর্বে মিত্রের মিত্র।

অভিযুক্ত ন্যায়িক তাহা অসামান্যত্ব অসামান্যত্ব শ্রীমান শ্রীমান
কনি শ্রীমান শ্রীমান লিপিগত ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩ ধারা ১৪ ধারা ১৫
শ্রীমান শ্রীমান লিপিগত কনি অসামান্যত্ব কিয়া সেই নিম্নে তাহা
লিপিগত তাহা অসামান্যত্ব তাহা নহি। ইংল্যান্ডে ১০ নং ধারা ১২ ধারা ১৩
অসামান্যত্ব হাইকোর্ট এই মিত্রের মিত্র কিয়া সেই নিম্নে তাহা
মিত্রের মিত্র হাইকোর্ট এই মিত্রের মিত্র কিয়া সেই নিম্নে তাহা
মিত্রের মিত্র হাইকোর্ট এই মিত্রের মিত্র কিয়া সেই নিম্নে তাহা

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যেহেতু আকামের বিধান পৃষ্ঠা ৭ নিৰ্দিষ্ট হইল এই উক্তি মোহনমার আশ্রয় ধরিত্য তদ্রূপে যাহা ভাষ্যন মতে মর্মান্বকৃষ্ট বোধ হয় সেই আকাম লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকানবাক্য তদ্রূপ ধারন নিৰ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও প্রাপ্তি হইবে ও যে মালিষ্টেট এই মে কামান তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবে ন ভাষ্যন নিৰ্দিষ্ট পাঠ ন যাইবে

স্বৈচ্ছাক্রমে স্বীকার করা যে মালিষ্টেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইবে তদ লিপিবদ্ধ করিবে না, ও তিনি কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিলে এই বিচার নিয়মতঃ এই মতেই নথ্য দিখিবে —

“এই স্বীকানবাক্য স্বৈচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আশ্রয় এই নিয়ম ইহা আশ্রয় সাক্ষাতে ও প্রতিগোচনে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুমান যাহা এবং যে উহা ঠিক বলিয়া প্রাধ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহান সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

*

(সাক্ষ্য) লিখন,

মালিষ্টেট

১৯৫ ধারা * গোপীম থানান অধ্যক্ষ কিম্বা গোপীমের যে কর্মকারক অধক্ষান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অধক্ষান গোপীম বধবারের মক্ষান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহান অধক্ষানার্ণে স্থান তদ্রূপে যথা।
কোন মলীল বা অন্য জব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং ৯৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে গমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে গানে সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে এই মলীল বা অন্য জব্য উপস্থিত করিবে না একপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা এই মলীল বা অন্য জব্য কোন ব্যক্তির অধিকানে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতাবার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন এই থানার এলাকায় অঙ্গবর্ত্ত কোন স্থানে সেই জব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

উক্ত কর্মকারক পারিলে আপনি ঐ জব্বা অবেশণের কার্য নিষ্পন্ন করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অবেশণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্মকারকের প্রতি জব্বা অবেশণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য জব্বার অবেশণ করিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া লিখিবেন; ঐ অধীন কর্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ জব্বার অবেশণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তলাশী পরওয়ানা মসক্কে যে২ বিধান আছে তাহা এই ধারামতে অবেশণের কার্যের প্রতি, যতদূর সম্ভব, বর্জিতবে

১৬৬ ধারা কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার

যে স্থলে পোলীস থানার	এলাকার মধ্যে অবেশণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন
এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে	সেই স্থলে আপন কি অন্য জিলার অন্য পোলীস
তলাশী পরওয়ানা দিবার	থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন জব্বার
আদেশ করিতে পারিবেন	অবেশণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন
তাহার বৎ	

উক্ত কর্মকারক তজ্জপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য করিবেন ও ঐ জব্বা পাইলে যে কার্যকারকের আদেশমতে তলাশ করিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন

১৬৭ ধারা * ১১ ধারার নির্দিষ্ট চকিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত

অমুসন্ধানের কার্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না	
চকিশ ঘণ্টার মধ্যে অমু- সন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্যপ্রণালীর বৎ।	দৃষ্ট হইলে এবং অভিযোগ সমুলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পশ্চাৎলিখিত বিধানমত মোক- দ্দমাংক্রান্ত রোজনামার লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

*পোলীসকার্য কারক জগাযমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক না রাখিলে অপরাধী হইবে না। ১ উঃ রিঃ ৫ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ বাতীত কোন কারণ বশতই পোলীস অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় রাখিতে সক্ষম নহে। ১৯ উঃ রিঃ ৩৬

৮৬ ধারার নোট দেখ

যে মাজিস্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়, তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়ে২ যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে পনের দিনের অমধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অমুমতি দিতে পারিবেন যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা কবিতে পারিবেন।

কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অমুমতি দিলে যে২ কারণে সেই অমুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন

- জিলাব মাজিস্ট্রেট কিম্বা মহনুমার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিস্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিস্ট্রেটের আবাবহিত অধীন তাঁহার নিকটে সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্রগহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন

১৬৮ ধারা পোলীসের অধ্যক্ষ কোন কর্মকারক এই অধ্যায়মতে অধীনস্থ পে ঘোম কর্ম- অমুমত্ব ন লইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের কার্যকর কর্তৃক অমুমত্বানের নিকটে ঐ অমুমত্বানের ফল বিবরণক রিপোর্ট রিপোর্টের বখা। দিবেন

- ১৬৯ ধারা যে প্রমাণ কি যজ্ঞপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত প্রমাণের ব্যাবস্থা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করি- উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিসম্মত বাব কথা। হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মতে অমুমত্বান লইয়া একপ বোধ করিলে যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকটে আগিননহ কি আগিন বিনা যজ্ঞপ আদেশ করেন তজ্ঞপ এই মর্মেণ নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদিও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির

বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

১৭০ ধারা। এই অধ্যায়মত অজ্ঞসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে যদি একপ বোধ হয়, যে পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত মোকদ্দমা মাজিস্ট্রেটের নিকটে প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, পোলীস থানার পাঠ ইবা। বথা।

অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে তাহার জিম্মা দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া বাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অত্র কি অন্য প্রবৃত্তি উক্ত মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যিক বোধ করেন তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও তাহারাই সেই ব্যাপারের পূর্ণাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন তাহারা ঐ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ ঢালাইবে কি, স্থলবিশেষে, সাক্ষ্য দিবে তাহাদের স্থানে এই মর্মেণের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইবেন।

নিবন্ধপত্র জিলা মাজিস্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিস্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাঙ্গির জামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন কিম্বা তাহার জিম্মায় তাহাকে চালান

করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পছন্দিবার সম্ভাবনা সেই দিন এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্মকারকের সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎসম্পাদনকারী এক জনকে তাহার নকল দিবেন, ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

বাদীর কি মাজীসের ১৭১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদীর পোলীসের কর্মকারকের সঙ্গে কি মাজীসের যাইবার সময়ে, পোলীসের কোন না যাইতে হইবার কথা। কর্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না ;

কিন্তু কোন বাদীকে কি মাজীসে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি বাদীদিগকে ও মাজীসে ক্রেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞামত নিবন্ধ দিগকে আটক করিয়া না ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার অন্য আমিন রাখিবার কথা। দিতে আদেশ হইবে না।

কিন্তু কোন বাদী কি মাজীসে উপস্থিত হইতে কিনা ১৭০ ধারার নির্দিষ্ট বাদী বা মাজীসে থাকার না নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে করিয়ে এহরীর জিম্মায় প্রেরিত পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে এহরীর জিম্মায় হইবার কথা। দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

তাঁহা হইলে সে যত কাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিনা সেই মোকদ্দমার অবগদার্থ যতকাল সমাপ্ত না হয় মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি মাজীসে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৭২ ধারা। * পোলীসের যে কর্মকারক এই আধ্যায়মতে অজ্ঞসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিনঃ যে কার্য করেন তাহার অজ্ঞসন্ধান কার্যের রোজ-নামচার কথা। বৃত্তান্ত রোজনাগচার লিখিবেন, অর্থ ২ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাহার নিকটে পৌছছে ও তিনি অজ্ঞসন্ধানের কার্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে স্থানে যান, ও অজ্ঞসন্ধান দ্বারা যে নকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

* এতদ্ব্যতীত মোকদ্দমার অজ্ঞসন্ধানকারী পোলীসকার্যকারকের সমুদায় কার্যের চুখক দৈনিক রিকর্ড হইবে। পোলীসের যে কার্যকারক এই রোজনাগচা লেখেন তিনি

কোম্পানী কোন আদালতে যে কদমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যরূপ নহে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস্যতার পক্ষ মোখতারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই; এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাজ কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে ন। কিন্তু পোলীসের যে কর্মকর্তক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্বরণ শক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্মকারকের কথা খণ্ডাইবার অন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থলবিশেষ ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্তিবে।

বিবরণ উক্ত কার্যকারকের বিরুদ্ধে ভিন্ন যদিও আশঙ্কায় তাহা নয় তথাপি তাহা সীতিন মত রাখা গেলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও দিন নির্ণয় বিষয় ও জেরা পরীক্ষান মূলধরূপ মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে পরীক্ষা করণার্থে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। যেহেতু অসুবিধার বার্ষিক অনেক দিন ব্যাপিত করা হইয়াছে এবং কোন সাক্ষীর বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ হইয়াছে এমত স্থলে দেখা গিয়াছে যে উক্ত রোজনামচা সাবধান সহ পাঠ করা মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে আবশ্যকীয় হয়। নির্দিষ্টরূপে প্রতিদিনের রোজনামচা প্রস্তুত ও নিরূপিত সময়ে প্রেরণ করণে শৈথিল্য হইলে মোকদ্দমান পক্ষে অত্যন্ত হানিজনক হইবে। রোজনামচার লিখিত বিষয় যে পূর্বকাম তারিখ দিয়া লিখা হয় নাই ইহা প্রমাণার্থে রোজনামচা প্রতি দিবসে প্রেরণ করাই একমাত্র উপায়। অসুবিধার কাণ্ড যেমন হইতে থাকিবে তেমনই তাহা বিশেষ দৈনিকে লিখিতে হইবে। দিবানিশি সময়ে এবমতের লিখা যাইবে না। বামদিকের সর্বশেষে যে ঘর থাকে তাহাতে প্রত্যেক লিখনের ঘণ্টা দিতে হইবে প্রতিদিন অবসান সময় তাহার একখানি স্পষ্ট নকল করিয়া একবারে মাজিষ্ট্রেটের পোলীস কার্যকারকের নিকট পাঠাইতে হইবে তাহার পক্ষ থাকিবে পোলীস থানার পাখিরা রাখিতে হইবে দুই কি ততোধিক দৈনিক বসন এক খণ্ড বাগজে বেশ কিছু এক সন্দেশ পাঠান যাইবে না, দুই কি ততোধিক মোকদ্দমান এক দৈনিকে বিপোর্ট করা যাইবে না। প্রত্যেক মোকদ্দমান একখানি স্বতন্ত্র দৈনিক পাঠাইতে হইবে। পোঃ সনং ডি। দৈনিকের লিখিত বিবরণ পোলীস সাধীর স্পষ্ট স্বরণ ন থাকিলে তাহা দেখিয়া তাহার স্বরণশক্তির সাহায্য করিতে আগামীর উদীণ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না ইং সঃ রিঃ ৮ কলি ১৪৪

১৭৩ ধারা * অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়গত অমুসন্ধানে
 কাগজ সমাধু করিতে হইবে সমাধু হইলে পোলীস
 পোলীসের বর্ণ চাঁদো।
 রিপোর্টের কথা।

অমুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট
 পার্চে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্টের সঙ্গে উক্ত অপরাধের বিচার করি-
 বার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উক্ত পত্রে নাম ও
 যে সংবাদ পান তাহান ভাষা ও মাহাতা সেই বা পাবের পূর্বাগত ঘটনা জানে
 বলিয়া বোধ হয় তাহ'নের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা হ'কিবে ও তাহ'র
 অভিমুখ ব্যক্তি কে প্রহরীর জিহায পাঠান গিয়াছে, কিম্বা তাহান জানে
 জামিনমহ কি জামিন বিন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া
 দেওয়া গিয়াছে এই কথাও লিখিতে হইবে।

১৫৮ ধারামতে উক্ত ২ দফা পোলীসের কোন কর্মকর্তক নিযুক্ত হইলে,
 ঐ রিপোর্ট তাহান হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার
 অপেক্ষায় আবেদন অমুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি
 আদেশ দিতে পারিবেন।

* অমুসন্ধানার্থে পোলীস কর্মকর্তক নিম্নলিখিত পার্চের কোন একটি পর্চে রিপোর্ট
 করিবেন।

১ 'এ' পার্চ অভিযোগ জমা হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে জের হইলে
 এই পার্চ ব্যবহৃত হইবে।

২। 'বি' পার্চ অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত হয় কিন্তু অভিযোগ যথেষ্টরূপে সমাধা না
 হওয়ায় বিচারার্থে তাহাকে না পাঠান হইলে এই পার্চ ব্যবহার হইবে।

৩ 'সি' পার্চ অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত না হইলে কিম্বা তাহাকে মৃত করণের উপযুক্ত
 সম্মান না পাইলে এই পার্চ ব্যবহৃত হইবে।

মিথ্যা মোকদ্দমার রিপোর্টও এই পার্চে দিতে হইবে।

বি' ও 'সি' পার্চ মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট পাঠান গেলে পর পোলীসকার্যকর করেরা
 যদি অপরাধের কি অপরাধের সফা বিদ্যা এমনতর উপযুক্ত জমা পান যে আবেদন অমুসন্ধান
 করা যায়মুক্ত হয় তবে তাহাদের পূর্বকার্য মৃত অমুসন্ধানার্থে অবিলম্বে ২ মনের দাবক
 হইবে না। পোলীস কোন মোকদ্দমার কথা রিপোর্ট করিলে মাজিস্ট্রেট সাহেব যদি তাহা
 মিথ্যা বিবেচন করেন তাহা হইলে তিনি সেই মতের আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ফৌজদারী
 মোকদ্দমার পোলীস কার্যের নিয়মান্বয়ী

এই ধারায় যে রিপোর্ট পাঠান যায় তা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছে, তবে মাজিষ্ট্রেট তাঁ নিবন্ধপত্র রহিত করিবান বা আবাসান্তরের যে আজ্ঞা করা বিহিত বেধ করেন করিবেন।

১৭৪ ধারা।* পে লীম থানার অধ্যক্ষ,

(ক) কোন ব্যক্তি আশ্রয়তা করিয়াছে, কিম্বা

* অপর দ্বারা এবং অন্য ৭ মূল্যবান অঙ্গুষ্ঠান সম্বন্ধে ২ নম্বর ট্রেন জেনারেল সাহেন মিললিখিত নিম্ন বর্ণী প্রচার করা হইবে

ক বিষ খাওয়ানোর সম্বন্ধে মোহর দান

১ যদি মৃতদেহের নিবট অথবা মৃতদেহ যে এ টিতে পাবে, তাহাতে কে নবপ পানীর জন্য, তামাক কি বে ন প্রচার উদ্ভিজ্জ, কি কোন খাদ্যাদি বিক্রয়তঃ আট কিম্বা সিষ্টার পাওয়া যায়, তাহা নীচ মে হর করিয়া আনিতে হইবে।

২ যদি বমন হইয়া দেহের উপর বা মধ্যম বোন ন উপকারিত জন্য পাওয়া যায়, তাহা এক খণ্ড ৭ নিম্নত নেনড়ায় পুঁছিয়া লইয়া, ঐ নেকড়া পুলিমা বন্ধ করতঃ শীত মোহর করিয়া পাঠাইবে

৩ যদি কোন কাপড় বা শপ বা কাঠ বা মুক্তিতে ঐ উপকারিত জন্য প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা রক্ষিতাবস্থায় মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

৪ উপকারিত জন্য যদি কোন পাত্র থাকে তাহা হইলে সাবধান পূর্বক ঐ জন্য বোতলে পুরিয়া মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

৫। যে সময়ে আহার বা পান কন ব উদয় সেবন করা হয় ও যে সময়ে পীড়িত বা বিযাক্ত হওয়ার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং যে সময়ে মৃত্যু ঘটনা হয় তাহা বিশেষরূপ নির্ণয় করিতে হইবে।

খ উদয়ন ব কঠোরাদি দ্বারা মৃত্যুর মে বন্দমা

১। মূখ বিশেষতঃ ওষ্ঠ ও চক্ষুর পাতা নিবর্ণ ও চক্ষু বাহির হইয়াছে কি ন এবং জিহ্বার অবস্থা অর্থাৎ বৃষ্টি ও বাহির হইয়াছে কি না কিম্বা ওষ্ঠের সমো চাপ রহিয়াছে ও মূখ ও নাসিকা হইতে কোন তবল পদার্থ বহির্গত হইয়াছে কি না ও কোন দিকে বহির্গত হইয়াছে এই সমুদয় বিবরণ মৃতদেহ ন'বাইব'র পূর্বে 'কথ' মে জন্য ব'ন' কঠোরাদি ব'না হইব থকে তাহা খ নাস্তর করিবার পূর্বে দৃষ্টি ব'নিয় লিখিতে হইবেক

২ মৃতদেহ নাবাইয়া অথবা যে জন্য দ্বারা ব'ঠরোধ কর হইয়া থাকে তাহা জানাওন করার পর গলার অবস্থা বিশেষরূপে দেখিতে হইবে যে তাহাতে কোন রূপ দাগ আছে কি না

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া মেরিয়াছে কিম্বা অস্ত্র দ্বারা বা কলম পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কি

৩. পগাত ও অকস্মিক মৃত্যু ন
অসুস্থকাল করিয়া পোলীসের
রিপোর্ট করিবার নথ

(গ) কোন ব্যক্তির একপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে হইয়া এই মর্মান পাঠিলে

৩. প্রত্যক্ষ দাখল থাকিলে উহা মৃত্যুকাল বা তিথ্যাদি বর্ণনায় স্থিত তাহা লিপিতে হইবে।
৪. অফিসের অগ্রভাগ হাতিয়ার গাভীর উপর থাকে কি না তাহা লিপিতে হইবে।
৫. যে প্রত্যক্ষ দাখল উপস্থিত হওয়া বিষয় বর্ণনায় বর্ণনা হইয়াছে তাহা মজবুত হইলে আনিতে হইবে।

৬. পুঙ্খানুপুঙ্খ অথবা কুপের মধ্যে মৃতদেহ আশ্রয় হওয়ার মৌলিকমাত্র।

১। কুপের কিম্বা পুঙ্খানুপুঙ্খ মৃতদেহ পাড়ে কোন রক্তের দাগ আছে কি না তাহা লিপিতে হইবে।

২। মৃতদেহ তুলিয়া মতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহাতে ও বিশেষতঃ তাহার মস্তকে ও মস্তকোত্তর কোন চিহ্ন আছে কি না।

৩। প্রত্যক্ষ চক্ষুর অবস্থা অর্থাৎ তাহা মৃত্যু কিম্বা কবর তাহা লিপিতে হইবে।

৪. হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ও তদ্বারা কোন প্রমাণ মৃত্যুবস্থায় থাকিলে তাহা যত্নপূর্বক স্থানান্তর করিতে হইবে।

৫. মৃতদেহ মাঠে আশ্রয় হওয়ার মৌলিকমাত্র।

১। শরীরে যতটুকু আঘাত থাকে তাহার মর্মান, অবস্থা, ও বিস্তারিত মৃত্যু তাহা লিপিতে হইবে।

২. যদি কোন অস্ত্র আশ্রয় হওয়া যায় ও তাহাতে কোন রক্ত চিহ্ন থাকে তবে উহা কাগজ দ্বারা মুড়িয়া মোহন করিতে হইবে। ও তাহাতে চুল লাগা থাকিলে তাহা যত্নপূর্বক রাখিতে হইবে।

৩. কোন শিশু মৃত্যুর সময় দেহ বখশাবস্থায় মাঠে আশ্রয় হইলে যে অবস্থায় বক্ষন থাকে তাহা এবং আঘাতের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইলে তাহা লিপিতে হইবে।

৪। মস্তকোত্তর মস্তকজনক দেহ মৃত্যুকাল পোতা থাকিবার স্থান আশ্রয় হইলে।

১। কোন আঘাতের চিহ্ন বিশেষ মস্তকের খুলির হাড়ের চিহ্ন বর্ণনায় আছে কি না তদ্বিষয় পরীক্ষা করিয়া লিপিতে হইবে।

২। প্রমাণ কি প্রকৃতি তাহার কোন নিদর্শন আছে কি না তাহা লিপিতে হইবেক চোয়া-
লোর ও পোলভিস্ (polvin) অর্থাৎ কোমরের হাড় এক এক খানা আনিতে হইবে।

ভৎসবোৎসব অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার অমত্যাগ অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে একান্তরূপের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে এই মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাণী হইবে কি উদ্ভূত মজার লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া এই মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীফে যে ক্ষত কি অস্থি ভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিস্তি হইয়াছে তাহা কি হইয়াছে সেই চিহ্ন হইবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের এই কর্মকর্তার ও অন্য ব্যক্তির কিস্তি তাহাদের যত জন এই রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট

৩ যদি বিষ খাওয়া হইয়াছে তাহা হইলে পোলীসী যে স্থানে গিয়া মৃত্যুর এই স্থানে মৃত্যুর পুটিকা বা কিস্তি মোড়া বসিয়া তানিতে হইবে

৪ যখন বস হইয়াছে তাহা পোলীসী দেহ দাখল করা হইয়া থাকিলে উক্ত মর্গে সমস্ত হাউজ ট্রুনা পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে

৫ বসারকার বা অস্বাভাবিক সময়ের মৌকদম

৬ যে সময় আক্রমণ করা হইয়াছিল তৎসময় আক্রমণ ব্যক্তির পরিধেয় নিম্নভাগের যন্ত্র আনিতে হইবে

মৃতদেহ পীড়ার্থে ৩ জন থানায় পাঠানের সময় উহার সঙ্গে একখানি চালান দিতে হইবে এই চালানে মৃত্যুর কারণ এবং মৃতদেহের মনিসেব বর্ণন ও যেহেতু অবস্থা হেতু অপবাত মৃত্যু হওয়া মর্মেই হয় তাহার সমস্ত বিবরণ লিখিতে হইবে।

৭

উদ্যোগ হেতু মৃত্যু ঘটনা হইলে পীড়ার ঘটনার শ্রেষ্ঠ স্থানীয় অবস্থায় থাকে কিন্তু কোনও ঘটনার বস্তু ভাঙে বা বিধে পড়ে। কর্তনোদ মারা মৃত্যু ঘটনা হইলে সর্বদাই পীড়ার মৃত্যুর উপর থাকিবে। উদ্যোগে গলমেশে যেনও পীড়ার মর্মে চিহ্ন হয় বর্তমানে সেইরূপ হয়। উদ্যোগ এবং বর্তমানে এই উভয়ই আক্রমণ এবং অপর দ্বারা ঘটনা হইতে পারে। কর্তনোদ হেতু মৃত্যু দৈব বশতঃ হইতে পারে। উদ্যোগ, বর্তনোদ ও জলমগ্ন বাতীত অন্য কারণে খস মোম হেতু মৃত্যু ঘটন হইতে পারে

জলমগ্ন অবস্থায় মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলে মৃত ব্যক্তির মর্গরক্ষণ মর্মে কোন মৃত্যুর কিস্তি বাস বা অন্য কোন জন্মাদি আছে কি না তাহা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখা উচিত। কারণ মৃত ব্যক্তি জীবিত বয়সে অসুস্থ হইলে জীবনোদ্ধারের চেষ্টা অনিত জলমগ্ন জন্মাদি ও জলতলস্থিত মৃত্যুর দ্বারা সম্ভব

আগোণে জিলায় মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমায় মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান
য হইবে

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সম্বন্ধ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির পোশী-
গের কর্মকারক স্বাক্ষরীয় বিবেচনা করিলে কাল ও স্থানের দৃষ্ট বিবেচনায়
এই শব্দ পথে পাঠিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিশ্চয় হইবার জন্য কাল নিকটস্থ
সিভিল ডিস্ট্রিক্ট সার্জনের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য যে ডিস্ট্রিক্ট-
সার্জনের তৎকর্ত্তে নিযুক্ত নতুন ডাক্তার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে,
পোশীগের কর্মকারক এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রীতি বিধির নিয়মাবলী
এই দেখা পাইয়া করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবে।

মাজিষ্ট্রেট ও বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি আইন মতে আইন মতে অসু-
স্থান লইয়া অসুস্থ লইবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে
রিপোর্ট করিতে পারিবে।

এই মাজিষ্ট্রেটের অসুস্থ লইবার ক্ষমতায়, যথা, কোন
জিলায় মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমায় মাজিষ্ট্রেট, ও এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
কি জিলায় মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

১৭৫ ধারা। পোশীগ থানায় অধ্যক্ষ উক্ত অসুস্থান কার্যের অন্য
ব্যক্তিদের সমন করি-
বার ক্ষমতা রাখা।

অর্থাৎ লিখিয়া পূর্বোক্ত হই কি তদন্থ
ব্যক্তিকে এবং যাহারা এই ব্যাপারের সুত্রে আসে
যদিও বোধ হয় এমন অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে
পারিবে। কোন ব্যক্তিকে তৎপরে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত
হইতে হইবে, এবং যে প্রমাণ উক্ত দিলে তাহার নামে কোর্টদারী অভি-
যোগ হইতে পারে, কিন্তু তাহার অর্থও কি সম্পত্তিও হইতে পারে তদ্বিষয়
তাহার সকল প্রমাণ যথার্থ উক্ত দিতেই হইবে।

ধর্মব্য যে অপরাধের প্রতি ১৭০ ধারা খাতে সুত্রে দৃষ্ট যদি তৎপরে অপ-
রাধ প্রকাশ না হয়, তবে পোশীগের কর্মকারক সেই ব্যক্তিদেরকে মাজি-
ষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবে না।

১৭৬ ধারা। পোশীগের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোশী-
মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর
কারণের তদন্ত লইবার কথা।

গের কর্মকারকের অসুস্থান লওয়ার পরিবর্তে
কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকট মাজিষ্ট্রেট অপ-

মৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন ; এবং ১৭৪ ধারার (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণেব লিখিত অন্য কোনস্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিস্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন , এবং লইলে, কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যেই ক্ষমতা থাকিত সেইই ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন । মাজিস্ট্রেট তদন্ত লইলে তৎসংস্পর্কে যে সকল লোক ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সকল লিপিবদ্ধ করিবেন ।

কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর উক্ত মাজিস্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা প্রোথিত দেহ উঠাইতে আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিস্ট্রেট ঐ দেহ পরিবার কথ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন

ষষ্ঠ খণ্ড ।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যশালী বিষয়ক বিধি ।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায় ।

তদন্ত ও বিচার কার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারার্থিত্যের বিধি

ক — তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি

১৭৭ ধারা অপরায় যে আদালতের বিচারার্থ

সামান্যতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা ।

দীন স্থানের মধ্যে করা যায়, স ধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে

১৭৮ ধারা ১৭৭ ধারায় প্রকরণান্তরের কথা থাকিলেও, কোন

ভিন্ন সেশন থাণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা

মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা

যে কোন জিলায় বিচারার্থে সমর্পণ করা যাইক স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেশনের কোন থাণ্ডে তাহার

বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কিন্তু ঐরূপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত আজ্ঞা সীমিত মহারানী বিটৌ-

ক্রিয়ার ২৪ ও ২৫ বঙ্গশ্রমের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে পূর্ণপ্রাপ্ত কোন আক্রান্ত বিক্ষম না হয়।

১৭৮ ধারা কোন কার্য করণ প্রযুক্ত ও তাহার যে ফল হইল তৎ-
প্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে যদিও কোন
যে জিলায় দিয়া করা ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে যে আদালত-
যায় কি যে জিলায় দিয়া ফল প্রকাশ হয় ইহার এক- তের বিচারাদীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য করা
তর জিলায় আশ্রয় প্রাপ্ত ব্যক্তির যায় বা তাহার ফল প্রকাশ হয় ইহার অন্যতর
বিচার হইতে পারিবে।
অথবা তৎ প্রাপ্ত কোন অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে
ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) ক আদালতের বিচারাদীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইলে গ আদালতের বিচারাদীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার কিম্বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ক আদালতের বিচারাদীন স্থানে আহত হইয় দশদিন গ আদালতে বিচারাদীন স্থানে ও আর দশ দিন গ আদালতের বিচারাদীন স্থানে থাকেন, ও আপনার সাংগারিক কর্তৃক চালাইতে পারেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওয়াপরাধের তদন্ত ও বিচার ক, খ বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(গ) কোনব্যক্তি ক আদালতের বিচারাদীন স্থানে আনন্দের হানি করিবার ভয় দর্শাইলে গ আদালতের বিচারাদীন স্থানে গেই ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাহার অন্য প্রহরণপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা খ আদালতে হইতে পারিবে।

১৮০ ধারা * অপরাধ সূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্তৃক অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত একপ
অন্য অপরাধের সহিত অন্য ক্রিয়ার সহিত সক্ষম থাকা প্রযুক্ত কোন
সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয় অপরাধ হইলে বিচার ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাদীন
বিরিবার স্থানের কথা স্থানের মধ্যে তদন্তের একতর ক্রিয়া করা যায়
গেই আদালত দ্বারা শেষোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

* কোন ব্যক্তি ব্রিটিশ রাজ্যের বাহিরের কোন স্থান হইতে দুই কার্য ব্রিটিশ রাজ্যে

উদাহরণ।

(ক) মহাপ্রত্যক্ষভাবে অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারার্থী স্থানে সহায়ত করা গেল সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে আদালতের বিচারার্থী স্থানে করা গেল সেই আদালতে, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা জব্দ গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারার্থী স্থানে জব্দ চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত জব্বের মধ্যে কোন জব্দ কোন সময়ে যে আদালতের বিচারার্থী স্থানে কুটিল ভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই আদালতে ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যান্যমতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারার্থী স্থানে তাহাকে অন্যান্যমতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে আদালতের বিচারার্থী স্থানে চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতী করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার কিম্বা ডাক ইত্যদনের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারার্থী স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া ঘাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধ ভাবে জব্দ লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধ-ভাবে বিশ্বাসঘাতকত করণের অভিযোগ হইলে, অপরাধভানে অবিহিত ব্যবহার ও অপরাধভানে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা যে আদালতের বিচারার্থী স্থানের মধ্যে অপরাধ বিষয়ক জব্বের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত

আমিলে ঐ রাজ্যে চুরি অপরাধ জব্দ তাহার বিচার হইতে পারে না ইঃ লঃ রিঃ ১
মাক্সাজ ১৭১ কিন্তু চৌর্য্য মাল রাখা অভিযোগে তাহার বিচার জিটিয় রাজ্যে হইতে পারে
ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৩০৭ ইঃ লঃ রিঃ ১ খোদে ৫০

হয় কি অপরাধ করা যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া
যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে

যে আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে কোন লোক চুরী করিয়া
কিন্তু চোরের অবিকারে থাকে কিন্তু তাহা চোরা
চুরী কনগের কথা
জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবান কারণ গ ইয়াও
কোন ব্যক্তি নয় কি রাখে, সেই আদালত দ্বারা উক্ত লোক চুরীকরণের
অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে

১৮২ ধারা। অনেক স্থানে মধ্যে কোন স্থানে অপরাধ করা গেল
হইয়া নিশ্চয় না হইলে,
তদন্ত ও বিচার কিসে।
স্থানের বলা অপরাধ যে
স্থানে বলা গেল তাহা নিশ্চয়
না হইলে,
কিন্তু কেবল এক স্থানে
না বলা গেল,
বিশ্বাস অপরাধ নিষিদ্ধ
করা গেল, কিন্তা অপরাধ
কার্য লইয়া অপরাধ হইলে
অপরাধ হইলে, যে আদালতের উক্তরূপ কোন
স্থানের উপর বিচারধিপত্য আছে সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত
লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাকালে কোন অপরাধ করা
গেলে যে আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে
যাত্রাকালে গণে অপরাধ
করিলে ও হার কথা।
কিন্তু অপরাধী যাম বিশ্বাস যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে
কি যে প্রত্যেক সময়ে ঐ অপরাধ করা যায় সেই
ব্যক্তি কি সেই প্রত্যেক উক্ত যাত্রাকালে যাম, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের
তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি আগ্র ও বাক্সদানি-
বিসয়ক যে আইন শংকালে প্রচলিত থাকে তাহার
রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও
ডাকঘর ও আগ্রবিসয়ক আইন-
নের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা। তাহা রাজধানী নগরের মধ্যে করা গিয়াছে।
বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, তথায় তাহার
অন্তিমস্থান লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে কিন্তু এক্ষণে

আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমান আবশ্যক সমস্ত মাকীদগকে উক্ত
নগর মধ্যে পাওয়া যায়

১৮৫ ধারা । এই অধ্যায়েন অন্তর্গত পূর্ববর্তী বিধানক্রমে কোন্ আদা-

কোন্ জিলায় তার লওয়া
ন হইবে বা নিচর হইবে
বিষয়ে মান্য হইলে হাই-
কোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয়
হইবার কথা ।

লভ দ্বারা অপরাধেব তদন্ত লওয়া যাইবে কি
বিচার হইবে এ বিষয়ে মনেহ হইলে যে হাই-
কোর্টের ফৌজদারী আদালত বিচারবিপত্ত্যের
সীমান্তগত স্থানে অপরাধী প্রাপ্ত পক্ষে থাকে

কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত
লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে সে হাইকোর্ট নির্ণয় করিবেন ।

ত্রিটিম অঙ্গদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় ত্রিটিম প্রজা হইলে, রাজপুণেব
রিকার্ডর সাহেব ও অন্যান্যস্থলে জুডিশ্যল কমিশ্যনর সাহেব এই ধারাব
কার্যপক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন ।

১৮৬ ধারা যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট চি জিলায় মাজিস্ট্রেট

বিচারাদীন স্থানের না-
হিলে অপরাধ করা গেলে
সংন কি ওয় রটে দিবার অম-
তার কথা

কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট, কিম্বা প্রাণীম গবর্নমেন্ট
হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে,
কোন প্রথম প্রাণীম মাজিস্ট্রেট এবপ বিখ্যাস বন্নি
বার কারণ দেখেন যে তাহার বিচারাদীন স্থানের

মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (ত্রিটিম

ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক অথ বাহিরেই হউক) কোন অপবাদ করিয়াছে

ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে

আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের

তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে ন, কিঞ্চ প্রচলিত কোন আইন-

বলে ত্রিটিম ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে স্বীয় বিচার-

াদীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন

তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্বে যেসকল বিধান কর গিয়াছে তৎক্রমে

তাহাকে বলপূর্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত

অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিস্ট্রেটের

ধরিলে পর মাজিস্ট্রেটের থাকে তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারি-

কার্যপ্রণালীর কথা বেন অথবা উক্ত অপরাধ আমিন লইবার যোগ্য

হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, জামিন গহিত বা জামিন ব্যতীত নিঃক্ষণজ হইতে পারিবেন।

উক্ত ৭৭ অধ্যায়ের একাদিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং বাহান নিকটে নিঃক্ষণজ উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উন স্বতঃ হইবার নিমিত্ত আবশ্য করিতে হইবে, এত দাবীকমে কাব্যকানো মাজিষ্ট্রেট এ যিমে কিছু স্থির করিতে না পারিলে, হাইকোর্টের আশ্রয় লয় মোকদ্দমান বিপেট নহিবেন।

১৮৭ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলাব মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন বোন

মাজিষ্ট্রেট ১৮৩ ধারায় লেও ১৮৪ ধারা দেন

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ডা. ১৮৩ ধারায় লেও ১৮৪ ধারা দেন
১৮৩ ধারা ১৮৪ ধারা

মাজিষ্ট্রেট যখন অধীন ২৮ ধারায় লেও ১৮৪ ধারা দেন
সেই জিলাব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিচু পাঠাইবেন কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধে তদন্ত বহান কি বিচার করিবান অমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধর্মবান ওয়ারটে দিলে, যে নোমেন যে কামচানক ঐ ওয়ারটে লেও ১৮৪ ধারা দেন, তাহার নিকটে ঐ দৃত ব্যক্তিকে ওয়ারটে করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারটে দিলেন তাঁর নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে

যে অপরাধে অপরাধী বলিয় দৃত ব্যক্তির নামে মালিশ হয় কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে যদি ১৮৬ ধারা মতে কামচানী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলাব অন্য কোর্ট মোকদ্দমানী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্তও বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন

১৮৮ ধারা যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ
ব্রিটিশ প্রজাতি ব্রিটিশ ভারত-প্রজাতি
যেমন বাহ্যিক অপরাধ করিলে
তাহাদের দ্বারা কথা ভারতবর্ষে কোন রাজ্য কি রাজ্যের অধি-

কারে অপরাধ করে ; কিম্বা

যদি ক্রীমীমতী মহান নীতি ভারতবর্ষের কোন দেশে প্রজাতি ব্রিটিশ ভারত-বর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে ;

তবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাঠান যায় সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষে তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

পাশ্চাত্য যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয় সেই

দেশের পলিটিকাল এজেন্ট য হেব থাকিলে তিনি

অভিযোগের তদন্ত লওয়া

উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল

এজেন্টের মাটি ককোট হিয়ার

কথ

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত লওয়া

উচিত বলিয়া আপন অভিমতের মাটি ককোট নী

দিলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিখ-

য়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না

আরো এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যাহুষ্ঠান হইলে

পর, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত

পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যাহুষ্ঠান হইতে না পারে, তবে

এই ধারামতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের

উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারবিপত্ত্যবিষয়ক ও অপরাধ-

দিগকে স্বয়ং দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে আর কার্য্য-

হুষ্ঠান হইতে পারিবে না

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে

তার তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতি

লিখিত প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ

কবিত্তে আজ্ঞা কারবার ক্ষম-

তার কথা

এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে

বলিয়া কথিত হয় তথায় পলিটিকাল এজেন্ট

সাহচর্যের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবান-

বন্দী লওয়া কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল তদন্তকারী কি বিচারকারী

আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দীর কি দলীলের লিখিত

বিষয়ের সমস্ত লইবার অন্যে কমিশান দিতে পারিবে না সেই মোকদ্দমায়

সেই আদালত ঐ জবানবন্দী ও দলীলের প্রতিবিধি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ

করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিহিত বোধ করিলে এমন আজ্ঞা কবিত্তে

পারিবেন

১৯০ ধারা। ১৮৮ ও ১৮৯ ধারায় "পলিটিকাল এজেন্ট" শব্দে নিম্ন

"পলিটিকাল এজেন্ট" লিখিত ব্যক্তি দিগকে বুঝাইবে ও তাহার ঐ

শব্দের অর্থ।

শব্দে গণ্য হইবেন,—

(ক) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রদান যে

কর্তৃক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের স্থলাভিষিক্ত প্ররূপ হন তিনি।

(গ) মজিসভাদিষ্ঠিত জীমুত গবর্ণর জেনরেল সাহেব কিম্বা মাস্তান কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মজিসভাদিষ্ঠিত জীমুত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারপত্যা বিষয়ক এবং অপরাধদিগকে ২২ দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ১৩টিম ৬১ ধারার একাংশ ভিন্ন কোন দেশের পলিটিকাল এক্সপোর্টের সকল কি কোন অমতাক্রমে কৰ্ম করণার্থে ১৩টিম ভারতবর্ষস্থ যে কর্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি

খা--কাযারাজের আদেশাক নিয়ম নিয়ম ন বিধি।

১৯১ ধারা ১৫ পশ্চাৎলিখিত বিচারের স্থলভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী ১৩টিম

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রহণ করিতে পারিবেন তা-
হার কথা
১৩টিম ও ১৩টিম মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট
ও ১৩টিম বিধে অমতাক্রমে অন্য কোন
মাজিষ্ট্রেট,

(ক) কোন অপরাধাক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে, কিম্বা

(গ) পোলীস কর্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে,
অথবা উক্ত অপরাধ যে ক্রিয়া গিয়াছে এতদ্বিনয়ে তাহার খবর জান কি সম্ভব,
থাকিলে এই অপরাধ গ্রহণ করিতে পারিবেন

* ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ২১ ধারানুসারে পোলীস কার্যকারক কোন অভিযোগের
মালিম উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারেন।

কোন অপরাধ ঘটন হইয়া ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেটের খবর জান থাকিলে এই অপরাধ
গ্রহণ করিতে পারেন। বিচারী পরামর্শ মূল্যে ভাষ্যত বিষয় খবর জান মালিম গণ্য হইবে
না যে মূল্যে মাজিষ্ট্রেট অপরাধ গ্রহণ করেন তাহার বিবরণ ও তার প্রকাশ করিতে
হইবে ১৩ টি নিঃ ১

অধীন মাজিষ্ট্রেট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জাড়িয়া দিলে হাইকোর্টের আদেশ ব্যতীত
এই ব্যক্তির নিষ্কাশ পুনরায় এই মোকদ্দমা স্থাপন হইতে পারে না ২৫ টি নিঃ ৩০ ইঃ
লঃ নিঃ ১ কলি ২৮২ ইঃ লঃ নিঃ ২ গোয়ে ৫৩৪ এই মধ্যস্থ এই আইনে যে ক্ষমতা
পরিবর্তন হইয়াছে তাহা ৪৩১ ধারায় দেখ

দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ জন্য কোন মাজিষ্ট্রেট
কোন ব্যক্তিকে অসুস্থ প্রদান করিলে যদি এই ব্যক্তি মোকদ্দমা না চালায় তবে জেলার
মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ ব্যতীত উহা চালাইতে পারেন। ইঃ লঃ নিঃ ৪ কলি ১১২।

কোন মাজিস্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে কি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মাধ্যমে কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব (ক) ও (খ) একত্রণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সেই মাজিস্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

কোন মাজিস্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে (গ) একত্রণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা এবং কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজিস্ট্রেটকে দিতে পারিবেন

১৯২ ধারা * কোন মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট যে মোকদমা

দমা গ্রাহ্য করেন তাহান তদন্ত লইবার কি বিচার

মাজিস্ট্রেটের মোকদমা
হস্তান্তর করিবার কথা

করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাহার অধীন কোন

মাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট মোকদমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন এই জিলার অন্য কোন বিশেষ মাজিস্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং এই মাজিস্ট্রেট তদন্তম্বারা মোকদমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন

* কোন মোকদমা সম্বন্ধে কোন বিচারকের কোন অর্থ না থাকিলে তিনি সরকারী কার্যকারকস্বরূপ এই মোকদমা উপস্থিত করিয়া এবং নিজে মাফা দিয়া তাহা বিচার করিতে পারেন ও বে. অ. বিঃ কোডমারী আপীল বিভাগ ১৫ কোন মাজিস্ট্রেট সমরোজ্ঞের স্বরূপ কোন মোকদমা গ্রহণ করিয়া তাহা বিচার করিতে পারেন ও বে. অ. বিঃ কোডমারী আপীল বিভাগ ১৫ হইলে এই মোকদমা অন্য মাজিস্ট্রেট নিকট বিচারার্থে প্রদান করা যাইবে ১৭ উঃ বিঃ ৩৯। অথবা ১৮ বাঃ বিঃ ৪২২ পূর্ণাধিকার উক্ত বিচার পর্যালোচনা করিয়া কলিক তাহ হাইকেট এই সীমাস করিয়াছেন যে কোন মাজিস্ট্রেটের কোন অর্থ থাকিলে অথবা কোন মাজিস্ট্রেট নিজে মোকদমা গ্রহণ করিয়া অর্থ আদায়ের নিমিত্ত প্রদান মাফী হইলে এই মোকদম তাহার বিচার করা অস্বাভাবিক ইঃ বিঃ বিঃ ২ কঃ ২৩ কোন ব্যক্তি কোন আদালতে মিথ্যা মাফা দিলে এই মিথ্যা মাফা প্রদান জন্য এই আদালত কর্তৃক তাহার বিচার হইতে পারে না ইঃ বিঃ বিঃ ১ বোধে ২১৪। কোন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট অর্থ যত্নপূর্বক নেতাইন জনতার লোক ধৃত করিলে তৎকর্তৃক তাহাদের বিচার হওয়া অস্বাভাবিক ২০ উঃ বিঃ ৭৬ কোন মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদমা উপস্থিত করিতে বিশেষ যত্নবান হইলে এই মোকদমার আপীল তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে। ২২ উঃ বিঃ ৭৫ জেলার মাজিস্ট্রেট বালেক্টর কলেজের স্বরূপ মোকদম উপস্থিত করিয়া মাজিস্ট্রেটস্বরূপ তাহা বিচার করা অন্যথা ২৪ উঃ বিঃ ১

১৯৩৭ খ্রিঃ এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত

থাকে তাহাতে প্রকারান্তরেণ অন্য নিধান না

সেই আইন প্রচলিত হইলে
কোন আইন প্রচলিত হইলে
তাহা বলা

হইবে, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধিত না

হইলে কোন মেশিন প্রাদান্য প্রদান্য হইলে বিচার

প্রতিপত্তি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃক হইবে না

স্থানীয় গণপরিষদ বা অন্য কোন বিশেষ আয়তন তাহা প্রদান্য যে সকল

তাহা প্রদান্য হইবে

মোকদ্দমা বিচার করিবে আদেশ দেন কিম্বা

সেই আইন প্রদান্য হইবে

সেই আইন প্রদান্য হইবে যে সকল মোকদ্দমা

১৯৩৭ তাহা প্রদান্য হইবে টি বিচারার্থে অর্পণ করেন,

আইন প্রদান্য হইবে কি আইন প্রদান্য হইবে কেবল এই সকল মোকদ্দমার

বিচার করিবে

১৯৩৭ আইন প্রদান্য হইবে তাহা প্রদান্য হইবে মোকদ্দমা

আইন প্রদান্য হইবে

অন্য আইন প্রদান্য হইবে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন

সেই আইন প্রদান্য হইবে

তাহা প্রদান্য হইবে এই সকল মোকদ্দমার বিচার

হইবে

করিবে

১৯৩৭

পরিচালিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাইকোর্টে সম-

হাইকোর্ট যে আইন

অর্পণ করিবে তাহা প্রদান্য হইবে তাহা প্রদান্য করিতে

তাহা প্রদান্য হইবে তাহা প্রদান্য

পরিচালন

ক্রীমীয়া মহারাণী নিউজিয়া ২৪ ও ২৫ অধ্যায়ের আইনের ১০৪

অধ্যায়ের যে পোটেন্ট পজ প্রদত্ত হয়, এই ধারার কোন ব্যক্তি তাহার

বিধানের কোন বিষয় হইবে এবং জান করিতে হইবে না

১৯৩৭

(ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭২ অধ্যায় ১৮৮

রাজকীয় বাণীব্যবহারের

পর্যন্ত ধারায় যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে

আইন প্রদান্য হইবে

সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্যাকারকের সম্মুখে

করণ হইবে অভিযোগের

হইবে তাহা প্রদান্য কিম্বা তিনি যাহার অধীনে

কথা

সেই রাজকীয় কার্যাকারকের আচরণ কি অভি-

যে হইবে হইবে,

;

* দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারার মোকদ্দমা স্থাপন করার পূর্বে যু. মোকদ্দমার বিচার

୧୦୮, ୧୦୯ ୧୧୦ ୧୧୧ ବି ୧୧୮ ନୀତୀମତେ ଯେ୧

অপরাধ দণ্ডনীয় তাহ কোন ক্ষ দানহেব আছ-
 র্জানিক ক মেয় তা তৎসম্মুখে করা গেলে ঐ আদা-

(গ) উক্ত আইনের ৪৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে

दि. २०१३ ००५, कि २०७ धादयामते मेः अठायमेव

ହିତ କରା ଯେତେ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର
ଅମୀୟତା ଅଭିଯୋଗର ବା

দণ্ড হইতে পাবে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক
কোন কার্যে প্রমাণ স্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা
যায় তৎসম্মুখে কোন ব্যক্তি সেই অপরাধ কবিলে, ঐ

করা উচিত ১৬ উঃ রিঃ ৪৪ • ৭৭ এই মোকদ্দমা স্থাপন করার পূর্বে মূল মোকদ্দমের
বাদীকে তাহার অভিযোগ মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে সমপ্রমাণ করিতে স্থবিধা দেওয়া উচিত ইঃ
লঃ রিঃ ১ কলি ৮৭ ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ৪৯৩। অসুস্থতা প্রাপ্ত ব্যক্তি মোকদ্দম না চালা-
ইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট মালিশ বাড়ীতে মোকদ্দমা চালাইতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি
৭১২। কোন মাজিষ্ট্রেট বাদীর প্রজ্ঞাহাব গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞ তাহার মালীর অবমাননা
গ্রহণ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ২১১ ধারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অসুস্থতি
মিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ৭ কলি ২০৮ এতদ্বারা ২৫ উঃ রিঃ ১০ পৃষ্ঠায় মজিরের বিরুদ্ধে
নিষ্পত্তি হইল পেমস টেশনে অভিযোগ করা কোন দেওয়ানী বিদ্য কোমদারী আদা-
লতের সমক্ষে অভিযোগ নহে। সুতরাং এই অভিযোগ দিখা হেতু মোকদ্দম করিতে
হইলে অসুস্থতি আনশ্যক। ২৪ উঃ রিঃ ৪১। ২৫ মাজিঃ ১২ ৫ কলি ২৩১ ১০ বঃ মঃ
রিঃ ৪১। ইঃ লঃ রিঃ ১ আলা ৪৯৭। ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ৫৮২ উপস্থিত তাদালত বর্জক
অসুস্থতা প্রদত্ত হইলে অধঃস্থ আদালত তৎপ্রতি আপত্তি করিতে অক্ষম ইঃ লঃ রিঃ
৪ কলি ৮৬৯ কোন আদালতে বা মোকদ্দমা তদন্ত করণের বি বিচারার্থে পাঠানের
ক্ষমতাপন্ন কাঁধাকারক নিবট দিখা অভিযোগ না করিলে দণ্ডবিধির ২১১ ধারামুগমে বাদী
দণ্ডনীয় হইতে পারে না। ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৬২০ দেওয়ানী মোকদ্দমায় দাখিলি জাল-
দলীলের মালীগণের বিরুদ্ধে জালিয়াতের মোকদ্দমা চাল ইবার জন্য অসুস্থতি অনাবশ্যক।
ইঃ লঃ রিঃ ৩ মাজিঃ ৪০০ শেমস জজের নিষ্পত্তি পড়ে কোন ব্যক্তি দিখা মালফা দেওয়া
হেতু তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দম চালাইবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অসুস্থতি থাকিলে তাহা
অসুস্থতি বতির গণ্য হইবে ন অসুস্থতির জন্য পৃথক দরখাস্ত করা আবশ্যক। ইঃ লঃ
রিঃ ৩ আলা ৬২

আদালত কিম্বা ঐ আদালত দ্বারা যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অসু-
মতি কি অভিযোগ না হইলে কোন আদালত অভিযোগ গ্রহণ করিবেন না।

এই দ্বারা যে অসুমতি উল্লেখ হইয়াছে তাহা সামান্য কথায় ব্যক্ত
হইতে পারিবে, অসুমতি দ্বারা নাম লিখিবার
যে প্রকারের অসুমতি পাওয়
আমায় তাহার কথা
প্রয়োজন নাই কিঞ্চিৎ যে আদালতে কি অন্য
স্থানে ও যে পূর্বে অপরাধ করা যায় যথামাধ্য
তাহার নির্দেশ দিতে হইবে

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অসুমতি প্রদত্ত হইলে
বৃহত্তর দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ বৃত্ত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয় তবে যে
আদালত মোকদ্দমা গ্রহণ করেন উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগ-
পত্র প্রস্তুত করণার্থে সেই আদালতের সমস্ত পারিকবে

এই ধারামতে যে অসুমতি দেন্তব্য যায় বা অপীকার করা যায় অসুমতি-
দায়ী বা অপীকারকারী কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্তৃপক্ষ তাহা
রহিত করিতে পারিবেন। সেই অসুমতি দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের
অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সামান্যতঃ যে আদালতে
অপীল হয়, এই ধারার বাধ্যতায় প্রযোজ্য আদালত সেই আদালতের
অধীন বলিয়া গণ্য হইবে

রাজধানী নগরের ছোট আদালত হাইকোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে,
এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন পথের মধ্যে থাকে সেই পথের
সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে

১৯৬ ধারার ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২৭ ধারার ভিন্ন ৬ অধ্যায়-
মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ক ধারা-
মতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মজি-
স্তাদিষ্ঠিত ভারতবর্ষের ক্রীযুক্ত গবর্নর জেনারেল
রাজনিক অপরাধের
অভিযোগের কথা।

মজিদিষ্ঠিত ভারতবর্ষের ক্রীযুক্ত গবর্নর জেনারেল
সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা
এতৎপক্ষে মজিস্তাদিষ্ঠিত ক্রীযুক্ত গবর্নর জেনারেল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
কার্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ নালিশ উপস্থিত করা
না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ হইবে না।

১৯৭ ধারা * বিচরণকৃত্যক্রম কোন বিচারকর্তার নামে নিম্না রাজকীয়

বিচরণক্রমে ও রাজ্যী অন্য যে কার্যকারক ভাবিতব্যীয় কি স্থানীয় গবর্ণ-
কর্তার কার্যক্রমে ন মে আও মেটের অধুগতি বিনা ও বস্তু হইতে না পারেন
যোগের কথা ।

এমত কার্যকারকক্রম তাহার নামে কোন অপ-
রাধের অভিযোগ চইলে যে গবর্ণমেণ্টে তাঁহাকে অনন্ত বন্দিবার আজ্ঞা
দিতে পারেন যেই গবর্ণমেণ্টে নিম্না উক্ত গবর্ণমেণ্টে চইতে ক্ষমতাশাল্য অন্য
কার্যকারকের অধুগতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য-
কারক যে আদালতের নিম্না অন্য বর্জ্যদের ও ধীন থাকেন উক্ত গবর্ণমেণ্টে
তাঁহার তক্রম অভিযোগ কবিনার অধুগতি বন্দিবার ক্ষমতা খর্ব করিয়া না
থাকিলে তাঁহার অধুগতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে
না ।

যে ব্যক্তি কর্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্তা কি রাজকীয় কার্য-
কারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে উক্ত
অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণ
মেটের ক্ষমতার কথা গবর্ণমেণ্টে তাহা স্থির কবিত্তে পারিবেন, এবং যে
আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে তাহ ও নির্দেশ*
করিতে পারিবেন

১৯৮ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে
চুক্তিভঙ্গ ও অপরাধ ও
নিম্না রাজকীয় অপরাধের
অভিযোগের কথা কি ৪৯৩ অবধি ৪৯৬ পর্যন্ত ধারার মধ্যে যেহ
অপরাধ পাড়ে ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতি প্রাপ্ত কোন
ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে
সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না

১৯৯ ধারা। প্রীলোকের দ্বারা কি ত তার অনুপস্থানে যে সময়ে অপরাধ
পরদার সংজ্ঞা দিয়া
বিবাহিত প্রীলোককে মুগ
লইয় লগুন বিষয়ক অ'ত
যোগের কথা। হয় সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ প্রীলোকের যিনি
রক্ষক থাকেন তিনি নালিশ না করিলে কোন,
আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭
কি ৫৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না

* কোম মিউনিসিপাল কর্পোরেশন গবর্ণমেটের অধুগতি বাতীত অভিযুক্ত হইতে
পারেন। ইঃ লঃ নিঃ ৩-কলি ১৫৮।

১৬ মোজিস্ট অধ্যায় ।

মাজিস্ট্রেটের নিকটে নালিশ করা নিষিদ্ধ ।

২০০ ধারা * * * * *
 তিনি শপথ : * * * * *
 যাগীর পরীক্ষা * * * * *
 কথ * * * * *
 তাহাতে * * * * *

কিন্তু (ক) লিখিত নালিশ করা গেলে, ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্বে মাজিস্ট্রেটের যে বাধীন পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এবং জা. হইবে না

(খ) উক্ত মাজিস্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট হইলে মাজিস্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেননি শপথ * * * * *
 পরীক্ষা * * * * *
 কিন্তু মাজিস্ট্রেট বিহীন বোধ করিলে * * * * *
 করাইবার পূর্বে তাহা লিখিত দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

(৩) ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিস্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাধীন পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিস্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তিনি বাধীকে পুনর্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না

২০১ ধারা । লিখিত নালিশ করা গিয়া থাকিলে এবং মাজিস্ট্রেট ঐ
 মাজিস্ট্রেট নালিশ করিতে * * * * *
 মোকদ্দমা * * * * *
 আধীন কথ * * * * *

২০২ ধারা । * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

* বাধীন পরীক্ষায়ে পোলীস তদন্তের আদেশ হইয়া নিউ রেকর্ড দিবস পর্যন্ত হইলে বাধীন অসম্মত পোলীস রিপোর্ট অনুযায়ী মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে না। ১৭ উঃ নিঃ ২

পারবেন যেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে
বাদীর পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার
কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাহান নামে নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাই-
বার পরওয়ানা দিতে বিহীন করিয়া নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার
জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারিবেন কিম্বা প্রথমে আপনার
অধীন কোন কর্মচারীর কিম্বা পোলীসের কর্মকর্তার দ্বারা কিম্বা মাজি-
স্ট্রেট বা পোলীস কর্মকারক ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ
করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা এই নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা
করিতে পারিবেন

মাজিস্ট্রেট কিম্বা পোলীসের কর্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা এই
অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল
ক্ষমতা অর্পণ করা গেল এই ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারি-
বেন, কেবল তাঁহার ওয়ারন্ট বিনা দ্রুত করিবার ক্ষমতা থাকিবে ন

এই ধারা কলিকাতা ও মুম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ডে ।

২০৩ ধারা * যে মাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ করা বা উঠাইয়া দেওয়া

নালিশ ডিমামস করিবার
বথ

যায় তিনি বাদীর পরীক্ষা করিলে এবং ২০২ ধারা-

মতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবে-

চন করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্যানু-

ষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট করণ নাই বিবেচনা করিলে এই নালিশ ডিমামস করিতে
পারিবেন

* বাদীর পরীক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র গেটস রিপোর্ট প্রদানের মোকদ্দম ডিমামস
করা অনার ৮ উঃ রিঃ ৮৯ বাদীর পরীক্ষা না করিয়া তাহার মোকদ্দমা ডিমামস হইতে
পারে না ৩ বেঃ লঃ রিঃ আপীল বিভাগ, ফৌজদারী ৫৩ অধীন মাজিস্ট্রেট কোন
মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির হওয়ার জন্য ওয়ারন্ট জারীর আদেশ করার পর
জেলার মাজিস্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা আপন সেরেস্তায় উঠাইয়া লইয়া উক্ত ওয়ারন্ট রহিত
পূর্বক মোকদ্দমা ডিমামস করিতে পারেন না ১৯ উঃ বি ২৮ ১৯৫ ধারার টীকা দেখ।
বাদীর অনুপস্থিত নিবন্ধন মোকদ্দমা ডিমামস হইলে সে পুনরায় নালিশ উপস্থিত করিতে
পারে ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৫২৩ বিজ্ঞ বাদীর মাকীর জবানবন্দি হইলে মোকদ্দমা
পুনরায় উপস্থিত করা যাইতে পারে না ২৪ উঃ রিঃ ৭৫

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদেয় সম্মুখে কাগানদ্বয় বন্নিবার নিধি

২০৪ ধারা। যে মাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ দাখল করেন, তাঁহান মতে

পত্রপত্রিকা দিবার বধ্য। কার্য্যসূচন করিবান বিশিষ্টকারক থাকিলে দ্বিতীয়

সম্মুখ সম্মুখ সেওয়া উচিত বোম হয় তবে অর্ডারে ব্যক্তিগত উপস্থিত হইবার

নিমিত্ত সম্মুখ দিবেন। উক্ত ঘটনা দেখিয়া প্রথমে ২ নি প্রমাণট দেওয়া উচিত

হয় তবে তিনি আওদার কিস্তা মেই নিম্নেব নিচর কবিতো সম্মুখ অন্য মাজি-

স্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিম্নেব মতে আনাইবার উপস্থিত করা-

দবার অন্তো অন্য রটে দিতে অথবা উচিত বোম বনিলে সম্মুখ দিতে পারিবেন

এই ধারার কোন কথাক্রমে ১০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে

নহি যা জ্ঞান হইবে না।

২০৫ ধারা। যখন কোন মাজিস্ট্রেট সম্মুখ

অভিযুক্ত ব্যক্তিগত উপস্থিত দেন, উপস্থিতকারক জ্ঞানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির

২০৬ ধারা। অস্থিত দিতে সম্মুখ উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষে উকীলের

অভিযুক্তের সম্মুখ কথা। য না উপস্থিত হইবার তুমতি দিতে পারিবেন।

২০৭ ধারা। কার্য্যসূচনের কোন সময়ে তদন্তকারী বা নিচরকারী মাজিস্ট্রেট

২০৮ ধারা। উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখ উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে

পারিবেন এবং আবশ্যিক হইলে পূর্ক প্রাধ বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ক

উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য মোকদমার

তদন্তবিষয়ক নিধি

২০৯ ধারা। কোন হে সিডেমি মাজিস্ট্রেট নিম্না জিলার মাজিস্ট্রেট

গায়েব কিস্তা মহকুমার কোন মাজিস্ট্রেট কিস্তা

২১০ ধারা। বিচারার্থে সম্মুখ বন্নিবার প্রথম প্রেরণ কোন মাজিস্ট্রেট কিস্তা এতৎপক্ষে

অন্যায় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন

* কোন ব্যক্তি একটী বাজার ও একটী বাজিকাকে কুপে নিষ্কণ করায় ছে বলিয়া দাখিল

মাজিস্ট্রেট মেশান আদালতের কিম্বা হাইকোর্টের বিচার্য কোন অপ-
রাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারি-
বেন।

কিন্তু এই আইনে একান্তান্তবের বিধান না থাকিলে মেশান আদালতের
বিচার্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৭ ধারা। মেশান আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য মোকদ্দমায়
কিম্বা মাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় হাইকোর্টে কি মেশান
আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত,
সেই মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত
লওয়া যায় তাহা যথেষ্ট নিম্নলিখিত অর্গানীজমতে কার্য করিতে হইবে।

২০৮ ধারা। * অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজি-
স্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিস্ট্রেট
কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন
ও অভিযোগ পক্ষে কি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে
সকল মামল্য উপস্থিত করা যায় বা তাহা মাজিস্ট্রেট তলব করেন তাহা
পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

হয় মাজিস্ট্রেট ঐ মামলার কতটা হেতু মজলিসের ৩০২ ধারার আভিযোগে তাহাকে মেশান
আদালতে অর্পণ করেন এবং ঐ আদালতের বিচারে সে নিরীক্ষা সমাপ্ত হইবে। তৎপরে
সমর্পণার্থে প্রথম তদন্ত হইবে। কারণ ঐ ব্যক্তির ঐ ব্যক্তিগত জ্ঞান নষ্ট করার উদ্দেশ্য হেতু
অভিযোগে পুনরায় অর্পণ করেন। হাইকোর্ট সমাপ্ত করেন যে এইরূপ প্রথম তদন্ত না
করিয়া অর্পণ করা হইবে। ১৪ বাঃ জঃ রিঃ ৫৪

* সাধারণ জবানবন্দী ২৫ অধ্যায়ের বিধান স্মরণে করিতে হইবে।

মাজিস্ট্রেট যে মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাহাতে যে মামলার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ না
করিয়া অন্য মোকদ্দমায় তাহাদের প্রদত্ত জবানবন্দী তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া
তদনুসারে ঐ মোকদ্দমা সমর্পণ করা হইবে। ১ বাঃ জঃ রিঃ ফৌজদারী, আদালত বিভাগ
৩৭ ৩ বাঃ জঃ রিঃ ফৌজদারী, তাপীল বিভাগ ২০

ওয়ারেন্ট দ্বারা প্রাপ্ত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেট সম্মুখে আনীত হইলে উপস্থিত
কারণ বশতঃ তাহাকে তিনি হাজতে পাঠাইতে পারেন কিন্তু তাহা কারণ লিপিবদ্ধ করিতে
হইবে। ২০ উঃ রিঃ ২৩।

কোন মাফীকে কি কোন মলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার
 নিমিত্ত যদি কিম্বা যে কাগজপত্রক অভিযোগ
 চালান যাক তাহা উপস্থিত চালান হইল কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের
 করাইবার পাওয়া নাকি না
 নিকটে পরওয়ানা দিবার আদেশ করিলে, মাজি-
 ষ্ট্রেট এই পরওয়ানা দিবেন কিন্তু তৎপ পরওয়ানা দেওয়া অন্যায়ক জ্ঞান
 করিলে, যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, পরওয়ানা দিবেন না

প্রোগ্রামেট মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধ যুক্তি লিপিবদ্ধ করিলে, এই দ্বারা
 কোন কোর্টস একপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২০৯ ধারা। * ২০৮ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত মাফী নহে
 এবং মাফী অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন
 যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করা হইবে তাহা
 ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া
 যাইবে তাহা কথা
 করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির
 পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সম-
 পর্ণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে
 ছাড়িয়া দিবেন কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের
 সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাহা একপ বোধ হইলে তিনি
 তদনুযায়ী কার্য করিবেন

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, মাজিষ্ট্রেট
 মোকদ্দমা চলনের একতরফী কোন অনন্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া
 দিতে পারিবেন না, এই দ্বারা কোন কথা একে একপ জ্ঞান করা
 যাইবে না।

* অভিযুক্ত ব্যক্তি যে যে কি নির্দোষী তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা মাজিষ্ট্রেটের বর্ত্তন
 এই উদ্দেশ্যে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ও আনয়ন বিবেচনা করিলে তাহার প্রমাণ
 গ্রহণ করিয়া তাহাকে সমপর্ণ করা বিধেয় ১৪ উঃ নিঃ ১৬

এই ধারানুসারে কোন মালিশ প্রিমিস হইলে কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া
 গেলে হাইকোর্ট বা মেগনস আদালত ৪৩৭ ধারানুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেটকে অধিক তদন্ত
 করিতে আদেশ করিতে পারেন অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা সম্বন্ধে ৩৪২ ও ৩৬৪ ধারা
 দেখ

২১০ ধারা তত্ত্বাপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তত্ত্বাপ পরীক্ষা যদি
করা যায় তাহা করা গেলে পর যদি মাজিস্ট্রেট
কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহান
কথ্য স্থির করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে
সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভি-
যুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপবাদে অভিযোগ
হইল তাহা নির্দেশ করিয় আপনাতঃ স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত
করিবেন।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর অভিযুক্ত
ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে
বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার
অভিলিপি নিন ধরচায় তাহাকে দেওয়া
যাইবে।

২১১ ধারা বিচার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে
সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করা-
ইতে চাহে, তৎকালেই তাহাদিগের নাম বাচনিক
জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি
আজ্ঞা হইবে।

মাজিস্ট্রেট শ্রীয বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে সাক্ষিদেব ন মের আদ্য এক ফর্ম দিবার
অন্য নানি নির্ধারিত কথ্য। অধুমতি দিতে পারেন ; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কে
বিচারার্থে হাইকোর্টের সম্মুখে সমর্পণ কর গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচার-
কালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাধ্য
করিল, বিচার হইবার পূর্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রোন সাহেবকে তাহাদের নামের
নির্ঘণ্ট দিবার কোন বাধা আছে এই ধারার কে ন কথাক্রমে এমনত বোধ
হইবে না।

২১২ ধারা। ২১১ ধারামতে মাজিস্ট্রেটকে
যে সাক্ষিদের নামের ফর্ম দেওয়া যায় শ্রীয বিবে-
চনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষীকে সমন দিয়া
পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

মাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাপ সাক্ষি-
দিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষম-
তার কথা।

২১৩ ধারা * ২১১ ধারামতে ফল দিবার অমেষ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি
 হইলেন যে তাহা না দিলে তথবা সে তদ্রূপ ফল
 বিচারার্থে গমন করিলে, মাজিস্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে
 যার অজ্ঞার কথা
 তাহাদের তদ্বাধ্য এমন মাফী যদি থাকে তাহা-
 দিগকে ২১২ ধারামতে গমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে মাজিস্ট্রেট হাই-
 কে টেকি, স্বঃ বিশেষ্য মেশন আদালতে বিচার যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
 সমর্পণ করিবার অজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রমাণিত হইয়া মাজিস্ট্রেট না
 হইলে ঐ আদালতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংশ্লিষ্টে নিমিত্ত
 থাকিবে।

২১৪ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় নীটম প্রজা না হইলে যদি
 তাহান নামে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য
 ইউরোপীয় নীটম প্রজা
 মহিলা রাজধানী ১৮৮০-র
 বাহিরে এবং অভিযুক্ত ইউরোপীয় নীটম প্রজা একই ব্যাপার মূলক
 ব্যক্তি বৎ
 তদ্রূপ অভিযোগে হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত

হইবে কিম্বা হাইকোর্টে যাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে
 অপরাধ করিয়াছে, ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার
 বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিস্ট্রেট যদি একপাশে নোদ করেন, তবে তিনি সেই অভি-
 যুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, মেশন
 আদালতে নয়।

২১৫ ধারা ১ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে
 একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কেবল হই-
 ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে
 বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ বার- কোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও
 ধারাবৎ।
 , কেবল আইনধিত্ত বিষয় ধরিয়। করিতে পারি-
 যেন

* বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্র প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে যে প্রমাণ থাকে
 তাহা প্রতিক্রমণে লিখিতে হইবে ৫ উঃ নিঃ ৬।

হই পক্ষ লিখ্ত থাকে হাজিরা মোকদ্দমায় সমর্পণ মধ্যস্থ ২৩৯ ধারা দেখ।

† অনিয়মিত ক্রমে সমর্পণ করা গেলে তাহা সিদ্ধ করা মধ্যস্থ ৫৩২ ধারা দেখ।

২১৬ ধারা * অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১১ ধারামতে সাক্ষিদেয় নামের নির্ধা-
 ত পত্র দিবে ও তাহকে বিচারার্থে সমর্পণ করা

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ
 বশিত হইলে প্রাতি দীর
 সাক্ষিদেয়কে সমন দিবার
 বশ

গেলে, যে সাক্ষিদেয় লিখিত যে সাক্ষিদেয়কে আপনাত
 সম্মুখে উপস্থিত করান নাই সে আদালতে অভি-

যুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছে মাজিস্ট্রেট

তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবে।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে, মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবে-
 চনামতে জার্ক অফ দি ক্রোনের জন্য উক্ত সাক্ষিদেয়কে সমন করিবার কার্য
 বাধিয়া দিতে পারিবে; এবং তদনুসারে উক্ত সাক্ষিদেয়কে সমন করা
 যাইতে পারিবে।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য

নিশ্চয় করিবার জন্য সাক্ষিদেয় নামের নির্ধা-
 ত কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে মাজিস্ট্রেট

অনাবশ্যক সাগীর * রচা
 আমানত ন কষ্টে তাহার
 সমন বশিত অস্বীকার করি-
 বার কথা

এমত বোধ করিলে সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য যে অত্যন্ত

প্রয়োজনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান

অস্বীকার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে সক্ষম করিবে। মাজিস্ট্রেট সাহেবের
 অস্বীকার না অস্বীকারে তিনি এই সাক্ষিদেয়কে সমন করিতে অস্বীকার করিবার
 হেতু লিখিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে। কিম্বা এই সাক্ষীকে উপস্থিত
 করাইবার নিমিত্তে যত প্রচেষ্টা অবশ্যক জ্ঞান করেন তিনি এই সাক্ষীকে সমন
 করিবার পূর্বে ততটাকা আমানত করিবার আদেশ বশিত পারিবে।

২১৭ ধারা * সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে যে বাদিদেয় ও অভি-

যোগের ও প্রতিবাদেয় সপক্ষে যে সাক্ষিদেয় উপ-

বাদিদেয় ও সাক্ষিদেয়
 নিবন্ধপত্রের কথা।

স্থিত হওয়া আবশ্যক তাহার মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে

উপস্থিত থাকিলে, সেশন আদালতে কি হাই-

কোর্টে মোকদ্দম চলাইবার ক্ষমতা প্রদানার্থে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা
 গেলেই তাহার উপস্থিত হইবে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই সাক্ষীর
 নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে

* এই ধারার লিখিত কাবল ব্যতীত আসামীরা আপনাই সাক্ষী তালপ করিতে মাজিস্ট্রেট
 অস্বীকার হইতে পারেন না ইং লঃ রিঃ ৬ কলি ১১৪

কোন নাদী কি সাক্ষী মেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উপস্থিত
হইতে নিয়া পূর্ণ আদায়িত নিয়মপত্র নিয়মিত
৬০ দিৱস হইতে নি নিয়মিত দিতে অধীকার করিলে যত কাল এই ৭০ নিয়মিত
পূর্ণ নিয়মিত দিতে অধীকার করিলে যত কাল এই ৭০ নিয়মিত
বিনয় হেফাজতে রাখিয়া না দেয় চিন্তা মেশন আদালতে কি হাইকোর্টে
বথ তাহার যতকাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয়
মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তত কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন এইকপ প্রমো-
জ্ঞন হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহা বৈ প্রচলিত অসম্মত মেশন আদালতে কি স্থল-
বিদ্যায় হাইকোর্টে পাঠাইবেন

২১৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি কে চিচিয়ার্গে সমর্পণ করা গেলে মাজি-
ষ্ট্রেট প্রাথমিক কর্তৃক যে কাগজাদিও এতৎপক্ষে
মৌলিক সমর্পণ হইবে নিযুক্ত হন উঁহান নামে আত্মপত্র দিয়া এই সম-
জ্ঞাত করিবার কথা। পূর্ণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের
পাঠাইয়া দেন অ' নাদজাপক পত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয়
অন্য যে উক্ত কার্যকারণ সমর্পণ হইবার ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত
আছেন, তবে তাহার নামে আত্মপত্রাদি দিবেন না

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও অন্যান্য কি অন্য জব্বা
এমগপত্র উপস্থিত করা আবশ্যিক হয় তাহা এই
অভিযোগপত্র প্রতি হাই মাজিষ্ট্রেট মেশন আদালতে কিন্তু (হাইকোর্টে
৬০ দিৱস হইতে রাখিলে) কার্যক্রম দি জোন
পারদেবের য' এতৎপক্ষে হাইকোর্টের নিযুক্ত
অন্য কার্যকারণের নিকট প্রেরণ করিবেন।

যখন হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা য' নাদী অংশ বিশেষ যদি
ইংরাজী অসম্মত হাইকোর্টে ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয়, তবে নাদীর সঙ্গে
পাঠাইতে হইবার কথা এই অংশের ইংরাজী অসম্মত পাঠাইতে হইবে

২১৯ ধারা। সমর্পণ হইবার প' ও বিচার কার্যের আনন্দ হইবার পূর্বে-
মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত সাক্ষিদিককে সমন করিয়া
অতিরিক্ত সাক্ষিদিককে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন, ও পূর্বে-
সমন করিবার ক্ষমতার কথা তাহাদের একান্তে তাহাদিককে উপস্থিত হইয়া সাক্ষা
দিতে প্রত্যাশ করিতে পারিবেন।

হইতে পাবিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মাফাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও
মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চ হে
তাহাকে বিনা থরচে ঐ মাজিস্ট্রেটের অবানবন্দির সকল দেওয়া যাইবে।

২২০ ধারা বিচরেন অপেক্ষায় ও বিচার-
ক লে মাজিষ্ট্রেট হাজির আগিন সমক্ষে এই আই-
নের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
ওয়ানটে ধরা হেফাজতে সমর্পণ করিবেন।

বিচারের অপেক্ষায় অভি-
যুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে : পি-
বান কথা।

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ বিধিবার পাঠের বিধি

২২১ ধারা। * অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপ-
রাধের অভিযোগ হয় এই আইনমত অভিযোগ-
পত্রে তাহ ব্যক্ত থাকিবে

অভিযোগপত্রে অপরাধ
নির্দিষ্ট করিবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ
অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে অভিযোগপত্রে
কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দিষ্ট
হইতে পারিবে

অপরাধের বিশেষ নামই
নির্দিষ্ট করিয়া হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ
অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে অভিযোগপত্রে
নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন সে
জানিতে পার্য এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দেশ-
করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে

অপরাধের নাম নির্ধারণ
ন হইলে যেরূপ বর্ণন হইবে
তাহার কথা।

* অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডনীয় বৃত্তিতে কখনো থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি কোন অপরাধ
পূর্বে নির্ণয় হইয়া থাকে তবে তাহা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। ১৯ উঃ নিঃ
৪১ ২১ উঃ নিঃ ৪০ পূর্ব অপরাধের বিধির অভিযোগপত্রে অন্তর্গত উল্লেখ করিতে
হইবে ২২ উঃ নিঃ ৩৯। দণ্ডবিধি সাধারণ কি বিশেষ কোন বর্জিত বিধি অভিযোগপত্রে
উল্লেখ করা অনাবশ্যক। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বর্জিত বিধির ফলাফলগ্রহী হইলে তাহার
আগের তার প্রমাণ বিবরণ আইনের ১০৫ ধারানুসারে তাহার শিরে বর্তে ইঃ লঃ নিঃ
৪ কলি ১২৪। বশাব্যত আইনানুসারে কোন ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইলে তাহা অভিযোগপত্রে
উল্লেখ করা উচিত। ইঃ লঃ নিঃ ৫ মাজিস্ট্রেট ১০৫।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে
বলা যায়, অভিযোগপত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ নহিলে হইবে

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে নিয়ম না
থাকিলে আইন ১৫০ ৭ ৮ বিধিগণের অপরাধ
অভিযোগপত্রে উল্লেখ হয় না, সেই স্থলে এই ১১ম পূর্ব হইলে এই
আইন হইতে তাহা বাদ
অভিযোগই হইবার বর্ণনা। ১৫০।

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র হইবার ক্ষমতা লিখিত হইবে,
অন্যত্র অভিযোগপত্র হইবার ক্ষমতা কিম্বা
অভিযোগপত্র যে স্থানে লেখা যাইবে তাহা কবে
আদালতের অভিযোগ লেখা যাইবে

পূর্বের য'দ অভিযোগ বাস্তব কোন অপরাধ নিয়ম হইয়া থাকে এবং
আদালত যে দণ্ডের আদেশ করিবার ক্ষমতাপন্ন
পূর্বের অপরাধ নির্ণয় হইলে
অভিযোগপত্রে তাহা লিখ-
বার কথা
পূর্বনির্দিষ্ট অপরাধ প্রমাণ করিয়া দিলে
তবে পূর্বের অপরাধ নিয়ম হইবার কথা ও যে

তারিখে ও স্থানে অপরাধ নিয়ম হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে
হইবে প্রথম যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আদেশ হইবার পূর্বে
কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নামে চলতিমতে চন্দ্রনাথ অভিযোগ হয়। ভারত-
বর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ
নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আনন্দেন কত আইনে ও দণ্ডবিধির
আইনের সাধারণ বর্ণিত কথার মধ্যে আইনে না, ও ৩০০ ধারায় যে
পাঁচটি বর্ণিত কথা আছে তাহা কোন কথার মধ্যে আইনে না কিম্বা
প্রথম বর্ণিত কথার মধ্যে যদিও আইনে উল্লিখিত এই বর্ণিত কথার তিন
উপবিধির মধ্যে অন্যতম উপবিধি এই অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভি-
যোগই এই সকল কথার বর্ণনায় তুল্য।

(খ) আনন্দ ওলি ছুড়িবার যজ্ঞ দ্বারা ইচ্ছাপূর্ণক বলরামের গুরুতর
পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে
তাহার নামে অভিযোগ হয় এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের

৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও স ধারণ বর্জিত কথা ঐ অপ-
রাধের প্রতি বর্ডে না, উক্ত অভিযোগই সমস্ত বর্ণনা তুল্য

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পর-
দার গমন বা অপরাধ ভাবে ভয় দর্শীকরণ বা জবোব স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যাক্রমে
ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে
ঐ ঐ অপরাধের যে২ অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না
হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য অপহরণ বা পরদার-
গমন করিয়াছে বা অপরাধ ঘটতি ভয় দর্শাইয়াছে বা জবোব স্বামিত্বের
চিহ্ন মিথ্যাক্রমে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই২ বর্ণনা থাকিতে পারে ;
কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, অভিযোগ
পত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কাগ্যকানক আইনগিফ্ট অমতামতে কোন জব্ব বিক্রয়
করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ ইচ্ছা পূর্ব্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া
ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ
হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে

২২২ ধারা * অভিযুক্ত বাকির নামে কিবপ অভিযোগ হইল এই কথা
তাহার যুক্তি মিত্ত রূপ বিশিষ্টমতে জানিবার
সময়ে ও স্থানের
অন্যো কথিত অপরাধ হইবার সময়ে ও স্থানের
ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তি ন বিপক্ষে
বা কোন জব্ব মক্ষফে হইলে যে জব্ব মক্ষফে অপরাধ হইয়াছে তাহার
নামাদির সূতান্ত্র যতদূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে
হইবে

২২৩ ধারা অভিযুক্ত বাকির নামে যে অভিযোগ হয় যদি মোকদ্দমার
ভাব বিহীনতায় ২২১ ও ২২২ ধারার উল্লিখিত
বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে
জানিতে না পারে, তবে কথিত অপরাধ যে
প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা
অপরাধ কি প্রকারে করা
গিয়াছিল এই কথা সে স্থলে
বাক্য করিতে হইবে তাহা
কথা।

* দণ্ডবিধির ২১৭ ধারা নাতিশে আইনের যে আজ্ঞা যোগে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে
তাহা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা আবশ্যিক ইং অঃ নিঃ ২ বোধ্য ১৮২

লিখিলে পূর্বোক্ত অভিযোগ সকল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক জব্য তুতী করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে তুতী হইয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা গাফ্য দেওনা পরাধের অভিযোগ হইলে আনন্দের গাফ্যাত যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজনীয় কার্যকারণক রাজকীয় কর্ম নির্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে বলরামের কর্ম নির্বাহ করণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশ্যে আনন্দ আইনের নোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয় যে কার্য দ্বারা আচার অবমাননা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

২২৪ ধারা প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন কারণে বর্ণনা করিতে যে

যে আইনগত অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনগত অর্থ অভিযোগপত্রের শাসনের অর্থ গৃহীত হইবার কথা।

শাসনের ব্যবহার হয় এই অপরাধ যে আইনগত দণ্ডনীয় সেই আইনে সেই শাসনের যে অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই অর্থ ব্যবহার হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

২২৫ ধারা। * অপরাধ যে একাধারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবান আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ভ্রম হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ভ্রম দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে তবে সে কদমানে বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে ন

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নিকট কুজিগ মুদা ছিল ও আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিমজানিত বলিয় ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল কিন্তু অভিযোগপত্রে “প্রতারণাভাবে” কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আনন্দের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আনন্দের নামে বলরামকে বধনা করিবান অভিযোগ হয় কিন্তু কি একাধারে তাহাকে বধনা করিয়াছিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে। আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া নাক্ষিক-দিগকে ডাকিল ও আপনার মনোগত সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানাইল আদালত ইহা দেখিয়া সেই বধনা কার্য যে একাধারে করা গিয়াছিল এই কথা না লেখা গুরুতর ভ্রম বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বধনা করিবান অভিযোগ হয়, কিন্তু কি একাধারে তাহাকে বধনা করা হইয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত; অতএব কোন ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এই স্থলে বধনা কি একাধারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন

* যে সময়ে ও যে স্থানে ও যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয় তদ্বিনয়ন অভিযোগপত্রে লিখিত না থাকিলে গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে ২০ উঃ প্রিঃ ৪৬। কোন রহিত হওয়া আইন দ্বারা ভ্রম বস্তুতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ হইলে যদি তাহার উক্ত কার্য দণ্ডবিধি অনুসারে অপরাধ হয় এবং উক্ত ভ্রম হেতু তাহার কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে তবে সেই বিচার অমিষ্ট হইবে না ১০ উঃ প্রিঃ ৪৮

(ঙ) জানন্ম ১৮৮২ সালে ১ জানুয়ারি নামের ২০ তারিখে হায়দরবাবকে বধ করে ও খেঁচাওয়া তাকে ২১ ডি সেপ্টেম্বর ১৮৮২ সালের জাতিগারি ২১ সের ২১ তারিখে তাকেও বধ করে, জানন্মের নাম এই অভিযোগ হইল। হায়দরবাবকে বধ করিবার অভিযোগে মোকদ্দমকে বধ কনিয়ার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। জানন্ম মধ্যে যে মামলার দ-প্তিক ছিল তাহাও হায়দরবাবের বধের মোকদ্দমান সাক্ষী ইত্যাদি জানন্মের জন্ম হইয়াছে ও ওরুস্তার জন্ম হইয়াছে আদালত এই অনুমান করিতে পারিবে।

অভিযোগগত বিন ১
সমস্তই অভিযোগ ১৭৭৭ সালের
সময়ই করা হইবে না।
আগামী বৎসর ১

বিশয়ে গেরিমা হ'ল ডেডেইং চিকিৎসায় যোগ
করিয়া অস্ত্রযোগপত্র প্রস্তুত করিতে না স্থলাভিগমে তাহা পরিবর্তিত বা
এক বাস্তবে পরিবর্তিত কানহে প্রাপ্তিবেন

২২৭ ধার। কোন আদালতের নিচি ও আচার করিবার পূর্বে কোন
অভিযোগ করা না হইলে
করিতে আদালতের ক্ষমতা
কথা।

কথা। আর কিম্ব আগেরদের মত ব্যক্তি ইকৈবার পূর্বে কোন সময়ে ঐ আদালত কে ন অভিযোগপত্র পরিস্কটন করিতে পারিবেন।

৭ বিবর্তিত কথা অভিযুক্ত ব্যাক্তার নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ।

২২৮ ধারা। ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগপত্র যেকোনো প্রস্তুত বা
 মোকদ্দমানা চালাইবার
 ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযুক্ত
 পক্ষে ও তার পক্ষে
 নীতি নীতিমতে মোকদ্দম চালাইবার
 ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইবে যাহা ২২৬, ২২৭ ধারামতে এমত বিবেচনা হয়, তবে
 ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্তিত
 হইলে পর সেই নুতন বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের
 ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমানা বিচার করিতে থাকিবেন।

২২৯ ধারা। যদি নুতন বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্র একমুখী হয় যে
 মোকদ্দম নুতন বিচার
 তাহা হইলে মোকদ্দমানা কাগজ অর্গেণে চলিলে
 তাহা ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে প্রস্তুত বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্র
 হইতে পাঠ্য তাহা ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে প্রস্তুত বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্র
 বিবেচনা করিবে, নুতন বিচার হইবার আশঙ্কা হইতে পারিবে, অথবা যত
 কাল আবশ্যক ততকাল বিচারকাগজ প্রস্তুত থাকিতে পারিবে।

২৩০ ধারা। নুতন বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয়
 পূর্বে অভিযোগপত্রের
 লিখিত অপরাধ হেতু অল্প-
 মতিপ হইয়া প্রস্তুত হইলে
 মোকদ্দমানা কাগজ
 তাহা ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে প্রস্তুত বা পরিবর্তিত অভিযোগপত্র
 তদ্বৎ প্রথম অল্পমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে
 যতকাল ঐ অল্পমতি পাওয়া না যায় ততকাল
 মোকদ্দমানা কাগজ চলবে না; কিন্তু পরিবর্তিত
 অভিযোগপত্রে বৃত্তান্তমূলক হইলে সেই বৃত্তান্ত মতে
 অভিযোগ করিবার অল্পমতি পূর্বে পাওয়া গেলে
 মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

২৩১ ধারা। বিচারান্তে হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্তন হইলে
 অভিযোগপত্র পরিবর্তিত
 হইলে সাফদিককে পুনশ্চ
 ডাকিতে পারিবার কথা
 পূর্বে যে সাফদিক সাফা লওয়া গিয়াছিল অভি-
 যোগ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ
 ডাকিতে বা সমন করিয়া সেই পরিবর্তন সম্বন্ধে
 পরীক্ষা করিবার অল্পমতি পাইবেন।

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুতঃ অভিযোগপত্র না
 প্রস্তুত হইলে তাহার
 থাকিতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকিতে তাহার
 প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের

কিন্তু সংশোধন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কিনা ২৭ অধ্যায়গত ক্ষমতাসম্পন্ন কিনা কর্তৃক হইকোটের এত মত হইলে, এই আদালত সেই অভিযোগপত্র যতদূর প্রযুক্ত কণা উত্তর দেন ততদূর প্রযুক্ত করিয়া উদ্বোধন করিবার হইবার আশা করিলেন।

সেক্ষেত্রে বলাই যে বলাইয়ের অর্থাৎ হইল ততদূর প্রযুক্ত অভিযোগ ব্যক্তি নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উত্থাপিত করা যাউতে পারে না এই আদালতের এই মত হইলে আদালত এই অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু যে প্রকৃতিতে মত কি প্রকৃত বিনা যে অর্থাৎ ব্যবহার করিয়াছে কি বরিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই অর্থাৎ যে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত ইহা অভিযোগ পত্র লেখা যায় নাই। আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্র তাহার সেই জানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করণের ভয় হইয়াছে। আদালত এই অর্থত্ব করিলে সংশোধিত অভিযোগ পত্রসম্পন্ন নুতন বিচার হইবার আশা করিবেন; কিন্তু আনন্দের ষাণ্মাসিক কারা আনন্দের লেখা কথা জ্ঞাত না থাকা অসম্ভব হইলে আদালত এই অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংশোধন করিবার কথা।

২৩৩ ধারার ১৯ ধারার ব্যক্তি নামে যে ২৩৩ অপরাধের বালিশ হয় তাহার ভিন্ন ২ অভিযোগ থাকিলে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৭ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

উদাহরণ

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়া ছে ও অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া অর্থাৎ হার নামে বালিশ হয় তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া অর্থাৎ হার নামের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

* দণ্ডবিধি আইনের ৪১১ ধারার ও ৪১২ ধারার লিপিত অপরাধ ভিন্ন অপরাধ বালিশ গণ্য হইবে ১০ বঃ মঃ বিঃ ৪৬৬।

২৩৪ ধারা * কোন ব্যক্তি এক বৎসরের

এক বৎসরের মধ্যে একটি মতো অপরাধ শেখর্যাজ একই প্রকারের
অপরাধে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ
করিবার অভিযোগ এবং
হইতে গারিবার বণ
যোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে

যে অপরাধে ভাবতবর্ষ দণ্ডবিধি অইনের কিসা কোন বিশেষ বা
স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণের দণ্ড হইতে পাবে সেই
অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ

২৩৫ ধারা † ১ প্রকরণ কএক কিসা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই

১ ছইটি ভদ্রি অগ-
রাধের বিচারে বণ
ব্যক্তি হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই কিসা-
ঘটিত ছই কি ভদ্রিক অপরাধ করা গেলে, সেই
ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের
অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে

২ প্রকরণ সংকালের প্রচলিত যে আইন মতে অপরাধের

২ একই অপরাধ ছই
সংসার মধ্যে অমিলে তাই
কথা
অর্থনির্গম ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দিষ্ট
সত্ত্ব ছই অর্গের মধ্যে একই কিসা অঙ্গিলে অভি-
যুক্ত ব্যক্তির নামে তজ্জপ প্রত্যেক অপরাধের
অভিযোগ ছই একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে

৩ প্রকরণ † অনেক কিসার মধ্যে এক কি কএক কিসা প্রত্যেক অপরাধ

৩ কিসা কিসার দ্বারা এক
অপরাধ হইলে বিচার সময়ে
হইয়া অন্য অপরাধ হইলে
তাহার কথা
হইলে ও সেই কিসা সমষ্টে বিভিন্ন এক অপরাধ
হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত কিসাসম-
ষ্টিতে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধের কিসা উক্ত

* এক সময়ে কিসা এক বৎসরের মধ্যে কোন ব্যক্তি পৃথক তিনটির অধিক অপরাধ
করিলে তজ্জন্য এক সময়ে সমস্ত অপরাধ হেতু তাহার বিচার হইবার এই ধারামতে
কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ইঃ জঃ রিঃ ৩ বঙ্গি ৫৪০ এক বৎসরের মধ্যে এক
ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বহু অপরাধ করিলে তজ্জায়ে কেবল মাত্র তিনটির এবং বিচার
হইবে কিন্তু তিনই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে এই নিয়ম পাটিবে না ইঃ জঃ রিঃ
৪ আশা ১৪৭।

† দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮ ও ৩২৪ ধারার অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড ঐ সকল ধারার মধ্যে
গুরুতর অপরাধে যে দণ্ড হইতে পারে তাহার অধিক হইবে না ইঃ জঃ রিঃ ৩ বঙ্গি
৭১৮

এক কি কএক ক্রিয়ায় যে কোন অপরাধ হয় সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

এই দ্বারা কোন কণাক্রমে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারায় কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।

(ক) বলরাম আইনমতে হেফাজতে ছিল, আনন্দ তাহাকে জে। কলিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরাম চন্দ্র নামক যে কনেষ্টেবলের হেফাজতে ছিল তাহান গুরুতর পীড়া অমাইল এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদান গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগুরু প্রবেশ করিয়া সেই গুরু প্রবেশ হইলে বলরামের প্রীতে উপগত হয় আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) আনন্দ পরদান গমন করিবার উদ্দেশে চতোর জী বাগাকে ফুল-লাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দে নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক ক্রিম মোহর থাকে আনন্দ সেগুলি ক্রিম বলিয়া ধরে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্ন জাল কার্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা এক মোহরের নিমিত্ত তাহান নামে পৃথক অভিযোগ ও তাহার পৃথক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার

নামে মিথ্যা অভিযোগ করে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে যোকদ্দম করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক২ অপরাধের অভিযোগ ও সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হজাঙ্গা করে ও গুরুতর পীড়া প্রদায়ন অপরাধ এবং নাজকীয় ক মাকারক এই হজাঙ্গা নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করিলে তাহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামতে অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহান সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দীননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদন্তগত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) অবধি (অ) পর্যন্ত উদাহরণে যে সত্তম অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এককালে বিচার হইতে পারিবে

দুই প্রকরণের

(ব) আনন্দ অন্যান্যমতে বলরামকে বেজাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামতে অপরাধের পুঙ্খ অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) কএক বস্তা শস্য চুরি হইয়া আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়। তাহারাও সেই শস্য চোরা জব্দ জানিয়া মলাইন সকল চাউলের নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্যে ইচ্ছাপূর্বক পরস্পর

সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহারে সহিত অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ট) অর্থাৎ তাহার স্ত্রীকে ফেলাইয়া যায় ও আনন্দ সে তাহাতে ঐ সমস্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। এনপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সমস্তানের মৃত্যু হয়। আনন্দ নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩০৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সহিত অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঠ) বলরাম নামক নামকীয় কামানবন্দী ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এই নিমিত্ত আনন্দ ছাড়া তাহা প্রমাণ স্বরূপ আল কবী মল্লী উপস্থিত করিল। এই আইনের ৪৭১ ধারামত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৭ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার পৃথক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

ও প্রকরণে

(ড) আনন্দ বলরামের দ্বারা অপহরণ করে ও সেই কাণ্ডকর হইয়া পূর্বেক তাহার পীড়া অগ্রাহ্য করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩১২ ও ৩১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

২৩৬ ধারা । * এনই কিংস কিশ্বা কিশ্বা সংযোগে তা দৃষ্ট যে বৃত্তান্তের কথা করা হইতে পারে তাহাতে
কি অপরাধ হইয়াছে এই অনেক অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধটি হইবে
নিম্নের মধ্যে স্থানের কথা। এই বিষয়ে মন্দের থাকিলে, পাণ্ডুর বাস্তব
নামে তাহা সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে
ও সেই অভিযোগের মধ্যে এনই সমাধ তাহার কোন সংখ্যার বিচার
হইতে পারিবে কিনা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে
বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

* অভিযুক্ত বাস্তব পরাম্পর দুইটি বিবৃতি উক্ত করা হইতে দণ্ডবিধির ১৯১ ধারায়
অভিযোগপত্রের ঐ দুই উক্ত উল্লেখ করিয়া তাহারে একটি মিথ্যা বলিয়া চিহ্নিত হইবে।
ঐ উক্ত উক্তির কোনটি মিথ্যা তাহা নির্ণয় না করিয়া অভিযোগপত্রের লিখিত মিথ্যার প্রমাণ
হইয়াছে ইহা প্রমাণ করা হইলেই যথেষ্ট হইবে ২১ ডিঃ ৩২।

উদাহরণ

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চৌর্য্য জব্দ গ্রহণ বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকত্ব করণ বা বঞ্চন অপরাধ হইতে পারে অননন্দন নামে এমত জিয়ান অভিযোগ হয় তাহার নামে চৌর্য্য ও চৌর্য্য জব্দ গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকত্ব ও বঞ্চন বনং অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চৌর্য্য জব্দ গ্রহণ কি অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকত্ব করণ কিন্তু বঞ্চন করণ ইহা ন মধ্য কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে

২৩৭ ধার। ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার অপরাধের অভিযোগ হইলে বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে তাহা অন্য অপরাধের স্থলে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণ নির্ণয় হইতে পারিলে তাহা বধা দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহা সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

উদাহরণ

আনন্দন নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয় কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকত্ব করিয়াছে, কিন্তু চৌর্য্য জব্দ গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে তাহা নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকত্ব কিম্বা স্থলবিশেষে চৌর্য্য জব্দগ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

২৩৮ ধার।* যে কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয় ন সমষ্টি

সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহ অভিযোগের অপরাধ এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের মধ্যে অন্য পক্ষে তাহা বধ প্রমাণ হয় তাহা ই অন্য ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল

* অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাদ্দামার অভিযোগ হইলে যত্ন অভিযোগপত্র বাতীত দণ্ডবিধির ১৬০ ধারানুসারে তাহার শাস্তি হইতে পারে। ১২ উঃ নিঃ ৭২ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও ১৪৮ ধারা অভিযোগ থাকিলে সতঃ

ভাষার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তখন সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইবে, যদি তিনি একপা বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয় ভাষার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও ভাষার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

১৯৮ বা ১৯৯ সালের আদেশমত চালিশ করা ন গেলো, উক্ত সালের উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করা ন ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধর্মার কোন কথাক্রমে একপা জানি হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া বলিয়া ভাষার প্রতি বিশ্বাস পূর্বক কোন জব্দ দেওয়া গেলো যে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভাবতঃসীম দণ্ড-বিধি আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ জব্দ লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ জব্দ বিশ্বাসপূর্বক ভাষাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে ভাষার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ওকতন গীড়া জমাইয়াছে বলিয়া ভাষার নামে ভারত-ব্যবসায় দণ্ড বিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে অভিযোগ হয় তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অন্তঃস্থ বাগজ্ঞানক ব্যাপার ঘটাতো তিনি ঐ কথা করেন। দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারামতে ভাষার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইত উক্ত আইনের ৪০৩ ধারামতে ভাষার শাস্তি হইতে পারে না কারণ শেষোক্ত অপরাধ পূর্ণ হইত অপরাধের কোন একটি অভ্যর্থিত হইত ২৩ উঃ রিঃ ৫৯। অভিযুক্ত ব্যক্তি রিঃ কোঃ অভিযোগপত্র দণ্ডবিধি ৩০৪, ৩২৩ ও ৩৩৫ ধারার অভিযোগ থাকিলে ঐ আইনের ৩৩৫ ধারামতে স্বতন্ত্র অভিযোগ ব্যতীত ভাষার শাস্তি হইতে পারে। ২৩ উঃ রিঃ ৬১ দণ্ডবিধি ১১০ ধারার যোগে ৩২৫ ধারার অভিযোগ থাকিলে, স্বতন্ত্র অভিযোগপত্র ব্যতীত ৩২৫ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ৫ কবি ৮১১ ঐ ক্ষেপে ঐ আইনের ৩০৫ ধারার অভিযোগ থাকিলে ৪১২ ধারামতে স্বতন্ত্র অভিযোগপত্র ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বে ৫১ দণ্ডবিধি ১৪৯ ধারার যোগে ৩০২ ও ৩২১ ধারার অভিযোগ থাকিলে ১৪৩ ধারামতে শাস্তি হইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ৩ বলি ১৮৮।

২৩৯ ধারা * ছই কি তদমিক ব্যক্তিব ন মে একই অপরাধেব কিসা
 একই ব্যাপারে ভিন্ন অপরাধের অভিযোগ
 যে যে ব্যক্তিদেব অভিযোগ
 একজ ব বা ষ্টম হইতে পানে
 তাহাদেব কথা
 ছইলে কিসা এক ব্যক্তিব নামে অপরাধ কবণেত ও
 অন্য ব্যক্তিব নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি
 অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ
 ছইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদেব নামে একজ
 বা পুতজ অভিযোগ ও বিচার ছইতে পারিবে। তদুপ সকল অভিযোগের
 প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্বভাগত বিধান খাটিবে

উদাহরণ

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়েব নামে একই বধাপরাধেব নালিশ হয়।
 উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র ছইতে পাবে ও উভয়ের এককালে
 বিচার ছইতে পারিবে

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়েব নামে দস্যুতাব নালিশ হয়। সেই
 দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বা করে, তাহাতে বলরামের
 সম্পর্ক ছিল না। এমন স্থলে দস্যুত কবণেত অভিযোগে আনন্দ ও বল-
 রামেব একজ বিচার ছইতে এবং বধাপরাধের নির্মিত্ত কেবল আনন্দের
 বিচার ছইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্যা করিয়াছে বলিয়া ছই জনের নামে
 নালিশ হয়, ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য ছই চৌর্যাপবাদ করি-
 য়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম
 ছই জনের চৌর্যাপবাদ বরিবার অভিযোগ ছইল সেই অভিযোগে ছই
 জনের একজ বিচার এবং অন্য ছই চৌর্যাপবাদে কেবল বলরামের বিচার
 ছইতে পারিবে

* চারি ব্যক্তি একেব পর অপরে এক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া তাহাকে হত করিলে
 প্রত্যেকই জ্ঞানকৃত দম হেতু অপরাধী। ৪ উঃ নিঃ ৩৩। ছই গফ পরস্পর হান্দানী করিলে
 উভয় পক্ষের বিচারই পৃথক বপে করিতে ছইবে কারণ উভয় পক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য এক
 নহে। ৮ উঃ নিঃ ৪৭। ৯ উঃ নিঃ ৩৩। ১২ উঃ নিঃ ৭৫। ঐ রূপ পৃথক বিচার যে প্রযোজ্যে
 করিতে ছইবে তাহার বিধান ইঃ অঃ বিঃ ৬ বলি ৯৬।

২৪০ মাথা একই নাবিন নামে জুই কি তদমিক ৫ ভিযোগ হইয়া
 তদাঙ্গা এক কি তদিক অহিমে গমতে অপরাধ
 নিৰ্গম হইলে বাণী নিধা আনা মে কদমকানক
 অভিযোগের কাণ্য চান ন তিনি আদালতের
 অনুমতি লভঃ পূর্নিক আনিষ্টে ও ১ কি তদিক

অভিযোগ উঠাইয়া গইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আদান ইচ্ছামতে
ঐ অভিযোগের উদ্ভূত লভন কি বিচানকামো নিরাক্ত হইতে পারিবেন।
তদ্রূপে উঠাইয়া গড়িয়া গেলে সেই কিম্বা সেইই অভিযোগে মুক্ত হইবার
ন্যায় ফল হইবে

কিন্তু যদি তাপতাপ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয়, তখন এইলে যে আদালত
তাহা অসিদ্ধ করেন সেই আদালতের আদালত নীতি উক্ত আদালত এক্ষণে
উঠাইয়া দাওয়া এক কি আদিক অভিযোগের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ন নিচানকার্য
চাওঁইতে পারিবেন

୨୦ ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ।

২। ডি. টে. টে. সমন্বিত। যে মোটর মান নিয়ন্ত্রণ করতেন তাহার নিমি

ગમન નિમિત્ત એ મોક-
 નદમાત્ર વિષાદ રૂપ હાલ
 ના જાણી નવ

૨૪૭ માત્ર માજિદે દે ॥ ગમન નિમિત્ત એ મોક-
 નદમાત્ર વિષાદ રૂપ હાલ એ મોકનદમાત્ર એ જાણી-
 મદક કાક કાકિદન

২৪২ ধাৰা। মালিষ্ট্ৰেটেন সমুখত অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে
অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহান নামে যে
অভিযোগ ন মর্মা জাগ হৈ-
অপনামের অভিযোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিষয়
স্মার কথ।।

বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে
এই জিজ্ঞাস করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন
কারণ দেখাইতে পার কি না। কিন্তু নীতিমত অভিযোগপত্র লেখ আবশ্যক
হইবে না।

২৪৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নাম যে অপরাধে অভিযোগ হয় তাহা কনিয়াছে বলিয়া স্বীকান করিলে যত অভিযোগের মতাদ্রীণী। করিলে অপরাধ নির্ণয় করা যায়। দূর মন্তব্য তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিকথ যত কথা থাকে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না থাকে সে হইতে উৎসৃষ্ট কারণ না দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

২৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অভিযোগ মত বলিয়া স্বীকান না করিলে মাজিষ্ট্রেট যদি থাকিলে তাহার কথা ও অভিযোগের পোষকতার যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদেব পোষকতার যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে তাহাও শুনিবেন।

মাজিষ্ট্রেট, যদিও কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা মতে, উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য প্রমাণ উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

বিচারের কার্য পক্ষে সাক্ষীর উপস্থিত হইবে ন যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে, মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থন মতে সমন দিবার পূর্বে আদালতে এই খরচ আদান করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৫ ধারা। ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট ক্ষেত্রমতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিবিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা

যুক্তির মত।

* যদিও পরীক্ষা না হইবে মোকদমা ডিমমিস হইতে পারে না। ৮ উঃ নিঃ ১২। কোন নালিশ প্রথম দৃষ্টান্তে যথার্থ বলিয়া বোঝা হইবে তখন মোকদমা ফেলাইতে পারে বিবেচনার তাহা। বিচার করিতে মাজিষ্ট্রেট অধীকার হইতে পারেন না। ৮ উঃ নিঃ ৩৪। যদিও সাক্ষীগণকে জবানবন্দী না করিয়া মোকদমা ডিমমিস করা অর্থাৎ ১০ উঃ নিঃ ৪৮। যদিও সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণ না করিয়া পোলীসের নিকট যে সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াছে তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট মোকদমা ডিমমিস করিতে পারেন না। ২৫ উঃ নিঃ ১০। অভিযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা উচিত। ১৩ উঃ নিঃ ৬৩।

২৪৭ ধারার নিম্নে মজির দেয়া।

১ অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষী নির্ণয় হইলে বাকী নব্বট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে ইঃ লঃ নিঃ ৩ কলি ৫৮১। মোকদমার আদালতের পরওয়ানা অবমাননা করা হেতু এই আদালতের অধ্যক্ষিকরণে কোন ব্যক্তি মোকদমার আদালতে মোকদম উপস্থিত কনিয়াছিল তাহাতে

লইয়া মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার
আজ্ঞা লিখিত করিবেন

মজাজান বখা

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজি-
স্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন

২৪৩ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেকোন হউক না কেন, স্বীকৃত
কি প্রামাণীকৃত প্রমাণ দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই

অপরাধ নির্ণয় নালিশ
বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবে
কথা।

অধ্যায়মতে বিচারে যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া
জানা যায়, মাজিস্ট্রেট ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে

তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন

২৪৭ ধারা

নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির
উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ

বাদী উপস্থিত না হইলে
তাহার কথা।

সে দিনে মোকদ্দম র শুনানী হয় সেই দিনে বাদী
উপস্থিত না হইলে, মাজিস্ট্রেট পূর্ণে ভাবান্তরে

কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি কোন
কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবান কার্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিকপণ
করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

২৪৮ ধারা।* এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার

পূর্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অসু-

নালিশ উঠাইয়া লইবার মতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে
কথা।

বাদী মাজিস্ট্রেটের স্বেচ্ছায় স্বাক্ষরিত পত্রিলে তিনি

ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অসুমতি দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় এই ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হয়।
হ ইকোর্ট তাহাতে এই মীমাংসা করেন যে নীচবর্ণিত অর্থাৎ একপক্ষের দেওয়ানী আদা-
লতাই দলীল দিয়া অন্য একপক্ষের আদালত নিচিনক প্রমাণ করা যায় তাহার বিপরীতে ক্ষতি
পূরণ দেওয়ার আদেশ হইতে পারে না। ইং লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ১৭০।

* কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষীকরণ করা হইবে
১৯ উঃ রিঃ ৫৫। একবার মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে তাহা পুনরায় উপস্থিত করা যাইতে
পারে না। ২৫ উঃ রিঃ ৬৪। দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা অবমাননা করা হেতু কোন
অভিযোগ হইলে ঐ আদালতই বাদী স্বরূপ গণ্য হইবে এবং ঐ আদালত দাতীত অন্য কোম
তাহা উঠাইয়া লইবার সক্ষম নহে ইং লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ১১০। ইং লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৬৫৩

২৪৯ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দম উপস্থিত করা

গেলে কোন প্রোগিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা প্রথম

বাণী না থাকা কার্য্য-
স্থান বন্ধ করিবার ক্ষমতার
কথা

শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহে-

বের অজ্ঞমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য কোন মাজিস্ট্রেট

হেতু লিপিবদ্ধ কবতঃ স্বীঃ বিবেচনামতে মুক্ত কব-

নের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিশ্চিন্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্য-

স্থান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া

দিতে পারিবেন।

২৫০ ধারা * নালিশ ক্রমে কোন মোকদ্দম উপস্থিত হইলে, যদি মাজি-

স্ট্রেট ২৪৫ কি ২৪৭ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

তুচ্ছ ও ছঃগদায়ক মাজ
অভিযোগের কথা।

মুক্ত করেন ও বিবেচন করেন যে অভিযোগ

তুচ্ছ কি ছঃগদায়ক মাজ, তিনি স্বীয় বিবেচনামতে

মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি

থাকিলে তাহাদেব প্রত্যেকের হানি পূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক

* বাদীকে মিথ্যে মাক্য দেওয়া হেতু ফৌজদারীতে পাঠাইয়া তাহার প্রতি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইতে পারে ১৫ টিঃ রিঃ ৯০ ২ মনেঃ মোকদ্দমা ভিন্ন ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম হইতে পারে না ২০ টিঃ রিঃ ৫৯ ২২ টিঃ রিঃ ১২ আদালত অবমাননা করা হেতু কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহাতে ঐ আদালতের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইতে পারে ১৫ টিঃ রিঃ ৫০০ গিবিজ দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারার মে কদমায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম হইতে পারে না ১৬ টিঃ রিঃ ১২ দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারার মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হুকুম হইতে পারে না ১৭ টিঃ রিঃ ৫৫ ইহার বিরুদ্ধে ২৩ টিঃ রিঃ ১৭ দেখ দণ্ডবিধির ৩৪৩ ধারার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে না ১৭ টিঃ রিঃ ১১ যাহার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হয় তাহার কোন অস্থানীয় মাস না থাকিলে তাহাকে দেওয়ারী জেলে কয়েদ করিবার হুকুম হইতে পারে কিন্তু কয়েদের হুকুম ও মালিমাংস জোকেদ পরওয়ারী একত্রে প্রযুক্ত হইবে না ২৩ টিঃ রিঃ ৬৪ ১ সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন এই ধারার বিধান খাটিবে না এবং একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের স্বপক্ষে ৫০ টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ পাইবার হুকুম হইতে পারে না ১৮ টিঃ রিঃ ৫৪ ১ দণ্ডবিধি আইনের অপর ৪ ভিন্ন কোন বিশেষ আইনের অপরাধ হেতু অভিযোগ তাহাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হুকুম হইতে পারে না ১৪ টিঃ রিঃ ৩৬ ১

যত টাকা ন্যায়্য বোধ করেন ঐ বাদীর প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তজ্ঞাপে যে টাকা দিবার আজ্ঞা করা যায়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিলে, কিন্তু তজ্ঞাপে আদায় করা যাইতে ন পারিলে মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞামতে বাদীর ত্রিশ দিনের অনধিক সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে।

পরে সেই নিয়ম সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানিপুরণ দিবার সময়ে, এই ধারামতে হানিপুরণ করণ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে আদালত তাহা বিবেচনামীনে লইবেন।

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে যে মোকদ্দমায় ওয়ান্ট বাহির হয় মাজিস্ট্রেটের দ্বারা তাহা বিচার হইবার কথা।

যে মোকদ্দমায় ওয়ান্ট বাহির হয় মাজিস্ট্রেটের দ্বারা তাহা বিচার হইবার কথা। * যে মোকদ্দমায় ওয়ান্ট বাহির হয় মাজিস্ট্রেটের দ্বারা তাহা বিচার হইবার কথা।

১৫২ ধারা।† মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি অভিযোগের সমস্ত মাজিস্ট্রেট তাহাকে জানা গেলে, মাজিস্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহা বিচার করিবেন, ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

* মোকদ্দমার মোকদ্দমার বাধ্যতাবাদী আইনানুসারে না চাহিলে তাহা বিচারযোগ্য হইবে। নেলাইন কাথো অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকিলেও তাহা আকস্মিক হইবে না। ২৫ উঃ নিঃ ৫ বাঃ ইঃ লঃ ১২ ব্লি ২৩ ইঃ লঃ নিঃ ৬ ব্লি ৮৩; ৯৩

† মোকদ্দমার মোকদ্দমার বাদী পক্ষীয় প্রজাতি হইলে তাহাকে জেরা করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিম্নে প্রয়োজন দিতে হইবে। ২৫ উঃ নিঃ ২২ ওয়ান্টে মোকদ্দমার অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাক্ষ্যতা বাদীর সাধারণ জ্ঞানবশত গ্রহণ করা না হইলে পক্ষে কিছুই রূপ করা হইলে অভিযোগ পক্ষ ও প্রত্যক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১ মাসের ১৫ দিনের বন্দি রাখা হইবে। ২৫ উঃ নিঃ ৩১। প্রাপ্ত আইন সম্বন্ধীয় অপর্যাপ্ত নীতির যে মাজিস্ট্রেট করেন তিনি ঐ মোকদ্দমার অভিযোগের বাধ্য চাহিবান অসম্মত নহেন। ইঃ লঃ নিঃ ৩ ব্লি ৬২২।

যে২ ব্যক্তি মোকদ্দমান বৃত্তান্ত জানে ও অভিযে গের মপক্ষ মাফ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদীৰ স্থানে কিম্ব অন্য একাবে ত হাদেৰ নাম আনিয়া লইয়া তাহাদেৰ যত অনকে আবশ্যক বোধ কবেন তত অনকে আপনান সম্মুখে মাফ্য দিবান অনেয় সমন করিবেন ।

২৫৩ ধারা ।* ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদয় মাফ্য গ্রহণ হইলে পর, এবং

মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অভিযুক্ত ব্যক্তির ছাড়িয়া পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর, দিবার কথা ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিসমক্ষে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার, বিরুদ্ধ প্রমাণভাবে তাহার অপবাদ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন ।

মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূৰ্ব্ব কোন সময়ে অপরাধীকে যে ছাড়িয়া দিতে পাবিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে একপ জ্ঞান হইবে না ।

২৫৪ ধারা । উক্ত মাফ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা

গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য
অপরাধের প্রমাণ আছে কোন অপবাদ কবিয়াছে একপ অস্বীকার করিবার
দেখা গেলে অভিযোগ পত্র হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং
লিখিবার কথা আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত

* চুন্নীর মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ন জি চৌধুরী মাল নিম্নে । বলিয়া দাবী করিলে বাদীর
প্রমাণ প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাযে ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায় ১৬ উঃ রিঃ ১৮ ; ৭৫ ।
বাদীর মাফীর জবানবন্দী সমাপন বনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে ক্ষেত্রার মাজি-
ষ্ট্রেট নুতন মালিশ গ্রহণ নাভীত ঐ মোকদ্দমান ছানি তদন্তের হুকুম দিতে পারেন না ।
২০ উঃ রিঃ ৪৭ । বাদীর মালিত সমস্ত মাফীর জবানবন্দী ন লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায় । ২২ উঃ রিঃ ২৫ । ২৪ উঃ রিঃ ৬২ ইঃ লঃ রিঃ ৩ কলি ৩৮৯
ইঃ লঃ রিঃ ২ অঃ ৪৪০ । ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ১২১ । কিন্তু কোন মাজিষ্ট্রেট ঐ রূপ
ছাড়িয়া দিলে হাইকোর্টের আপেল ব্যতীত ঐ হুকুম প্রসিদ্ধ হইবে না । ১৯ উঃ রিঃ ৫৬ ।
২৫ উঃ রিঃ ৩০ । ইঃ লঃ রিঃ ১ কলি ২৮২ । ইঃ লঃ রিঃ ২ কলি ৪০৫ । ইঃ লঃ রিঃ ২
বোম্বাই ৫৩৪ । ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৬৪৭ । যদি এই ধারার হুকুমের পর নুতন প্রমাণ প্রাপ্ত
হওয়া যায় তবে পুনরায় নুতন মালিশ চলিতে পারে । ইঃ লঃ রিঃ ৪ কলি ৬৪৭ । বাদী যে
সকল মাফীর নাম উল্লেখ কবে তাহাদেৰ সকলের প্রতি সমন দিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য
নহেন । ২৩ উঃ রিঃ ৯ ।

দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

২৫৫ ধারা * পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে সিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবন্দ করিতে চাও।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী প্রকারণ করিলে মাজিস্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে, তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পাবিবেন।

২৫৬ ধারা † অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে তিন্মা অপরাধী প্রকারণ না করিলে অথবা প্রতিবাদের কথা বিচাবের দাওয়া করিলে, তাহার প্রতি অভি-

যোগেব প্রতিবাদ নাথো প্রস্তুত হইতে ও তাহার মপক্ষ মাক্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও প্রতিবন্দ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের মীমা মরকদেব মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের মপক্ষ মপক্ষোদিককে পুনরায় ডাকিয়া কুটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে, তবে মাজিস্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

* মাজিস্ট্রেট অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চার্জ বুঝাইয়া দিবেন। ঐ কেসের তাল তাহার আমলার প্রতি সমর্পণ করা অনায়। ১৬ উঃ নিঃ ৪১ ২৭১ ধারার নিম্নের মজির দেখ।

† অভিযোগপত্র প্রস্তুত হওয়ার পর বাদীর মাক্ষণক অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরা করিবার সম্পূর্ণরূপে ক্ষমত। ১৭ উঃ নিঃ ৫১। ১৮ উঃ নিঃ ৫১। ২১ উঃ নিঃ ২৮। ২২ উঃ নিঃ ৪৪ ২৫ উঃ নিঃ ৩২; ৪৮ অভিযুক্ত ব্যক্তি চার্জ অনিয়া এই মাতাঙ্গুমায়ে জেরা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে। তাহা না করিলে তৎপর সেই স্বয় পরিচালন করিতে পারিবেন না। ইঃ লঃ নিঃ ৭ বডি ২৮। চার্জ শুনাইয়া পর অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন অনুপস্থিত ছাপাই মাক্ষীর জবাবানি করা ইয়া মাক্ষীর মাক্ষণক জেরা করিবে এরূপ ক্ষমতা দাবী করিতে পারে না। ইঃ লঃ নিঃ ২ আলা ২৫৩ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ মধ্যে বিচারক তাহার মীমা জ্ঞানে কোন বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ সম্বন্ধে তাহাকে জেরা করিতে পারিবে ২০ উঃ নিঃ ৭৬

২৫৭ ধারা * অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্বে ঐ মে কদমায়

যাহার পরীক্ষা গ্রহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন

অভিযুক্ত ব্যক্তির যে বর্ণনা-
মতে সাক্ষী উপস্থিত নাই-
যার পরওয়ানাও নাই।

মে ন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা কুট পরীক্ষার্থ উপস্থিত

করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য

জবাব উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা

দিবার আর্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত আর্থনা

পত্র কষ্ট দিবার বা বিলম্ব ঘটাইবার বা ক্ষুণ্ণতার উদ্দেশ্যে বিকল করিবার

নিমিত্ত উপস্থিত করা হইয়াছে বলিয়া তৎহা হইতে উচিত একপ

বিবেচনা করিলে, তিনি এই হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

তজ্ঞা* আর্থনামতে কোন সাক্ষীকে সমন দিবার পূর্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ

করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে

তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানত করা যাক।

২৫৮ ধারা † এই অধ্যায়মত কোন মোকদমায় অভিযোগের প্রস্তুত

যুক্ত করণের বধ।

করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী

নির্ণয় করিলে যুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ

করিবেন

* অভিযুক্ত ব্যক্তির জাগাইমানী ও হিমমত দেওয়া এবং তজ্ঞা মোকদমা মলতবি
রাপা উচ্চ ১০ উঃ নিঃ ১১ ই ৭ঃ নিঃ ৩ বডি ৫১৩ অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীর
প্রতি সমন দেওয়া আর্থনা অথবা বর্ণিত হইলে তাহার বা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
ইঃ লঃ নিঃ ৩ আন ৩৯২ অভিযুক্ত ব্যক্তির জাগাইমানী উচ্চ হিঃ নিঃ ৩ ঐ সাক্ষী সমন
করিতে সে কোন আর্থনাও করিবে না। এমতাবস্থায় মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষী উপস্থিত
করান সম্বন্ধে তাহার বা জিজ্ঞাসা বা আইন বিবদ্ধ নহে। ১১ উঃ নিঃ ১৫। অভিযুক্ত
ব্যক্তির সাক্ষীগণকে তাহার দত্ত পূর্ণ জাবনবানি না দেওয়া তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে
বাদীর উত্তর জের করিতে পারেন ১৫ উঃ নিঃ ২৩ সাক্ষীর প্রতি উত্তর পক্ষের প্রশ্নে
আবশ্যকীয় কোন বিবরণ প্রদান কর্তৃক পরিচালিত হইলে তাহা সাক্ষীকে আদালত জিজ্ঞাসা
করিতে পারেন। উত্তর পক্ষ প্রশ্ন কান পূর্ণ আদালত কোন বিষয় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা
করিতে পারেন না। ইঃ লঃ নিঃ ৬ কলি ২১৯।

† দণ্ডবিধি ৪৫৭ ও ৪৮০ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী মান্য হইলে ঐ উত্তর
অপরাধ হেতু এক দণ্ড হইবে অথবা পূর্ণক রূপে দণ্ডাজ করিতে হইলে তাহার সমষ্টি
ঐ উত্তর মধ্যে উক্ততর অপরাধ হেতু যে দণ্ড হইতে পারে তদগুণে অধিক হইবে না ইঃ
লঃ নিঃ ১ বোদাই ২১৩ ইঃ লঃ নিঃ ২ আন ৬৪৪

লোকের মোকদ্দম য অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ নির্ণয় করিতে
 পারিলে বা অন্য অন্য মাজিস্ট্রেট আইনমতে তাহান যতেন আজ্ঞা করি-
 নেন।

২৫৯ ধান * নালিশক্রমে বাগানদারী হইলে মোকদ্দমা অনিবার্য কোন
 নিকটস্থ দিনে বা দী উঃ স্থিত না হইলে ও ত হইন-
 বা উপস্থিত ন বা ১০ মতে অপরাধের নক্সা হইলে পারিলে মাজিস্ট্রেট
 তার কথা।
 আর বিবেচনামতে, যখন প্রকারান্তরে কথ
 থাকিলেও, অভিযোগের প্রস্তুত করিয়া। পূর্বা কোন সময়ে অভিযুক্ত
 ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

২২ দ্বাবিশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচার কথা।

২৬০ ধারা এই আইনে প্রকারান্তরে কথ থাকিলেও

- সরাসরী বিচার বিনাম
 ক্ষমতা রাখা
- (১) স্থানীয় মাজিস্ট্রেট য হইল এবং
 - (২) অন্তর্গত স্থানীয় প্রদর্শনমতে হইতে বিশেষ
 ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট এবং

* ডাবলিউ. মোবদদার ১৮৮০. অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে মনন পাইল হইলে বিনাম
 নালিশক্রমে বাগানদারী হইলে মোকদ্দমা ১০১ ধান ৩৩

এই ধান প্রসঙ্গের দুই মতঃ অঃ বিচার মোবদদার বিচার হইতে পারে। ২৫ উঃ নিঃ ৫১
 ১৮৮০ সালের ২১ আইনের ১০ ধান মোবদদার ১৮৮০ ১২৫ বিচার হইতে পারে। ইংলঃ
 নিঃ ৩০ নিঃ ৩৩

যদি যে অভিযোগ উঃ ৩৩ ধান ৩১ ধান বাগানদারী বিচারে প্রমাণিত
 আনা হইতে পারে ন যদ্যপি, — তাহা হইলে অভিযোগ হইলে তাহ বেগানদারী ওমতার
 অপরাধের মোকদ্দম বিচার হইতে পারে না। ২৫ উঃ নিঃ ৫১। দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারার
 অভিযোগ হইলে তাহ এই আইনের ৪৩৯ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দম সরাসরী বিচার হইতে পারে
 না ২২ উঃ নিঃ ২৮। এই দুইটা বিচার ২৬০ ধান ১০ ১১ ধান অল্পসংখ্যক হইয়াছে
 বা দী ১০ আন মূল্যের ব্যক্তি মত স্থিত ন মত ১০ আন ১০ আন দুই হাজার
 অভিযোগ বিনাম মাজিস্ট্রেট ব্যক্তি। মুখ্য সেক্সাধীন পরিচার্য বিনাম মোকদ্দম এখানে উক্ত
 করিয়া এই মোকদ্দমা বিচার করিতে পারবেন না। ২২ উঃ নিঃ ৫১। এই মতঃ ২৫ উঃ নিঃ ৫৩
 দেখ। দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারা অভিযোগ হইলে তাহ এই আইনের ৪৪৮ ধারার অপরাধের

માટેવ અધિક કાલેન કારામંડ ના હય મેહી અપારામ ।

ଉତ୍ତମ ଓ ଅବିଗାମ ସଜ୍ଜିତ ଯକ ଉପନାସ ।

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ মানানসূত্রে শীড়া খসড়াওন।

৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌগা

୪୧୧ ସାମାନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଭ ବା ବୃଦ୍ଧି ।

৪১৪ ধারামতে ঐ জেব্বা গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণেব সাহায্য করণ ।

(ছ) উক্ত আইনেন ৪২৭ ধারামতে অপকীর করণ

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকাংশ প্রবেশ করণ।

মনোমণী বিচার ২০৫৫ খ্রিঃ ১৮। ২৪ উঃ সিঃ ১৮। দপ্তরবিধি ১৪৮ ধারার অধিদায়গ
 হইলে তাহা যে আদেশ ১৪২ ধারার অধীন গণ্য করা যাইবে তাহা বিচার ২০৫৫ খ্রিঃ ১৮। ইং
 সিঃ ৮ কলি ১৮। দপ্তরবিধি ১। ৮। ৩। ৩২ ধারার অধিদায়গ ২০৫৫ খ্রিঃ ১৮। ইং
 ধারার অধিদায়গ অধিদায়গ বিচার মনোমণী বিচার ২০৫৫ খ্রিঃ ১৮। ইং
 বিবরণ অধিদায়গ মনোমণী বিচার ২০৫৫ খ্রিঃ ১৮। ইং
 অধিদায়গ মনোমণী বিচার ২০৫৫ খ্রিঃ ১৮। ইং
 ধারার অধিদায়গ মনোমণী বিচার ২০৫৫ খ্রিঃ ১৮। ইং

১৮৫১ সালের ১ আশ্বিন ১৩০৩ খ্রীঃ অব্দে এই মামলায় বিচার হইতে আসিল না
২২ উঃ নিঃ ৭৬। ৩ জি ৩৫৫। মজলুম হেতু জাফর আলী মল্লিক মনসুরী মতে
বিচার্য নহে। ২৩ উঃ নিঃ ১২। এই আইনের ১৪৫ ধারার দ্বারা মনসুরী মতে বিচার্য
নহে। ২৪ কঃ লঃ নিঃ ২৬৩। পোলীস বর্ত্তন অধীকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা
হয় তাহাতিরিত্ত অন্য কোন অভিযোগ হেতু তাহার মনসুরী বিচার কবিত হইলেও
বিষয় পূর্ব্বাহে তাহাৎ জানাইতে হইবে। ২৫ লঃ নিঃ ৮ কলি ১৩৫।

(১) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শাস্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশ্যে অপ-
মান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন

(৭) পূর্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

(ଟି) ପୂର୍ବୋକ୍ତ କୌଣ ଅଂଶାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପରାମ ହଟେନ, ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিন্নাত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ওর দারামতে অর্পিত
বিশেষ ক্ষমতাজুগারে কাগ্য করেন, সেই মোকদ্দমান গরামস্তী বিচার
হইবে না।

২৬১ ধারা। স্থানীয় গণপরিষদে দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের
নয় ক্ষমতা ও শাসিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের ক্ষতি নিয়ন্ত্রিত
শ্রেণীতে যেরূপে। প্রতি ক্ষমতা সকল কি কোন অপরাধের মতামতী বিচার করি-
প্রদান করিবার কথা। বার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(ক) যে সকল অপরাধ ভাৰতভূমিগামী নওবিধি আইনের ২৭৭ ও ২৭৮
ও ২৭৯ ও ২৮০ ও ২৮১ ও ২৮২ ও ২৮৩ ও ২৮৪ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৭
ও ২৮৮ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯১ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ২৯৫ ও ২৯৬ ও ২৯৭
ও ২৯৮ ও ২৯৯ ও ৩০০ ও ৩০১ ও ৩০২ ও ৩০৩ ও ৩০৪ ও ৩০৫ ও ৩০৬ ও ৩০৭

(খ) মিউনিসিপাল আইনের বিপক্ষে ও পৌলীশ আইনের অন্তর্গত নগরপরিষাদীকরণসূচক ধারার বিপক্ষে যেহেতু অপরাধের নিষিদ্ধ অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক দণ্ডদণ্ড হইতে পারে সেইহেতু অপরাধ ।

(গ) * দেশীকৃত কোন অপরাধের সংজ্ঞাভাব।

(খ) পূর্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ ধইলে, তৎসং উদ্যোগ ।

২৩২ ধার এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাৎলিখিত যে২ মোকদ্দমা
 যে ২ মোকদ্দমায় মনন ও বর্জিত হইল তন্মিত্ত মননের মোকদ্দমায় মননের
 ওয়ারট দেওয়া গাইতে পারে মোকদ্দমার নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী চলিবে ও ওয়া-
 সেই২ মোকদ্দমায় কার্য- রটের মোকদ্দমায় ওয়ারটের মোকদ্দমায় নির্দিষ্ট
 প্রণালী খাটিবার কথা । কার্যপ্রণালী চলিবে ।

এই অধ্যায়গুণ্ডে অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন
কানাদেশের মিয়াদেশ বথা। মাসের অধিক কালের কানাদেশের আশ্রয় হইবে
না।

২৬৩ ধারা * যে২ মোকদ্দমান আপীল নাই সেই২ মোকদ্দমান সাফী-

দের সাময়্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের

যে মোকদ্দমান আপীল
নাই সেই মোকদ্দমান রিকা
ডের কথা ।

বেধের লিপিবদ্ধ করিবার আয়োজন নাই এবং

নীতিগত অভিযোগ পত্র ও লিখিবার আয়োজন

নাই; কিন্তু তিনি কি তাহান্না স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

সে পার্টের আদেশ করেন সেই পার্টে এই২ কথা লিখিবেন

(ক) জমিক নম্বর ।

(গ) যে তারিখে অপবাদ করা যায় সেই তারিখ ।

(গ) যে তারিখে বিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা ।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদীর নাম ।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহান্না পিতার নাম ও বাসস্থান

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি আশা হয় তাহা এবং ২৭০ ধারার (ঘ)

(ঙ) বা (চ) প্রকরণের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে যে সম্পত্তি সময়ে অপবাদ
করা হইয়াছে তাহান্না মূল্য

(ছ) প্রতিবাদীর উক্তন ও তাহান্না পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা ।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহান্না হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা ও

(ট) যে-তারিখে আধুনিক কার্য সমাপ্ত হয় তাহা ।

২৬৪ ধারা + কোন মাজিষ্ট্রেটের কি বেধের সনাসমীমতে বিচ রিত

যে মোকদ্দমা : উপর কোন মোকদ্দমান উপর আপীল থাকিলে ঐ মাজি-
আপীল হইতে পানেন সেই ট্রেট কি বেধ যে সমা দ্বারা আনান্না নিম্ন
মোকদ্দমান রিকাডের কথা করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্বে সেই

১. ২ নাম নী নিচানে এই মানান্না ১০ ৩ আদেশান্না মানেন কার্য করিতে হইবে ২২ উঃ
নিঃ ২৮ যে মোকদ্দমান আপীল নাই তাহা ও অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড দিতে হইবে তাহান্না
হেতুনাদ নিষ্পত্তিপক্ষে হি গিঃ ৩ মাজিষ্ট্রেট বাধ্য ইঃ লঃ নিঃ ১ বডি ৫৭৯ ইঃ লঃ নিঃ ১
কডি ১৯৫

। সনাসমী বিচারে নিষ্পত্তি পানে সাফীর অনানবগির মর্শ ডেরেখ ন থাকিলে আপীল
আদালত তাহা মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক সংশোধন করাইয়া লইতে পারেন এতদ্বিধা কারণে
অভিযুক্ত ব্যক্তিরে মুক্তি দিতে পারেন না। ইঃ লঃ নিঃ ১ আদা ৩৬০ আর্তাক সাফীর
অনানবগি পূর্ণক রূপে ন বিধিয় সাফোন সারংশ লিখিলেই যথেষ্ট হইবে ২৫ উঃ নিঃ
৩ আপীল আদালতের নিবট আনান্না বিবরণে সন্ধ্যায়জনক আশা না থাকি বিবচন
হইল তাহাবে মুক্তি দিতে হইবে। ২০ উঃ নিঃ ১৩

ମାତୃକାତ ୧ୟ ଜେନ ୧୭୨ ମାତାତ ଉଲ୍ଲିଖିତ ବିବରଣ ମଡ଼ିଫ ନିମ୍ନାଡ଼ି ଗିନିବକ୍ସ
 କ୍ଷତିଦେନ

• ଶ୍ରୀ ସାମାନ୍ତ ମୟୋ ଯେ ଯେ ମୋକ୍ଷମା ଡା ହସେ ଡାହା । ମୋହି ନିମ୍ନାକ୍ଷି ଡଗ
ଅନ୍ୟା ମିଳୁ ନ ସାମାନ୍ତେ • ।

২৩০ ধান্য ২৩৩ ধান্যমধ্যে যে দিনটিও লেখা য য ২৩০ ধান্য মতে
 যে নিম্ন স্থিতি নিম্ন নন যাহা হয় ইঙ্গনেজী
 দিনটিও ১০ স্থিতি যে
 জাহা য দিনেও চাই
 ২৩০ ধান্য

୪ ନୀଳାଦେବ କ୍ଷମାମୟ ହେବେ ଏ ବିଷୟସମ୍ବନ୍ଧ
 ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ ୬ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

মা'দ্রিষ্টো! দেহ যে তে ক'রায়গেচে তা' নামের বিচার করিতে অসমতা-
 'ন হ'ল, শু' নীচ দ'ব'মে'র্কে কে' নে'কা অব্যাহিতকপে
 বে'লে ব'লে গ'ণী না'বি'তে মে'ত লালভে'রা আ'শ'ন ও হা'দিগকে সেই আ'দা-
 বা'লী'না'থ ।

[illegible]

২.৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

২ ইকোটেট ও মেসান জাদিহাৎ-ন শ্মুগে নিচানেন নিমি
ক। উপক্রমিকা।

২৬৬ ধারা মহানারী বিকৃতিমান ২৪ ও ২১ বৎসরের অষ্টমের ১০৪
অমায়মকে যে সকল হাটবে টি স্থাপন হই-
“হাইকোট” শব্দের অর্থ
কথা
হাটবে কি হাটবে, ৩০। মনা কাড়া হাটবে কমায়ে
“হাইকোট” শব্দে সেই মন হাইকোট ও পথ -
নেন টী কোট অনর মস্তিষ্কামিষ্টি, ক্রীষুত মনর জেনরল মাছেব মমমে
মমে ইতিয়া গোষেটে বিজ্ঞান পক ৭ কথিয়া অন্য ২৪ সকল কান লত

এই অধ্যায়েও অভিপ্রায়ানুযায়ী হাইকোর্ট বলিয়া নির্দেশ করেন সেই সকল আদালত যুগাইবে

২৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই-

কোর্টের জুরির দ্বারা কোর্টে যত মোকদ্দমান বিচার হয়, সকলই জুরির বিচার হইবে বা কথায় সহযোগে হইবে ;

এবং এই আইনমতে, কিম্বা মহারাজী বিজ্ঞপ্তির ২৪ ও ২৫ বঙ্গসনের আইনের ১০৪ অধ্যায় ক্রমে যে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পেটেন্ট-পত্রমতে, যে সকল মোকদ্দমানী মোকদ্দমা হাইকোর্টের প্রতি অপিত হয়, এই আইনে তাবাস্তবের বিধান থাকিলেও, ঐ হাইকোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে

২৬৮ ধারা।* মেশন আদালতে যে বিচার

মেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আবেগনদেব সহকারিতায় বিচার হইবে বা কথায় জন আসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে।

২৬৯ ধারা। কোন জিলাব মেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা

বিশেষ কোন কোন শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আদেশ করিতে পারিবেন, ও সেই আদেশ রহিত কি পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

কোন কোনটী জুরির বিচার্য ও কোন কোনটী নহে এরূপ ভিন্ন অপরাধের নিমিত্ত এককালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে জুরির দ্বারা তাহার প্রত্যেক অপরাধের বিচার হইবে।

মেশন আদালতে বাজকীয় অভিযোক্ত দ্বারা বিচারের বাগের ওষ্ঠান হইবার যথ

২৭০ ধারা। মেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমান বিচার কালে বাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য চালাইবেন।

* জুরির বিচার্য মোকদ্দম আসেসর দ্বারা কিম্বা আসেসর দ্বারা মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইলে তাহা ঐ ২ বারের অধিক হইবে না ৫৩৬ ধারা দ্বারা

(গ) কাগজাদেশের বিধি

২১১ দাখা । * আমাশক্ত বিচার কাণ্ড আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে
 যত্নবান নাহি আমাশক্তের সম্মুখে উদ্ভূত
 হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে ; ও
 তাহার নিকটে অভিযোগগত পাঠ করিয়া বুঝা-
 ইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে বিজ্ঞান করা যাইবে যে ভুগি এই পল
 লিখিত অপরাধে অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া নাথ ।

অভিযুক্ত বাক্যে ৭১ নং অধ্যায়ের শীর্ষক
অপনার শ্রীকৃষ্ণ কবিগে যেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনু
সারে ও হার অধ্যায় নির্বণ্য চহিতে পারিবে

২৭২ ধাৰা ১ অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে ও স্বীকাৰ
 কৰিলে কি অপরাধী স্বীকাৰ ন কৰিলে কিম্বা
 অসম্মত স্বীকাৰ ন বুলি
 বিচাৰ হইয়া যি দাওয়া কৰিবে আদালত পক্ষা-
 তঃ কৰিবে ২২৩ ধাৰা
 নিৰ্দিষ্ট বিধানমতে স্থানি কিম্বা তাৎসময়িক
 মনোনীত কৰিয়া বিচাৰের কাগজ প্রস্তুত হইবে।

[illegible]

ଏ ଆଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାଞ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଦୋଶୀ ଶ୍ରୀ ନାମ ଓଡ଼ି ବାଚନ ଓ ତାଙ୍କ ଆମନ ଓପକ୍ଷ ବାଚୀ ଶାନ୍ତାଜେନ
 ବିଚାରାଧିବାସୀ ଏ ଶ୍ରୀ ଆଗାଧି ଓଧାମନ ଏବଂ ପୁନିତେ ହୁଏନ ନ । ୧୧ ଓ. ୧୧. ୬.

কিন্তু পশ্চাৎলিখিত আপত্তি কবিতার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি

জুরি নিম্নলিখিত আদেশদ্বারা কি আমেরিকাতে পবিত্রত্ব ন করিয়া তাঁহা-
পবিত্রত্ব ন হইয়া অমঙ্গল হইবে তাহা বিচার করিবে।
অপরাধীরা বিচার হইতে
পাশ্চাত্যের বথ ।

অন্যেব বিচার করিতে পারিবেন

২৭৩ ধারা । হাইকোর্টে সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কথা তাহার

অভিযোগের অভিযোগ কোন অংশের অভিযোগ হইবার আইনমতে
হইতে না পারিলে সে কথা প্রমাণ নাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার
লেখ যাইবে তাহার কথা ।

পূর্বে কোন সময়ে হইকে টেন একপ বোধ হইলে,
বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন ।

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা স্বল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কাগজ-
কথা ।

স্থান স্থগিত হইবে

গ — জুরি নির্বাচনের বিধি

২৭৪ ধারা । হাইকোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি

কত জন লইয়া জুরি
হইতে হইবে বথ

হাইকোর্টে বিচার হইলে

কিন্তু ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন প্রকার
অপরাধ সম্পর্কে কোন আক্রমণ করিলে, তদন্তের তিন জনের অন্যান্য ও নয়
জনের অনধিক বিষয় সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে ।

২৭৫ ধারা । সেশন আদালতে জুরির ধারা

সেশন আদালতে হই-
রোপ কি আমেরিকা দেশীয়
লোক ভিন্ন অন্য লোকদের
বিচারার্থ জুরির কথা ।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন
ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে
জুরির অধিকাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয়
ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইবে ।

২৭৬ ধারা । যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্তব্য করিতে সম্মত করা

যায় হাইকোর্ট সময়ে ২ বিধিক্রমে যে প্রকারের
আদেশ করেন সেই প্রকারের জুরি বাট করিয়া
তাহার মধ্য হইতে জুরি মনোনীত কর যাইবে ।

জুরি বাট দ্বারা জুরি মনো-
নীত হইবার কথা ।

তাহার মধ্য হইতে জুরি মনোনীত কর যাইবে ।

উপার্জি (১) কিন্তু এটুকুতে কোন জীব
 মনে নাও নাহি বসিয়ে যে ভীতি কোন আত্মকে জটিলিত আছে
 ২৩ নীতি বাক্য যন্ত্রের ১৩ ও ১৪-তমের নিমিত্ত এই ধারামত
 ২৪ নিমিত্ত চান না হয় ও হাটতে হ'ত চাইবে।

(২) সুমিত্রে যত জন পোনে। অমোহন ম'হা গকে মগন। বা চি যাকে
 হাটতে মগন পোনে। তাহা হ'লে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম
 ২৫ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ২৬ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ২৭ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন

(৩) কোন ব্যক্তির ভেত্রে কোন ব্যক্তির বিচর
 ২৮ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ২৯ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৩০ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন

(৪) অন্য কোন প্রকারে হাইকোর্টের এক জন জজ অন্য দেশে কনিলে, পশ্চা-
 ৩১ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৩২ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৩৩ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন

২৪ ধারা জীবন একই মত্রে মনোনিষ্ঠ হইলে তাহার নাম উচ্চ-
 ৩৪ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৩৫ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৩৬ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৩৭ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোগ্য জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি
 ৩৮ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৩৯ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৪০ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন

কিন্তু হাইকোর্টে মহাবাকী পক্ষে আট পক্ষ ব্যক্তির বিষয়ে, ও অভি-
 ৪১ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৪২ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৪৩ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৪৪ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন

২৪ ধারা। পশ্চাৎলিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে
 ৪৫ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৪৬ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৪৭ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন
 ৪৮ ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন না থাকিবে। ১৪-তম হাটতে মগন ১৩ জন

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব কিনা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যেরূপে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি, যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের জুয়া বলবৎ কোন বিধিমাতে যেহেতু থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে, কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৭০ বৎসরের অধিক বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচরণক্রমে কিম্বা ধর্মসংক্রান্ত মানত করিয়া সাম্প্রদায়িক সংস্কৃত বিষয়চর্চায় ভাগ নেন কিনা

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাঁহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন

(ঙ) তিনি পৌলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম নির্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পৌলীস সংক্রান্ত কার্যের ভার অর্পিত হইয়াছে

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতে বিবেচনামতে জীবন কর্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহা এমত কোন অপরাধ পূর্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা মোড়ায়ী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুররের কর্ম করা অসম্ভব হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু

২৭৯ ধারা কোন জুরর সম্মুখে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি

আপত্তি নিষ্পত্তির নথি গ্রাহ্য কিনা, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুররকে ও কিবার মননমতে অন্য যে ব্যক্তির

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে তাঁহাদের
এ হ'র ৩৭৮ ধারায় উল্লিখিত অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে ২৭৬
লোক নিয়োগের কথা ধারার বিধানমতে তাহাকে মনোনীত করা যাইবে।

অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরর ফর্দে যাহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাহাকে জুরর কর্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে।

নিজ ইচ্ছাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৮ ধারামতে কোন অধি-
কার না হয়, হইলেও জাহা না হয়।

২৮০ ধারা জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে
জুরির প্রধান ব্যক্তিরূপে আধিপত্য বাবায় নিযুক্ত করিবেন।

ঐ আধিপত্য কর্তব্য কর্ম আছে। জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার
নিমিত্ত সতন্ত্র সমিতি তিনি অসাধুতা করিবেন এবং তাহা লক্ষ্যে জুরির নিষ্পত্তি
জ্ঞাত করিবেন এবং জুরি বা কোন জুরির অধিকারভুক্ত নিকট কোন সংবাদ
জানিতে চাছিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐ জুরির আধিপত্যপদে কে নিযুক্ত হইবেন, এবং বিষয়ে স্বল্প যে সময়
যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান কোন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত
না হয়, তবে আদালত ঐ আধিপত্যকে মনে নীত করিবেন।

২৮১ ধারা। জুরির আধিপত্য নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক
জুরি আইনকে শপথ দিবার ১৮৭৩ সালের আইনমতে জুরিদিগকে শপথ দেওয়া
কথা যাইবে।

২৮২ ধারা জুরির ধারা কোন মোকদ্দমার চিঠানকারী চলিতেছে
জুরির উপস্থিত থাকিতে না এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্বে ঐ জুরির কোন
পরিবে যাহা বড়ো তাহার ব্যক্তি উপস্থিত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎ
বখা কাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির
অন্যতর ব্যক্তি অন্তর্গত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে
না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে জুরির কোন ব্যক্তি যে ভাষা সাফ্য
দেওয়া হয় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না কিম্বা ঐ সাফ্য মোভায়ির ধারা
বুঝাইয়া দেওয়া গেলে যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় সেই
ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন নূতন জুরির গ্রহণ করা যাইবে,
কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত
হইবেন।

ঐকপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ চিঠার হইবে।

২৮৩ ধারা আমায়ী পীড়াগ্রস্ত আদালতের
আমায়ী পীড়া হইলে সম্মুখে থাকিতে না পারিলে অল্প সাহেব জুরিকে
জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার সম্মুখে থাকিতে না পারিলে অল্প সাহেব জুরিকে
কথা বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

ঘ —আমেসগর নির্বাচনের বিধি

২৮৪ ধারা * আমেসগরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আমেস
আমেসগরদিগকে মোকদ্দমা সরদের কর্মকর্তাবর্গে যে ব্যক্তিদিগকে সম্মান করা
গণে নীত বর হইবে তাহা যাহা অজ্ঞ নাহেব যেমন উচিত বোধ করেন
কণ
তেমনি তাহাদের মদা হইতে হইে কিম্বা উদ্ভিদ
আমেসগর মনোনিীত করা যাইবে

২৮৫ ধারা ১ আমেসগরদের সাহায্য কোন মোকদ্দমান বিচার হইতেছে
আমেসগর উপস্থিত ০১ এমন সময়ে নিশ্চয় হইবৎ পূর্বে কোন আমে-
বিত্তে না পারিলে যাহা সর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওন
কর্তব্য তাহা কণ পর্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে, অথবা অল্প-
পস্থিত হইলে ও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে, অন্য এক কি
অধিক জন আমেসগরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য চলিবে।

বিচারকরণ সময়ে সকল আমেসগরের উপস্থিত হইবান বাধা হইলে কিম্বা
তাহারা আপনাবাই অল্পপস্থিত হইলে, অ নুষ্ঠানিক কার্য স্থগিত হইবে ও
অন্য আমেসগরদের সহকারিতায় মোকদ্দমান নুতন বিচার হইবে

ঙ —অভিযোগের ও অভিবাদের সমাপ্তি পর্যন্ত মোকদ্দমান
বিচারের বিধি

২৮৬ ধারা সুর ও আমেসগরদিগকে মনোনিীত করা গেলে, যে অগ-
অভিযোগের মোকদ্দমা রাদের অভিযোগ হইয়াছে, অভিযোগে ভারত-
পূচনার কথা বয়ী দণ্ডবিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই
অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্য দ্বারা
তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া
শ্রীয মোকদ্দমান স্থচনা করিবেন

* জানবান্ বুজিমান্ গচদনী ও স্বামীন ব্যক্তিগণকে আমেসগর মনোনিীত বনা তচিত
বলেজ হইতে সদা বাহির হইয়া আ যাইছে এবং অদৃশ্য ও অপ্রাচীন ব্যক্তিগণের চেষ্টা
মোকদ্দমান আমেসগর নির্বাচন বন অস্থচিত ২৩ উঃ নিঃ ৩৫

* ৩৩২ ধারানুসারে সুরন কিম্বা আমেসগর দ্বারা বারং বারং অস্থচিত থাকিলে তাহান
অসিমান হইতে পারে কিন্তু ঐ অসিমানের হুম বিদ্যে থাকিল হইবে না। ২৩
নিঃ ৮৩ক

সাক্ষীরা ৭ জন হইয়া। উদনজর তিনি আপনান সাক্ষীদের পরীক্ষা
করা।

কইবেন

২৮৭ ধারা ৮ যে সাক্ষীদের সম্মুখে করেন উক্ত দ্বারা বা তাহার
সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা কইয়া যথাবিধি
সাক্ষীদের সম্মুখে অভি-
যুক্ত ব্যক্তি : পরীক্ষা ওয়া
কেনে তাহা প্রমাণ করা হয়
হইয়া। ১৭

য হইবে।

২৮৮ ধারা ১ যে সাক্ষীকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা য হ সমর্পণকারী
সাক্ষীদের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া
আঃ স্বীয় তদন্তে ইহার
সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়
তাহা প্রমাণ হইয়া কয়

সাক্ষীর সাক্ষ্যে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আদি-

* অর্পণকারী সাক্ষীদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে ১০ দণ্ড হয় তাহা তাহার
অপক্ষে বি বিপক্ষে হউ। ৩৭২টি দৃষ্টি না করিয়া ওয়া স্বরণ মেশনের বিচারে দণ্ড
করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ১০ উঃ বিঃ ৩৩ সাক্ষীদের নিবট অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা
বলে তাহা প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
ও সে তাহা স্বীকার করে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য নহেন ১৪ উঃ বিঃ ৮

৩১২ ৩১২ ৩১৪ ৩১৪ ৩১৪ ৩১৪ ৩১৪ ৩১৪ ৩১৪ ৩১৪

† অভিযুক্ত ব্যক্তি অসামান্যতঃ চোখে কর্তৃক কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ হইলে
তাহা তাহার বিরুদ্ধে কোন জাজের সম্মুখে প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সমর্পণকারী সাক্ষীদের নিবট যে প্রমাণ ৩২০ হয় তাহা প্রমাণ
প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
তাহা তাহার সম্মুখে স্বাধীন প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড হউ। ৩১ উঃ বিঃ ৩০ অর্পণকারী সাক্ষীদের নিবট সাক্ষি-
গণের যে জবানবন্দী হয় তদনিত্য প্রমাণ ও প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
যাহা প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
জাজ এই সাক্ষীগণের জবানবন্দী পুনরাবৃত্তি ৩২০ না করিয়া তাহা প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
নিবট কোন প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
করিতে দণ্ড বাধ্য ও সম্মুখে আনয়ন হয় সে প্রমাণ সমর্পণকারী সাক্ষীদের নিবট প্রমাণ
যে জবানবন্দী প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
সাক্ষী অসুস্থ হইত থাকে তদনিত্য প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ
প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ

পত্যকারী অশেষ বিবেচনামতে তাহা মোকদ্দমার প্রধানমধ্যে ধরা যাইতে পারিবে

২৮৯ ধারা । * অভিযোগের মপক্ষ সাশীদেয় পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত বাস্তব পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা সমাপ্ত হইলে অভিযোগের সাশীদেয় পরীক্ষার পর কার্যক্রমাদি পক্ষ, অভিযুক্ত বাস্তব সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কথা ।
কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে

সে যদি না বলে তবে অভিযুক্ত মোকদ্দমার সার ব্যক্তি করিবেন তাহা হইলে পর যদি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই একপ বিবেচনা করেন, তবে আনয়নদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন ।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই একপ বিবেচনা করেন, তবে আনয়নদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে, কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযুক্ত মোকদ্দমার সার ব্যক্তি করেন ও আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য

* সাধারণ স্বার্থ বোধে । একপ আশঙ্কা ভিন্ন আশঙ্কায় সন্তুষ্ট সাশী সেন আদালতে অভিযুক্তের উপস্থিত করা নড়বা ২৩ লঃ ১১১ কবি ১২১ বাদীর পক্ষ কোন সাশীনে অভিযুক্ত পরীক্ষা না করিলে অথবা মেশন জজ নিজ হইতে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিলে যে সাশীনে অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরা করিতে পারেন ২৩ লঃ ১১১ কবি ৬১৪ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা পক্ষের বিনিয়োগ মতেই বাস্তব থাকিলে সেন জজ তাহার ওয়াব গ্রহণ করিতে তাহার দ্বারা ২৩ লঃ ১১১ উপস্থিত হইতে নিষেধ করা যাইবে ২৩ লঃ ১১১

ଆହେଁ ଚରମ ମିଳେ ନା କଲେନା, ତ ହା ଥିଲେ ଆମ୍ଭାଳତ ଆଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେ
 ଶ୍ରଦ୍ଧା 'ନାମୋ' ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେନା ମିଳେନା

২৯। ম রী * অ. গুর অতি দ. বি. কিপ্রা ত হা। ২২য় উকীল যে
বুড় ও কি বা. স্থান উগন নি গুর কনিতে চাছেন
ও ৬ দিনে ৮০

এ তাঁহা। নিবেচনায় অভিযোগের মাধ্যমে স্বয়ং
যে কথা বলা আবশ্যক হয় তাহা যাবতীয় প্রাতিপদ স্মৃতি করিবেন।
তৎপরে তাঁহার মঙ্গল মাঙ্গল্যী থাকিলে তাহাদের পীড়া বহির্ভূত পারিষদ ও
তাঁহাদের কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করিবেন তাহার পর আপনার
মোকদ্দমার মাত্র ব্যক্তি করিতে পারিবেন।

২০১ ধাৰা ৭ অন্বেষণ ব্যক্তি পূৰ্বে যে মাক্কাৰ নাম দেয় নাই এমত
মাক্কা উপস্থিত থাকিলে সে তাহাৰ পত্ৰিকা লইতে
ও তাহাৰিগৰাৰ সমন বিনিত তদন্ত হইবে কিন্তু যে মালিষ্ট্ৰেট তাহাকে
অন্বেষণ ব্যক্তি তদিক বোলা চিহ্নাৰ্ণে সমপন্ন কৰে তাহাকে মাক্কাৰ নাম দেয়
নথ ৷

নাম নিধিতে দেওয়া যায় সেই নিধিতেও যে মাগ্যো-
দেব ন ম লেখা থাকে ২১১ ও ২৩১ ধারার নিম্নোক্ত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে
সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অপ্রযুক্ত ব্যক্তির অনি-
কার থাকিব না।

২০২ ধারা। যদি অহিংস ন্যায় কিম্বা অভিযুক্ত ন্যায়ের মধ্যে কোন
 অভিযোগের উত্তর দিবার
 ২০৩ ধারামতে শিষ্টাচার হইলে, মাফ্য উপস্থিত
 বসিতে চাইলে, তবে অভিযোগের প্রত্যুত্তর
 করিবার অধিকার থাকিবে।

[illegible]

† অতিযুক্ত বাক্যে সঙিমিত কোন বাক্য ৬ টি। ফল প্রাপ্ত হইল বাক্যে তাহা তাহার
অসঙ্গ বাক্যে হইবে হই ৬ টি ৪ বাক্য ২২৪

২৯৩ ধারা। অমূল স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ

জুরির বি আমেরা হয় অথবা মোকদ্দমার অন্তর্গত পক্ষ দুইজন
দ্বারা স্থানটি দৃষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা পূর্ণ হইবে যে স্থানে ঘটনাটি ঘটিয়াছে জুরির বি আমেরাদ্বয়
গুণ

সেই স্থান দৃষ্টি করা বিহিত আদালত এমনতরো
করিলে সেই মর্মেত আশ্রয় করিবেন তাহা হইলে আদালতের কোন
কাগ্যকারকের জিহ্ম য ঐ জুরির বি আমেরাদেব সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই
স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে, ও আদালতের নিযুক্ত যোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে
ঐ স্থান দেখাইয়া দিবে।

আদালতের ঐ কর্মকারকের বক্তব্য যে অপরাধ কোন ব্যক্তিকে আদা-
লতেব অন্তর্গত না হইলে ঐ জুরির বি আমেরাদেব কাহরও মাজ কথা
কহিতে কি প্রমাণ দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং
আদালত অন্যথা আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে
তৎক্ষণাত আদালতে পুনরায় আনা যাইবে।

২৯৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আমেরার নিজে কোন প্রামাণিক

জুরির কোন ব্যক্তি কি বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাহা
আমেরাদের পক্ষ। যে স্থানে সেই কথা জ্ঞাত করা কর্তব্য; তাহা করিলে
দেওয়া হইতে পারিবে তাহা। অন্য কোন সাক্ষীর নাম তাঁহাব পরীক্ষা ও ফুট
কথা। পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

২৯৫ ধারা। যদি বিচারক বা জজ হইয়া ঐ কাগ্যানুষ্ঠানের অন্য দিন

অধিবেশন করিবার দিন। নিকট করা যায়, তাহা সেই অন্য দিনে এবং
জুরির বি আমেরা হইলে জুরির বি আমেরাদের উল্লেখ হই-
য়া নথ। বিচারকার্যের সমাপ্তি না হওন পর্যন্ত তৎপক্ষ
অত্যন্ত অধিবেশন কালে জুরির বা আমেরাদের
উপস্থিত হইতে হইবে।

২৯৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক

জুরির বি আমেরা রাখিবার কথা। ল'গিলে, হাইকোর্ট সময়ে জুরির ব্যক্তিদের একত্র
থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন, ও জুরির ব্যক্তি-

দিগকে কোর্টের কোন কর্মকারকের জিহ্ম একত্র রাখিতে হইবে কি না, ও
যে প্রকারে রাখা যাইবে, কিম্বা তাঁহারা স্বয়ং গ্রহে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, এই
বিষয়ে আধিপত্যকারী জজ উক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া আশ্রয় করিতে পারিবেন

४ — अविन निचानिह मेः कम्पमाय निचान गमाश्रित नि नि ।

২২৭ ধাৰা জুনি ১৯৮০ চনত নিৰ্ধাৰিত মোক্ষমাৰ আভিবাচনত সাক্ষ্য কৰা
সমালোচকসকল জনৰ অভিযোগ ৮৭ আত্মত্যাগ কৰিলে
সেই আত্মত্যাগ সমালোচকসকলে পৰ আশঙ্কিত আছিল
যোগেত ৩ আভিবাচনত সাক্ষ্য আবেদনত গৱেষণা
কৰিছিল যে আবেদনমতে জুনি ১৯৮০ চনত হঠাৎ সেই আইন ব্যক্তি কৰিছিল
আইনবিদক উপদেশ দিবেন

कृष्ण प्रहसनात् नरुणा २५० मीनाः ॥ उक्तं यं गोकर्णसि सख्यं गाह्येनत
 कर्णोत्तमं नथ कर्णना कर्णं (१८) ॥

(ক) তিনি বিচারকালে উল্লিখিত আট-ঘটিত সমস্ত নিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তেব প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রামাণিক কি না এই বিষয়ের সকল নিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রমাণ করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অনাতর পক্ষ উদ্ভিযমে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বাতিল করিবেন

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহাব
অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবে।

(গ) বিমগ্ন নিঃশেষের মাধ্যমে সেওয়া সাহেবকে পারে জায়ে নিমিত্ত বৃত্তান্ত
ঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যিক তাহা নির্ণয় করিতদন

(ঘ) কোন ক্রম উদ্ভিত হইলে তাহা আপনার নিবেদন না জ্ঞান বিবেচনা তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরিবদ্ধ হইবে।

অজ্ঞ নাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার বক্তৃতা করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্যোত্তর প্রামাণিক বৃক্ষাঙ্কঘটিত

* একই অর্থবোধ হেতু এবাদিক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে একের পক্ষীভাব নাক্য অপেক্ষে
বিতরণে জ্ঞানবশতঃ ক্রিয়ণ যাবতীয় বর্ণিতেন তাহান নিধান। ৩১ উঃ নিঃ ৩৯। অভিযুক্ত
ব্যক্তি পূর্বে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে নি না তাহান তদান জ্ঞান বিচার বর্ণিতেন ২০ উঃ
নিঃ ৪০।

কোন বিষয়ে কথা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে
আপনান্ন মত জানাইতে পারিবেন

উদাহরণ

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিকপে ডাক না গেলেও তিনি কোন উক্তি
করিলে এবং কোন ভাবগতিকের তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রহণ হওয়াতে তাহার
সেই উক্তির প্রমাণ কঠিনতার প্রভাব হয়

এই স্থানে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের
নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্তব্য, জুরির কর্তব্য নহে।

(গ) আসল দলীল হইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের
দৌল সাফ্য দ্বারা প্রস্তাব হয়

আসল দলীল হইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ
সাহেবের কর্তব্য

জুরির কর্তব্য নহে। ২৯৯ ধারা। জুরির কর্তব্য এই—

(ক) বৃত্তান্তের কোন ভাষাটি মত হইয়া নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের
আদেশমত তাহাদের সেকি ভাষা অনুসারে যে মীমাংসা বা উক্তি তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাসিক কথা ও শব্দের অসমীক ভাব ধরিয়া
যাহাব ব্যবহার হয় এমন কথা কোন দলীলে দেখা থাকিলে কি না থাকিলেও
যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই
সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও আনিদিষ্ট পার্থক্য কথা বিশেষ কোন স্থানে থাকে কি
না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইন অনুযায়ী কার্যপ্রণালী
সম্পর্কীয় কথা হইলে, কথা আইনে সেই কথার অর্থ নির্ধারিত থাকিলে
এমত অন্যত্র স্থানে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্তব্য

উদাহরণ।

(ক) বলভাগকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয় বধ ও অপ-
রাধঘটিত নবহত্যা। এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট
তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিসকল ভাব দৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী
বলিয়া কথা অপরাধঘটিত নবহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে

ও ফিরপ ভাব দৃষ্টে তাহা বৈ নির্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা অজ্ঞ সাহেবের কর্তব্য

যুক্তান্তের কোন ভাবটি সপার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং অজ্ঞ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহ ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সত্য হইলে কি না হইলেও সেই উপদেশানুসারে গীমাংসা করা জুরির কর্তব্য

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত্ত জ্ঞাতি ছিল কি না, কোন কর্ম যুক্তিমত্ত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না

এইরূপ জুরির বিবেচ্য।

৩০০ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় অজ্ঞ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে ফিরপ গীমাংসা করা কর্তব্য ইহা বিবেচনা জুরির বিরুদ্ধে যাহার কথা। কতিবার অন্তোত্তোহারা নিরূপে যাইতে পারিবেন।

আদালতের অধুমতি বিনা জুরির ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্র দি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবেন না।

৩০১ ধারা। জুরি গীমাংসা বিবেচনা করিলে পব তাহাদেব অধিপতি সেই গীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির গীমাংসা জুরির বিরুদ্ধে যাহার কথা। আদালতে জ্ঞান হইবে

৩০২ ধারা। জুরির একবাক্য না হইলে অজ্ঞ সাহেব তাহাদিগকে জুরির একবাক্য না হইলে অজ্ঞ সাহেবের উপদেশ করিতে পারিবেন পব অজ্ঞ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সত্য হইলে পব জুরি একমত্ত না হইলেও তাহারা গীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৩০৩ ধারা। আদালত একবাক্যের আদেশ না করিলে যে অভিযোগের ব্যক্তি বিচার হয় জুরি সেই অভিযোগের গীমাংসা জুরির বিরুদ্ধে যাহার কথা। নিশ্চয়মতে আনিবার নিমিত্ত যে প্রশ্ন করা আবশ্যক অজ্ঞ সাহেব তাহদের নিকট সেই প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

এক ও উত্তর লিখিয়া গেছে তাহা ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে রাখিবার কথা।
হইবে।

৩০৪ ধারা। ঘটনা বা আন্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্বে কি অব্যবহিত পরে জুরি মীমাংসা সংশোধনের কথা
ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যত্নে সংশোধন করা যায় তাহা তজ্জপই থাকিবে।

৩০৫ ধারা। হাইকোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা হাইকোর্টে মীমাংসা যে তাহাদের ছয় জন পর্যন্ত একবাক্য ও অজ্ঞ সাহেব সময়ে প্রবল হইবে তাহার তাহাদের মতে সঙ্গত হইলে, অজ্ঞ সাহেব উক্ত মত-
কথা।
জুমারে নিষ্পত্তি করিবেন।

তজ্জপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাহারাই ইহা অধোদমতে আনিলে কিছু ছয়জন একবাক্য হইলে, তাহাদের মুখ্য ব্যক্তি অজ্ঞ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন

অন্যদলে জুরিবে নিদায়
দ্বিবার বথ
গেছে অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে অজ্ঞ সাহেব
সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া
দিবেন।

তাহাদের ছয় জন পর্যন্ত একবাক্য না হইলে, অজ্ঞ সাহেব যত বাল মুক্তিগিফ জ্ঞান করেন ততকাল অপেক্ষা করিয় জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন

৩০৬ ধারা। মেশান আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা মীমাংসা মেশান আদালত তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় অজ্ঞ সাহেব যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার সাহেব তজ্জপ মত ধার্য করা আবশ্যক জ্ঞান না
কথ।
করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করা যায় তবে অজ্ঞ সাহেব তাহার নির্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তবে অজ্ঞ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৭ ধারা। তদুপ কোন মোকদ্দমায় যেহে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির
 নিচান হয় তৎসমুদয়ে নীতি তদ্রূপে কোন নীতির সম্মুখে
 জুরির মনোভাব ইত্যাদি
 ৩০৮ ধারা। তদুপ
 ৩০৯ ধারা। তদুপ
 ৩১০ ধারা। তদুপ

কোনো মোকদ্দমায় অর্থাৎ ক্রম আবেদন করিয়া, তাহা হইলে আপন
 মতেই হেতু লিখিয়া, ও জুরির মনোভাব নিদেয় নির্ণয়ে তাহা
 বিবেচনায় যে আপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ও মোকদ্দমায় অর্থাৎ
 ক্রম

যখন জজ সাহেব এই ধারা মতে মোকদ্দমায় অর্থাৎ, যেহে অভিযোগে
 অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচান হয় তদ্রূপে কোন নীতির সম্মুখে তিনি নির্দেয় নির্ণয়ে
 কি অপরাধ নির্ণয়ে নিষ্পত্তি লিখিয়া ক্রম করেন না, কিন্তু তিনি অভিযুক্ত
 ব্যক্তিকে পুনরায় হেতুতে রাখিবাব নীতি তাহা স্থানে হাজিরজামিন লই-
 য়া অগ্রসর দিতে পারিবেন

হাইবে টি আপীল হইলে যে সকল অনুরোধসারে কার্য করিতে পারিবেন
 তদুপ অর্থাৎ মোকদ্দমায় তাহা তদ্রূপে কোন অনুরোধসারে কার্য করিতে
 পারিবেন, কিন্তু যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্রূপে উপস্থিত করা
 যান তাহা হইয়া জুরি যজ্ঞে পারিতেন তদুপে অভিযুক্ত ব্যক্তির
 নির্দেয় নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন অনুরোধ নির্ণয়
 করিলে মেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের
 আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬। - জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির

পুনর্নির্বাচনের বিধি

৩০৮ ধারা জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত

জুরির বিদায় করিয়া ব্যক্তিকে বন্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল
 বিদায় পর অভিযুক্ত ব্যক্তির বিশেষে হাজিরজামিন হইবে। তাহাকে ছাড়িয়া
 পুনঃ বিচা হইবার কথা। দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহান
 বিচান হইবে। কিন্তু তাহার পুনঃ বিচান হওয়া উচিত নয় জজ সাহে-

বের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্মেণ কথা লিখিবেন,
ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোশী করণের জন্য সেই কথার ফল হইবে

জ আসেমনদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমান বিচার হয়, তাহার
সমস্ত বিধি ।

৩০৯ ধারা আসেমনদের সহকারিতায় মোকদ্দমান বিচার হইলে,
আসেমানদের অভিযোগপত্র ও অভিযুক্তের উত্তর দিলে তাহার
কথা পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে
যে মাফা হাফে তাহার সাক্ষ্য বলিয়া প্রত্যেক
জন আসেমনকে বচনক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ
মত লিপিবদ্ধ করিবেন

তদনন্তর অজ সাহেব আপনার নিশ্চিতি দিবেন কিন্তু তিনি আসেমন-
দের মতামতমানে চলিতে বাধ্য হইবেন না

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে অজ সাহেব আইন অনু-
সারে তাহার দণ্ডের আওতা করিবেন ।

ক।—পূর্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কান্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি

৩১০ ধারা । জুজিয়ার চিফ অফিসারদের সাহায্য বিচার হইলে, যদি
পূর্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইবার পর অভিযুক্ত
ব্যক্তির নামে কোন অপরাধ করিবার অভিযোগ
হয়, তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০৮, ৩০৯ ও ৩১০ ধারায়
যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্ন
লিখিত রূপে পরিবর্তিত করিতে হইবে ।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার না
করিলে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে, যতদিন স্বীকার বা অপ-
রাধ নির্ণয় না হয়, তত দিন অভিযোগপত্রের যে অংশ পূর্বে অপরাধ নির্ণ-
য়ের কথা লেখা থাকে, সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে না, এবং
অভিযোগপত্রের উল্লিখিত পূর্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না অভি-
যুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাস করা যাইবে না ।

(গ) যদি সে পরবর্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে কিম্বা

তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয় তবে অভিযোগপত্রের উদ্ভিন্নত পূর্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

(গ) ঐকপে পূর্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে যে একপ উত্তর দিলে, বিচারপতি তদন্তমানে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রস্তুত হইবেন; কিন্তু ঐকপে পূর্বে তাহা অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে যে ইহা অস্বীকার করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না দিলে, জুরি কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত ও আদালতের উক্ত পূর্বে অপরাধ নির্ণয় সম্বন্ধে অস্বস্তান লইবেন, এবং একপ স্থলে জুরি ধরা বিচার হইলে জুরি অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আবার শপথ দেওয়া আবশ্যিক হইবে না।

এ — হাইকোর্টে জুররদের ফর্দেব ও উক্ত কোর্টের

জুররদিগকে ডাকিবার বিধি

৩১১ ধারা। প্রত্যেক রাজধানী নগরে এই আইন যে বৎসরে প্রচলিত করা যায় সেই বৎসরের জুরর বহিতে নানা জুরর বহির কথা। ব্যক্তিদের নামের যে ফর্দ থাকে, তাহা এই অধ্যায়মতে জুরর কর্তৃক করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিক ফর্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সেই বহিতে কেবল বিশেষ জুরর কর্তৃক করিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তি-
বিশেষ জুরর মুক্ত থাকি-
বার কথা।
দেখা না গেলে তাহা থাকে তাহাদিগকে বিশেষ জুরর
করি প্রস্তুত বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও যে বৎসরের
নিমিত্ত ঐ ফর্দ প্রস্তুত করা যায় সেই বৎসরে
তাহারা এই অধ্যায়মতে কেবল বিশেষ জুরর কর্তৃক করিবার যোগ্য বলিয়া
জ্ঞান হইবে।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরর নামের ফর্দে এক-
বিশেষ জুরর সংখ্যার নাম লেখা হইবে শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা
কথ।
যাইবে না।

৩১৩ ধারা। হাইকোর্ট ২ ময়ে ২ ময়ে ২ ময়ে নির্দেশ করেন, ক্রমিক অক্ষর দি
সাদার ও বিশেষ জুরর
নামের ফর্দের কথা।
জৌন প্রতি বৎসর জাজিল মাসের প্রথম দিনের
পূর্বে সেই ২ বিধিতে,

(ক) গাম্ভীর্য জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ ও
(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম করিবার যে গ্য তাঁহাদেরও নামের
ফর্দ প্রস্তুত করিবেন।

সংশোধিত ফর্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও মদা-
চার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ করিয়া নাম লিখিবেন।

পূর্বে বোন বংশের বিশেষ জুরির নামের ফর্দের মধ্যে নাম লেখা
গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপ-
নার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

কলিকাতার হাইকোর্ট হইলে মজিসডাণ্ডিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল
সাহেব এবং অন্য কোন হাইকোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় বেতন-
ভোগী কোন কার্যকারককে জুরির কর্মকরণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

ক্লার্ক অফ দি ক্রোন পূর্বোক্ত বিধি মানিয়া স্থায়ী বিনোচনামতে যত্নপ
যে কর্মকাণ্ড ফর্দ প্রস্তুত উচিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ ফর্দ প্রস্তুত করিতে
কবেন তাঁহান স্ববিনোচন মতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির
বর্ণন করিবাব নথ
উপর আপীল নাই, পুনরাবলোচনাও নাই

৩১৪ ধারা। যে কর্মকাণ্ড গাম্ভীর্য জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম
প্রাথমিক ও সংশোধিত করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের ফর্দ প্রস্তুত
ফর্দ প্রকাশ করিবার কথা। করেন, তিনি সেই ফর্দের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর
করিয়া, তাহা প্রস্তুত করিবার পর আশ্বিন মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে স্থানীয়
রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করিবেন।

গাম্ভীর্য জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের
সংশোধিত ফর্দ পূর্বোক্ত মতে প্রাক্করিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, যে মাসের
প্রথম দিবসের পূর্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

উক্ত ফর্দের সকল কোর্ট-হৌসের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া
যাইবে।

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত ফর্দ যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে

রাজধানী নগরে জুরির প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে
কর্ম করিতে যত জনকে সমন তাহাদের মধ্যে হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম
করিতে হইবে তাহারা নথ্য করিবার উপযুক্ত তাহাদের অনুর সাহায্য

অনেকে ও য়ে হারান মাদার জুনি কর্ম কবিতা উৎসাহ তাঁহাদের অন্যান্য
চরিত্র অনেক সমন করা যাউবে

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পুনঃ যদি তাঁহাকে ন লইয়া
জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে তৎপরে মদ্যে তাঁহাকে আবার সমন
যুক্ত হইতে হইবে ন

যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেলে মেশনের কায্য চলাই সময়ে তাঁহাদের
অতি ও সময়ে কথ্য সংখ্যা প্রাপ্ত নই আবার গেলে অন্য যে ব্যক্তিকে
পূর্বোক্ত মতে জুরি। কথ্য কবিতা যোগ্য হন
তাঁহাদের মদ্য হইতে আ. যত অনেন হ যোগ্যন থাকে তত অনেক ঐ মেশ-
নের নি নিত্ত সমন করা য়ে হইতে পারিবে

৩১৬ ধারা। কোন হইকোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা তাদৌ বিচার কদি-
বার অমতান্তরে কায্য য়বিত। নিমিত্ত নাজমানী
ব্যক্তিদিগকে সমন করিয়া নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিষ্ঠিত হইবার অভি-
বদ্য আদেশ ৫০ টিগ দিবে পুনঃ কোন কথ্য কবিতা
পাকেন, তৎপরে মেশন কাদানত মেটে ৫ ও প্রাপ্ত মানিয়া, মেশন
আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে আদেশ বিধান করা
গেল মেটে প্রকারে প্রায় জুরির কর্ম হইতে যত পুনঃ জুরির আয়োজন
তাঁহাদিগকে সমন দিবে ন

৩১৭ ধারা উক্ত মেশন আদালত জুরির ব্যক্তি য়বিতা যত অনেক
সমন করিলেন, পূর্বোক্ত হইবে ন ৫০ টিগ য়ে
মকদমা ব্যক্তিগ ৫ মে আদেশে প্রাপ্ত কথ্য
তাঁহাদের বিচারে অন্য ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর যত অনেক ৫ টিগ জুরি
হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করণ ন নিমিত্ত আয়োজন ৫০ দ করিলে, কোর্ট
যে স্থানে অধিবেশন করিবেন তথা হইতে দশ মাইলের মদ্যবাসী প্রধান
সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া ত্রীত্রীমতী মহারাজী গৈন্য-
দলের সনদ প্রাপ্ত ও ৫০ নদ ৫০ প্রাপ্ত কএক জন কর্মচারীকে সমন করাইবেন।

যত অন কর্মচারীকে তৎপরে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের
বিধান থাকিলেও তাঁহারা ঐ জুরির কথ্য কবিতার যোগ্য হইবেন কিন্তু
উক্ত কর্মচারীর গৈন্যসংক্রান্ত অন্ত্যাবশ্যক কায্য ও কাজে, কিম্বা গৈন্য

মহাক্ষত্র অনা বিশেষ কারণে, প্রধান মেনাপতি সাহেব জুরির কর্তব্য হইতে
তাঁহার মুক্ত থাকা হইছে অকাশ করিলে তাহারকৈ গমন করা হইবে না।

৩১৮ ধারা কোন ব্যক্তিকে ৩১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে গমন

করা যাবে তিনি এবং কারণ না থাকিলেও
হইতে না হইবে তাহা নয় মননের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিন্তু
উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া

চলিয়া গেলে কিন্তু আদালতের কাগজ স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হই-
বার আশ্রয় পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাহারকৈ অবজ্ঞা বরণের
অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ
করেন তাহার আদালতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পাবিবে, ও সেই
দণ্ডেব টাকা না দিলে যত দিন ন দেন তত দিন তাহার দেওয়ানী জেলে
কাবান্ড হইতে পাবিবে।

ট — সেশন আদালতের জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্দিষ্ট

করিবার ও তাহাদিগকে গমন দিবার বিধি।

৩১৯ ধারা। কোন জিলায় পশ্চাৎলিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসবাবধি

জুরর ও আসেসর অঙ্গণ যদি বৎসর পর্যন্ত বয়সের যত পূর্য্য বাগ করেন,
কর্ম্য বরিত হইবার কথা ঐ জিলায় যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাহাদের
জুরির ও আসেসরদের কর্ম্য করিতে হইবে।

যজ্ঞিত ব্যক্তিদের কথা ৩২০ ধারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেস-
রদের কর্ম্য হইতে মুক্ত, অর্থাৎ,

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের উর্ক শ্রেলীর যে সকল কর্ম্যকাবক সিবিল
কর্ম্যে নিযুক্ত থাকেন তাহারা

(খ) সজেরা।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশ্যনার ও কালেক্টর সাহেবেরা

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেন্টে মাসুল জুরি নিবারণের মধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের মধ্যে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে
জকীর কর্ম্য প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহারা

(৬) যাঁহারা আপনঃ ধর্মসম্পর্কীয় পৌরোহিত্য কর্ম করেন তাঁহারা ও ধর্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত হ'না ব্যক্তিরা ।

(৬) মৈনামস্পর্কীয় কর্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি কিছু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম বরিবার যোগ্য কর গেলো তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন ।

(অ) চিহ্নসংকেতা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিম্নত আকাশ্যরূপে চিহ্নস্বাক্ষর করিবেন তাঁহারা ।

(৭) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ।

(৭) দেওয়ানী মোকদ্দমান কার্যে প্রণালী নিয়মক আইনের ১৪০ ও ১৪১ ধারা বিধানমতে যাহা দিগকে আদালতে প্রায় উপস্থিত না হইবার অঙ্গমতি দেওয়া যায় তাঁহারা ।

(ট) স্ত্রীম গবর্ণমেন্টে অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা আগেমেন্টের কর্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন তাঁহারা ।

৩২১ ধারা জুরির বা আগেমেন্টরূপ কর্ম বরিতে বাধ্য যে ব্যক্তিবা গেশন অফ ও জিয়ার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে

জুরির ও আগেমেন্টের নাম নির্ধেয় কথা সময়ে অন্য যে কার্যকারককে প্রত্যক্ষ নিযুক্ত করেন তাঁহ'র নিম্নচলিত জুরির কি আগেমেন্টের

কর্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৬ ধারার (খ) অবধি (জ) পর্যন্ত প্রকরণক্রমে যাঁহাদের বিরুদ্ধে সকলরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত গেশন অফ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্মকারক বর্ণাবলীক্রমে তাঁহাদের নামের এক নিম্ন টপন লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন ।

ঐ নির্ধেয়পত্র উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে ; ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে আত্মীয় হন তাহাও লেখা থাকিবে ।

৩২২ ধারা । ঐ নির্ধেয়পত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্বেক্ত অন্য এক থাকানকের কাছে রীতে, ও জিয়ার মাজিস্ট্রেট সাহেবের ও ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের আদালত ঘনে, ও সেই নির্ধেয়পত্রের লিখিত

নির্ধেয় প্রচার করিবার কথা ।

ব্যক্তিরা যেহে নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন তাহর কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক আভিলিখিত নিয়মভাগে এই মন্তব্য নোটিশ লেখা থাকিবে যে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেক্ত অন্য কার্যকারক অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয় নিষ্পত্তি করিবেন

৩২৪ ধারা। সেশন জজ সাহেব উক্ত আদেশ শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্বেক্ত অন্য কার্যকারকের সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিশের নির্দিষ্ট সময়ে ও

স্থানে ঐ নির্দিষ্টপত্র সংশোধন করিবেন ও তৎসংশোধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরিত কি আসেসরের কর্তব্য করিবার অযোগ্য বিবেচন করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিকৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্তব্যের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন।

সেশন জজ সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্বেক্ত অন্য কার্যকারকের মতের অনৈক্য হইলে নির্দিষ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুরের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেক্ত অন্য কার্যকারক ঐ সংশোধিত পত্রের আভিলিখিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেক্ত অন্য কার্যকারক ঐ নির্দিষ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

এই ধারামতে নিকৃতি পাইবার দাওয়া না কর গেলে, পরে নির্দিষ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্যন্ত ঐ দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৩২৫ ধারা। উক্তপে প্রাপ্ত ও সংশোধিত নিখটোজ প্রতিবৎসর এক-
বার সংশোধন করা যাইবে

[illegible]

নবমসংখ্য (১) পত্র সংশোধন
 নতুন কথা
 উদ্ভূত সংশোধিত নিধি ট নুতন নির্ঘটনবপ
 জ্ঞান হইবে, ও লভ্যমান আশ্রিত নির্ঘটেব
 পূর্বোক্ত সকল বিধি ও নুতন নির্ঘটেব আতি থাকিবে

৩২৬ ধারা সেশন আদালতের অধিবেশনকালে জুনির দ্বারা কিম্বা

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ज्ञानान्न ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं
 ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं
 ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं

আগে মন্ত্রণের সাহায্য গ্রহণে যেহেতু মোকদ্দমান
নিচয় হইবে সেই বিচারকালে মেশান লক্ষ
সাহেব যত জনের প্রয়োজন জানি করেন অধি-
বেশন করিবার নির্ধারিত দিনের পক্ষে ন্যূনকল্পে
তিন দিন থাকিতে জিলাত ম জিঃ টে সাহেবের প্রতি এই সংশোধিত নির্ঘণ্ট-
পত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন ; এই মেশানের
বিচার্য্য কোন মোকদ্দমান যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন
ব্যক্তিকে সমন করা হইবে না ।

শ্রী সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র জিহিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্ব ভূমি মাগের মধ্যে
উক্ত কর্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এা মনিয়া যদি উ 'যুক্ত' সংখ্যার ব্যক্তি-
দিগকে পাওয়া যাইতে পারে তাহা তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া অন্য ব্যক্তি-
দিগকে সমন করিতে হইবে। কোনও ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে
তাহা মুকদ্দার কাগালতে জবিনাট করিয়া নির্দ্ধায়া কইনে, ও উক্ত ব্যক্তি-
পক্ষে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে।

৩৭৭ ধারা মোশান আইন ১৯৬৬-৬৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত মোশান আইন ১৯৬৬-৬৭ মোশান আইন ১৯৬৬-৬৭

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

১৩৩ - বিগ্রহক কি জাগে-
 ম - মমম ব ১১
 না বগা

৩২৮ ধারা। জুরিরকে কি আসেসমেন্টে যে সমন দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও ঐ পত্রের যে সময় ও স্থান নির্দিষ্ট থাকে তাহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসমেন্টের কৰ্ম্য করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

৩২৯ ধারা। জুরির কি আসেসমেন্টের কৰ্ম্য করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির লোকজন হন সেই ব্যক্তির জুরির কি স্থলবিশেষে আসেসমেন্টের কৰ্ম্য করিতে হইলে বাজবীয় কার্যেব্য ব্যাঘাত হইতে পারে যে দফতর খানায় কৰ্ম্য করেন সেই দফতরখানার প্রধান কৰ্ম্যকারকের উক্তিগতে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালতে কৰ্ম্য করণার্থে তাঁহাকে সমন দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া কৰ্ম্য করিতে পারিবেন।

৩৩০ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে মেশন আদালতের জুরির কি আসেসমেন্টের উপস্থিত না হওয়ায় অসুবিধা হইতে পারিলে কথায় কথায় জুরির কি আসেসমেন্টের উপস্থিত না হওয়া কৰ্ম্য করিতে পারিবেন।

৩৩১ ধারা। মেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাহারা জুরির দূরত্বের কারণে আসেসমেন্টের উপস্থিত না হইলে তাহাদের নামের নিম্নে লেখাই-
কথা।

৩৩২ ধারা। জুরিরকে আসেসমেন্টের নামের যে সংশোধিত নিম্নে পত্র প্রেরিত করা যায় তাহা সমস্ত উক্ত নিম্নে রাখিতে হইবে।

এই ধারায় যে অংশে যাহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক প্রতিলিপি তাহাদের নামের উত্তরে থাকিবে।

৩৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসমেন্টের উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে যদি বাহা কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সময়ে আদেশমতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের জুরির কি আসেসমেন্টের উপস্থিত হইলে দণ্ডিত।

অনুমতি না হইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার কার্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর
নিবন্ধ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত
না হন, তবে সেসময় আদালতের আজ্ঞা মতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক
অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে আদালত এই আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বিচারামীন স্থানের মধ্যে
এই জুররদের বিচার আদেশের অস্থান যে অন্য থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট
সাহেব তাহা জেলা ও নীলাম করণ দ্বারা এই অর্থদণ্ড আদায় করিতে
পারিবেন।

জেলা ও নীলাম করণ দ্বারা এই অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না
পাওলে, সেসময় আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই জুররকে কি আদেশের পঞ্চদশ
দিন পর্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কবাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ইতিমধ্যে
এই টাকা দেওয়া গেলেনই মুক্ত করা যাইবে।

৪ — হাইকোর্ট পক্ষে নিম্নের বিধান।

৩৩৩ ধারা। এই আইনতে কোন হাইকোর্টে বিচার কার্য চলন কালে
আডবোকেট জেনারেল সাহেব মীমাংসা জানাই-
আডবোকেট জেনারেল সাহেব
অভিযোগ না চালাইয়া
অমতায় থাকা
যদি পূর্বে কোন সওয়াল বিহীন নোংরা করিলে,
ক্রীমীমতী মহারাজী পক্ষে কোর্টে এই কথা জানা-
হইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ
হইয়াছে তৎক্রমে আসি এই মোকদ্দম আর চলাইবে না; তাহা হইলে
আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগক্রমে আর কার্য চলান হইবে না ও
তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে কিন্তু বিচারপতি
প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে তাহার তৎক্ষণ মুক্ত করণ নির্দেশ যী নির্ণয়ের
তুল্য হইবে না।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেব সময়ে২ যে২
দিন, ও সুবিধামতে যত কাল ব্যয়মানে অধি-
অধিবেশনের সময়ের
কথা
বেশন করিতে নিরূপণ করেন, সেই২ দিনে ও তত
কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা তাদৌ বিচার
করিবুঁর অন্য কোর্টের অভিবেশন হইবে।

৩৩৫ ধারা। হাইকোর্ট এইক্ষণে যে স্থানে অধিবিষ্ট হইয়া থাকেন সেই
 স্থানে কিম্বা মজিসভাধিষ্ঠিত জীমুত গবর্নর জেনরল
 অধিবেশন করিবার স্থানের
 কথা। মাস্টার কোর্ট উইলিয়াম রাজধানীর হাইকোর্টের
 প্রতি, কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট অন্যর স্থানে
 কোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই স্থানে
 অধিবেশন করিবেন।

কিন্তু সময়ে মাস্টার উইলিয়ামের হাইকোর্ট মজিসভাধিষ্ঠিত জীমুত গবর্নর
 জেনরল মাস্টারের অনুমতি লইয়া ও অন্য স্থানে। হাইকোর্ট তত্ত্বাবধায়
 গবর্নমেন্টের অনুমতি লইয়া, আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে ঐ কোর্টের বিচার-
 বাধিপত্য যে সীমার মধ্যে পবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যে
 স্থান নিকপণ করেন, সেই স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

মোজদাবী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাইকোর্টের যে ক্ষমতা
 থাকে, সেই ক্ষমতামতে কার্য করিবার জন্য
 অধিবেশনের নোটিশ দিবার
 কথা। অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে, চীফ জজিস
 ম করেন যে কার্যকারণের প্রতি আদেশ করেন
 তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের
 নোটিশ প্রচার করিবেন

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় বিটিম প্রজাতিগকে ও ২১৪ ধারামতে হাই-
 কোর্টে যাহাদের নিচর হইতে পারে সেই ব্যক্তি-
 ইউরোপীয় বিটিম প্রজাতি
 নিচর হইবার স্থানের কথা। মিগকে নির্দিষ্ট কোনর জিনায় বিশ্বা বৎসরের
 নির্দিষ্ট কোনর সময়ে হাইকোর্ট বিচারার্থে সমর্পণ
 করা গেলে, ঐ কোর্ট আপমান নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের নিচর
 হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

অথবা নির্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারি-
 বেন

২৪ চতুর্নিশা অধ্যায়

ভদ্রভূ ও বিচারি গণভোজ্য মাপাবৎ নিমি

৩৩৭। * কেবল মেশিন জ দালাতেন বা হাইদ্রোপেটের নিচিয়া কোন
অপরাধ হইলে তদন্তাধীন অপরাধে যাহার স্পর্শ-
মহাশয়। অমায় কতি তে
অথ ব করিবার নথ
রপে কি চক্রান্তের সম্পর্ক কি সমুদ্রান থাকি অল্প-
মান হয় তাহান সাক্ষ্য লইব ব প্রতিপায়ে সেই
ব্যক্তি যি রূপে অপরাধ বিষয়ে যাহা উদ্ভা হইছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহান
তাবৎ বৃদ্ধান্ত ও যি অপরাধকারক মো অন্য যত জন যুগ্মভাবে বা মহাশয়
সকল মিলিত থাকে তাহাদেব ন ম প্রকাশ করবে এমি নিয়মে দিবার মাজি-
স্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন হেগিডেলী ম জিদ্দেই নি ঐ মোকদমান তদন্ত-

[illegible]

কারী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের অস্থগতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবান প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ঐ মোকদ্দমার মাজিষ্ট্রেট ন্যায় ঐ ব্যক্তির মাফ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হুজির জামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে মেশন আদালতে বা হাইকোর্টে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

২২ সিডেনী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে তজ্ঞাপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা লইলে, আদালত মোকদ্দমান বিচার করিতে পারিবেন না অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও, পারিবেন না।

৩৩৮ ধারা। * তজ্ঞাপ কোন আদালতে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজান থাকা অসম্ভব হয়, যে আদালত ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারেন তাহা লক্ষ্যে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে উক্ত কোন ব্যক্তির মাফ্য গ্রহণ করিয়া মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পরীক্ষা নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবান আদেশ করিতে পারিবেন।

৩৩৯ ধারা। ১ ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও আবশ্যক হইলে তাহাকেও মোকদ্দমা মোকদ্দমার পূর্বে কোন বর্ণা ইচ্ছাপূর্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা মাফ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অস্বাভাবিক কার্য্য যদি না করে, তবে যে অপরাধ

* বিচার আদালত করিবান পূর্বে মেশন জজ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করিবান অন্য মাজিষ্ট্রেটকে উপদেশ করিতে পারিবেন না ৭ উঃ নিঃ ১১৪।

† ক্ষমা প্রদান করিবান প্রস্তাব করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার বা

রাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত কন্যার ক্ষমা পাঠবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে

ঐ কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাইকোর্টের ক্ষমতা বিনা গ্রহ্য হইবে না

৩৪০ ধারা ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তির উল্লিখিত অভিযোগ হইলে, উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির নিযুক্ত বহিবার অধিকারের পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে

৩৪১ ধারা * অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়াব কি বিচারের কার্য চালা-তদ্বিষয়ের কথা

ইতে পারিবে; ও হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদা-
লতে হইলে তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা

অস্বীকার হইতে পারে এবং সে স্বীকার হইলে তাহা র আদালতের আদেশে এবং জবানবন্দী তত্ত্ব যদি আদালত বিবেচনায় বসেন যে ঐ ব্যক্তি অস্বীকার প্রদানের মর্জীসমূহের কার্য করে নাই তবে অপরাধ হইতে তাহাকে ক্ষম প্রদান করা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তাহাকে অর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারেন ১২ উঃ বিঃ ৮০ অসামান্য ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণে সেমন জজ যদি বিবেচনায় করেন যে সে ক্ষম প্রদান মর্জীসমূহের কার্য করে নাই তাহা হইলে তাহার বিচার করিবার আদেশ করিতে পারেন কিম্বা সে মোকদ্দমায় সে সাক্ষ্য প্রদান করে সেই মোকদ্দমার আমাশীয়ে সম্মুখে এবং তাহার বিচার করিতে পারিবে না ১৪ উঃ বিঃ ১০ অভিযুক্ত ব্যক্তি যে মোকদ্দমায় ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র প্রকাশ করিবার পূর্বে সেমন জজ ঐ ব্যক্তির ক্ষমার হুকুম রহিত করিতে পারেন কিন্তু তাহা ন করিয়া ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র ঐ ন্যায় আদালত করিতে পারেন না ১০ কঃ লঃ বিঃ ৩৮

* অভিযুক্ত ব্যক্তি বধির ও মূঢ় হওয়া প্রাপ্ত বিচারকার্য বুঝিতে অক্ষম বিবেচনায় অধীন মাজিস্ট্রেট এই ধারাসমূহের হাইকোর্টের আদেশ প্রাপ্ত অন্য জেলার মাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করেন তাহাতে জেলার মাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া বিচারকার্য বুঝি-

বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আন্তর্জাতিক কাগজের কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠান যাইবে। হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আত্মা বিহিত বোধ করেন করিবেন

৩৪২ ধারা * সাংক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায় সে ব্যতীতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে
 অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার বধ এই অভিপ্রায়ে তদন্ত লভনের ব্যাচলনের কোন সময়ে আদালত সময়েই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যিক বোধ করেন করিতে পারিবেন এবং পূর্বেই অভিপ্রায়ে অভিযোগের সাক্ষীদেব সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ করিবার পূর্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন

বার সক্ষম বিবেচনায় হাইকোর্টে রিগোর্ট করেন হাইকোর্ট মাজিস্ট্রেট ১ ও চুক্তি বিবেচনায় ঐ ব্যক্তিকে সেশন অর্পণ করিতে আদেশ করেন ১৯ উঃ বিঃ ৩৭ জন্মাবধি বাকগতিহীন ও বহিঃ কোন ব্যক্তি এক ছদ্ম স্বর্গ হার নেওয়া হেতু অভিযুক্ত হইয়া অদীন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয় এমতাবস্থায় হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে ঐ ব্যক্তি নির্দোষ বিধায় ঐ হারের উদ্ধৃতি বাবা আকৃষ্ট হইয়া উহা লইয়াছে ততএব তাহাকে দণ্ডবিধি সাত দণ্ডনীয় না বহিয়া তাহাকেই অন্য সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ২২ উঃ বিঃ ৩৫ এই মতামত ২২ উঃ বিঃ ৩৫ ও ২২ পৃষ্ঠার বিধিত বাক হারের মোকদ্দমা দেখ

এই ধারার প্রদান উদ্দেশ্য এই যে যে সকল বিবরণ সাধারণ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ করে তৎসম্বন্ধে সে নিঃ ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করে তাহা সমগ্র তাহার বিচার্য্য করিয়া জজ নিঃ গ্রহণ করিবেন তাহা নহিঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির দেয় অনুরোধ নহিঃ। ১ জনা তাহাতে তর তর করিয়া এমত করা জজের ততমায় ইঃ জঃ বিঃ ৬ বহিঃ ২৩। ১ ধঃ বিঃ ৪৩৩। ৬ বঃ বিঃ ৪৩২ এই ধারারূপের অভিপ্রায়ে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে মাজিস্ট্রেটের অধীন ক্ষমতা আছে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সম্বন্ধে পূর্বাভাসপূর্ণরূপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা জজের অধুচিত ১৩ উঃ বিঃ ২১ অভিযুক্ত ২১ ও ২২ উঃ বিঃ ৩৭ যে উক্তর দেয় সেই বিধিত উক্তরের নিম্নে সে দণ্ডবৃত্ত করিতে অধীকার। ধারায় দণ্ডবিধির ১০ ধারারূপের দণ্ডনীয় হইবে না। ইঃ বিঃ বিঃ ৪ বোধ ইঃ ১৫ অভিযুক্ত ব্যক্তি ১১ বিধিত বর্ণনা দাখিল করিলে তাহা মাজিস্ট্রেট নথির সহিত রাখিতে বাধ্য ২ উঃ বিঃ ১৮ অর্পণার্থে প্রথম স্থানীয় তদন্তস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা না করা মাজিস্ট্রেটের স্বৈরাধীন ১৯ উঃ বিঃ ৪৩ ওয়ারেন্টের ও সেশন বিচারক/সে বন্দময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ১১ ধারায়

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও, কিম্বা তাহার উত্তর মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপক্ষ দণ্ডের যোগ্য হইবে না। কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত ও জুরি থাকিলে জুরি তদ্বিষয়ে যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন কনিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করেন তাহা উক্ত তদন্ত ও বিচারকার্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্ত ও বিচারকার্যেও তাহার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কে শপথ করাইতে হইবে না।

৩৪৩ ধারা * ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্বপ্নের বিধান হইয়াছে তন্নিম্ন স্থানে

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার
কোন কথা প্রকাশ কর-
বার ও বৃত্তি না দিবার কথা কহিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য
প্রকারে তাহার জানা কোন কোন কথা প্রকাশ
করিবার কি গুপ্ত রাখিবার আবৃত্তি জ্ঞানাইয়া দিতে হইবে না।

ববিত হইলে তাহাও যেহেতু প্রমাণিত করা হয় ও সে যেহেতু উত্তর দেয় তাহা সমস্তই
লিখিত হইবে। কিন্তু মনে নোহোয়ায় এই তথ্যটিতে বাস্তব বস্তু আনবিন্দ
হইবে না। ১৪ উঃ নিঃ ৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত বিচারকার্যে কহিয়া সমগ্ননার্থ প্রমাণ-
পত্র তাহা উল্লেখ বা অন্য যে প্রমাণ সমগ্ননার্থ প্রমাণিত হইয়া থাকে তাহাও তাহাও
প্রমাণ হইবে না। ১৫ উঃ নিঃ ৮৫। পৌরীশ তদন্ত সমাপন করিয়া পরীক্ষা যদি কোন ব্যক্তির
অঙ্গীকারবাক্য একপক্ষ মাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিত হয় তিনি যখন কোন প্রমাণ সমগ্ননার্থ প্রমাণ
স্থানীয় ও প্রমাণ কারণ তাহা হইলে এই অঙ্গীকারবাক্য এই প্রমাণসমূহে গণ্য হওয়া
এবং উহাও নিম্নে ৩৪ ধারার বিধিত মার্টিমিকেল দিতে হইবে। ২০ ধঃ নিঃ ৫ বঙ্গি ১৫৪
পূর্ণাধিকারসম ৩৩৪ ধারায় নিম্নের ন্যস্ত প্রমাণ

৪ কেন্দ্রীয় সাক্ষ্য সেশনের বিচার্য্য ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা
প্রদান কহিয়া তাহার তদন্তের প্রমাণ কব হইবে না। এই ধারায় প্রমাণ বস্তু
হইবে না। ২১ উঃ নিঃ ২৩৫। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা কর যখন প্রমাণ প্রমাণিত
হেতু সে কোন অঙ্গীকারবাক্য বস্তু তাহা তাহার বিনোদ প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে না।
১৬ উঃ নিঃ ৫৩। কোন যখন প্রমাণ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি বস্তু প্রমাণ অঙ্গীকার করে এবং
তাহার অঙ্গীকারবাক্য কোন পৌরীশ কার্যবাহিনী অন্য যখন প্রমাণ তাহা প্রমাণ করে
এমতাবস্থায় পৌরীশ কার্যবাহিনী প্রমাণ প্রমাণ হেতু এই অঙ্গীকারবাক্য প্রমাণ হওয়া গণ্য
হইবে না। ১৭ উঃ নিঃ ৫৬।

৩৪৪ ধারা * কোন মাকীল অধুনাশ্রম প্রযুক্তি যুক্তিঃ ত অন্য

আশুষ্ঠান ক ক বা স্থিত কারণে কোন তদন্তের কি চিটারকাগোর অধুনাশ্রম
রাখিবার বা শাহার দিনান্তর স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ বন
নিরূপণ বার বার বৎসর আবশ্যক কি উৎসুক্ত হইলে, খাদ্যাদিত হেতু
জতে হি রাহা বিবারণ কথ

অপিচক কনিয়া অজ্ঞা বিধিয দিয়া সময়েই যে
নিষম উচিত হৈ কবেন সে নিয়মে যতাবা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান বানন তত
কালেন নিমিত্ত মেইর কাগা স্থগিত রাখিয়া ক তাহার দিনান্তর নিরূপণ
কনিয়া ওয়ঃ টে দিয়া তজ্ঞে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থানিলে তাহাকে
ফিরাইয়া দিতে পারিবেন

কিন্তু এতে মান মতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক
কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন
না

হারেকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে এই ধারামত আজ্ঞা কনিলে, উক্ত আজ্ঞা
লেখা যাইবে, ও আধিপত্যক নী অজ্ঞা বা মাজিষ্ট্রেট মাহেব তাহাতে স্বাক্ষর
করিবেন।

ব্যাখ্যা -- অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমনত মনেহু কনি-

ফিরাইয়া পাঠান যুক্ত- বার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে, ও তাহাকে
মদত বারের কথ ফিরাইয়া পাঠাইলে আরো প্রমাণ পাইবার সম্ভা-
বনা থাকিলে, তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাই-
বার যুক্তিঃ স্ত কারণ হয়।

* মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মাকীল উপস্থিত করিবার অন্য মোকদ্দমায় কাগা
স্থগিত রাখা তদন্ত নহে ১১ উঃ পিঃ ২১ অভিযুক্ত ব্যক্তি জাজির হইলে যদি বাদী ও তাহার
মাকীল অধুনাশ্রিত থাকে তবে মোকদ্দমায় অবস্থা বিবেচনায় তাহা মূলতী করা হইতে
১০ উঃ পিঃ ৫৩ মধ্য মাসে মোকদ্দমায় বিচার না করিয়া এবং বিচার অন্য দিনান্তর
নিরূপণ না করিয়া তৎপর ন্যায় এক দিবসে বাণীর অধুনাশ্রিতিতে মোকদ্দম দিগতিস করা
অন্যায় ১৬ উঃ পিঃ ১৮ ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মাকীলকে না
পাওয়ায় তাহাঙ্গিরে প্রতি ১২ কাগি হইতে পারে না এসকলস্থায় জে মাকীলগণকে
জাজির আদালত অন্য মোকদ্দমায় মূলতী বর উচিত ১২ উঃ পিঃ ২৭ এ ১১৩

৩২৫ ধারা * নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষীয়
 ৩৭-১ম সখাধ ২য় দণ্ডবিধির আইনের কার্যকর হইতে দণ্ডীয় অপ-
 বিন্যাস বধ রাণ সখাধ এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত
 বাস্তবায়ন করা করিতে পারিবে।

অধ্যায়	ভারতীয় দণ্ড- বিধির আইনে সংখ্যা পাটিয়ে	যে ব্যক্তি ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে
১ম সখাধ কোন ব্যক্তির মনে হইল পূর্বাধিকৃত ৩৭-১ম সখাধ ২য় করা ও ভাঙি বহা	২৭৮	যে ব্যক্তি ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে
৩৭-১ম সখাধ	৩০৩ ৩০৪	যে ব্যক্তি ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে
কোন ব্যক্তিকে অনায়াসে অনায়াস বাক্য বহা	৩৪১ ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অনায়াসে অনায়াস বাক্য বহা
৩৭-১ম সখাধ ২য় ৩য় ৪য় ৫য় ৬য় ৭য় ৮য় ৯য় ১০য় ১১য় ১২য় ১৩য় ১৪য় ১৫য় ১৬য় ১৭য় ১৮য় ১৯য় ২০য় ২১য় ২২য় ২৩য় ২৪য় ২৫য় ২৬য় ২৭য় ২৮য় ২৯য় ৩০য় ৩১য় ৩২য় ৩৩য় ৩৪য় ৩৫য় ৩৬য় ৩৭য় ৩৮য় ৩৯য় ৪০য় ৪১য় ৪২য় ৪৩য় ৪৪য় ৪৫য় ৪৬য় ৪৭য় ৪৮য় ৪৯য় ৫০য় ৫১য় ৫২য় ৫৩য় ৫৪য় ৫৫য় ৫৬য় ৫৭য় ৫৮য় ৫৯য় ৬০য় ৬১য় ৬২য় ৬৩য় ৬৪য় ৬৫য় ৬৬য় ৬৭য় ৬৮য় ৬৯য় ৭০য় ৭১য় ৭২য় ৭৩য় ৭৪য় ৭৫য় ৭৬য় ৭৭য় ৭৮য় ৭৯য় ৮০য় ৮১য় ৮২য় ৮৩য় ৮৪য় ৮৫য় ৮৬য় ৮৭য় ৮৮য় ৮৯য় ৯০য় ৯১য় ৯২য় ৯৩য় ৯৪য় ৯৫য় ৯৬য় ৯৭য় ৯৮য় ৯৯য় ১০০য়	৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫	যে ব্যক্তি ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে
বেআইনীতে বলপূর্বক পরিগ্রহ করা	৩৭৪	যে ব্যক্তি ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে
কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি মোবদল হইতে অপকার বহা	৪২৩, ৪২৪	যে ব্যক্তি ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে
অন্যভাবে অনায়াসে অনায়াস পরিগ্রহ অথবা অনায়াসে অনায়াস পরিগ্রহ	৪৪৭ ৪৪৮	যে ব্যক্তি ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে

* যদি কে ন নিম্নলিখিত নিয়ম প্রথম ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে অপরাধকারীর
 ইচ্ছা, অভিপ্রায় বিচ্ছিন্ন হইত কি অন্য কোন কারণে তাহার অভিপ্রায়ের সংশয়
 থাকে এমন সন্দেহ নাই হইত হয় তবে সে যে অপরাধ দণ্ডীয়। ২১৪ ধারার নীতি ৩ বিধির
 ৩৭-১ম সখাধ ২য় করিতে পারিবে না। হঃ জঃ নিঃ ১ বোধান্ত ১৪৭। পূর্বাধি-
 বেসন পরগ্নী মুসলিম বহির করা ও অপরাধ ২য় ৩য় সখাধ ২য় মোবদল রক্ষ
 হইতে পারিবে না। হঃ জঃ নিঃ ১ মজঃ জঃ ১৪১। দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারার মোবদল রক্ষ
 ন্যস্তর দণ্ড হইতে তাহা তাপীনা তাপাদেত ২য় হইতে পারিবে না। হঃ জঃ নিঃ ২ আন
 ৩৩১। দণ্ডবিধির ৪৪৬ ধারার মোবদল রক্ষ বহা হইতে পারিবে না। ৩ বঃ জঃ নিঃ
 ৩৩২। রক্ষা হইতে পারিবে না। একপক্ষীয়ারটের মোবদল রক্ষা করা হেতু ডিসমিস হইলে
 তাহা পুনরায় ন বহা হইতে পারিবে। হঃ জঃ নিঃ ১ বোধান্ত ৩৪

অপরাধ	ভারতীয় দণ্ড- বিধি আইনের সংখ্যা বা টি	যে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন রক্ষা করিতে পারিবে
অপরাধভাণ্ডার চাঁকনি। চুক্তি ভঙ্গ করা	৩১, ৩২১, ৩২২	যে ব্যক্তি গরিব অপরাধী চুরি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি
পত্নী মর্দন ...	৪২৭	} শ্রীক্ষেত্রের অধী
অপরাধভাণ্ডার আনয়ন পত্নীর মৃত্যু- জাহাঙ্গির ওয়াকি হওয়া বা কি আটক করিয়া রাখা	৪২৮	
অপরাধ বারণ	৪০০	} যে ব্যক্তি তপস্বী কতা, যার সেই ব্যক্তি
যদি অপরাধের জ্ঞান হয় এমন কোন বিষয় যুক্তি বিবেচিত করণ।	৪০১	
যাহাতে অপরাধজনক বিষয় থাকে এমন যুক্তি বিবেচিত বস্তু আনিয় নিষ্কাশন করা।	৪০২	
শাস্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জ্ঞানপূর্বক অস্তি- প্রায়ে জ্ঞানপূর্বক অপমান করা	৪০৩	যে ব্যক্তি অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে মৃত্যু বসনবৎ হয় করা হইতে পারে। তদ্বিধি অপ- রাধভাবে ভয় দর্শান	৪০৬	যে ব্যক্তি ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি

ভারতীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩২১, ৩২২, ৩২৭, বা ৩২৮ ধারায় যে
যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্বক পীড়া অমান, ইচ্ছাপূর্বক ও অন্তর পীড়া অমান,
যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় একপ কণা ধার পীড়া অমান কিম্বা
যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় একপ কণা ধার ও অন্তর পীড়া
অমান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের
অনুমতি পাইলে, যে ব্যক্তি পীড়া অমান যায় সেই ব্যক্তি তাহার রক্ষা
করিতে পারিবে।

এই ধারায় যে কোন অপরাধের রক্ষা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের
সহায়তা করণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই
স্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ ঐকপ রক্ষাযোগ্য হইবে।

কোন ব্যক্তি এই ধারায় যে রক্ষা করিবার ক্ষমতা অর্থে অন্য কোন বাধা
না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালক বা অন্ধ বা উন্মাদগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি
তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রক্ষা করিতে পারিবে।

এই ধাৰায় কোন অপরাধের নফা কনা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী কবনের ন্যায় ফল হইবে।

এই ধাৰায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাহি, তাহার নফা হইতে পারিবে না।

৩৪৬ ধারা * বাস্তবায়ী নগরের বহির্ভূত কোন জিলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উদজ্ঞের কি বিচারের ক যান্ঠান হই-
মোকদ্দম সংক্ষেপে -
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত
২২৫৫ উক্তার গাছা বজা
তাহার কথ

মোকদ্দমার বিচার করা কি তাহা বিচারার্থে সম-
পর্ণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কাযা স্থগিত করিয়া আপনি যে
মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাহার নিকটে কিম্বা জেরার মাজিষ্ট্রেট সাহেব
উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা
করেন তাহার নিকটে এই মোকদ্দম প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ই
মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় তিনি ক্ষমত পন্ন হইলে
আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার
অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা
বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৪৭ ধারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন উদজ্ঞ কালে কিম্বা মাজি-
মোকদ্দমা বিচারার্থে সম-
পর্ণ করা উচিত উদজ্ঞ ব
বিচার কাযা আনু হওয়ার
পরে মাজিষ্ট্রেট এত জ্ঞান
করিতে তাহা। কস্তদ্যায়
কথ

মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচারকালে
নিষ্পত্তি সাধন করিবার পূর্বে মোকদ্দমা তাহানতে
কি হাইকোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া
উচিত তাহার এমন জ্ঞান হইলে এবং তিনি
বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে, তিনি

* যদি মোকদ্দমার কোন সময়ে বেনি মাজিষ্ট্রেট এলাপ নিয়োগ করেন যে তাহার
এলাকা মধ্যে অপরাধের কার্য্য ঘটন হয় নাই তাহা হইলে তিনি এই সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক
কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য ২৪ উঃ নিঃ ৪। বিখ্যাসম্মতকতার বাধ্য কলিকাতা ও ময়মনসিং
ঘটনা হইলে হাইকোর্ট তাহাতে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রথম স্থলীয় উদজ্ঞ করিবার
আদেশ করিতে পারেন। ২২ উঃ নিঃ ১।

জ্ঞান সকল করণা বহিত করিবেন এবং ইহার পূর্ণনিষিদ্ধ নিয়ামমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি হে সমর্পণ করিবেন

ঐ মাজিস্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থা কিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য করিবেন।

৩৪৮ ধারা * ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়-

পূর্বে যদা য় ঠাপ্প
আদিঃ ন সমর্পিত হয়
য হারদর মণা য় নিয় ২৪-
যাছে ত হাদেব পাটারের
কথা

মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিনি বৎসর কি তদ-
দিক কাল কানামতু হইতে পানেন কোন নাতির
সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পন যদি তাহার নামে
উক্ত অন্যতন অধ্যায়মতে তিনি বৎসর কি তদধিক

কানামতে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ
হয় তবে মাজিস্ট্রেট তাহাকে নিমিত্ত অপবাদী জ্ঞান করিলে সামান্যতঃ
তাহাকে সেশন আদালতে কি, জলবিশেষে, হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে ;
কিন্তু কোন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান
করা গেলে সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেব সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

* ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন অচ্যুত হওয়ার পূর্বে কোন অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তি
দণ্ড প্রাপ্ত হইলে তাহা কে তাহার ন্যায় অপরাধ করা হেতু দণ্ড প্রাপ্ত বা অন্য গণ্য হইবে
ন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহা পদমত প্রাপ্ত বা বিনো তাহা ২৪৭ এবং ২৪৮ ধারায়
৪ উঃ নিঃ * অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডবিধি ১২ অধ্যায়ের পূর্বে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে
এই ধারার আওতা ন। ১০ ৮ঃ ৮ঃ ৩০২ দণ্ডবিধি আইনের ১ অধ্যায়ের নিমিত্ত
কোন ধারার তদা তদেতু দণ্ড প্রাপ্ত হওয়ার পন কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় ঐ ধারার কি ঐ
অধ্যায়ের অন্তর্গত কোন অপরাধ বহন করে তাহা হইলে ২৪৭ এবং ২৪৮ ধারা আওতায় ৪ উঃ নিঃ ১০১
কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ ধারা ব্যবহৃত হইতে হইবে হইলে তাহাকে হইবে যে ঐ ব্যক্তি
দণ্ডবিধির ১২ ও ১১ অধ্যায়ের নিমিত্ত কোন অপরাধ করা হেতু পূর্বে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে উক্ত অধ্যায়-
মত অজ্ঞানে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তদুপস্থিত কোন ঘটনায় বিস্তৃত থাক দেখা গেলে এই
ধারা আওতা ন। ৪ঃ ৮ঃ ১ অধ্যায় ১০০

৩৪৯ ধারা * বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেট উচিতমত বঠিন
দণ্ডে তাহা করিতে না
পাড়ে যাহা বর্ত্তব্য তাহার
বথ

মাজিস্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ও অভিযুক্ত
ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী
কিন্তু আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত
দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পানেন ঐ ব্যক্তির তত্ত্ব
প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত কিনা তাহার প্রতি ১০৬ ধারা-
মতে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি
সেই মত লিখিয়া রাখিতে ও আপনার আনুষ্ঠানিক কার্যের কাগজপত্র সহিত
ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলাব কি মহকুমার যে মাজিস্ট্রেটের অধীন
থাকেন তাহার নিকট পাঠাইতে পারিবেন

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্যের কাগজপত্র যে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা
যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও
ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষীবা সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া
তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আরও সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে
পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অনুযায়ী যজ্ঞপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের
আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তজ্ঞপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করি-
বেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন
তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না

* কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অতিনিষ্ঠ দণ্ডাজ্ঞা করিবার জন্য কোন মাজিস্ট্রেট উপবিষ্ট
মাজিস্ট্রেটের নিকট তাহা দণ্ড হইলে তিনি তাহাকে সেসব খাতিরে অর্পণ না দিতে সক্ষম।
ইঃ জঃ বিঃ ১ মাসাজ ২৪৯ এই ধারানুসারে যে মাজিস্ট্রেটের নিকট বাকী পত্র পাঠান
যায় তিনি উৎসমুখ্য গণ্যযোগ্যতা বর্ণিত এবং তাৎপর্য বিবেচন করিয়া অমান্য গ্রহণ
করিয়া যদি ঐ ব্যক্তিকে নির্দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন ও তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে
পারেন অথবা তাহাকে বিচারার্থে সেসব তাৎপর্য অর্পণ করিতে পারেন ইঃ জঃ বিঃ ৪
বোম্বাই ২৪০ পূর্ণাধিবেশন কোন সভাতিবিসময় কোন জমীন মাজিস্ট্রেট কোন মোক-
দ্দমা এই ধারানুসারে ঐ সভাতিবিসময় তাৎপর্য মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন যে
মাজিস্ট্রেটের অধীন থাকেন ইহা দ্বারা যে মাজিস্ট্রেট তাহার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল
শুনিত সঙ্গম তাহা কই যে যুক্তিতে হইবে : বিঃ ১ এই ধারানুসারে কোন
মোকদ্দমা উপবিষ্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট অর্পণ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাতে উপস্থিত হইয়া
প্রতিবাদ করিতে সক্ষম। ৭ উঃ বিঃ

৩৫০ ধারা * কোন মাজিস্ট্রেট কে ন তদন্তে কি বিচারকার্যে মাজিস্ট্রেট

সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর

মাজিস্ট্রেট এ অংশ এক
মাজিস্ট্রেটের ও অন্য অংশ
অন্য মাজিস্ট্রেটের দ্বারা লিপিব-
বদ্ধ হইলে সেই মাজিস্ট্রেট
অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে
সম্পূর্ণ হইবার কথা

নেই মোকদ্দমায় তাহার বিচারবিপত্তা রহিত

হইলে ও তৎপক্ষে বিচারবিপত্তা বিবিশিষ্ট অন্য

মাজিস্ট্রেট সেই বিচারবিপত্তাক্রমে ক্রম করিলে,

শেষোক্ত মাজিস্ট্রেট আপন পূর্বগদমারীক কিম্বা

অংশতঃ আপন পূর্বগদমারীক ও অংশতঃ আপনার

লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ; অথবা মাজী-
দিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচারকার্য আরম্ভ
করিতে পারিবেন ।

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমান কাগানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ
করিলেই মাজীদিগকে বা কোন মাজীকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহা-
দের বা তাহার কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার
দাওয়া করিতে পারিবেন ।

(খ) যে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য
সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাহে তৎকালে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত
ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে, হাইকোর্টের কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট
গাহেবের অধীন মাজিস্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজি-

* যে মাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রমাণ গ্রহীত হয় তিনি তৎসময়ে কোন মাজি দ্বারা তাহা শুনিয়া
না তৎপরে ঐ প্রমাণ ও তি নিভবে অন্য মাজি দ্বারা শুনিয়া অন্য মাজি দ্বারা
দণ্ডাজ্ঞা করেন । এসমতাবস্থায় হাইকোর্ট বিবেচনা করেন যে ঐ রূপ দণ্ডাজ্ঞা করা অন্যায় ।
৮ উঃ বিঃ ৫৯ । ২৪ উঃ বিঃ ১৩ । এই ধারানুসারে যে মাজিস্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা অর্পণ
হয় তিনি ঐ মোকদ্দমা প্রেরণকারী মাজিস্ট্রেটের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন না । ২ উঃ
উঃ বিঃ ১৩ । ফেরত পাঠান হয় তবে ৪৫ ধারাব্যতীত প্রক্রিয়া হইবে । ২৪ উঃ বিঃ ১৩
প্রদান করিবেন তাহা আইন বিবদ্ধ হইবে । ৮ উঃ বিঃ ১৩ ২৭৬ । এই সেশন ৫৮ ধারার
অধীনস্থিতি গ্রহণ করেন এবং তৎপরে অন্য অংশ জমা অভিযুক্ত ব্যক্তির আওতায়
গ্রহীত অপরাধবস্তির মূল্য দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন । এসমতাবস্থায় হাইকোর্ট এই সীমার
করেন যে এই ধারা সেশন জন্মের সময়েই বাটে না অথবা ঐ রূপে বায় প্রদান করা
অবৈধ ।
২৩ উঃ বিঃ ১৯

ট্রেট মাহেবের একপ মত হইলে, উক্ত কোর্ট কিম্বা জিয়ার মাজিষ্ট্রেট আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধ নির্ণয় করণ সূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নুতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে২ স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কঃ স্থগিত রাখা গিয়াছে সেই২ স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্তিবে না।

৩৫১ ধারা * কোন ব্যক্তি ধৃত ন হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে এবং ঐ আদালত যে অপরাধ ও হা কঃিতে পারেন প্রমাণ ক্রমে সে তদন্ত কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যয় তাহার বিপক্ষে কার্য হইতে পারিবে।

অপরাধীরা আদালতে আসিলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা

১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায় তবে সেই ব্যক্তিসম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য নুতন আরম্ভ হইবে ও ম ফৌদেব কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে।

৩৫২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্ত কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুক্তধার বিচারালয় জ্ঞান হইবে তদায় সর্বসমাদান যত কোর্ট প্রবিধামতে ধরিতে পারেন, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

তারা ও মুক্তধার ২৩য়ার কথা।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট মাহেব যে সময়ে কোন বিষয়ে মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্বসমাদান কোর্ট কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবস্থাত ঐ ঘরের কি কট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

* আদালতে দর্শক বা সাক্ষিতাবে উপস্থিত থাক কোন সাক্ষির পূর্বীক নোটিগ ন দিয়া তাহাকে তৎক্ষণাত আনাগীত প্রণীত করিয়া অন্য আসামী ন সহিত তাহার বিচার করিতে কোন আদালত সম্মত নহেন ১৫/১১ নিঃ ৩০

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়

তদন্তে ও চিহ্ন রক্ষার্থে যে একাধিক সাক্ষ্য হইতে ও লিপিবদ্ধ
বর্ণিতে হইবে, তাহা যথাক্রমে

৩৫৩ ধারা * একান্তান্তনের স্পষ্ট বিধান না হইলে ১৮ ও ২০ ও ২১ ও
২২ ও ২৩ অধ্যায় গতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়,
অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে
সাক্ষ্য লইবার কথ
অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অল্পপ-
স্থিত থাকিবার অধুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা
উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে

৩৫৪ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন মাজিস্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ
সাক্ষ্য লইবার বাহিনে
সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের
কথ
সাক্ষ্যের কৃত্ত কি সম্মুখস্থ সরাসরি মোকদ্দমার
বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচার-
কার্যে নিয়মিত একান্তে সাক্ষীদের সাক্ষ্য
লিপিবদ্ধ করা যাইবে

৩৫৫ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে
উপস্থিত যে মোকদ্দমার সামান্যতঃ সমন বাহিনে
সমনের মোকদ্দমায় এবং
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোনও আদেশ
দেয়া বিচার কার্যে সীমিত
হইয়া থাকে এবং ২৬০ ধারার (খ) অবধি (ট)
পর্যন্ত প্রকরণের লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায়
প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা বিচার
হইলে সেই মোকদ্দমায় একই জন সাক্ষীর পুনরাবলম্বন করা যেমন চলি-
তেছে মাজিস্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের সম্মুখে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিস্ট্রেট আপন হাতে ঐ সাক্ষ্যাকলিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।
তাহা মোকদ্দমার বাগপ্রত্যয়ের একাংশ হইবে

উক্ত আদেশমতে মাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্যাকলিপি করিবার বাধা থাকিলে
তিনি যে কারণে তাহ লিখিতে পারিছেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং

* কোন ব্যক্তির অনামনন্য তাহীনাঙ্কমানে গ্রহণ না করিয়া নিম্ন দিগতে উক্ত কোন
উক্ত উল্লেখ করা অনাম ৩৫৩ ধিঃ ১১ সমস্ত মোকদ্দমায় বাধীর শীক্ষা ও সাক্ষীর
জবাবদিগি ও অভিঃ ও ব্যাঃ দিগে লিপিবদ্ধ হইতে হইবে ৩৫৩ ধিঃ *

মুফকদার আদালতে অণনান কথনমতে জনাধারা এই মর্শাঅকপি পি লেখা-
হেয়া ভাষাতে প্রাক্তন করিবেন এই মর্শাঅকপিপি কাগজপত্রের একাংশ
হইবে

৩৫৬ ধারা * মেশন আদালতের সম্মুখে ও মেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন
মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচারকাণ্ডে
রাজধানী • গান নাহি।
অন্য সমস্ত মেশনমায় • পীর
বখা।
এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মতে সমুদয় তদন্তে আদা-
লতের ভাষায় প্রত্যেক জন মাফীব মাফা মাজি-
ষ্ট্রেটের কিম্বা মেশন জজের দ্বারা কি তাহার
দৃষ্টি ও স্মৃতিগোচরে ও তাহার নিজ আদালতমতে ও তত্ত্বাদীনে লিখিয়া লওয়া
য হইবে, ও মাজিষ্ট্রেট চি মেশন জজ তাহাতে প্রাক্তন করিবেন

মাফী ইংরাজী ভাষায় মাফা দিলে মাজিষ্ট্রেট কি মেশন জজ সাহেব
এই ভাষায় অহস্তে সেই মাফা লিখিতে ? বিবেচন
ইংরাজী ভাষায় মাফা
দিয়াবৎ
ও অভিমুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না
জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না
হইলে আদালতের ভাষায় এই মাফা অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া
প্রাক্তনিত হইয়া এই অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মেশন জজ সাহেব অহস্তে মাফা
লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন
মাজিষ্ট্রেট কি জজের
মাফীর মাফা যে সময়ে লওয়া যাইতেছে
সেই সময়ে এই মাফী সাহা কহে তিনি তাহার
মর্শা লিখিয়া লইবেন মাজিষ্ট্রেট কি মেশন জজ
সাহেব অহস্তে সেই মর্শাঅকপজ লিখিয়া ভাষাতে প্রাক্তন করিবেন, ও তাহা
মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

* জজ এক মাফীব জবানবন্দী দিখা অণরানব মাফী এই মর্শা অণরানবন্দী দিখাছ এরপ
লিখিতে পারেন না * ১৯ নং উঃ বিঃ ১২ * বেঙ্গল সঙ্গীত ১৯০৬ * মাজিষ্ট্রেট ১৯০৬ * ভাষায়
অর্থীৎ ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা অনুবাদ করিয়া তাহাকে পাঠ করিয়া
শুনান না। এরপ স্থলে এই মাফীর বিবরণ লিখা মাফা দেওয়ার অভিযোগে মাজিষ্ট্রেটের
এ লিপি প্রমাণ স্বাপ গ্রাহ্য নহে ২৩ জুনি ১৮৮৮

পূর্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মগ্ন লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মেশান জজ সাহেবের বাধ্য থাকিলে তিনি যে কাবলে তাহা পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন

৩৫৭ ধারা। কোন জিলায় কি জিলার কোন প্যারিষ কিম্বা কোন মেশান জজ যে আদালতে ন কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন বক্তা বন যাহা তাহার শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের মগ্ন যে মোকদ্দমান অল্পমান কথ হইলো ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত স্থলে যে মেশান জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় অথবা প্রত্যেক মফস্বী মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া লইবেন স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রাপ্ত আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু সেই মেশান জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন মফস্বী মাজিষ্ট্রেট লিখিতে না পারিলে তাহার অপারগতার কারণ লিখিয়া যুক্তভাবে আদালতে আপনার কখনমতে ঐ মাজিষ্ট্রেট লেখাইবেন।

ভজপে যে মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া লয় তাহা মেশান জজ কিম্বা 'মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমান ক গল্পপত্রের একংশ হইবে

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ৩ বা মেশান জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ৩ বা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের মগ্ন ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারে মোকদ্দমান বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৩ ধারার বিধানমতে কোন মফস্বী মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ৩ বা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে মফস্বী মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া লইতে পারিবেন

৩৫৯ ধারা * ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া লয় তাহা সামান্যতঃ প্রয়োজন ভাবে লেখা যাইবে না কিন্তু যুক্তভাবে লেখা যাইবে

* মফস্বী জজাবলি উক্ত প্রকৃতি ভাবে লিখিয়া লিখিতে হইবে ১০ ডিঃ ৩১।

মার্জিটেট কিম্বা গেশন জজ সাহেব আপন রিবেটনামতে বিশেষ কোন
প্রমাণ ও উক্তন মিথিতে কি লেখাইতে পারিবেন

৩১০ ধারা * ৩৫৬ ব ৩৫৭ ধারামতে কোন ব্যক্তির মাক্য লওয়া সমাপ্ত
হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে

মাক্য লওয়া সমাপ্ত হইলে তাহার মাক্যতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপ-
স্থিত হইলে ঐ উকীলের মাক্যতে ঐ মাক্য সমাপ্ত

নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে

মাক্য নিকটে পাঠ করিবার সময়ে যদি সে মাক্যে কোন অংশ অসঙ্গ
করে, তবে মার্জিটেট কি গেশন জজ ঐ মাক্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বি-
ষয়ে মাক্যী যে আপত্তি করে তাহার মত মিথিতে পারিবেন, ও তাহাতে
আপনার যে যুক্তি কথা লেখা অবশ্যক বোধ করেন মিথিবেন।

মাক্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্বিষয় অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে
ভাষায় লেখা গেল মাক্যী তাহা বুঝিতে না পারিলে যে মাক্য লেখা
গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায় সেই ভাষায় কিম্বা মাক্যী অন্য যে
ভাষা বুঝিতে পারেন এমত ভাষা য তাহাকে বুঝ হইয়া দিতে হইবে

৩১১ ধারা † অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও মাক্য যে ভাষায়

মাক্য তখনও দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা
অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার
উকীলের নিকটে পাঠ করি
বার কথা

আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

* মাক্যী যে ভাষায় জবানবন্দী প্রদান করেন তাহা মার্জিটেট ও মাক্যী পিষক
বসিলে তাহা মাক্যী ভাষায় তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবেক এবং এরূপ না
হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতার অতি হইয়াছে মনে হইবে ৮ উঃ নিঃ ১৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি
মাক্যতে মাক্যী ও জবানবন্দী প্রদান না হইলে তদন্তরূপে তাহা অতি দৃষ্টান্ত হইতে পারেন
২ উঃ নিঃ ৫১ ১২ উঃ নিঃ ৩ মাক্যী পূর্বে কোন স্থানে কোন স্থাপান উক্তি করিলে
তাহা তাহার মাক্যতায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে প্রদান হইতে পারে উঃ নিঃ ৮

† মাক্যী জবানবন্দী বুঝিয়া দেওয়ার কার্য তখনাদকারীর আশ্রয় হইলে তাহাকে
হরণ দেওয়া অপরাধজন ১৬ উঃ নিঃ ৭১ মাক্যী হিমুয় নী ভাষায় জবানবন্দী প্রদান
করে এবং মার্জিটেট তাহা ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে এই মার্জিটেট
প্রদান করেন যে ঐ জবানবন্দী মাক্যীক পাঠ করিয়া শুনােন সে মত বসিয়া স্বীকার করিল

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় মাফ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ মাফ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

বীতিমত প্রমাণ প্রদান উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ বরিয়া দেওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

৩৬২ ধারা। যে ক্ষেত্রে মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ছই * ত টাকার অধিক অর্পদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি মাফী-দের মাফ্য পরন্তে লিখিয়া লইবেন, কিম্বা মুক্ত-দ্বার আদালতে আপন কথনমতে লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে যে সকল মাফ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজের একাংশ হইবে।

তদ্রূপে যে মাফ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে, কিন্তু মাজিস্ট্রেট খীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

৩৬৩ ধারামতে একই কাল যে২ দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদয় এই ধারার কার্যপক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৬৩ ধারা। যে স্থলে গেশন স্বয়ং কিম্বা মাজিস্ট্রেট মাফীর মাফ্য লিপিবদ্ধ করেন মাফ্য দেওন সময়ে মাফী যক্রপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

ঐ অবানবন্ধিহেতু মিথ্যা মাফ্য দেওয়ার মোকদ্দমায় ঐ অবানবন্ধি প্রমাণ প্রদান গ্রাহ্য। ২২ উঃ নিঃ ২ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যকী। যে দলীল দাখিল হয় তাহা নথির প্রাক্ষর স্থানে রাখিতে হইবে ৮ উঃ নিঃ ৩০ ; ৫৭ দেওয়ানী আদালতে কোন দলীলমূলে দাখিল হয় এবং ঐ আদালতকর্তৃক ওহ জায মাযাস্ত হইয়া জালিয়তের মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এমতাবস্থায় ঐ দলীল ১ ধরে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিপত্র জালিয়তের মোকদ্দমায় প্রমাণ প্রদান গ্রাহ্য হইবে ন ২ঃ প্রঃ নিঃ ৩ কলি ২৪৭

৩৯৪ ধারা ১* কোন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক কিম্ব রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ভিন্ন যে ন আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা জওয়া গেলে, তাহার নিকট যে প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কথার উহা অসাদ্য হইলে আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায়

* অভিযুক্ত ব্যক্তি যে ভাষায় বন্দে এবং যে মত ব্যবহার করে তাহা যতদূর সম্ভবপর হইতে পারে তাহার ভাষায় ও বন্দ মাজিস্ট্রেট বিধি ২৪ উঃ নিঃ ৫৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি পণ্ডিত মাজিস্ট্রেট সহস্র বিবিধ ন কাম তাহার সম্মুখে ও প্রতিগোচরে ও তাহার তত্ত্বাবধানে লইতে পারেন। ২০ উঃ নিঃ ৫০। অভিযুক্ত ব্যক্তির বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্নিগণমাধ্যম বসিতে হইলে ইহা দেখ আবশ্যক যে সে ঐ ভক্তি বিনোদনপূর্বক বসিয়াছে ও তাহা তাহারে দেয় ন ও তাহার বিবৃতি পাঠ করিয়া শুনা হইয়াছিল ও তাহাতে মাজিস্ট্রেট নিষিদ্ধ মার্টিফিকেট প্রদান করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন ১৬ উঃ নিঃ ৪৯ মাজিস্ট্রেট সহস্র ঐ মার্টিফিকেট ন বিধি ৩৫ম স্তম্ভে বসিতে লেই হইবে ৮ উঃ নিঃ ৫৫ অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় এবং তাহার উত্তর লিখিত হওয়ার পর তাহার ব্যাখ্যা করিতে বি অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিত এ সবকিছু বিবরণ মার্টিফিকেট না লিখিয়া এই ধারার আদেশানুসারে মার্টিফিকেট প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৫ উঃ নিঃ ৬৮ অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কথা বলে সেই লিখিত কথার নিম্নে এই ধারানুসারে মাজিস্ট্রেট কর্তৃক মার্টিফিকেট প্রদত্ত না হইলে তাহ তাহার বিরুদ্ধে অগ্নিগণমাধ্যম ব্যবহৃত হইবে না ১৯ উঃ নিঃ ৫৪ ১৫ উঃ নিঃ ৬৩; ৬৩। ২৪ উঃ নিঃ ২৯; ৪২। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কথা বলে সেই লিখিত কথার নিম্নে ৩টি মাজিস্ট্রেটের মার্টিফিকেট না থাকিয়া কেবল তাহা দস্তখত থাকে তবে ঐ ব্যক্তি যে ঐ কথা বলিয়াছে ও ঐ লিখিত কথার তৎসমুদায়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে তাহা সে মন আদালত ঐ মাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে। ১৪ উঃ নিঃ ১০। ১৫ উঃ নিঃ ৬৮ প্রথম স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন অন্য স্থানে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা এই ধারার নিয়মানুসারে গৃহীত না হইলে তাহ ও মাধ্যমব্যবহার হইবে না এবং ঐ সময়ে মাজিস্ট্রেটের জবানবন্দী গ্রহণ করা অবৈধ হইবে। ২৪ উঃ নিঃ ৪২। যে আদালত বিচার কবেম তাহার সম্মুখে বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন স্বীকার বা কথ্য করিলে তাহা তাহার বিরুদ্ধে অন্য মোকদ্দমায় অগ্নিগণমাধ্যম ব্যবহার হইবে না ১০ উঃ নিঃ ৫৬।

বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে, ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাঁহঁকে কিসা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও কিসা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে সইবে, সে আপন র কোন উক্তবের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে

সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ন বিচার একত্র না হইলে একের স্বীকার বাকা অন্যের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইবে না ২১ উঃ নিঃ ৩৫ কোট হাজিমা মোকদ্দমায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির একত্র বিচার হয় ও তাহাদের মধ্যে কেহই অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া হাজিমায়া পিণ্ড থাকে সেজন্য জাজের নিকটে স্বীকার কবে কিংবা সেজন্য জাজ একই অসামান্যে অন্যকে পরীক্ষা করেন অর্থাৎ এক জনের পরীক্ষা বিচার সময় অন্য সকলকে আদালতের বাহিরে রাখেন এমনভাবে স্থান হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে কোন ব্যক্তির অসামান্য তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাইবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না ৮ কঃ দঃ নিঃ ৩৫২। এতদ্বিধা অভিযুক্ত ব্যক্তির একত্র বিচার হইলে তদ্ব্যতীত একজন আপন স্বীকার বাকা তাহার নিজকে ও অন্যকে সমস্তকে দোষী করিয়া তাহ সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণ গণ্য হইবে ২৪ উঃ নিঃ ৪৩ ১৯ উঃ নিঃ ৩৭, ১ হঃ লঃ নিঃ ২ আল ৪ ৪, ৩৪৭ ৫ঃ ৫ঃ নিঃ ৩ ব দি ২ ৯ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন স্বীকার বাকা দ্বারা আপনাকে ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমস্তকে দোষী না করে তবে তাহা ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে না ২৫ উঃ নিঃ ৮ একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির একত্র বিচার হইলে কোন পোষক প্রমাণ দ্বারা একের স্বীকার বাকা ও তি নির্ভয়ে অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারেন না ৫ঃ লঃ নিঃ ১ আল ৩৩৪ ; ৩৭৫ ৫ঃ দঃ নিঃ ৪ ক দি ১৪৩ পূর্বাধিবেশন এতদ্বিধা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার একত্র হইলে পোষক প্রমাণ দ্বারা একের স্বীকার বাকা অপরের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে না ১৯ উঃ নিঃ ৫৭ উঃ নিঃ ২৭ এক ব্যক্তি মূল অপরাধী ও অন্য ব্যক্তি তাহার সাহায্যকারী গণ্য হইলে একত্র বিচার হইলে একের স্বীকার বাকা অপরের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে না ১৯ উঃ নিঃ ৫৭ পোণীসের অবৈধবায়োহেজু যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাকা অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার হইতে না পারে তবে তাহা তাহার নিজের বিরুদ্ধেও ব্যবহার হইতে পারিবে না ৫ঃ লঃ নিঃ ৩ বোয়াই ১২।

য ও থ র একত্র বিচার হয় ক পোণীস কার্যকারকের নিবট কোন স্বীকার বাকা করে তাহ থ র উপহারজনক হইলে সে তাহ প্রমাণ বলাইতে পারেন কিন্তু পোণীসের নিকটে কোন স্বীকার বাকা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ গণ্য হইবে না ৫ঃ লঃ নিঃ ২ বোয়াই ৩১।

সে যাঁহা সভা বলিয়া স্বীকার করে সমুদয় কথা সেই রূপে লেখা গেলে
 পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিস্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ
 লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিস্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ
 পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও ক্ষতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাঁহা
 কহিয়া এই লিখিত কথায় তৎসমুদয়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে
 এই মাটিফিকেশন লিখিয়া দিবেন

মাজিস্ট্রেট কি মেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না
 করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ডায়ারি কিম্বা চেম্বারজী
 ডায়ারি তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ডায়ারি ঐ উক্ত মন্তব্যক
 কথা তিনি প্রোগিডেন্সী মাজিস্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিত হইবে।
 মাজিস্ট্রেট কি জজ আপন হাতেই ঐ মন্তব্যক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন
 ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে। মাজিস্ট্রেট কি জজ পুর্নোক্ত
 প্রকারের মন্তব্যক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ
 লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৬৩ ধারায়তে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই
 ধারার কোন কথা যে বর্ণিত একপ জ্ঞান করা যাইবে না

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই
 মোকদ্দমায় মাফা যেকপে লিখিয়া লওয়া যাইবে,
 হাইকোর্টে মাফা গোপে
 লিখিয়া নও। তাহা তাহার
 কথা।
 রাজনীর মনস্কনে মনস্থাপিত প্রত্যেক হাই কোর্ট
 ও পঞ্জাবের চৌক কোর্ট সময়েই ইহার সাধারণ
 বিধি করিতে পারিবেন ও তৎপূর্ণ কোন বিধি
 করা গেলে, ঐ কোর্টের অজেরা সেই বিধিতে মাফ্য কি মন্থের মন্থ
 লিখিয়া লইবেন।

২৬ ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

৩৬৬ ধারা। জাদৌ চিটারামিপত্ৰবিধিষ্ট কেন মোকদ্দমাদী আদালতে
 নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ
 করিতে হইবে তাহা।
 প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি মুক্তদার আদালতে
 অগোণে কিম্বা উত্তর পক্ষকে কি তাহাদের উকীল-

নিগ্গকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে ; এবং নিষ্পত্তি প্রদান অনিবার্য নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে। কিন্তু বিচারকালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অসম্মতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আদালত হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

৩৬৭ ধারা * এই ভাৱেইনে প্রকাষান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে
যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা
আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি
ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন, ও যে বিষয়
কি যেই বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও

*সাক্ষীগণের আদালতের উদ্দেশ্যে নিষ্পত্তিপত্রের অতি বিস্তার কবিত্ব নিষিদ্ধ। এজ বাধ্য নহেন। ৩৬৭ ধারা ৩৬: ৩। ভাৱাইতী সাক্ষীগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জরিমানা বসিয়া তাহার কোন অংশ বাণীকে দেওয়া আদেশ কবিলে তাহার বাণী নিষ্পত্তিপত্রের নিষিদ্ধ হইবে। ২ উঃ নিঃ ৫৮। যে প্রমাণে অতি নিভর বসিয়া দণ্ডাজ করা হয় তাহা নিষ্পত্তিপত্রের প্রকাশ বসিতে জজ বাধ্য ৩৬: ৩। নিষ্পত্তিপত্রের অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত। তাহার নামকে মধ্যর দ্বারা উল্লেখ করা বিধেয় নহে ৩৬: ৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি বা বিন্দু যেই অভিযোগ হয় তাহার প্রত্যেক অভিযোগ সম্বন্ধে সে দোষী কি নির্দোষী তাহা নিষ্পত্তিপত্রের প্রকাশ করিতে হইবে ১৬ উঃ নিঃ ৫০। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অভিযোগ করে তাহা নিষ্পত্তিপত্রের উচিত। ১৬ উঃ নিঃ ৫১। যেই অভিযোগ করা দেওয়া হইতে কোন ব্যক্তি ৫০ চাবী জরিমানা হয় এবং যে তাহা স্বীকার না করে সে পঞ্চাশ দিনের ২ চাবী জরিমানা হয়। এমতাবস্থায় হাইকোর্ট এই মীমাংসা করেন যে একপ দৈনিক ২ চাবী জরিমানা করা অন্যথা। ২০ উঃ নিঃ ৩। এই মর্মে ১৮ উঃ নিঃ ৪৪। ২০ উঃ নিঃ ৬৪। ২১ উঃ নিঃ ৩১।

বেআইনী জনতান ও হাদান। অপরাধে পৃথক দণ্ড হইতে পারে না ১ উঃ নিঃ ৭। ৩৮০ ধারার অপরাধে কোনাও একান্ত প্রয়োজন। তবে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে অর্থদণ্ড করিতে পারেন ১৬ উঃ নিঃ ১। রাজস্বাগে মুকাদ্দার পক্ষে ১ নম্বর ভোব বণ ও চুরী এই উভয়ই একই অপরাধ এবং তদ্বারা পৃথকরূপে দণ্ডাজ হইতে পারে না ২ উঃ নিঃ ৬৩। ফৌজদারী মোকদ্দার নিষ্পত্তিপত্রের নিম্নে জজের স্বীয় নিষ্পত্তিপত্রের শুদ্ধতা সম্বন্ধে দোষারোপ বসিয়া কোন মোটি লেখা উচিত নয়। ইঃ ৭ঃ নিঃ ২ অঃ ৩৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির অসুপস্থিতিতে ও হাব অতি দণ্ডাজ করা অবৈধ ৮ উঃ নিঃ ১৭। একতর অপরাধ নির্ণয় করা সম্বন্ধে ১ উঃ নিঃ ১২ পৃষ্ঠার নজি ১ দেখ

তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের ফেঁছু এই সকল কথা নিষ্পত্তি-
 নিষ্পত্তির মাধ্যমে পক্ষে লেখা থাকিবে এবং নিচানপত্তি মুক্তদ্বার
 থাকিবে তাহার কথা । আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ
 লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবে ।

কে ন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য
 আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন
 দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপক্ষে তাহার নির্দেশ
 থাকিবে ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ হুই
 একতর অপরাধ নির্ণয়ের ধারার মধ্যে কোন ধারার অন্তর্গত কিনা একই
 কথা । ধারার হুই ভাগের মধ্যে কে ন ভাগেব অন্তর্গত
 এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালতে তাহা স্পষ্ট আন ইয়া উক্ত এক কিনা
 অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবে ।

যদি নির্দোষকরণকণ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
 যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দোষী করা গেল তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া
 দিবার আজ্ঞা থাকিবে ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত
 প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে আদালত যে বিচ-
 চনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবে ।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি চি বিবার আবশ্যিকতা
 ন হৈ কিছু মেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ দাক্যের মূল কথা লিখি-
 বে ।

৩৬৮ ধারা কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না
 প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা মরে ত বৎ তাহার গলাদেশে উরফন থাকিবে
 দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে ।

সে ব্যক্তির উপর দীপাস্তরপ্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই ব্যক্তিকে
 দীপাস্তরপ্রেরণদণ্ডের কোন স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে উক্ত আজ্ঞার
 আজ্ঞার কথা । ইহার নির্দেশ থাকিবে না ।

৩৬৯ ধার * নিষ্পত্তিপত্রের স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধান-
 আদালতের নিষ্পত্তি পরি- মতে বা বিবিধ ভুল সংশোধন কবিস্থান নিষ্পত্তি
 বর্জন না কবিস্থান বর্ণ না হইলে হাইকোর্ট ভিন্ন যে আদালত এই নিষ্পত্তি
 করিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্বিবেচনা কি পুনর্বিবেচনা হইতে
 পারিবে না।

৩৭০ ধারা পূর্নোক্ত বিধানান্তে নিষ্পত্তি না
 প্রাপ্তিগতী মাজিস্ট্রেটের লিখিত প্রাপ্তিগতী মাজিস্ট্রেট নিয়ন্ত্রিত বিব-
 নিষ্পত্তির কথা বর্ণ লিপিবদ্ধ করিলেন।

(ক) মোকদ্দমান ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) বাদী বা কল তাহার নাম।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রভৃতি নাম হইলে
 তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে এই
 পরীক্ষা।

(ছ) শেষ আশ্রয়।

(জ) এই আশ্রয় তারিখ।

(ঝ) ও মাজিস্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্ব ২০০ টাকার
 অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আশ্রয় করিলে, অপরাধ নিষ্পন্ন করিবার
 হেতুর সংক্ষেপ কথা।

৩৭১ ধারা সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে
 অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি ও তাহার প্রাপ্ত নামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা,
 বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমতে তাহার নিজ ভাষায়,
 বাইবার কথা।

কিম্বা আদালতের ভাষায়, তাহার অমুবাদ

* ফৌজদারী মোকদ্দমায় কোন আদালত কোন নিষ্পত্তি করিলে তাহা এই আদালত পুন-
 র্বিবেচনা করিতে পারেন না ৫ উঃ নিঃ ৬১ ১৭ উঃ নিঃ ২ কিম্ব হাইকোর্টের নিষ্পত্তি-
 পত্র বৃত্তান্ত ঘটন প্রমাণ থাকিলে এবং নিষ্পত্তির সময় অপর পক্ষকে সংবাদ না দেওয়া হইয়া
 থাকিলে স্থানি বিচার হইতে পারে। ১৮ উঃ নিঃ ৩৩।

অগোঁৱে তাহাকে দেওয়া যাইবে * মমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় নী প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

মেশন আদালতে জুরি দ্বারা নিচারা হইলে জনিত প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহান দফা সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাহাকে অগোঁৱে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

মেশন জজ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা যে ব্যক্তির প্রার্থনায় করিলে যে সময় মনো মে আপীল কল্পিতে পাইবে আজ্ঞা হয় তাহার কথা উক্ত জজ মাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

৩৭২ ধারা * তাহা নিম্নলিখিত মে কদমাঘটিত কণ্ড পত্রের নথীতে দেওয়া যাইবে ও মেই আসল নিম্নলিখিত আদালতের ভাষায় লিপিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমান কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

৩৭৩ ধারা * মেশন আদালতের বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমান বিচার হয় ঐ আদালত আপনান নিম্নলিখিত ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি মেই জিলার মাজিষ্ট্রেট মাহেবের নিকটে পাঠাইবে।

* মেশন আদালতের নিম্নলিখিত পত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট মাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিয়য়ক বিধি

৩৭৪ ধারা * মেশন আদালত প্রার্থনের আজ্ঞা অর্পণের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমান কাগজপত্র হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাইকোর্ট দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সন্ধান হইবে না।

* দণ্ডবিধি প্রচার হওয়া পূর্বে কোন অপরাধ করা হেতু কোন ব্যক্তি। এতি প্রার্থনের আদেশ হইলে তাহা দৃঢ় করিবার জন্য হাইকোর্টে ইত্তেমজাজ করা অনাবশ্যক ১৪ উঃ বিঃ ৭৬।

৩৭৫ ধারা।* মোকদ্দমার কাগজপত্র তজ্জপে অর্পণ করা গেলে হাই-

আবে তদন্ত বা অতি. কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দোষিতার
নিজ প্রমাণ লইতে আজ্ঞা প্রতাপোয়ক কোন নিয়মে আরও তদন্ত বা
কিবার ক্ষমতার কথা।

আমাং লওয়া উচিত জ্ঞান করিলে, তজ্জপ তদন্ত
বা প্রমাণ প্রসং লইতে পারিবেন কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা
করিতে পারিবেন

জুরির কি আসেসরদের সাফাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে
না ও হাইকোর্ট প্রকাস্তরে আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয়
হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই

তজ্জপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয় হাইকোর্ট না লইলে তদন্ত
লওয়ার ফল ও প্রমাণ হাইকোর্টে সাটিফিকেট দ্বারা হইয়া করা যাইবে।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তজ্জপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসে-

মণ্ডাজ দৃঢ় কি তপরাদ সেশনের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া
নির্ণয় অন্যথ করিতে হাই- থাকুক হাইকোর্ট
কোর্টের ক্ষমতার কথা

(ক) ঐ দতাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন
অনুযায়ী অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(খ) অথবা অপরাধ নির্ণয় অগিক করিয়া সেশন আদালত তাহার যে
কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারি-
বেন, কিম্বা গেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার
আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(গ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদের গত না হয়, কিম্বা ঐ মিয়াদের
মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারা-
মত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

*প্রাক্তনপ্রাক্তন বাহাল করিবার জন্য সেশন জজ হাইকোর্টে ইন্ডেমেন্টিফ কিলে অভিযুক্ত
ব্যক্তির আপীল ব্যতীত হাইকোর্ট ঐ মোকদ্দমার জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ পরিবর্তন করিয়া
অপরাধযুক্ত নরহত্যা বরা সাব্যস্ত করিতে পারেন না কিন্তু ঐ মোকদ্দমার মৃতদ বিচার
করিবার আদেশ করিতে পারেন ইং লঃ রিঃ ১ বোখাই ৬৩৯

৩৭৭ ধারা। উক্ত প্রত্যেক অধিত মোকদ্দমায় যদি ছই কি অধিক জন জজের তদ্বিনেশে এই হাইকোর্ট হয় তবে এই কোর্ট যে দণ্ডের আদেশ দৃঢ় করেন বিধি নুতন যে দণ্ডের আদেশ অন্য আদেশ করেন এই কোর্টের ন্যূনতম ছই জন জজ এই আদেশ বহিরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন

৩৭৮ ধারা। জজদের বেধের সম্মুখে উক্ত মোকদ্দমান শুনারী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমগ্রপ্রাকমে ভিন্নমত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা তাহাদেব মত সহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত কর যাইবে, এবং উক্ত জজ যত্নপে পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহ করিয়া আপন মত দিবেন, এবং নিশ্চয়িত্ব কি আজ সেই মতামুযায়ী হইবে

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রাপ্তদের আদেশ দৃঢ় হইবার জন্য মোকদ্দম অর্পণ করিলে হাইকোর্ট কর্তৃক এই আদেশ দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আদেশ করা গেলে পব, এই কোর্টের উপযুক্ত কার্য-কারক অর্গে এই হাইকোর্টের মোহরস্বাক্ষর ও আপনার পদস্বাক্ষর স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত এই আদেশ আত্মলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

৩৮০ ধারা। আসিষ্টেণ্ট সেশন জজের আসিষ্টেণ্ট সেশন জজের ৩৪ ধারামতে কর্তব্যকারী জিলান মাজি-স্ট্রেটের কৃত দণ্ডের আদেশ দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অধিত হইলে, উক্ত সেশন জজ

(ক) এই দণ্ডের আদেশ দৃঢ় করিতে পারিবেন, কিম্বা নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডের আদেশ দৃঢ় করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আদেশ দৃঢ় করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহা যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ কবিত্তে পারিবেন ;

(ঘ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে, আপনি তদন্ত তদন্ত কি প্রমাণ লইতে পারিবেন কিনা তদন্ত তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন

সেশন আদালত প্রকারান্তর আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত তদন্ত কি প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থা কিরান প্রয়োজন নাই ; এবং আমিষ্টোট সেশন জজ কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অপিত হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না

তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, সেশন আদালত না লইলে, ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ মাটি ফিকেট দ্বারা উক্ত আদ লতে জ্ঞাত কবিত্তে হইবে ।

২৮ অর্টাবিংশ অধ্যায় ।

অজ্ঞ সাধন বিষয়ক বিধি

৩৮১ ধারা সেশন আদালতেব দ্বিত প্রথমতঃ আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অপিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদন্ত হাইকোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আনয়ক হয় তাহা করিয়া সেই আজ্ঞা মতে কার্য্য করাইবেন ।

৩৮২ ধারা * কোন জীলোকের প্রথমতঃ আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তর পত্যা বলিয়া জানা যায় তবে হাইকোর্ট গোণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন এবং দণ্ড পরিবর্তন করিয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

কগদযসী জীলোকের প্রতি প্রথমতঃ আজ্ঞা কবা অন্যায় ৩ উঃ নিঃ ১০ কিন্তু যদি ৩৯৫ তি ঐ দণ্ডাজ্ঞা করা হয় তবে প্রথম বা হওয়া পয্যন্ত ঐ দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালন করা হগিত রাখা উচিত গেপ নং উঃ নিঃ ১

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্বিধা স্থলে অভি-
 যুক্ত ব্যক্তির প্রতি দীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের
 আজ্ঞা হইলে, যে ক্ষেত্রে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া
 রাখিতে হইবে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই
 আদালত তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষেত্রে ওয়ারন্ট পাঠাই-
 বেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থাকিলে, ওয়ারন্টের সঙ্গে
 তাহাকেও উক্ত ক্ষেত্রে পাঠাইবেন

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে ক্ষেত্রে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে,
 সেই ক্ষেত্রে কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে
 কারাদণ্ড মাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারন্টে দেওয়া
 যাইবে।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিতে
 ওয়ারন্ট যাহাকে দিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্ট জেলরের হাতে
 দিবার তাহার বশ দেওয়া যাইবে

৩৮৬ ধারা। * অপরাধীর অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না
 দেওয়া গেলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা
 হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন
 সেই আদালত দ্বীয় বিবেচনামতে অপরাধীর অস্থা-

* যে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি জরিমানা দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন ঐ আদালত ঐ
 ব্যক্তির অস্থায়ী মাল্য জৌক বিক্রয় দ্বারা জরিমানা আদায় বিনিবার ওয়ারন্ট প্রদান করিতে
 পারেন ১৩৫ বিঃ ৫০

কোন বিশেষ বি স্থানীয় আইনানুসারে জরিমানা দণ্ডাজ্ঞা করিলে তাহাতে দণ্ডবিধির
 ৬৩ হইতে ৭০ ধারার বিধান প্রাটবে ১৮৮১ সালের ১৩ আইনের ৫ ধারা ও বাজায় বৌদ্ধ-
 দের ১৮৬৭ সালের ৫ আইনের ৪ ধারা এবং এই আইনের ৩৩ ধারা দেখ

১৮৩০ সালের ৬১ নং আইন ১৩৫ সেকশনে বিঃ ১৩৫-ব-১৩৬ ক্রিয়াক্ষেপেটনেট

গণ্যের বাহাদুর ওয়ার বরিয়াভেন

১ জরিমানা সম্বন্ধে দুই একানে রেজিষ্টার রাখিতে চাইবে। জরিমানার রেজিষ্টার
 বহি এবং বাবিন হিগান বহি

বর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার
ওয়ারন্ট প্রচার করিতে পারিবেন

২. এতদনুসারে গদ্য শ্রুত অথবা সব ডিবিউনে নিয়মিত এ চিহ্নিত ফর্মের কোর্ট
সব ইনস্পেক্টর বা ইনস্পেক্টর এক পানি বহি রাখিবেন। মাজিস্ট্রেট বিদ্যা মেনন এজ বিদ্যা
হাইকোর্ট যে সব জরিমানার আদেশ প্রদান করে অথবা ওসি মান আদায় অন্য অন্য
স্থান হইতে যে সব জরিমানা আদায় হয় তৎসমুদয় বোর্ড ইনস্পেক্টর বা সব ইনস্পেক্টর
ক্রমাগত ঐ বহিতে রাখি নিখিলেন। উল্লিখিত আদায়ত সমূহ কর্তৃক যে জরিমানার কি
অন্য কোন প্রকৃতি প্রদত্ত হয় তাহ নিম্নোক্ত বর্ণিত অন্য এতাব বোর্ডে এক জন বিশেষ
মুহুরী থাকিবে

৩. মাজিস্ট্রেট কোন জরিমানা করিলে তদনুসারে নিম্নলিখিত ছাপার ফর্ম লিখিয়া
আসামীকে কনস্টেবলের সহায় কোর্টের জবজবাস্তি বার্ষিক নথি পাঠাইবেন।

জরিমানা দৈনিক হিসাব জেলা

১. তারিখ নম্বর	২. নোংরা নম্বর	৩. প্রদানকারী বিচারকের নাম	৪. অপরাধকারীর নাম নামস্থান ও অপরাধ ও বাদীর নাম	৫. জজের তারিখ	৬. নোংরা জরিমানার পরিমাণ	৭. জরিমানা না দিলে যে কারাদণ্ড হয়।

৪. জরিমানার আদেশ দেওয়া একাংশ হইলে বোর্ড ইনস্পেক্টর তাহ নিয়মিত রূপে
জরিমানার রেজিস্ট্রারে লিখিয়া দেওয়া যুক্ত ব্যক্তির নিকট জরিমানা তদপূর্ণ করিবেন।
কারাদণ্ডের আদেশ না থাকিলে দেওয়া যুক্ত ব্যক্তি যদি জরিমানার টাকা দেয় তাহা হইলে
উহা জরিমানার রেজিস্ট্রারে লিখিয়া উহাকে মুক্ত দিবেন। কেবল মাত্র জরিমানার
আদেশ থাকিলে এবং তাহার কোন অংশ আদায় হইলে দেওয়া যুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া
কোর্ট ইনস্পেক্টর যে আদায়ত ঐ কারাদণ্ড প্রদান করেন তৎসমুদয় বক্তি অংশ আদায়ের জন্য
ওয়ারন্টের প্রার্থনা করিবেন। কেবল মাত্র যদি জরিমানার আদেশ থাকে ও তাহার

৩৮৭ ধারা যে আদালতই এয়ারট প্রচান করেন তাহাব বিচানা-
 মীন স্থানের মধ্যে উদাহরণী কাথ্য কনা য হৈতে
 এ এয়ারটের কলোৱ
 কাথ্য পারিবে এৱে অপরাধীত কোন অশ্বাবর সম্পত্ত
 উক্ত আদালতের বিচান মীন স্থানের বহির্ভূত

স্বাধীন থাকিলে সেই স্থান যে স্থানান্তর গাজিপুরে গাংনেবর বা প্রধান প্রোমি-
নেন্স অংশ আদায় না হয় তখন একটি জনসংগঠন তৎপরতা আদায় করা জায্যে বিনিয়োগ
কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে যদি বানাদেবের চিত্রনাট্য নমুনার আদায় করা হয় তাহ হইলে
বোর্ড ইনস্পেক্টর দণ্ডপাশ্ব বাস্তব অনুমানের চাকরী নাগরিক হেতু তাৎক্ষণিক বাস্তব
মাত্র জাতিগত - বিতরণের কাগজ হইতে বন্য আদায় বাস্তব অনুমান করাই
কর্তৃপক্ষের সমস্ত চাকরী পরিচালিত হইবে যে নগর জাতিগত আদায় করণে একটি
ইনস্পেক্টর নিয়োগ করিবেন যে উক্ত আদায় দণ্ডপাশ্বের বন্য আদায় করণে অনুমান
কর্তৃপক্ষের চাকরী পরিচালিত হইবে দণ্ডপাশ্ব বাস্তব অনুমান করণের সময় তাৎক্ষণিক
কর্তৃপক্ষের বাস্তব নিয়োগ হইতে কর্তৃপক্ষের চাকরী দণ্ডপাশ্ব বাস্তব অনুমান করণের
সময় যে বাস্তব নিয়োগ হইতে কর্তৃপক্ষের চাকরী দণ্ডপাশ্ব বাস্তব অনুমান করণের
সময় দণ্ডপাশ্ব

৪। বীণাবন্ধণীবা সমস্ত দত্তপাণ্ডু গতি মথন সে টানা সেম ভবন নিত্য বীণাবাসন
নামত কনিষা তনা কিম এটি মনোচাক বাকি না পিষিলা এই ব্যক্তিবে সূত্র সেতান
জনা মাজিহেটের নিকট কে ট ইনাম্ব টন এ টি মথন পাপটি কনিষন।

[illegible]

যদি মেশন আদানাত নিখ জেদার মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন আদানাত জরিমানার টাক আদান হেতু কোন ওয়ারন্ট প্রেরণ করেন তাহা হইলে এই জরিমানা নেতিশ্রুতিভুক্ত করিতে হইবে এবং এই আদেশ ও উহা আদায়ের ওয়ারন্ট জেদার মাজিষ্ট্রেট বর্জ্ব প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ স্বাক্ষরভাবে নিবেদন করিতে হইবে। উহা মেশন আদানাত বা হাইবোর্ট

ডেসী মাজিষ্ট্রেটের বিচার্যধীন তিনি উয়ারটের পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল তাহার সেই সম্পত্তির ও জোক ও বিক্রয় হয় এই উয়ারটে এই অল্পমতি থাকিবে।

৮৩. তাহা দিষ্ট হইয়াছে তাহা সহজে বুঝিবার জন্য S এবং H O তত্ত্ব দিখান লান কাগজ দ্বারা চিত্র করিতে হইবে

৮৪. যে সকল জরিমান কোর্ট ইনস্পেক্টর ও জুজ হন তাহা ও তাহা টেক্সট দিতে হইবে যে চান দাবী এই টাকা টেক্সট পাঠান হয় তাহার বিষয় বিবরণ বিবরণে হইবে এবং তাহা সহজে জরিমানার রেজিস্ট্রার পাঠাইতে হইবে টেক্সট মে ১৫ ১৮ টাকা গ্রহণ করেন তিনি চান দাবী বিবরণে এই রেজিস্ট্রার সহিত মিলাইয়া তাহার নির্দিষ্ট স্থানে দস্তখত করিবেন

৮৫. যে চান দাবী টেক্সট আদায়ের নথি স্বরূপ ও ডাবল করিবেন তাহা কোর্ট ইনস্পেক্টরের টাক দাখিলের নিদর্শনরূপ রাখা হইবে

৮৬. এতে ক আদায়ের জরিমানার মুদ্রণ করা হইবে কোর্ট ইনস্পেক্টরের রেজিস্ট্রার প্রতি দিবস পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে যে সমুদয় জরিমানা করা হইয়াছে তাহা ঠিকরূপে এই মুদ্রণ করা হইয়াছে কিনা এইরূপ পরীক্ষা নিদর্শন স্বরূপে রাখিব নির্দিষ্ট দাবে দস্তখত করিবেন। আদায়ের ওয়াণ্ট মফর লক্ষ্য করা হইবে এ মুদ্রণ দাবী সদর টেমপ্লেট আদায়ের অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেটের কার্যালয় জরিমানার মুদ্রণ ও সবডিবি-সন কাছারিতে একত্রিক মুদ্রণ থাকিবে তদনুসারে কোর্ট ইনস্পেক্টরের অস্থিত থাকি নজর ও রেজিস্ট্রার নগর টাক যে ঘরে লেখা থাকিবে তাহার সমস্ত পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক দিন দেখিবেন এতদ্বারা মাজিষ্ট্রেট জরিমানার রেজিস্ট্রার দৈনিক পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে তাহার তাহা দিষ্ট জরিমানা স্বরূপে দিখিত হইয়াছে কিনা এবং এতদ্বারা জরিমানার পরিমাণ মে ১৫ নং লেখা থাকে সেই স্থানে দস্তখত করিবেন আদায়ী ওয়াণ্ট মফর আদায় হইয়াছে কিনা এবং আদায়ী টাক দাখিল হইয়াছে কিনা তাহা হইয়াছে কিনা তাহা তাহার দেখা কর্তব্য

৮৭. ডেসী মাজিষ্ট্রেট ও সবডিবিগেনের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সময়ের জরিমানার রেজিস্ট্রার দেখিবেন এবং অধীনস্থ কর্মচারী কার্যে অতি দৃষ্টি রাখিবেন ও আসায়ে বোর্ড ইনস্পেক্টরের নথী সমস্ত পরীক্ষা করিবেন

৮৮. যে মাগে জরিমানার আদেশ হয় তৎপরে অন্য কোন মাগে যদি সমুদয় কথা জরিমানার কোন অংশ আপীল আদায়ের আদেশ জুমা করি অন্য কোন আদেশে বহিত হয় কিম্বা জরিমানার হুকুমের তারিখ হইতে ৬ নং মাস অতিবাহিত হওন অন্য কিম্বা জরিমানার পরিবর্তে কারাবাস ভোগ করা হেতু আদায়ের অল্পমতি হয় তাহা হইলে যে মাগে জরিমানা বহিত হয় কিম্বা আদায়ের অল্পমতি হয় সেই মাগে রেজিস্ট্রারিতে লান

৩৮৮- মারি। অপরাধীর প্রতি কেবল অর্গদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থ-

বার দণ্ড আদায়ের ক্ষতি
স্বাধীনতা

দণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং

আদালত ৩৮৬ মারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে

এ পুনঃমান্য ফিফি আনিবার নিরূপিত দিনে

কালি দা। তাহা লিখি। এ টাক বেসিটেরি ৮ মং পরে দেওয়া হইবেক যে মাসে
জরিমানা হয় সেট মাসেই মদ উঠা রহত হয় তবে যে মাসে আদায় জরিমানার পরিমাণ
লিখিত হয় সে মাসেই মদ উঠা রহত হয় তবে যে মাসে আদায় জরিমানার পরিমাণ
লিখিত হয় সে মাসেই মদ উঠা রহত হয় তবে যে মাসে আদায় জরিমানার পরিমাণ
লিখিত হয় সে মাসেই মদ উঠা রহত হয় তবে যে মাসে আদায় জরিমানার পরিমাণ

১৩ যে মাসে জরিমানা হয় সেট মাসে যদি উহা সমুদয় নিষ তাহার কোন অংশ
আদায় না হয় তবে যে মাসে উহার কোন অংশ আদায় হয় সেহ মাসে হিমানে সমুদয়
টাকা কিংবা বাকি টাকা জাল কালি দ্বারা লিখি। টেকসিয়তেব ঘর যে মাসে ও নম্বরে
উহ পূর্বে মেহা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে জরিমান পশচাৎ ৩ দায় হইলে
তদবিনয় মূল মেহান টেকসিয়তেব ঘর লিখিত হইবে যে মাসে জরিমান দাওয়া হয়
সেই মাসের প ই তাহার হইলে তাহা কাল কালি দ্বারা মূল মেহান অপর দিকে উপযুক্ত
ঘরে লিখিয়া বহী। পাতার মধ্যে টিক দিতে হইবেক

১৪ ৬ ৮, ১২ ১৩ ও ১৪ ঘরে জাল কালি দ্বারা যে মাসের টাকার মেহ করা হয়
তাহার সমষ্টি মাসান্তে পৃথক রূপে ও একত্রিত ভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় দেওয়া হইবে যথা

জাল কালির মেহান মাসি

২২,

জাল কালির মেহান মাসি

১০,

মে'ট

৩২

১৫ আদালতের কোন টৈ মিত্তিক কিং অম্মা কোন পরচের জমা বোর্ট ইনস্পেক্ট-
রের টাকার আদায় হইলে উক্ত জমা তিনি আগাও টাক লইতে পারে। ১০২ তাহার হিসাব
জরিমানার হিমানে হইতে পৃথক লিখিত হইবে কিং বোর্ট ইনস্পেক্টরের হাতে জরি-
মান আদায়ী মে টাক থাকে তাহা হইতে কোন কারণে বোর্ট পরচ করিতে ০ দিবেন না
মাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে টেক্সের জরিমানার জরিমানা ফেরত দিবেন

১৬ যদি জরিমানার সমুদয় কিং কোন অংশ বাতিল ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দেওয়ার
আদেশ থাকে তবে তাহার পরিমাণ এবং তাহা বিবরণ জাল কালিতে রেজিষ্টারি টেকসিয়-
তের ঘরে লিখিতে হইবে কোট ইনস্পেক্টর জরিমানা আদায়ের রিপোর্ট করার পর ম জি-
ষ্ট্রেটের হুকুমামুসায়ে ক্ষতি পূরণে টাকা টেক্স হইতে পরচ পড়িবেক ফৌজদারী কার্য-
বিধির অর্থাৎ এই আইনের ২৫০ ধারামুসারে যে জরিমানার আদেশ হয় তাহা এই রূপ
গণ্য করিতে হইবে যে উহা মূল আগামীর অভিজ্ঞ নালিশে এ জরিমানা হইয়াছে।

অপরোধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনা-
মতে জামিন সহিত, কি জামিন বিনা এই নিয়ম নিবন্ধপত্র লিখিয় দিলে,

১৭ পূর্ব এতদ্বারা বহীতে নিম্নলিখিত অকারে সাসিক একটা বাকির হিসাব প্রস্তুত
করিতে হইবে যথা

অপরোধী মোট বাকি

মেহে ১৫ মোট যত টাকা জরিমানা দাখিল হয় অর্থাৎ ১০ ঘরের কাল
যে ঘরে মেহের সমষ্টি

মোট আদায় যোগ্য

আদায় মোট যত টাকা গ্রহীত হয় অর্থাৎ ১০ ঘরের কাল আদায় যোগ্য
মোট যত টাকা গ্রহণ হয় অর্থাৎ ১০ ঘরের সমষ্টি

মোট যত টাকা আদায় হয়

নূতন জরিমানা অর্থাৎ ১২ ঘরের কাল কালির সমষ্টি
পুরাতন জরিমানা অর্থাৎ ১২ ঘরের কাল কালির সমষ্টি

১২ ঘরের মোট

বাকি

নূতন জরিমানা অর্থাৎ ১৩ ঘরের কাল বাকির সমষ্টি
পুরাতন জরিমানা অর্থাৎ ১৩ ঘরের কাল বাকির সমষ্টি

১৩ ঘরের মোট

পূর্ব যামের মোট বাকি হইতে ১৩ ও ১২ ঘরের কাল কালির লিখিত সমষ্টি গান দিলে
যাহ থাকে তাহ ১৩ ঘরের কাল বাকির লিখিত টাকা বাকি করিলে যাহ হয় তাহ ই
বর্তমান যামের মোট বাকি উহার নিম্নে এই মর্মে টিকিট দিতে হইবেক। যথা —

এই মর্মে টিকিট দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত অপরোধী জরিমানা টেক্সের হিসাবসমূহ
হইতে

টেক্স

মাজিষ্ট্রেট

কোর্ট ইনস্পেক্টর

জরিমানার মুদ্রা

১৮ যাম শেষ হওয়ার পর দুই দিনের মধ্যে সবত্রিসনের বাকির হিসাব জেলার
মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবেক এবং মদর টেক্সনের বাকির হিসাব ঐ সময় মধ্যে
প্রস্তুত করিতে হইবেক।

১৯। যাম শেষ হওয়ার পর তিন দিন মধ্যে জেলার সাধারণ বাকির হিসাব কমিশনের
সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবেক।

২০। উপরি উক্ত নিয়মসমূহের কার্য করিলে কোর্ট ইনস্পেক্টরের ডিপার্টমেন্টে কোন
গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবন থাকিলে না। দৃষ্টান্ত অসুসারে ১৩ ঘরের মধ্যে কোন

বারাদুজা সাধন সুগিত্ত রাখিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত বিধি দিব্য সমস্যা সমিতি এই পরওয় না ফিরায়া আনিবার পরন্তু সর্বো জরিয়ানা আদায় হইতে পারে অথবা ৫ বৎসর উচ্চ কাল ৩ পাহাখী বারাদুজা থাকিলে ৫ বৎসর মদোও আদায় হইতে পারে এজন্য ১ ফারদে এতোক থানায় জরিমানা আদায়ের জন্য যে সময় ওয়ারন্ট পাওয়া যায় তাহার রেজিষ্টার রাখে হইবে। যদি জরিমানা বাকী গড়ে তবে পোখীস কর্মচারীর সময় অক্ষমকান করা আন্যক যে এই দায়িত্ব বোন সম্পত্তি আশু হইয়াছে কি না দুঃকষ্টে এতোক মেসাহীর কৈফিয়তের ঘরে উদ্ভা-
স্কের কল ও শিশুর চিকিৎসা হইবে

২১ এখানে গাঁড়ামতে ব পদসম্পন্নীয়বৎ এই অক্ষমকান কবিত হইবে ন কিন্তু পোখীস থানায় কার্যকরক গ্রাম পা দশনার্থে গিয়া কিয় এ মা পোখীসের স্থানে রিপোর্ট গ্রহণ কালে আপন এলাকার মদাবাসী কটিকারীর অবস্থার ও ব্যাখ্যা যবৎ সময়েই মোখক জানিয়া লইবেন। যদি জানিতে পান যে কটিকারী মেহ বাকি জরিমানা দিতে সমর্থ তবে যে মাজিস্ট্রেটের এলাকা আছে তাহার স্থানে ওয়ারন্ট পাঠিবান জেনো পোখীস কর্মচারী অনি-
জাখে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। অন্য সবল স্থলে 'সংস্থান নাই' মন্তব্যের ঘরে এই কথা মাজ লিখিয়া তাহা ত জারিয় হি যিবেন

২২ মাজিস্ট্রেট সাহেব এতোক স্থলে ওয়ারন্ট দেওন কি না দেওন বিষয়ে খেচ্ছামতে কর্ম করিবেন ও উচিত জ্ঞান করিলে তাহ দিব্য পূর্বে উচ্চ পদস্থ পোখীসের কর্মচারী দ্বারা অক্ষমকান হইবার আশ দিবেন।

২৩ এখম ওয়ারন্টের পর এই আকারে ওয়ারন্ট পোখীস থানায় রেজিষ্টার জাল কালি দিয়া দিহিতে হইবে কিন্তু তাহ নুতন হেথা বালিয়া গ্রাম হইবে এখম ওয়ারন্টের মখন ও বৎসর মন্তব্যের ঘরে উল্লেখ করা যাইবে।

২৪ কটিকারীর মৃত্যুর কথা রিপোর্ট হইলে সে অপরাধার্থে কোন আকারেই কোন সম্পত্তি কোন স্থানে রাখিয়া গিয়াছে কিনা ইহার অবগার চুড়াই ও গাঁড়ামতে অক্ষমকান করা যাইবে।

২৫ যে সকল জরিমানা আদায় হইল তাহা কোর্ট ইনস্পেক্টরের নিকট ফিরিয় দেওয় ওয়ারন্টের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে

২৬ মাজিস্ট্রেট সাহেব তিন মাসের মধ্যে অথবা এনবার এতোক থানায় রেজিষ্টার তলব করিয়া কোর্ট ইনস্পেক্টরের রেজিষ্টারের সঙ্গে মিলাইবেন তিনি আবে এই কথা চিহ্নিবেন যে নিম্নলিখিত স্থানে পোখীসের অক্ষমকান করা গিয়াছে ও উপযুক্ত মতে তাহ লেখা গিয়াছে।

২৭ কমিশন সাহেব পদিশর্গনার্থ বার্ষিক জমগ কালে অথবা অন্য দে২ সময় উচিত জ্ঞান করেন সেই২ সময়ে জরিমানার রেজিষ্টার পরীক্ষা করিয়া কটিকারীর মৃত্যুপ্রযুক্ত কথা

ଉଚ୍ଚତ ଧୀରୀ । ଯେ ଅଛନ୍ତି କି ମାଞ୍ଜିଷ୍ଠେଟ୍ ମଣ୍ଡାଞ୍ଜ
 ଯେ ଓସାଟ୍ ମିଡେ ପାମେନ କରେନ ତିନି ଅଥବା ଚାହାନ୍ତ ଉତ୍ତରପଦଧାରୀ ମଣ୍ଡାଞ୍ଜ
 ଓହର କଥା ମାଧ୍ୟମେନ ଓସାଟ୍ ମିଡେ ପାମିଦେନ

13

ଝେଲା—ଅମିନ—ପୋଲିଗ ଝେମେନ କଳାକାମିନ ଯୋଅମାନୀ
 ଯୋକନ୍ଦମାର—ମାମେ ଅମିମାନା ଆମାୟେନ
 ଓସାଟ୍ ମିଡେ ପାମିଦେନ

୧	୨	୩	୪	୫	୬	୭	୮	୯	୧୦	୧୧	୧୨
ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା	ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା

ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା

ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା

ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା
 ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା
 ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା
 ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା

ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା
 ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା ଝେଲା

৩১০ ধারা অভিনুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল

কেবল কথানীতি মতের কথানীতিমতের আজ্ঞা হইলে, আদালতের আদেশ-
আজ্ঞামত কার্য্য হইবার বশ মত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ড জারুয়ায়ী কার্য্য
হইবে

২ এইরূপে যত জরিমানা আদায় হয় তাহা ঐ আদায়কারী আদালতের অন্যান্য
আদায়ী টাকার সহিত স্থানীয় টেজুরিতে প্রেরিত হইবে ঐ টাকার স্থানীয় জরিমানার টাকা
হইতে পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে এবং টেজুরি অধীশ্বর পৃথকভাবে তাহার বসিদ্দ দিগুন
যে জেলায় এইরূপ জরিমানা আদায় হইবে তথাকার জরিমানার বেসিষ্টনীতে উহা কোন
উল্লেখ করিতে হইবে না কিন্তু কোর্ট ইন্সপেক্টরের ব্যাগ বহীতে এই সকল টাকা জমা
করিতে হইবে এবং তাহার জরিমানার নম্বর নিম্নতালিকা অন্যান্য জেলার বাবদ যে সকল
জরিমানা আদায় হয় তাহার মোট পরিমাণ লিখিয়া দিতে হইবে এবং একাউটান্ট জেন-
রলের আপীশে সকল হিসাব তুলান ও সমসংবাদন হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এতদ্বারা
জেলার টাক সাবধানতার সহিত বিভিন্ন করিয়া দেও করা দিতে হইবে।

৩। একপ জরিমানা আদায় হইলে যে আদালত জরিমানা বসিমান্তন তাহার নিকট
তাহার ওয়ান্ট ও টেজুরির বসিদ্দ তদ্বিষয়ে প্রেরণ করিয়া ঐ আদায়ের বৃত্তান্ত জানাইক
হইবে টেজুরির ৩ডি অর্থাৎ ৩ অক্ষর বিশিষ্ট দ্বারা এইরূপ জরিমানা টাকা প্রেরণ করা
বিশেষরূপে নিষিদ্ধ উক্ত কর্মচারী তাহার জরিমানার বহীতে এই আদায়ের বিষয় লিখি-
বেন ও একাউটান্ট জেনরল নিবট উক্ত সাময়িক যে জরিমানার নক্সা দিতে হয় তদ্বারা ঐ
টাকা লিখিয়া দিতে হইবে ও তাহার পার্শ্বে যে টেজুরিতে ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে ও দেও-
য়ার তারিখ লিখিয়া দিতে হইবে

৪ যে কর্মচারী জরিমানা বসন হইনি জেয়ারতর নিকট আদায়ের সংবাদ লিখিবেন।

৫। যে কর্মচারী জামিনের নিজ টাকা প্রাপ্ত হন তাহা হইতে অবশেষে যিনি টাকা
প্রেরণ করেন সেই কর্মচারী পদাঙ্ক যে সকল কর্মচারিগণ টাকা আদায় ও প্রেরণ করিয়া
নিশ্চয় থাকেন সকলই টাকা গ্রহণের নিবট বসিদ্দ চাহিতে বাধ্য। সীতিমত বসিদ্দ ও প্র-
দান হওয়া পদাঙ্ক পেরণকারী কর্মচারী দায়িত্ব শেষ হইবে না

৬ যে সকল স্থান তদা গোয়ার জরিমানাকারকের নিকট টেজুরির বসিদ্দ প্রেরণ
করিয়া জরিমানা আদায়ের বিষয় জানাইতে হয় সেইরূপে বসিদ্দ ও স্থিতি সংবাদ পাঠাইতে
অমুচিতি বিলম্ব হইলে অসংগত ভাঙ্গি দেওয়া কোর্ট ইন্সপেক্টরের কর্তব্য বাধ্য।

৭ যে কোন আইনানুসারে যে কোন জরিমানা হয় তাহা কেবল জরিমানাদায়ক
আদালত অথবা তাহা আদায় করিবার জন্য ওয়ান্ট প্রাপ্ত কর্মচারী নিকট দিতে হইবে।
জেলাগণকে জরিমানার টাকা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই অতএব জেলাগণ
যে কোন অবস্থায় হউক না কেন জরিমানা বাবদ কোন টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না

৩৯১ ধারা * যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমন মোকদ্দমায
কোন ব্যক্তির কানামায়ে সহিত কশাঘাত দণ্ডের
৪৩ দণ্ডে আজ্ঞা হইলে তাহা আপীল হইলে তাহা দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অধিক পঞ্চদশ
দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি
আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালত তাহা দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে
কশাঘাত করিতে হইবে না; কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত
শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাতদণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে
আপীল আদালতেই সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণরূচক আজ্ঞা পাইলে পর
যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে

স্বজ্ঞ কি মাসিষ্টেট মাহেব আপনাতঃ সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না
করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে

৩৯২ ধারা † ১৬ বৎসরের কি তাহার উর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের
আজ্ঞা হইলে অনুন্নত আদালত ইফি মোট পাতলা
এ দণ্ড যেকপে মান
হইলে তাহার বণ
বেত ভার্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যেকপে ও শরীরের
যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন

১৮৮৭ সালে ৩১ মার্চ সরকারি উদ্দেশ্যে

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কানামায়ে সহিত হইলে তাহা ন দেওয়া হেতু তৎপরিণতি ধীপায়ন-
বাস্তব আজ্ঞা হইতে পারে না। হঃ মঃ নিঃ ৫ মাদ্রাস ২৮।

* প্রথম অধ্যায় হেতু বা পার্শ্বের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আদেশ বলা অনায়াস ১ উঃ
নিঃ ২৪ ১৭ উঃ নিঃ ১। ২ উঃ নিঃ ৩ কোন মাসিষ্টেট কোন ব্যক্তির ও তাহা কশাঘাত ও
মাম কানামায়ে দণ্ডাজ্ঞার আদেশ করিয়া গই হকুম জমান করেন যে তাহা ব্যক্তির বারান-
মায়ে কশাঘাতের আজ্ঞা গণন হইবে তাহাতে তাহাকোটি এই মীমাংসা করেন যে এমত-
বাস্তব কশাঘাত আজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না ২০ উঃ নিঃ ৭২। এক সময়ে বনামিক অপ-
রাধ হেতু কোন ব্যক্তি দেও মীমাংসা হইলে তৎপরিণতি এবং অপরাধ অন্য কশাঘাত ও অন্য
অপরাধ অন্য কানামায়ে কিম্বা বনামিক দণ্ডের আদেশ বলা হইবে ৩ উঃ নিঃ ৪১ ইহার
নিরূপে ২১ উঃ নিঃ ৮৯ পূর্বের ব্যক্তি দেও কোন ব্যক্তি দুই মীমাংসায় দণ্ড পাষ্ট ইয়
তৎপন চেম্বার মাম বাধা হেতু দেও মীমাংসা হইলে তৎপরিণতি কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে
না দান ৭ উঃ মাম একই অপরাধ নাহ হঃ মঃ নিঃ ১ মাদ্রাস ৬

† তৎপন কোন ব্যক্তি দুই করিলে তাহার প্রতি বেয়ন কশাঘাত দণ্ড বলা উচিত।
গোপ ৬. নিঃ ২৮

ভদ্রসূন্যে ঐ দণ্ড হইবে । অপরাধী যেন বৎসরের ন্যূনতম হটলে পাঠ-
শালার শাসনের ন্যায় লম্বুবোজে প্রহার হইবে

কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ ঘণ্টা অধিক
ভাষাভেদে উদ্ভাসংগার কথা হইবে না।

৩৯৩ ধারা * কশাঘাতদণ্ড ভাগঃ কঠিনতা সাধন করিতে হইবে না ;

ভাঃ ২ করিয়া না গাতিবার এবং নিম্নলিখিত বাকিদের কাহারও কশাঘাত
কথা । দণ্ড হইবে না যথা,
মুক্ত থাকার কথা । (ক) জীলোকদের,

(খ) যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ২৭ দণ্ডকপ পন্নিগ্রহণ
বা পাঁচ বৎসরের অধিককালের কারাদণ্ডের আশঙ্কা হয় তাহাদের ;

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স
বিবেচনা করেন সেই পুরুষদের ।

৩৯৪ ধারা শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে

অপরাধীর শরীর অসুস্থ পালে চিকিৎসক বর্তমান থাকিয়া ইহা দণ্ড সাট-
ধাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার ফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে ডে-
কথা । স্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক এইরূপ
বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ড সাধন হইবে নতুনা নয় ।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপর যৌন শরীর গতিক বিবেচনায়-

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা
কথা । সংশ্লিষ্টরূপে কহিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্য-
কারক উৎস্থিত থানেন তিনি এমত বোধ করিলে
দণ্ড একবারে স্থগিত করা যাইবে ।

*যে ব্যক্তিগ বিলম্বে প্রাণদণ্ড কিম্বা দ্বীপান্তর বিধা ও বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড
দণ্ড প্রবল থাকে তাহার প্রতি কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না । যদি ঐ সকল দণ্ডাজ্ঞা
যদ্যো কোন একটী দণ্ডাজ্ঞা হওয়ার পূর্বে কশাঘাতের আদেশ হয় এবং তৎপরে প্রথমাজ্ঞা
দণ্ডাজ্ঞা যদ্যো কোন একটী দণ্ডাজ্ঞা প্রদান হয় তবে তৎপরে কশাঘাত দণ্ড সম্পাদন করা
আইন বিবদ্ধ হইবে ইঃ লঃ রিঃ ১ মার্চাজ ৫০ ।

৩১৫ ধারা ৩১৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইবে না যদিও তাহা হইলে যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই কঠিন ভাবনা

আদালত যত কাল ঐ দণ্ডের আদেশ দেন না করেন ততকাল অপরাধীকে হেঁকাষাত রাখিতে হইবে, ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডের সহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্তে তাহার বান মামের অন্যান্য কারণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন এমন ক্ষেত্রে সেই অপরাধের নিমিত্তে কশাঘাত ভিন্ন অপরাধীর অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যত কালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সমর্থ এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩১৬ ধারা পলাতক বন্দীর প্রতি এই আইনমতে প্রাদণ্ডের কি অর্থ-
দণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্বলিখিত
পলাতক বন্দীর উদ্দেশ্যে বিমানের নিয়মানুসারে তৎক্ষণাত্ ঐ দণ্ডের আজ্ঞা
দণ্ডের আদেশ করিবার কথা মতে কার্য্য হইবে এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ
পরিব্রাজ্য কি ধীপাস্তুর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য
হইবে

পলাতক বন্দী যে দণ্ডভোগ হইতে পলায়ন করে তাহার তদপেক্ষা বঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাত্ ঐ নুতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে নুতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্বের কারাদণ্ড কিম্বা স্থলবিশেষে দণ্ডরূপ পরিব্রাজ্য দণ্ড কি ধীপাস্তুর প্রেরণ দণ্ড ভোগের যত কাল বাকি ছিল আর তত কাল ঐ দণ্ডভোগের পক্ষে ঐ নুতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

ব্যাখ্যা।—এই ধারার কাব্যপক্ষ—

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা ধীপাস্তুর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিব্রাজ্য দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে

(খ) নির্জ্ঞান কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জ্ঞান কারাবদ্ধ হওন সহিত গেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে; ও

(গ) নির্জ্ঞান কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি ভবিষ্যৎ সাধারণ কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে

৩৯৭ ধারা কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডব্যপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি অন্য অপরাধের দণ্ডভোগী আবার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডব্যপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্বে আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডব্যপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলেই ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডব্যপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, গেই দণ্ডভোগ অগোপ্যেই অথবা পূর্বে আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে, কোর্ট শ্রীয বিবেচনামতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৩৯৮ ধারা পূর্বে কি পশ্চাত্তর অপরাধ নির্ণয় ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথার দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক যোলবৎসরের শাস্তি বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তাহাকে অপরাধীদের কারাবাস করিবার কথায় বন্ধ না করাইয়া চরিত্র সংশোধনালয়ে যে আলয়ে উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকারজনক কোন শিক্ষাবিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ থাকে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এমত যে সংশোধনালয় বালবদের বন্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্তৃক তথ্য কার বন্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পালনাদি বিষয়ে গবর্নমেন্টের বিধি-

মতে কার্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধী বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তৎক্ষণ নির্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবেন।

৪০০ ধারা দণ্ডাজ্ঞাপ্ত কার্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে
 দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে কার্যকারক তাহা সাধন করিযেন তিনি তাহা
 ওয়ারন্ট দ্বারা ১৪ দিনের মধ্যে একপে সাধন করা গিয়াছে ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে
 লখা। তাহান মাটিফিকেশন লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে
 আদালত হইতে ওয়ারন্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন

২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষম করিবার ও পরিবর্তন
 করিবার বিধি

৪০১ ধারা কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা
 হইলে মজিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল
 দণ্ড স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা
 ক্ষম করিবার ক্ষমতার কথা সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট কোন সময়ে নিয়ম
 ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রহণ করে
 এসমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎক্ষণ যে
 দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষম্য করিতে পারি-
 বেন।

মজিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ন-
 মেন্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষম করিবার নিমিত্তে আর্গন করা গেলে,
 যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয়, কিম্বা যে আদালত কর্তৃক ঐ
 অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মজিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব
 কি, স্থলবিশেষে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সেই আদালতের কর্তৃপক্ষকে উক্ত আর্গনা
 গ্রহণ করা উচিত কি না এই বিষয়ে আপনার মত ও ঐ মতের যের হেতু
 থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তির অঙ্কুলে দণ্ড স্থগিত কিম্বা করা গেলে, সে যদি মজি-
সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট
নিয়ম পালন না করে, তবে মজিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেব
কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই স্থগিত করণ কি অমান্য করিতে
পারিবেন। তাহা হইলে যদি সে মুক্ত থাকে কোন পোলীস কর্মকারক
তাহাকে ওয়ারন্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ
করিবার অন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাজীন্দ্র কমলা করিবার কি দণ্ড গৌণ কি স্থগিত করিবার
কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথা-
ক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আওতা হইলে মজি-
সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেব কিম্বা
দণ্ড পরিবর্তন করিবার স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ ব্যক্তির মনোভাব অপেক্ষা না
কমতার কথা।
করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্তে তৎপক্ষাঙ্কলিখিত
অন্য কোন দণ্ডের আওতা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড, ধীপাক্ষর প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম, ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড
হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের কঠোর কারাদণ্ড, ঐরূপ কালের
নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ক্স অপরাধ নির্ণয় কি নির্দোষ নিরূপণবিষয়ক বিধি

৪০৩ ধারা * কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত
যে ব্যক্তি একবার নির্দোষী
কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয়
হইল তাহার সেই অপরাধে
পুনরায় বিচার না হইবার
কথা।
কর্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার
সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহ কে নির্দোষী
করা গেলে, যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়েন কিম্বা
নির্দোষ করণের আওতা প্রবল থাকে, ততকাল
সেই অপরাধহেতু, কিম্বা ২৩৬ ধারামতে তাহার

* যদি কোন মোকদ্দম উঠাইয়া গইলে তাহাতে অতিরিক্ত বাওবে নির্দোষী করণগণ্য

নামে মেই বৃত্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত, এমত অন্য কোন অপরাধহেতুক তাহার পুনর্নির্ধারণ হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে নিম্না তাহাকে নির্দোষী করা গেলে পর, যদি মেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ মেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

হইবে। ১৯ উঃ নিঃ ৫৫ এবং কনিষ্টার সাধেবো আদেশানুসারে জেলার মাজিস্ট্রেট এই ক্ষণ মোকদম পুনরুত্থান করিতে পারেন না। ২০ উঃ নিঃ ৬৪।

কোন মোকদমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরে চাড়িয় দিলে জেলা মাজিস্ট্রেট অধীন মাজিস্ট্রেটকে এই মোকদমায় পুনরুত্থান করিতে আদেশ করিতে পারেন না। ২০ উঃ নিঃ ৬৩। এইক্ষণে চাড়িয়া দেওয়া পর উপযুক্ত কারণ থা কিলে জেলার মাজিস্ট্রেট এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ হেতু নূতন নালিশ গ্রহণ করিতে সমর্থ। ২০ উঃ নিঃ ৬৭। কিন্তু নূতন নালিশ না হইলে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে প্রমাণ গ্রহীত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক প্রমাণ গ্রহণ করিতে আদেশ করিতে পারেন না। ২০ উঃ নিঃ ৬৯। এবং অধীন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে প্রমাণ গ্রহীত হইয়াছে তদ্ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নূতন প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে জেলার মাজিস্ট্রেট এই মোকদম পুনরুত্থান করিতে পারেন না। ইঃ অঃ নিঃ ২ বর্জি ৪০৫। ইঃ অঃ নিঃ ২ মোকদম ৪১৪।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী বলিয়া আদায় দিলে তাহাকে চাড়িয়া দেওয়া গিয়া হইবে না। এবং যে অপরাধ তাহারে নির্দোষী বরণ হয় এই অপরাধ হেতু তাহার পুনর্নির্ধারণ বিচার হইতে পারিবে না। ১০ উঃ নিঃ ১০। অভিযোগ পর সম্বৃত্ত না করিয়া কোন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মোকদমায় নির্দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাতে তাহার পুনর্নির্ধারণ হইতে পারেন না। ইঃ অঃ নিঃ ৩ খালা ২২৪।

কিন্তু হওয়ায় অল্পপূর্ণ মোকদমায় ক্ষম হইয়া তাহা পুনরুত্থান হইতে পারিবে। ইঃ অঃ নিঃ ১ মোকদম ৩৪। কোন মোকদম বিচার করিতে মাজিস্ট্রেটের এলাকা না থাকা হেতু বাদে মেশন জজ এই মোকদমার নিষ্পত্তি করিবে। পরত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চাড়িয় দিলে তদ্ব্যতীত এই মোকদমায় পুনরুত্থান হইতে পারেন। ইঃ অঃ নিঃ ১ খালা ৩৮।

ফৌজদারী মোকদমায় কোন অভিযোগ হেতু পূর্বে বিচার হইয়াছে বলিয়া পরে বিচার হইতে পারেন না। এক্ষণে আপত্তি হইলে ইহা দেখিতে হইবে যে এই পূর্বে নিষ্পত্তি উপযুক্ত এলাকাবিশিষ্ট মাজিস্ট্রেট কর্তৃক আইন বিধি মতে হইয়াছে। ২ উঃ নিঃ ৪১৩ উঃ নিঃ ৪২। কোন হাঙ্গামা মোকদমায় এক ব্যক্তি বিচারান্তে খালি পাইলে তৎক্ষণাৎ মোকদমায় অন্যান্য

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শোযোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই ক্রিয়ামূলক ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধে ক্রিয়াক্ষেপণ করে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্বে নির্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা —নালিশ ডিমগিস করা গেলে, কিম্বা ২৪১ ধারামতে কার্গানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগপত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিযোগানুযায়ী নির্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দোষ করা গেল তাহা হইলে ঐ নির্দোষ করণের আশ্রয় প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকরপক্ষ চুরি করিবার

ব্যক্তির বিচার হইতে কোন বাধা হইবে না। পোলীস কর্তৃক হাজিরার অভিযোগে কোন আদালত এক ব্যক্তিকে বিচার করিয়াছিলেন। তৎপর অন্য আদালত সমক্ষে অপর এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ ঘটন সংক্রান্ত অনধিকাংশ আবেদন করা অপরাধের অভিযোগ করিলে তাহার বিচার হইতে বাধা হইবে না। ৬ উঃ নিঃ ৫১ ক ও খ চিহ্নিত দুই খানা পাটাল আল বরা হেতু বোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয় এবং সাজিষ্ট্রেট ঐ উভয় দলীল সম্মুখে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ক দলীল আল করা হেতু ঐ ব্যক্তিকে সেখানে অর্পণ করেন ও সেখানে অজ্ঞ বিচারোক্ত তাহারে খালী দেন। এসমতাবস্থায় খ দলীল আল করা হেতু পুনরায় ঐ ব্যক্তির বিচার হইতে বাধা হইতে পারে না। ৭ উঃ নিঃ ১২

কি কেবল ত্রুটি করিবার কি অপরাধ ভাবে বিধায়িতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধকরঃ অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতায় অভিযোগ হয় নাই কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল। বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপক্ষে তাহার নামে দস্যুত করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগ মতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। যে ব্যক্তি পীড়া পায় পক্ষাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল। অপরাধঘটিত নরহত্যার নালিশে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে মেশান আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ী মোকদ্দমা না হইলে ইচ্ছাপূর্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের মার হইতে জন্য ত্রুটি করে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতাকরণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরাম ও চম্প দীননাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের ও চম্পের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

সপ্তম খণ্ড ।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি ।

৩১ একত্রিংশ অধ্যায় ।

আপীলের বিধি

৪০৪ ধারা ।* এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন তৎকালে প্রকট হইয়া থাকিলে সেই আইনমতে আপীল করিবার যে ক্রমে আপীল না হইবার বিধান না থাকিলে ফৌজদারী আদালতের কোন ক্রমে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না

৪০৫ ধারা । সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির চান বাবামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দণ্ড-জ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে

৪০৬ ধারা । জিলার মাজিস্ট্রেট কি সেশন্স ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে মদাচরণ করিবার আদেশ দিতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিস্ট্রেট বা সেশন্স ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের নিকটে আপীল করিতে পারিবে

*অভিযোগ পত্র প্রদত্ত হইলে বাণীর পক্ষেয় সাক্ষিগণের প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তি জেরা মওয়াফ করিবার প্রার্থনা করিলে ও তাহ আদালত অগ্রাহ্য করিলে তদ্বিরুদ্ধে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু হাইকোর্টে মোকদ্দমা হইতে পারে । ১৯ উঃ নিঃ ৫৩ কোন জজ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না ১৮ উঃ নিঃ ৩২ ইঃ জঃ নিঃ ১ কলি ৪৬৬

১ জিলার মাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তির প্রতি মদাচরণ অন্য আশ্রয় দেওয়ার আদেশ করিলে তদ্বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে না ২২ উঃ নিঃ ৬৮ ২৪ উঃ নিঃ ১২ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের ১১০ ধারার নিষিদ্ধ বর্ণা করা মান্য হইয়াছে কেবল মাত্র অগ্নি সত্তা অপকারী করা মান্য হইলে তৎপ্রতি মদাচরণ হেতু আশ্রয় দেওয়ার আদেশ হইতে পারে না । ২৪ উঃ নিঃ ৩১১

৪০৭ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারক্রমে

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর
মাজিষ্ট্রেটের সভাকার উপর
আপীলের বথ

কোন ব্যক্তি অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯
ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের
দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই
ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল
করিতে পারিবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
আওত হইতে হইলে তাহা
বা মিটার কথ

আপীল অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে তদুপ আপীল
শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিষ্ট্রেট
শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহা

হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট
উপস্থিত করিতে হইবে, কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পূর্বে
উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া
দেওয়া হইবে। ঐ ক্ষেপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল
উপস্থিত নহে বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব
তদুপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সেশন জজের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট

আমিষ্ট্রিট সেশন জজ বা
প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
আজ্ঞার উপর আপীলের
বথ

সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের
বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম
শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন
ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন
আদালতে আপীল করিতে পারিবেন

নতুন কিম্বা ততো দিক অটোভনিক মাজিষ্ট্রেট এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন সরকারী
সেফটমেন্টগী এক জন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কোন বেঞ্চ গঠিত হইলে তাহা গবর্ণমেন্টের ১৮৮২
সালের ৩১ মার্চ তারিখের আদেশানুসারে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন বেঞ্চ বলিয়া
গণ্য হইবে এবং ঐ বেঞ্চের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে না।
১১ কঃ অঃ বিঃ ৪২৩।

কিন্তু (ক) কোন মোকদ্দমায় আপিলেট সেশন জজ বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ সাপেক্ষ থাকিলে ঐ রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় আপীল হাইকোর্টে হইবে; কিন্তু যদিও সেশন আদালত মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত কথা যাইবে না।

(খ) তজ্জাপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বৈচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন

৪৯৯ ধারা * সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায়, তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশ্যনল কি আইটে সেশন জজ সাহেব শুনিবেন

৪১০ ধারা সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশ্যনল কি আইটে সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে

৪১১ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আওতা হইলে ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে

৪১২ ধারা * পূর্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজদোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন, সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা অস্বীকার করিয়া ঐই বয়স লইয়া আপীল হইতে পারিবে, নতুবা আপীল নাই।

* সেশন জজ ও আমেসরগণ কোন দোষ স্বীকার করণ উক্তির প্রতি নির্ভর করিয় কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে তদনুসারে আপীল হইবে ন

৬ উঃ বিঃ ৫২

৪১৩ ধারা * পূর্বে ভাৱিত কথার থাকিলেও মেশান আদালত কিম্বা

পূর্বমোক্তাদেশীয় আদালত
২০৭ ধারা

জিলাব মাজিষ্ট্রেট গাহেন বা প্রথম শ্রেণীর অন্য
মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের
অতিরিক্ত কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার

অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাঘাতদণ্ডের আদেশ করেন সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই

ব্যতীত --মুদ্রাদণ্ডের মতো কারাদণ্ডের আদেশ না হইয়া যদি উক্ত
আদালতের মাজিষ্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা বা দণ্ডের অধিক কারাদণ্ডের
আদেশ করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই

৪১৪ ধারা পূর্বে ভাৱিত কথার থাকিলেও, কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬০

সরাসরীভাবে আপীল
নিষিদ্ধ হইলে কোন ২৬০ ধারা
ভাৱিত উপর আপীল নাই
২৬০ ধারা

২৬০ ধারা কার্য্য করিবর অমতাপন্ন হইয়া সরাসরী-

মতে কোন মোকদ্দমায় বিচার করিয়া কেবল

তিন মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল

২০০ টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল

কশাঘাত দণ্ডের আদেশ করিলে সেই আদেশ উপর আপীল নাই

৪১৫ ধারা ১ ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আদেশ দ্বারা

৪১৩ ও ৪১৪ ধারা উপ-
নিষিদ্ধ কথার

৪১২ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের কিম্বা অতিরিক্ত দণ্ড

সংযোগ করা হইলে তাহার উপর আপীল হইতে

পারিবে, কিন্তু যদ্যপি তাহার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে

* এই ধারা বিধি ১৮৩ নং ধারায় অতিরিক্ত কনিষ্ট ১৮৩ মাসের ৫ আইনানুসারে
কোন মাজিষ্ট্রেট বহুতর দণ্ডের ২০০ টাকার অধিক আপীল হইতে পারে ৫ উঃ নিঃ
২৬০ ধারা ভিন্ন ভিন্ন আইনদ্বারা যে পৃথক ২৬০ ধারার ২৬০ ধারা এক মাস কারাদণ্ডের অতিরিক্ত
দণ্ড হইলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে না ৫ উঃ নিঃ ৫১

১ কোন আদালত মেশান অথবা কোন ব্যক্তির প্রতি ভিন্ন সময়ে দুইটি কারাবাস অন্য ৩টি
পৃথক ২৬০ ধারা দ্বারা ২৬০ ধারার কারাবাসের আদেশ করেন। তদ্বিবন্ধে আপীল করণ
অন্য ৩ মাসের দণ্ডের এক বিবেচন করিতে হইবে এবং তাহা দৃঢ় করিবার জন্য সেশস
জজের নিকট পাঠাইতে হইবে ইঃ অঃ নিঃ ১ বোখাই ২২৩ সরাসরী মোকদ্দমায় কোন
ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারাবাস এবং ৩ মাসের দণ্ডের হইলে তদ্বিবন্ধে আপীল হইতে পারিবে
এক ৩ মোকদ্দমায় নথী ২১৩ ও ২৬০ ধারার বিধানানুসারে না রাখিলে তাহাতে অস

আপীল হইতে পারিত না যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি
শাস্তিভঙ্গ না করিবার আমিন দিবার আশ্রয় হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার
বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না

ব্যাখ্যা —অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কাবানদেওর আজ্ঞা হয় তাহা এই
ধারার অভিপ্রায়াভ্যুত্থায়ী হই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা
নহে

৪১৬ ধারা । ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ এ আদেয় যে দণ্ডের
ইউরোপীয় ব্রিটিশ এজা- আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন
দেয় দণ্ডের আশ্রয় বর্জিত হইবাব কথা বিধান থাকিবে না

৪১৭ ধারা * হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত বর্জক কোন ব্যক্তিকে
নির্দোষ করণের আশ্রয় আদায় করণের আশ্রয় আদায় করণের আশ্রয়
উপর গবর্ণমেন্টে পক্ষে আ- স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রাজকীয় অভিযোক্তাব প্রতি ঐ
পীল করিবার কথা আশ্রয় উপর হাইকোর্টে ও পীল উপস্থিত করি-
বার আদেশ করিতে পারিবে

৪১৮ ধারা অ ইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে,
কোন বিষয়ে আপীল বৃত্তান্তঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে
আহা হইতে পারিবে, তাহার পারিবে কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে
কথ কেবল তাইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রহণ
হইতে পারিবে ।

পুনর্বিচার করিবার আদেশ দিতে পারেন । ২ কঃ লঃ নিঃ ৫১১ একই বিচারে এক
অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুইটি পৃথকঃ দণ্ডাজ্ঞা হইলে ঐ দুই দণ্ডাজ্ঞার ম. ষ্টি আপীল দি
বার জন্য এক হকুম জুলা গণ্য করিতে হইবে ৩ বঃ লঃ নিঃ ৫১১

* কোন মোকদ্দম উঠাইয়া লইলে তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষ করণ গণ্য হইবে
এবং গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আপীল বাতীল তৎপ্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না ।
১৯ উঃ নিঃ ৫৫ । কোন দণ্ডাজ্ঞা যে হকুম দ্বারা রহিত হয় তদ্বিরুদ্ধে কেবল মাত্র গবর্ণ-
মেন্ট কর্তৃক আপীল হইতে পারে ২৪ উঃ নিঃ ৪১ যোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে
জীবনকৃত বন্দন অভিযোগ হয় এবং তাহাতে মোকদ্দম জজ ও জুরি তাহার নির্দোষী গণ্য

বাখ্যা —দণ্ডাজ্ঞার বর্চনভার কখনা এই ধারার কাব্যার্থকে আইনঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে

৪১৯ ধারা * লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেল আন্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন, এবং যে আদালতে উপস্থিত আপীলের দরখাস্তের কথা।
করা যায় সেই আদালত প্রকারান্তরেই আজ্ঞা না করিলে তৎক্ষণ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায়, যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও স্মারিত বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামত উপদেশ ব্যতীত যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে

করিয় অপরামুখ্য নরহত্য অপরাধে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন এমতাবস্থায় জ্ঞানকৃত বন্দের অভিযোগে নির্দোষকরণ আর এ নিম্নে গবর্ণমেন্ট পক্ষে আপীল হইতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ২ বঙ্গি ২৭৩ কোন মোকদ্দম আবেগমান্য। মহাশয় সেরা জজ বিচার করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত দিলে তৎক্ষণে গবর্ণমেন্ট পক্ষে আপীল হইতে পারিলে। ২৩ উঃ রিঃ ৫০। যে তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্ত হয় সেই তারিখ হইতে ৬ মাস মধ্যে গবর্ণমেন্ট পক্ষে আপীল উপস্থিত করিতে হইবে ইঃ লঃ রিঃ ২ বঙ্গি ৪৩৬ কোন মোকদ্দমার নির্দোষকরণ নিষ্পত্তির পর কোন গর্হিত লম্বা থাকিলে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক আপীল ব্যতীত যে ব্যক্তির বাদিতে ঐ মোকদ্দম উপস্থিত হয় তাহার দাখিল মতে হাইকোর্ট উক্ত নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ইঃ লঃ রিঃ ১ আদাল ১৩৯ ইঃ লঃ রিঃ ২ আদাল ৪৪৯ ইঃ লঃ রিঃ ২ আদাল ৩৮ উক্ত ২ জির মমুহের বিতর্কে ইঃ লঃ রিঃ ৩ বোম্বাই ১০০ পৃষ্ঠা দেখ এই ধারামুসারে গবর্ণমেন্টের আপীল হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইলে পর যে তারিখে ঐ ব্যক্তিকে জেলে অর্পণ করা হইবে সেই তারিখ হইতে তাহার বাবা বামের সংখ্যা ৫০ না হইবে। ৬ কঃ ২ঃ রিঃ ৩৪৯।

* আপীল আন্ট তাহা আপীলো দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য যারার প্রতি অমত প্রদান করিলে তিনি ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন ইঃ লঃ রিঃ ১ আদাল ৩০৪ আপীল উপস্থিত কবিরায় সময় অতীত হইবার পর আপীল দাখিল করিলে তাহার কারণ উল্লেখ করিতে হইবে তাহা না বলিলে আপীল দাখিল করা মাত্র জজ উহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। ৫ উঃ রিঃ ৪০। তদাদী আইনের দ্বিতীয় সিকুলের ১৪৪ এ ধারামুসারে হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য আদালত আপীল দাখিল করিবার মাত্র ১০ দিনস মেরন জজ নিকট আপীলে মোকদমান উপস্থিত হইয়া মতামত জবাব করিতে পারে ইঃ লঃ রিঃ ১ বোম্বাই ১৪

৪২০ ধারা * আপীল টি কার বন্ধ থাকিলে, যে আপীলের দরখাস্ত, ও
আপেলান্ট কারাবদ্ধ থাকিলে তাহার সহিত যে২ নকল দিতে হয় সেই২ নকল
কার্য্যপ্রণালীর কথ জেলেব অধ্যক্ষকে দিতে পারিবেন তিনি তাহা
পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত
ও নকল পাঠ হইবেন

৪২১ ধারা † আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামতে দরখাস্ত ও নকল
আপীল সমীক্ষিত করাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া, হস্তক্ষেপ করিবার
উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরীমতে
আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিন্তু আপী-
লেব পোষকত য আপেলান্টের কিম্বা তাহার উকীলের কথ শুনিবাব যুক্তি-
সম্পত্ত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত কথা কোন আপীল উন্নয়ন
করা যাইবে না।

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্বে আদালত মোকদ্দমার
কাগজপত্র আনাঠিতে পারিবেন কিন্তু আনাঠিতেই যে হইবে সমত নয়।

৪২২ ধারা ‡ আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে
আপেলান্টকে বা তাহার উকীলকে ও এতদর্থে
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন
তাঁহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের
মের কথা

* কারাবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের আপীল উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া
জেলের বর্ধচাচিগণের উচিত ১৩ উঃ নিঃ *

† আপীল গ্রাহ্য করিবার সময় আপীলান্টকে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত সময় দেওয়া উচিত
যে তারিখে আপীল দাখিল হয় তৎপরে দিবসহই আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার জন্য
প্রথম শুননী হইবে একপ সাধারণ নোডহা। মেশম আদালতের কোন স্থানে লটকাইয়া দিলে
এই ধারামতে কার্য্য করা গয়া হইবে না উঃ নিঃ নিঃ ৫ মাদ্রাজ ১১ আপীলান্ট প্রমাণ
কি উকীল মন্ত্রক্ষণ উঃ স্থিত হইবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত সময় ন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য
রহিত ঘোষা হইবে ২৪ উঃ নিঃ ৬০ আপীল দাখিল করিবার পরে এবং তাহা গ্রাহ্য
হইবার পূর্বে আপীল উঠাইয়া নাওয়া যাইতে পারে ৫ কঃ নিঃ নিঃ ৩১২

‡ আপীলান্টকে বিধি তাহার কোন ডবীল থাকিলে তাহাকে বিচারের দিনসের নোটিস
দিতে হইবে এবং যদি আপীলান্ট জেলে থাকে তবে ঐ নোটিশ তাহাকে এমন সময় দিতে

নোটিশ দেওয়া হইবে ও ঐ কার্যাকারকর আর্থনামতে তাঁহাকে আপীলের
হেতুবা দেরি নাও কেও নকল দিবে।

৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও
উক্ত নোটিশ দেওয়া হইবে।

৪২০ ধারা * ঐ মোকদ্দমাঘটিত কাগজাদি আপীল আদালতে না থাকিলে
আপীল সহায় অর্থাৎ ঐ আদালত তাহা আনাচিয়া পাঠ করিলে পর, ও
আদালত বিচারিতে পারিলে আপেলান্টকে তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে
বেশ তাহার কথা
তাহার কথা শুনিবে পর ও রাজকীয় অভি-
যোক্তাও উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিবে পর, এবং ৪১৭ ধারামতে
আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিবে

হইবে যে যে আপীল আদালত নিরুপস্থিত থাকিবে তাহাতে ২৪ উঃ নিঃ ৭২
আপীলান্টের উকীল সম্মুখে আপীল প্রদান হইবে ও আপীলটিকে এই ধারামুসারে নোটিশ
দিতে হইবে। ১০ উঃ নিঃ ৭১

যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তৎকালে উপস্থিত প্রমাণ আছে কি না তাহা
আপীল আদালতের দ্বারা বর্তব্য। ৯ উঃ নিঃ ১০৭ মোকদ্দমাদি আপীলে বৃত্তান্তঘটিত তর্ক
থাকিলে ইহা দেখা যাইবে যে নিম্নোক্ত দণ্ড উপস্থিত ও বিশ্বস্ত প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিয়া
অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডপ্রদ করা হইবে। ১১ উঃ নিঃ ১০৮ প্রথম আদালত প্রমাণের
দ্বারা যে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে তাহা আপীল আদালত উক্ত দেখিতে ন পারিবে। ১২ উঃ
নিঃ ১০৯ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং অভিযোগের প্রাপ্তি কোন উপস্থিত প্রমাণ না
থাকিলে বিবেচনা হইবে যে এই ধারামুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপীল আদালত থামাস দিতে
পারেন। ১৩ উঃ নিঃ ১১০ নিম্নোক্ত যে যে প্রতি নির্ভর করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে
দণ্ডপ্রদ করেন আপীল আদালত নিরুপস্থিত তাহা সম্মুখে নব বিবেচনা না হইলে অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে মুক্ত দিতে পারেন। ১৪ উঃ নিঃ ১১১ প্রথম আদালত যে যে প্রমাণ বিশ্বাস করিয়া
অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ড প্রদান করেন ঐ প্রমাণের কোন অংশ আপীল আদালতের নিকট
সন্দেহজনক বিবেচনা হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্ত পাঠিবে। ১৫ উঃ নিঃ ১১২
কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং অভিযোগের প্রাপ্তি কোন উপস্থিত প্রমাণ না
থাকিলে বিবেচনা হইবে যে এই ধারামুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপীল আদালত থামাস দিতে
পারেন। ১৬ উঃ নিঃ ১১৩

যে যে ব্যক্তির প্রতি ৩ মাস বা তাহার অধিক কাল পর্যন্ত কারাদণ্ড হয় এবং তাহার আপীল
মতে আপীল আদালত ঐ ৩ মাস কারাদণ্ড বহাল করেন এবং ঐ কারাদণ্ড দণ্ড বহিত করিয়া
তৎপরিবর্তে অতিরিক্ত কারাদণ্ডের আদেশ করেন হইবে তাহাতে এই ধারামুসারে করেন

পর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিন্ন।

(ক) নির্দোষ নির্ণয়ের আশ্রয় উপর আপীল হইলে উক্ত আশ্রয় অন্যথা করিয়া আরো তদন্তের কিম্বা স্থলবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্নির্ধারণ কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দেয়ী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর অইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) অপবাদ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপবাদ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্নির্ধারণ বা বিচারার্থে সমর্পণ হইয় ব আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আশ্রয় হইয়াছে তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আশ্রয় হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্তন করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপ করিতে হইবে যেন তাহার বৃদ্ধি না হয়।

(গ) অন্য কোন আশ্রয় উপর আপীল হইলে, ঐ আশ্রয় পরিবর্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(ঘ) জজ সাহেবের উপদেশের দ্বারা তিনি যে বাবস্থা নির্দেশ করেন জুরি তাহা বুঝিতে না পারায় জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে এরূপ বিবেচনা না করিলে, উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্তন কি অন্যথা

যে ঐ অতিরিক্ত কারাদণ্ড অর্থাৎ বা ১০ এরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রথম দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করা গণ্য হইবে ১০ উঃ বিঃ ৭ আপীল আদালত কোন দণ্ডাজ্ঞা এই দ্বারা দ্বিগুণে বৃদ্ধি করিতে সম্মত নহেন ৪ উঃ বিঃ ২০ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত অভিযোগ পক্ষে যে অপবাদ নির্দেশ করেন তদপেক্ষা গুরুতর অপবাদ সাব্যস্ত করিয়া আপীল আদালত তদপেক্ষা দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন না ৬ বঃ লঃ বিঃ ৪২৭ সরকারী গোবন্দখার নিষ্পত্তি পক্ষে প্রমাণের সারাংশ লিখিত না থাকিলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খায়াগ না দিয়া ঐ দোষ সংশোধন করিবার জন্য প্রথম আদালত প্রতি আদেশ করিতে পারেন। ইঃ লঃ বিঃ ১ আলা ৬৮০।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই মামলায় কোন প্রমাণ প্রদান করিলেও তাহা প্রমাণিত হইবে না।

৪২৪ ধারা। আদালত বিচারামূল্যনির্ণয়ে মোকদ্দমারী আদালতের
নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৩ অধ্যায়ে যে ২ বিধি আছে তাহা
নিষ্পত্তি কথা যত দূর হইতে পারে হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালত
আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্জিত।

কিন্তু আপীল আদালত হইলে তাহা না বর্জিত, যে নিষ্পত্তি
প্রদান করা যায় তাহা সুনিবারণ নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তি কে আদালত
হইবার আদেশ করা যাইবে না।

৪২৫ ধারা। আপীল হইলে হাইকোর্ট এই ক্ষেত্রে মোক-
দ্দমার নিষ্পত্তি করিলে, যাহার বিরুদ্ধে আপীল
হইলে তাহা ২৩ অধ্যায়ে যে ২ বিধি আছে তাহা
অন্য আদালতের আদেশ করা যাইবে না।
লোকে বা অন্য কি যাহা হইলে হাইকোর্ট সেই আদা-
লতে গিয়া ফিকিট দাখিল করিয়া নিষ্পত্তি কি আদা-
লতায় হইবে। যদি জিলায় মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিস্ট্রেট যত্ন
দেওয়া বা আদালত লোকে বা করা যায়, জিলায় মাজিস্ট্রেট দ্বারা
এই গাফিলতি ফিকিট
পঠাইতে হইবে।

হাইকোর্ট ফিকিট দ্বারা যে আদেশের ফিকিট আদেশ নিষ্পত্তি বা
আদালত করিলে সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তির কি আদালত
দ্বারা আদালত করিলে। আদালত হইলে কাগজপত্র ও ভবিষ্যতের
করা যাইবে।

৪২৬ ধারা। যাহা আদালত নির্ণয় হয় দণ্ডাজ্ঞা কি আদালত উপর
আদালত উপস্থিত হইলে তাহা আপীল করিলে সেই আপীল দণ্ড দিন উপস্থিত
দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিয়া কথা থাকে আপীল আদালত তত দিন বেতু
হইলে তাহা দণ্ডাজ্ঞা দিলে আদেশ করিয়া সেই আদালত
দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিয়া কথা আদেশ করিতে পারিবেন, ও
আদেশদ্বারা কাগজ-
পত্র থাকিলে হাজির আমিন বা নিজে তাহার নিবন্ধপত্র
করিবার আদালত দিতে পারিবেন।

এই ধারায় আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, অপর

নির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে হাইকোর্টও সেই ক্ষমত অনুসারে কার্য করিতে পারিবেন

শেষে আপেলান্টের কারাদণ্ডের, দণ্ডকণ পরিশ্রমেব বা দীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সে উক্ত প্রকারে যত দিন মুক্ত ছিল দণ্ডের মিয়াদ নিরূপণকালে সেই সমল দিন ধরিতে হইবে না।

৪২৭ ধারা * ৪১৭ ধারামতে আপীল উৎস্থিত করা গেলে, হাইকোর্ট

নির্দেশ করণের উপর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন আপীল হইলে অভিযুক্ত তদীন আদালতের সম্মুখে আনা হইবার ওয়ারন্ট ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথ দিতে পারিবেন, ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৪২৮ ধারা † এই অধ্যায়মত আপীল সংক্রান্ত কার্য করণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যিক বোধ হইবার আশা করিতে আপীল করিলে, আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, আদালতের সম্মুখে কথ। কিন্তু কোন মাজিস্ট্রেটের দ্বারা অথবা আপীল আদালত হাইকোর্ট হইলে কোন মেশন আদালতের বা মাজিস্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

* কোন ব্যক্তির নির্দেশবরণ নিষ্পত্তির বিবরণে বর্ণমেন্টের মত আপীল হইলে ঐ আপীল দায়ের থাক সময়ে জেলায় মাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আদালত প্রাপ্তিতে পাবেন ইং লঃ রিঃ ২ আলা ৩৮৬ এই রূপ আপীল দায়ের থাকা সময়ে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পাবেন ইং লঃ রিঃ ২ আলা ৩৪০ ইং লঃ বিঃ ১ কলি ২৮১

† আপীল আদালতের আদেশক্রমে তিনিত্ত প্রমাণ গ্রহণান্তে আপীল নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া তদনিরূপে হাইকোর্টে আপীল হইবে না ১৫ উঃ রিঃ ৩৩ আপীল আদালত যে আদালত কর্তৃক অতিরিক্ত প্রমাণ লইবার আদেশ করেন সেই আদালত ঐ প্রমাণ গ্রহণ করিবার সময় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারাদিকারিক ক্ষমতা পরিচালন করেন অতরাং তাহার সমক্ষে কোন সাক্ষী মিথ্য সাক্ষ্য প্রদান করিলে তিনি তাহাকে ঐ জন্য বিচারার্থে গোপদ করিতে পাবেন ১৫ উঃ রিঃ ৩৪ পূর্ণাবিধান

উক্ত সেশনে কাম্বুজ বা ম'জিমেট মেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট মাটিফিকেট গ্রহিত মেই প্রমাণ পাঠাইবেন, ও উক্ত আদালত তদন্তসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে আবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অনাক্রপ আদেশ না করিলে এই অধিক প্রমাণ লভনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার উত্তীর্ণ উপস্থিত থাকিবেন কিম্বা তজ্জন প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের মাফাতে লওয়া যাইবে না।

এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া ২৫ অধ্যায়ের কার্যপক্ষে তদন্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২৯ ধারা যে ক্ষমতা রাখিবেন আপীল আদালত প্রকপ অধিবর্ত্তি হন, তাহাদের যত জনের এক মত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে এই মোকদ্দমা তাহাদের মত সহ এই আদালতের অন্য অঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যত্নপে (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন তত্ক্ষণে পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও মেই মতান্তরান্তে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

৪৩০ ধারা ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য আপীল চেষ্টা যে আজ্ঞা সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে হা' ৩২ ১৫৪ ২২ ১১ নং নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

৪৩১ ধারা * ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির আপীল উঠিয়া গারান্টি কথা মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মতে অন্য আপীলে আপেলান্টের মৃত্যু হইলে আপীল এবং বারের উঠিয়া যাইবে।

* দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ন ৩৩১ বিধান : কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার মৃত্যু পূর্বে তাহার পক্ষ আপীল উপস্থিত করিত এবং আপীল নামে পরিচিতি তাহা চালাইতে সম্মত নাহ। ইংল: রিঃ ২ নোয়াই ৫৮৪

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রশ্নোপদেশ ও সংশোধনের বিধি

৪৩২ ধারা কোন মোকদ্দমা প্রথম লে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন
 প্রশ্নোপদেশী মাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোপদেশী মাজিস্ট্রেট উচিত বোধ করিলে
 হাইকোর্টের প্রশ্ন করিবার হাইকোর্টের সভা আনিবার জন্যে এই প্রশ্ন হাইকোর্টে
 কথ । প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে
 হাইকোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে
 আপনার বিচার জানাইতে পারিবেন ও হাইকোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপে-
 ক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে
 ডাকা গেলে সে বিচার আনিবার জন্যে উপস্থিত হইবে এই নিয়মে হাজির-
 আমিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

৪৩৩ ধারা । কোন প্রশ্ন পূর্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে হাইকোর্টে
 হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনু- তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন
 সাবে মোকদ্দম নিষ্পত্তি করি- ও যে মাজিস্ট্রেট এই প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই নিষ্প-
 বার কথা । ত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও
 তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খবর কাহার দিতে
 হইবে হাইকোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা কবিত্তে
 পরচাবিশয়ক আজ্ঞার কথা । পারিবেন ।

৪৩৪ ধারা ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে
 কক্ষ করণকালে, যে হাইকোর্টে একাধিক অজ্ঞ
 হাইকোর্টের আদৌ বিচার- আছেন সেই হাইকোর্টের কোন অজ্ঞের সম্মুখে
 রাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উ- কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ মপ্রমাণ
 খিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার হইলে, যদি তাহার বিচারকালে আইনঘটিত
 নিমিত্ত তাহ রাধিবার কথা হইলে, কোন প্রশ্ন উখিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের
 যজ্ঞপ নির্ণয় হয় তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা
 হয়, তবে সেই অজ্ঞ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাইকোর্টের দুই কি

তদন্থিক জন অঙ্গের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারি-
বেন

উক্ত অঙ্গ সাহেব তত্পর কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনায় নিমিত্ত রাখিলে,
যে ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হইল ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি
বিবেচনার নিমিত্ত রাখা হইবার অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান
যাইবে, কিন্তু অঙ্গ সাহেব উচিত বোধ করিলে
তাহার হাঙ্গির স মিন লওয়া যাইতে পারিবে,

এবং হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমা, কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা
পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তাহা
করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার অসমতা আছে সেই আদা-
লতের দণ্ডাঙ্গ পরিবর্তন করিতে ও হাইকোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাঙ্গ উচিত
বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

৪৩৫ ধারা খ্রীস্ট বিচারাদীন স্থানের কোন অধস্তন কোর্টের নী আদা-
লত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য করিয়া যে নির্ণয়
অধস্তন আদালতের কার্য পত্র জানাইবার অসমতার
কথ কি দণ্ডের আঙ্গা কি অন্য আঙ্গা লিখেন কি
করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ী ও উপযুক্ত
কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য বিধিগত চলিতেছে
কি না, হাইকোর্টে কি কোন সেশন আদালত কি জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা
একদম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে অসমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিস্ট্রেট
ইহা অধোদিকমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্যের কার্য-
পত্র জানাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

কোন মহকুমার মাজিস্ট্রেট এই ধারামত কার্য করিবার সময়ে যদি বিবে-
চনা করেন যে ঐ কার্য কোন নির্ণয়, দণ্ডাঙ্গ বা আঙ্গা আটনবিরুদ্ধ বা অসু-
চিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য নিয়মমত হয় নাই, তবে তিনি যে
মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন তৎসহিত নগরী জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের
নিকট পাঠাইবেন।

১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যেহ আঙ্গা করা যায় তাহা এবং ১৭৬ ধারাম-
ত আনুষ্ঠানিক কার্য এই ধারার অভিপ্রায়ে প্রাপ্ত আনুষ্ঠানিক কার্য
নহে।

৪৩৬ ধারা।* ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কার্যসম্পন্ন

দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জিলার মাজি-
সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

ষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে উক্ত মোক-

দম। কেবল সেশন আদালতের বিচার্য ও অধ-
স্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিতে অল্পচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই
সেশন আদালতে কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহ কে ধরাইরা নূতন
তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন আদালতের কি
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অল্পচিতমতে
ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ
হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কিন্তু (ক) এরূপস্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ বরা কেন যাইবে না উক্ত
আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কানন দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে সুরোগ দিতে হইবে

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ আদালতের
কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ ধারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদা-
লত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত
লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

* ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে ন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন তৎপরে ঐ মোকদ্দম সেশন
জাজের নিমিত্ত মোসম হওয়ায় তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি বোন নোটস জারী করিয়া তাহাকে
সেশন অর্পণ করিবার আদেশ ওদান করেন। এ স্থলে হাইকোর্ট এই সীমাংসা করেন যে,
কোন ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বোন কার্য করিয়াছে তাহার আপত্তি প্রবণ
না করিয়া বোন আদেশ ওদান করেন। ২২ উঃ নিঃ ৬৭ ২৪ উঃ নিঃ ৭০। ১ কঃ লঃ
নিঃ ৯৩ ১০ কঃ লঃ নিঃ ৮ কেবল মাত্র সেশন জাজের বিচার্য এমন মোকদ্দমায় কোন
প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বিচার্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করেন এবং তৎপরে
আপীল হেতু ঐ মোকদ্দমা কেবল মাত্র সেশন জাজের বিচার্য বদিয়া ঐ হুকুম রহিত করেন
তৎপরে ঐ মাজিষ্ট্রেট পূর্বে যে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুসারে তাহাকে সেশন আদালতে
অর্পণ করিবার হাইকোর্ট এই সীমাংসা করেন যে ঐ অর্পণ আজ্ঞা অবৈধ নহে ইঃ লঃ
নিঃ ২ আল ৯০

৪৩১ ধারা * ২০৩ ধারামতে, কোন নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিন্না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তদন্ত চালাইয়া আসা করিতে পারিবার ক্ষমতা ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া মেশনর ডাডান্ড জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে নিজে আপনার অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের খাতিয়া সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত লইবার আদেশ করিতে পারিবেন, এবং জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব আদালত গেই তদন্ত লইতে কিন্না অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪৩৮ ধারা ১ ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্যের কাগজপত্র দেখিয়া মেশনর ডাডান্ড জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাইকোর্টে রিপোর্ট বসিবার কথা। কোর্টের আদালত অন্যে তদন্ত দেখিবার ফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনুরোধ থাকিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞামত কার্য স্বগতি নাথিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাইকোর্ট জামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মেশনর অফিস ও মাজিস্ট্রেটের বিচার্য কোন গোবন্দমা কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট ছাড়িয়া দিয়া তাহার মেশনর অধীন তদন্ত বসিতে আদেশ করিতে পারেন। ১০ বঙ্গ বিঃ ৮ এবং মেশনর অফিসের কার্যাদি তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে অধীন মাজিস্ট্রেট তদন্ত বসিবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মেশনে আনিয়া করিতে পারেন ২১ বঙ্গ বিঃ ২ আদালত।

কোন গোবন্দমা বিচার কার্যে বেন মোশ মোশার হৈ জেদার মাজিস্ট্রেট তাহা হাইকোর্টে পাঠাইতে বাধ্য নহেন। অল্প পাঠাইতে হইলে তাহা বিশেষ বিনেচনা দিয়া পাঠাইতে হইবে ২০ বঙ্গ বিঃ ৪ কোন গোবন্দমা নিম্ন ভিত্তি তাচনবিরাজ হইলে কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে মেশনর ও তাহা হাইকোর্টে ইন্ডেমেন্সি বসিতে পারেন ২০ বঙ্গ বিঃ ৫০ দুই ব্যক্তি মোক মাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয় তাহা এত দূর মেশনর ডাডান্ড তর্পীত করিয়া মুক্ত হয়। তৎপরে জেদার মাজিস্ট্রেট ঐ সকল কার্যাসুষ্ঠান বহিঃ বাহ্যিক এবং হাইকোর্টে রিপোর্ট বসান সাহায্য এই সিদ্ধান্ত হয় যে মেশনর অফিস বেন ও মেশনর বসিবার অন্য জেদার মাজিস্ট্রেট হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে সম্মত নহেন ৩ বঙ্গ বিঃ ২৪০।

৪৩৯ ধারা ১* হাইকোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্যের

কাগজপত্র আনাহিলে, কিম্বা আজ্ঞার অন্য তাহার

হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিসয়ক কথা
করিবার ক্ষমতার বশ

অবগত হইলে, ১৯৫ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮

১১ কোন ভ্রম হেতু নাগ নিচাচেন ও তিব্বত হইলে তাহা গুরুতর ভ্রম বলিয়া গণ্য
হইবে। ১৯ উঃ নিঃ ২৮ অভিযুক্ত বা তিব্ব আনুষ্ঠানিক সামান্য ও ন্যায়ালয় ন গ্রহণ
করিয় তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা বসিলে তাহার গুরুতর গতি হওয়া গণ্য হইবে এবং তৎপ্রতি
হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে ২৪ উঃ নিঃ ৩০ কোন অভিযোগের সংশ্লিষ্ট
একজনকে প্রমাণভাব হইলে এবং তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হইলে তাহা আইনতঃ
গুরুতর ভ্রমমণ্ডে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম ২৫ উঃ নিঃ ১০ কোন মোকদ্দমায়
আনুষ্ঠানিক কার্যের কোন জটিলি আইন দ্বারা কোন ভ্রম থাকিলে হাইকোর্ট তৎপ্রতি
হস্তক্ষেপ করিতে পারেন বিধি অত্র যে প্রমাণ বিচার করিয়াছেন তৎপ্রতি হাইকোর্ট
হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ২৬ উঃ নিঃ ৪০, ৬১ ২৭ উঃ নিঃ ৭৪ এই ধারামুসারে
হাইকোর্ট প্রমাণ আদ্যোচনা করিতে বাধ্য নহেন ইঃ দঃ নিঃ ২ করি ৪০৫ কোন বিচার
দ্বারা কার্যের প্রমাণের দোষ গুণ বিবেচন করিতে সাজিষ্ট্রের তত্ত্বাধীনে থাকা হইলে
তাহা গুরুতর ভ্রম গণ্য হইবে ইঃ দঃ নিঃ ২ তালিকা ৭৩৩ কোন সাজিষ্ট্রের প্রতিভা
হেতু কোন ব্যক্তির প্রতি ১০,০০০ হাজার টাকার আদিনি তৎপ করেন হাইকোর্ট এই
ছকুম অন্যায় বিবেচনায় রহিত করেন ইঃ দঃ নিঃ ২ করি ১১০ ১৮ ২ মাসের ১০ আইনের
৫২০ ধারার মোকদ্দমায় সাজিষ্ট্রের ক্ষমতা বিবেচন পরিচালন করিয়া প্রমাণের উল্লিখিত
ব্যক্তিগণকে জুরী নিযুক্ত করায় হাইকোর্ট এই ছকুম রহিত করেন ২১ উঃ নিঃ ৪৩ ১৮৭২
মাসের ১০ আইনের ৫২০ ধারার মোকদ্দমায় সাজিষ্ট্রের বিচারালয় দ্বারা প্রতি বিশেষ
রূপে তদ্বিসয়ক আপত্তি হয় না। তৎপ্রতি হাইকোর্টে এই নিয়মের আপত্তি হয় বিধি তাহাতে
দলবাক্তকারীর কোন গতি হওয়া প্রকাশ . পাওয়ায় হাইকোর্ট এই ছকুম প্রতি হস্তক্ষেপ
করেন না ২১ উঃ নিঃ ৮৮ কোন প্রমাণ বা নীতিমত তদ্বিসয় না করিয়া কোন সাজিষ্ট্রের
হাট সময়ে কোন ছকুম প্রদান করিলে তাহা নিচাচাটের কার্য বলিয়া গণ্য হইবে না
সুতরাং তৎপ্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না ২১ উঃ নিঃ ২২ কোন সাজি-
ষ্ট্রের কোন ব্যক্তির সূত্রের বাক্য সময়ে কোন তদ্বিসয় করিয়া জিলায় সাজিষ্ট্রের নিকট রিপোর্ট
করিলে তাহা নিচাচাটের কার্যের কোন অংশ বলিয়া গণ্য হইবে না সুতরাং এই ধারামু-
সারে হাইকোর্ট তাহা তৎপ করিতে পারেন না ইঃ দঃ নিঃ ৩ করি ৭৪২ এই ধারামু-
সারে হাইকোর্ট কোন ইন্ডেমিটিয় প্রিটিয় প্রকার বিবরণে কোন কোজদারী মোকদ্দমার
ফলাফল দৃষ্টি করিতে পারেন না ৩ উঃ নিঃ ৬৪ জিলায় বাজেটের কোন ছকুম

ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিস্তি ৩৮ ধারামতে কোন আদাল-
তের প্রতি যেহেতু আপীল হইয়াছে তাহেবোর্ড আপন ইচ্ছাক্রমে
তদনুযায়ী যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা

অন্যান্য চর্চাগুলি ১৮৭১-৭২ সালের আইনবোর্ডে নথিভুক্ত করিবেন ২০ নং অঃ নিঃ
১৪ নিম্নোক্ত কার্যক্রমাদিগকে বৈধ বিধিগত স্থানে নিম্নোক্ত মতামতকে বৈধ আদাল-
করিতে নিষেধ করেন নিষেধ মতামতের বা বাতিলকরণ ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে
প্রাপ্ত হয় এবং মোকদ্দম ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে
আপীল ডিসমিস ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে
অর্থাৎ ২০ নং অঃ নিঃ ১৮৭১

কোন আপীলটি ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে কোন আপীল কি মোকদ্দম অচল
হইলে তাহা নথি হইবেবোর্ডে তদনুযায়ী বা বাতিলকরণ ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে
২ নং অঃ নিঃ ১৮৭১ কোন মোকদ্দম ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে
কিনয় অভিযুক্ত। প্রতি জানিবেনমতামত আপীল বৈধকরণ ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে
স্থিতি বাবিনার আদালত করিতে পারবেন। ২০ নং অঃ নিঃ ২০।

কোন ব্যক্তি বিবাদে অপরাধমুক্ত নহয়গান তদ্বিষয়ে হয় এবং তাহাতে অধীন
মাজিস্ট্রেট ইচ্ছা পূর্বক পীড়া জন্মান এবং অপরাধে তদ্বিষয়ে দণ্ডাজ্ঞা করেন, জিনার মাজিস্ট্রেট
এ ব্যক্তি প্রতি দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি পরিবার জন্য হাইবোর্ডে রিগোর্ট করেন এবং তাহা হাইবোর্ডে
এ দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি না করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মোকদ্দম করিতে আদেশ আদান করেন।
২০ নং অঃ নিঃ ১৮৭১ কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা বা বাতিলকরণে অসম্মত হইলে হাইবোর্ডে
তাহা বৃদ্ধি করিবেন না। ২০ নং অঃ নিঃ ২০।

যে হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে তাহাতে আপীল বা বাতিল হাইবোর্ডে মোকদ্দম
করিতে পারেন না ২০ নং অঃ নিঃ ২০ আলা ১৮৭১ কোন মোকদ্দম জন্ম কোন মোকদ্দম বিচার
করিলেব মতামত অধীন বিচারাদিকানিধ প্রতি মনোহর করিলে তাহা হাইবোর্ডে ২ পার্শ্বইয়া
অধীন বিবেচনা মতে নিষ্পত্তি করিবেন ২০ নং অঃ নিঃ ২ আলা ১৮৭১

বিবাদী কোন হুকুম বা বাতিলকরণ হইলে তদ্বিষয়ে হাইবোর্ডে এই ধারানুসারে হস্তক্ষেপ
করিতে পারেন কোন বিবাদীকে নির্দোষী মানায় করিয়া মাজিস্ট্রেট তাহাকে মুক্তি দিলে
তদ্বিষয়ে এই ধারা বাতিলকরণ না ২০ নং অঃ নিঃ ২ কাল ২০০ নির্দোষকরণ নিষ্পত্তির প্রতি
হাইবোর্ডে এই ধারানুসারে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত ২০ নং অঃ নিঃ ২০ ২০ নং অঃ নিঃ ২ আলা
৩০০ ইহার বিরুদ্ধে ২০ নং অঃ নিঃ ২ মাজিস্ট্রেট ৩৮ পৃষ্ঠা ১৮৭১ সালের আইনবোর্ডে

কোন উকীল কি বাদেবোর্ডে এই ধারানুসারে বিচার হইবার সময় হাইবোর্ডে সম্মুখে উপ-
স্থিত হইয়াই অসম্মত করিতে পারেন না ২০ নং অঃ নিঃ ১ নোয়াই ৬৪

বুদ্ধিক্রিতে পারিবেন, এবং সংশোধন করিবার আদালত স্বরূপ জজদের যত জনের একমত ততজনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মৌকদ্দমা লইয়া কাগ্য হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার প্রয়োগ দেওয়া না গেলে, তাহার বিরুদ্ধে এই ধারায় মত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারায় যে দণ্ড জার করা আছে, কোন মাজিস্ট্রেট ৩৪ ধারামতে কার্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে, উক্ত কোর্টের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপবাদ করিয়াছে, সেই অপবাদ হেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট যত দণ্ড করিতে পারিতেন, ঐ কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায় তৎপ্রতি এই ধারায় কোন কথা বর্তিবে না, কিম্বা হাইকোর্ট নির্দোষিতা নির্ণয় বদলাইয়া যে অপবাদ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন এই ধারার কোন কথাক্রমে একপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৪০ ধারা। কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য

আদালতের খেজাদীন করণকালে কোন পক্ষের নিম্নে কি উকীলের উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হইবার অধিকার নাই কিন্তু আদালত করিবার কথা।

সত উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন এই ধারার বে ন কথা ক্রমে ৪৩ ধারার দ্বিতীয় পদের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৪১ ধারা। হাইকোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের

কোন আনুষ্ঠানিক কার্যের কাগজপত্র চাহিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যেহেতু জানান পাঠাইলে, মাজিস্ট্রেট যেহেতু ধরিয়া নিষ্পত্তি হাইকোর্টের তাহা বিবেচন' কি আজ্ঞা করবেন, ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি করিবার কথা

যে বৃত্তান্ত ওকতর বলিয়া জ্ঞান করেন মৌকদ্দার কাগজপত্রের সঙ্গে সেইহেতুর ও বৃত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাইকোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞাব্য' কি অসিদ্ধ কবণের পূর্বে সেইহেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন

৪৪২ ধারা এই আদালতের হাইকোর্ট কর্তৃক কোন মোকদমান
 গরমোদন হইলে ঐ হাইকোর্ট যে নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা
 হাইকোর্ট দেওনা
 নবম ভাগ ১১৪ নং ১১-এ
 হইতে বাধ্য হইতে পারে
 কামান নথি

ধারা আপনান নিম্নাতি কি আজ্ঞা জানাইবেন
 গাউন্টিকটে দ্বারা যে আদালতের নিম্নাতি যে গাউন্টিকটে নিকটে একপে
 নিম্নাতি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয় সেই আদালত কি গাউন্টিকটে ঐ নিম্নাতি
 অনুসারে আজ্ঞা করিবে এবং আনয়ন হইলে, তদনুসারে নবী গরমোদন
 করা যাইবে।

অষ্টম খণ্ড।

বিদেশ আন্তর্জাতিক কার্যাবলি।

৩৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকারী

আন্তর্জাতিক কার্যাবলি

৪৪৩ ধারা কোন গাউন্টিকটে গাউন্টিকটার জমি না হইলে, এবং যদি
 তিনি (গাউন্টিকট) গাউন্টিকটে না হন প্রথম প্রণীত
 ইউরোপীয় ব্রিটিশ ও আমেরিকা
 আদালত কাহা যে ১ জ-
 গাউন্টিকটে সেট আদালতের
 তদন্ত লইয়া বিচার কার্যাবলি
 প্রণীতের নথি

হুইনি (গাউন্টিকট) গাউন্টিকটে না হন প্রথম প্রণীত
 গাউন্টিকটে ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রণীত না হইলে,
 ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রণীত নামে অভিযোগের
 তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন
 না।

৪৪৪ ধারা আধিপত্যকারী প্রণীত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রণীত না হইলে
 কোন দেশের আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ
 প্রণীত নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারি-
 যেন না; এবং আধিপত্যকারী প্রণীত আদালত

মেশন প্রজ্ঞ হইলে যদি তিনি আগিষ্টাণ্ট মেশন প্রজ্ঞের কর্ম অনুমতি

আগিষ্টাণ্ট মেশন প্রজ্ঞের বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদ্ব্যতীত স্থানীয়
তিন বৎসর কর্ম পরিবার ও গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া
বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার থাকেন, তবে তিনি অভিযেগের বিচার করিতে
পারিবেন না।

৪৪৫ ধারা * কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে অন্য ব্যক্তিদেব যজ্ঞপ অপরাধ

ইউরোপীয় বিটি প্রজ্ঞ প্রাপ্ত্য করিতে সক্ষম হন সেই স্থলে ৪৪৩ কি ৪৪৪
অপরাধ করিলে তাহা এ হা ধারার কোন কথায় ইউরোপীয় বিটি প্রজ্ঞাদের
হইবার কথা। তজ্জপ অপরাধ প্রাপ্ত্য করিতে তাঁহাব বাধা হইবে
না।

কিন্তু ইউরোপীয় বিটি প্রজ্ঞার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে
যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজি-
ষ্ট্রেট নাহেব ঐ মোকদ্দমার উদ্ভূত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ
পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে
হইবে।

৪৪৬ ধারা ৩২ কি ৩৪ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও প্রেসি-

ডেন্ট মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয়
বিটি প্রজ্ঞার উপর তিন মাসের অনধিক কার-
াবাদ করিতে পারি-
বেন তাহার কথা। দণ্ড কিংবা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি
উভয় দণ্ডের আত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা করিতে পারিবেন না।

৪৪৭ ধারা ইউরোপীয় বিটি প্রজ্ঞার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট

যে অপরাধের নালিশ হয় সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই
অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই
ও সেই অপরাধ প্রাপ্তদের কি যাবজ্জীবন দীপা-
কথ স্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার

* কোন মৈনিক পুত্রকে কোন মাজিষ্ট্রেটের এলাকা ৭৬ মণ্ডা কোন অপরাধের নালিশ
করিলে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবার অন্য প্রীত প্রীমুক্ত কর্মচার ইন্স-
ট্রাক বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যিক। ৪ বঃ লঃ বিঃ ৪৩২

এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তাহাকে মেশন আদালতে, কিংবা, তিনি প্রোগিডেচৌ মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৭ ধারামতে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যায়,

এক অপরাধের জন্য
প্রদত্ত কি যাবজ্জীবন দীপান্তর
প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের
নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড
হইতে না পারিলে অপরাধের
নিচাক্ষেপ করা

তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে,
ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি
যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের
দণ্ড লব্ধ হইতে পারিলে, যে অপরাধের
নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে
পারে ঐ হাইকোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাহার

বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার
করিতে পারিবেন

৪৪৯ ধারা। ৩১ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন মেশন

মেশন আদালত যে দণ্ডের
অভিযোগে পারিচয় তাহার
কথা।

আদালত ইউরোপীয় নিউয় প্রজার এক বৎসরের
অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিংবা
উভয় দণ্ডের আজ্ঞা দিয়া অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে
পারিবেন না

যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা

মেশন জজ আপনার সমস্ত
মুখ্য জ্ঞান করিলে কার্যপ্রণা-
লীক কথা

ধারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না সমর্পণ
হইবার পরও নিষ্পত্তি প্রাপ্ত করিবার ক্ষমতা
কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত
জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ

করিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি
বাদীর ও সাক্ষীদের স্থানে হাইকোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে
পারিবেন কিংবা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাহাকে তদ্রূপ পত্র
লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৫০ ধারা। যে সেশন এলাকার মধ্যে সাধারণতঃ এই অপরাধের বিচার
হইতে পারে যদি সেই এলাকা র সেশন জজ ইউ-
সেশন জজ ইউরোপীয়
রিটিয় প্রজ্ঞা না হইলে কার্য-
প্রণালীর কথা।
রোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞা না হন, তবে যে মাজিস্ট্রেট
সাহেব সমর্পণ করেন তিনি এই এলাকা যে প্রদে-
শের অন্তর্গত তৎকার ফৌজদারী আপীল শুনি-
বার উচ্চতম আদালতের আজ্ঞার জন্য এই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন

ব্রিটিশ প্রদেশে রাজপুত্রের রিকার্ডের সাহেবের আদালত এই ধারার
কার্য পক্ষে ফৌজদারী আপীল শুনিবার উচ্চতম আদালত বলিয়া জান
হইবে।

৪৫১ ধারা। হাইকোর্ট কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞা-
দের বিচার হইলে, প্রথম জুররদের ডাক হইয়া গ্রাহ্য
মিশ্র জুরির দ্বারা ইউরো-
পীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞাদের বিচার
হইবার কথা।
হইবার পূর্বে অথবা স্থল বিশেষে, প্রথম আসেসর
নিযুক্ত হইবার পূর্বে উক্ত প্রজ্ঞা মিশ্র জুরি কি
মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে,
জুররদের কি আসেসরদের অর্জসংখ্যার অনূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমে-
রিকান দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকান দেশীয় হইবে

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞা নহে, কোন স্থলে
তাহারই সঙ্গে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞারও নামে
ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞার
সহিত এসেসর ব্যক্তির নামে
অভিযোগ হইলে তাহার
অভিযোগ হইলে তাহার
কথা।
আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে ন নিমিত্তে এই
ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞাকে সমর্পণ করা গেলে,
এই ব্যক্তির একক বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞার
স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য চলিত, সেই প্রণালীমতে
চলিবে

কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞা ৪৫১ ধারামতে মিশ্রজুরি দ্বারা বা মিশ্র
আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে এবং
এসেসরদের দ্বারা
বিচার হইবার দাওয়ার
কথা।
উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজ্ঞা নহে সে
স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে, ২৩ অধ্যায়ের
বিধানমতে শোষিত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

४५७ भा. १ * हैउतोपौर निठिंग जखान भाग के न बाकिरेक नहेया
बापु रंग ठाकान जगन साधना रहेले तनख नहे-

কোন মাঝি চাণ্ডাল পক্ষে
ইউরোপীয় ব্রিটিশ অজ্ঞানজন
কার্য্য হুটবার দাওয়া বসিলে
বাঁধা আঁলীর কথা

বার কি নিচর হইবাব নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাঝি-
শ্রেণি মারোয়ার মঙ্গুণে উপস্থিত কৰা যায় মেই
ম জিগ্রেট মায়েবকে তিনি মেই দাওয়াত হেতু
জানাইবেন তাহা হইলে উক মাঝিগ্রেট ঐ

উক্তির মত্যাভাসময়ান করিবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে হেয়ার মত্যাভাস প্রমাণ
করিনার মুক্তিগত মামলা দিবেন, ও তদন্তের তিনি ইউনোসীম ব্রিটিশ
প্রজাতি ন, হেয়ার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদন্তমারে কার্য
করিবেন উক্ত মাস্টার্সেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি
ভুক্ত অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাস্টার্সেটের সেই নিষ্পত্তি
যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিনার ভাব তাঁহারই প্রতি প্রতিবে ।

ম জিষ্ট্রেট তত্ত্বাবধানে ন্যায়ালয়ে বিচারার্থে মেশান আদালতে সমর্পণ
করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউনোপীয লিটিম প্রজ্ঞার ন্যায় তৎ-
সম্মুখে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে উক্ত আদালত যদি আবেদন তদন্ত করা
উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউনোপীয লিটিম প্রজ্ঞা কি না
হইবার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাহাকে লইয়া ওদফতের কার্য্য করিবেন

০ কোন ব্যক্তি কোন বস্তুকে অতিমূল্য হইলে বিচার করিয়া প্রমাণিত করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহা নির্ণয় করিব রক্ষক ইচ্ছা দেখে বদলা যে এই নীতি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কিনা এবং তৎসঙ্গে ও নিগতক মাতা মাফান গয় তাহা উহার লিপিসন্ধি দ্বারা উচিত। এই উদ্দেশ্যে প্রথম ১. তিনি অতিমূল্য ব্যক্তিকে ও কনিষ্টেন এবং তৎপর আবশ্যিক বিবেচনা করিতে ওয়াং হের কনিষ্টেন কোন জামাজতেন বিচারাদিকারিষ্ ক্ষমতানা থাকিলে তিনি অতিমূল্য ব্যক্তিকে নির্দোষ করিতে অক্ষম ৩ উঃ নিঃ ১৩। কোন ব্যক্তি অতিমূল্য চাইয়া অধীন মার্জিন্ট্রেটের নিষ্ঠা কাণ্ড হইলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা তাহ প্রমাণ বরিমান সময় ও স্থান পাঠে পড়ে। মার্জিন্ট্রেট কর্তৃক বিচার সমাপন মধ্যে কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নয় আংশ নহিলে তাহ প্রমাণ করা যাইবে না ৪ উঃ নিঃ ৫২ কোন অতিমূল্য ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা থাকা বলিয়া তব্ করিলে এ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কিনা তৎসময়ে প্রমাণ গ্রহণ বলিয় মজের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ১০ উঃ নিঃ ৬।

উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলেও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভাব তাহানই প্রতি বর্জিত

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে, বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি প্রজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে

৪৫৪ ধারা * যে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্তৃক তাহাকে সমর্পণ করা যায়,

উক্ত অন্যান্য দাওয়া
করিয়া তাহা ত্যাগ করা
জান হইবে বা কণ

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নাম তাহার পক্ষে কার্য

হয় এই ব্যক্তি তাহারই নিকট ইহার দাওয়া না

করিলে কিম্বা সমর্পণকারী মাজিস্ট্রেটের নিকটে

তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া থাকে হইলেও তাহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমন জ্ঞান হইবে, এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চৎ কোন সময়ে এই দাওয়া করিতে পারিবেন না।

মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে মাজিস্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা নহে তাহাকে লইয়া

এই অধ্যায় মতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার নাম

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা
না হইয়া কোন ব্যক্তি এই
অধ্যায়মতে বিচার হইলে
তাহার কণ

কার্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে, তবে

তদ্রূপ কার্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি, স্থলবিশেষে,

সমর্পণ কি বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা আসিবে হইবে না।

* কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা এই আইনের ৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার বিধিত যত্ন অন্যতর থাকিয় তাহ পরিভাগ করিয়াছে কি না এবং এই ব্যক্তি আর বুদ্ধি ও বিশেষণ পরিচালন পূর্বক এই অর্থ ত্যাগ করিয়াছে কিনা তাহ বিচার করিবার পূর্বক দেখ আশাক। ৬ কঃ লঃ নিঃ ৪৩৩। ইঃ লঃ নিঃ ৬ কলি ৮৩

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে কোন ব্যক্তি অবৈধ

চট্টগ্রাম বিটিশ প্রজাকে
যেমন হীনমতে তাকে কাম
স্বাধীনতায় আনা হইবে ই
কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত
করিয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করা
বার আদালতের নথি

মতে বন্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিশ
প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে
তাঁহাকে বন্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে
কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাই-
কোর্টের বিচারামিত্য থাকিত কিনা তদুপ অ-
পরাধ নির্ণয় হইতক আদালত উপর তিনি যে হাই-

কোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাইকোর্টের নিকট এই মর্মে প্রার্থনা
করিতে পারিতেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার
নিকট উক্ত হাইকোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আব
যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষা থাকিবেন অন্য আমাকে সেই
হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়।

৪৫৭ ধারা। হাইকোর্ট নিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্বে

তদুপ প্রার্থনা হইলে কার্য-
প্রণালীর কথা

আফিডেবিট ক্রমে কি প্রকাবাঙ্কুরে সেই আজ্ঞা
প্রার্থনা করিবার কারণের অন্তর্ভুক্ত লইয়া সেই
প্রার্থনা গ্রহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন;

অথবা প্রথমতই সেই আজ্ঞা দিতে পারিতেন পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার
সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আনশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের অন্য
যে আজ্ঞা নিহিত বোধ করেন করিতে পারেন

৪৫৮ ধারা। যে২ দেশে হাইকোর্টের কোম্পানী আপীল শুনিবার

হাইকোর্ট যে২ স্থানে
তদুপ আজ্ঞা করিতে পারি-
বেন তাহার কথা

বিচারামিত্য থাকে সেই২ দেশে এবং মজি-
নভাদিষ্ট জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব অন্য
যে স্থানের অধুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাই

কোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে

৪৫৯ ধারা। পূর্বাগত কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মজি-

যে২ আইনে মাজিষ্ট্রেটের
ও সেশন আদালতের প্রতি
বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত
হয় তাহা বাটবার কথা

মভাদিষ্ট জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পূর্বে
যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে
যাহা করিবেন তৎকালে মাজিষ্ট্রেটের ও সেশন
আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত

হইলে, তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্রের প্রতি খাটিবে ; তাহ তে তাহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, খাটিবে ।

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্র কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বহিঃ প্রাণী এই অধায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসমীয়া অভিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অতঃপাশ্চাত্তিক জাতিগণ ভিন্ন কোন মাজিস্ট্রেটের ও ভিন্ন কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতি নহেন রাজধানীর বহিঃস্থ এমন কোন মাজিস্ট্রেটের বা সেশন জজের প্রতি যে বিচার বিপত্তি প্রদত্ত হইতেছে, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৬০ ধারা। জুরির ধারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য কোন মোক-

দমায যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি-
ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ দের মধ্যে এক জন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতি ভিন্ন জুরির কথা। ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয়, তবে

জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় হন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তৎক্ষণ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন ।

৪৬১। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদমায ইউরোপ বা

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরির

নূন কল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির ধারা বা আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া কবাতে ঐকপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে ।

৪৬২ ধারা। সেশন আদালতে তাহার বিচার হইবে এমন কোন মোক-

দমায ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরির ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের বিচার হইবার অধি-
৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন বহিয়া জুরি নিযুক্ত নারি-
বার কথা।

কান থাকিলে, সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিঙ্গকণ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় যত জনের প্রয়োজন হয় উক্ত আদালত তাঁ মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্ধারিত দিনের পূর্বে নূন্বলে তিন দিন থাকিতে প্রস্তুত বিধিতে তাহাদিগকে গমন করাইবেন।

সংশোধিত নিষ্পত্তির আশা যে ব্যক্তিদের মাগ লেগা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই আকারে তাহাদের মদ্য রহিত ও উদ্ভূতগণ্যক ব্যক্তিদিকে গমন করাইবেন কিন্তু যদ্য সেই সময়ে জুরির দ্বারা বিচারের নিমিত্ত তাঁ অন্য আকারের উদ্ভূতগণ্যক ব্যক্তিদিকে পূর্বে গমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাহাদের মধ্যে যের ব্যক্তিদিকে তাহারা জুরি হইবে ২৬ দ্বারা নির্দিষ্টমতে তিনটি করিয়া তাহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকা দেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক চিন্তা মাধ্যমে তাহা সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীত করণ কার্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক পদার্পিত হইতে না পারিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ৩২০ দ্বারা যত মুক্ত বনিয় জুরির কর্ম হইতে বর্জিত কোন ব্যক্তির নাম গমন দিতে পারিবেন।

৪৩৩ দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্র ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা-
তন্ত্র বিলাত প্রজাতন্ত্র ও মু-
সলিম দ্বারা চাহিবার
নয়।

তিম ইউরোপীয়দের ও আমেরিকা দেশীয়দের
বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমার আদালত বার্ষিক মেশন
আদালতে ও হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা
আদালতের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আই-
নের বিধানমতে চালান যাইবে

৩৪ চতুর্দশ অধ্যায় ।

শিশুমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি

৪৬৪ ধার * যে মাজিস্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি
 অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুমন হইলে তাহাকে
 হইলে তাহা কতব্য তাহা। অক্ষম সেই মাজিস্ট্রেট এইরূপ বিধান কল্পিত
 কথা। কারণ দেখিলে, এই ব্যক্তির মনেব অস্বাস্থ্য নিশ্চয়
 কৰণার্থে তদন্ত লইয়া জিলাব সিভিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা

* কোন ব্যক্তি অপরাধ কল্পিত সময় শিশুমন থাকে অথবা বাস্তব হইলে তাহাকে
 সিভিল মার্জিন দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত এবং এই ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সিভিল
 মার্জিনের জবানবানী গ্রহণ করা উচিত ১ উঃ বিঃ ১ যদি অপরাধের কাণ্ড কল্পিত বা
 অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য প্রতীক্ষা ন হয় এবং ২ সময় এই ব্যক্তি শিশুমন থাকে
 অথবা অস্বাস্থ্য দ্বারা মাতৃস্থ হয় তবে তৎপরিণতি এই ধারার বিধান থাকিবে ১ উঃ
 বিঃ ১৯

১৮৫৮ সালের ৩১ আইনের ৪ ধারা বিধানানুসারে প্রত্যেক পৌলীশ কার্যকারক স্বীয়
 এলাকাখণ্ড মধ্যে কোন আপদজনক বাস্তব ব্যক্তিকে কি কোন শিশুমনা ব্যক্তিকে
 পরীক্ষিত হইয়া প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দৃষ্ট করিয়া জেলার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে
 বাধ্য ১৮৬৬ সালের ১১ জুলাই তারিখের ৩৯০ নং গবর্ণমেন্ট দ্বারা আদেশ অনুসারে
 এইরূপ ব্যক্তিকে জেলার মাজিস্ট্রেট নিকট পাঠাইবার সময় এই ব্যক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত
 বিবরণ পৌলীশ কার্যকারক দিখিবে।

- ১। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ নাম।
- ২। পুনর্য কি জ্ঞী এবং কত বয়স।
- ৩। বিনাহিত কি অনিহিত বা বিববা কি জীবিত।
- ৪। কিসে অনশ্রুত জীব এবং পূর্বে কোন বিষয়কায় কিসে থাকিলে তাহা।
- ৫। কোন পক্ষাঘাত।
- ৬। এই ব্যক্তি ও গম হইয়াছে কি না।
- ৭। কত বয়সে সময় প্রথম শিশুমন হইয়াছিল।
- ৮। কোন স্থানে ও কোন সময়ে পূর্বে চিন্তিত বসে হইয়াছে তাহা।
- ৯। শিশু হইয়া বর্তমান জীবিত কি না।
- ১০। যে কারণে শিশু হওয়া সম্ভব হোক বিবরণ কত তাহ।
- ১১। কোন কোন সময় যুগে যোগ্য হয় কি না।

স্ব নীতি গবর্ণমেণ্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করা হইবে না এবং প্রাদৌষিকতা ঐ চিকিৎসা চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের মাধ্যমে গ্রহণ পূর্বক ঐ মাধ্যমে নিষিদ্ধ রাখিবে না ।

୧୨ ଆବମାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଭାବ ଓ ମାତ୍ରା କଟାଯିବ

১১ অন্য কোনওকণ অথবা আশা প্র. ন কি ন

१३ ଏ ବାଡ଼ିର ମିଆଁନହୁଏ ନା ସେ ନ ଗୋଟି ଦୋନ ମଧ୍ୟେ ମିଶ୍ର ହୁଏନାହିଁ କି ନା
 ଏବଂ ଓହାକେ ଆର୍ତ୍ତାଦେବ ମଧ୍ୟ କେହି କିଷ୍ଟମନା ଯାଏ ନା

১৮৬৮ সালের ৯২ নং মনবিরতনাদি ৩ ২৩ সংসদ মাদারী মাদারী ৫ মেডাফি ডানিধের
৫৩৮২ নং চিঠীতে বিধমন ব্যক্তিগত জ্ঞানাস্তব পাঠ ২৫৩ নিমিত্তি ৩ নিমসাবলী গবর্ণমেন্ট
ধাওয়া বসিয়াছেন

১। কোন শিশুমনাকে কিছুদিন আশ্রয় দিতে পারিলে সময় মিলিয়া মার্জনা
তাহার শারিরীক অবস্থা পরীক্ষা করি। এক খণ্ড মাটিমিবেট যাতায় রক্ষণে তাহাকে পাঠা-
ইতে হইবে সেই ব্যক্তিকে দিবে। ৭ - ৮ মার্চ মবেট বাস্তব (বান) দৌড় কার্য-
বারকের মধ্যে দেখে হইবে ও হানে দেখাইবে ৭। নিম্নমো আশ্রয় দিতে উৎসাহিত
হইয় ঐ স্থানের কর্তৃপক্ষগণকে তাহ দেখাইবে

[illegible]

মাজিস্ট্রেট এ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও ভিন্নমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান কবিলে সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য স্থগিত রাখিবেন

৪৬৫ ধারা * কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচারকালে আদালত সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও ভিন্নমিত্ত অভিযোগের প্রতি-ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্তব্য বাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, জুরি অথবা তাহার কথা।

আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্ত আদালত পথমে তাহার মনের অস্বাভাব্য ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় স্বত্বোদ্বোধন প্রাপ্তিতে পারিলে, তদন্তকারী নিষ্পত্তি করিবেন তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গোপন হইবে

৩ এই বিধি অনুযায়ী মিশ্রনের আশ্রমবাটীতে উপস্থিত হইলে এ মার্টিফিকেট এবং তাহাতে যাহা লেখা থাকে তাহা বিশেষরূপে প্রীক্ষা করিত হইবে এবং তৎসহ এই ব্যক্তি যে অবস্থায় উপস্থিত হয় তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে এবং তাহার উপস্থিত হওয়ার সময় যে অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হইবে তাহাও উহাতে লিখিত হইবে

৪ উক্ত আশ্রমবাটীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই বিধি অনুযায়ী না দেখ পর্যন্ত ও তাহার অবস্থার সহিত এই মার্টিফিকেটের লিখিত বিবরণ তুলনা না করা পর্যন্ত রক্ষককে বিদায় দিতে হইবে না। এই রূপে এই মার্টিফিকেটে যাহা লিখা হয় ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট যাহা লিখেন তৎসমুদয় সহ যে ওলা হইতে এই ব্যক্তি আসিত হইয়াছে তৎকাল মাজিস্ট্রেট নিকট এই মার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে ২৪ ৫৬ ৭৮ ৯০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

৫ অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ধারা নিষ্পত্তি হইলে তাহার বিচার স্থগিত করিয়া এই ধারার এবং ৪৬৬ ধারার বিধান অনুসারে কার্য করা উচিত ২ উঃ নিঃ ৫১ ; ৭০ অভি-যুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা থাকিলে মোকদ্দমার নাটকিবেট অর্থাৎ স্বরূপ গ্রহণ হইবে না। এই মোকদ্দমার জারীর প্রণয়ন বিশেষ মতকর্তার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে ৩ উঃ নিঃ ২৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচার সময় স্বপ্নমনা ও মোকদ্দমায় প্রতিবাদ করিতে অক্ষম কি না তাহা অত্র বিচার না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মূল মোকদ্দমার বিচার করা অবৈধ ৪ উঃ নিঃ ২৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা কি না তাহা জুরির বিচার্য ৫ উঃ নিঃ ১৫

৭ ভিক্ষুক বাজি মনের জবাব্দ্বার শু ভাহান অক্ষমতার মে বিচার করা যায়
 ৮ হাও আদা দেয় সম্মুখে ভাহান বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে

৩য় মান। ১২ কোন স্থলে যাঁ ভূমিক নার্জ কে বিকৃত হয় ও অভিযোগের
অসুস্থতা না হইবে তাহা হইতে অক্ষম জ্ঞান গেলো তাহার যে
অপরাধ সাগিষ্ট ১ ওচর যুক্ত অপরাধের পরিভোগ হয় যদি সেই অপরাধ
কর্তৃক হয়

যেই বাজির উৎসুকমতে ভাষা ধান করা যাইবে ও সে অ পনার কি অন্য
কাচার হানি বরিতে পাইবে না ও আত্মা হইলে তাহাকে মাঝিষ্টেটের কি
আদালতের সম্মুখে কিয়া মাঝিষ্টেট কি আদালত ওতৎৎৎৎৎৎৎৎৎৎৎ
বারককে নিযুক্ত করেন তাহার সম্মুখে উৎসুক করা যাইবে এই নিয়মে
উৎসুক আগুন দেওয়া গেলে মাঝিষ্টেট কিয়া স্থলবিশেষে আদালত
তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

যদি মেই অপনাদেন্ন নিমন্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে,

তাহার দূর ১০ ম পথ
নিম্না উৎসদ জামিন না মেওয় যায়, তবে মাছি
হেঁট কি জামালত স্থানীয় প্রদর্শ মটের নিকটে

এ ব্যাপারের রিপোর্ট ব্রিটিশের ও স্থানীয় গবর্নমেন্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
 ফিল্ডসেনে আসামবাটীতে কিংবা অন্য কোথাও রাখা কঠিন। রাগিবান অন্য কোথাও
 উৎসাহ স্থানে বন্ধ করিয়া রাখিবার আঙ্কন দিতে পারিবেন, এবং এই মাস
 ছোট কি আদালত উক্ত আঙ্কন ফলন হই করিবেন।

୫୬) ସାରୀ । ୫୬ମ କି ୫୬ତ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠି ମୋକଦ୍ଦମ ନ ଉଦ୍ଭବ ହେଉ
 କି ବଢ଼ାବ କରିବେ ହେବେ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠି କିମ୍ବା ସ୍ଥଳ-
 ନିଶେଷେ ଆମ୍ଭଙ୍କ କେବଳ ମନେ ନାହିଁ ଉଦ୍ଭବ କି ବିଚା-
 ରେଣ ଗୋଷ୍ଠି ପୁନଶ୍ଚ ଉଦ୍ଭବ ହେବେ ପାର୍ଥବ୍ୟ, ଓ

১। যিহ্মনা নাজিবে নাজি নার জন্য স্থানীয় ১৮৮৮-৮৯ খ্রিঃ অব্দে
 তদানন্তর পাঠান হইলে ১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ অব্দে আদালত ১। ২৮৮৯-৯০
 খ্রিঃ অব্দে এই আর্ডিনেন্স ৩ নং ১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ অব্দে
 ন্যায় প্রদান হইলে তদানন্তর ১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ অব্দে
 ১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ অব্দে ১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ অব্দে

† निजादतर समय अजिगूडा त्रि विप्रभन नमि। ५५५ २२५५ एह वा ७७७७ वा
अजिगूडा नमि नमि नमि ५५५ २२५५

উক্ত মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হই-
বার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও এতদর্শে মাজি-
স্ট্রেট কি আদালত যে কর্তৃকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত
ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার আমিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্তৃ-
কারক যদি সার্টিফিকেট দেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম
উক্ত সার্টিফিকেট পূরণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবেন

৪৬৮ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের কি স্থলবিশেষে আদালতের
সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপ-
স্থিত করা গেলে, সে অভিযোগের প্রতিবাদ
করিবার উপযুক্ত ভাষা বল হইয়াছে ঐ মাজি-
স্ট্রেটের কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে
ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচারকার্য চলিবে

তৎকালেও মাজিস্ট্রেট কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের
প্রতিবাদ করিতে সক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিস্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪
কি, স্থলবিশেষে ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য করিবেন।

৪৬৯ ধারা * তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্মরণনা
দেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য করি-
য়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য করিলে তাহা
অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ কার্য করিয়া-
ছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব
বুঝিতে পারেন নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কার্য করিতেছে
ইহা জানিতে পারেন নাই মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়
তদ্বারা তাঁহার এমন জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট ক্ষেত্র থাকিলে, মাজি-
স্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে আবৃত্ত হইবেন ও পেশন আদালতে কি হাই-

* প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্মরণ না দিয়া নিবেচনা হইলে তাহাকে
মেশনে ধর্পণ করা যাইতে পারে ৮৬: বি: ২৩

কোটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমপূর্ণ বরা নিহিত হইলে বিচারার্থে মেশন
আদ লভে বি শ্রুতি বিশেষে হাইকোর্টে পাঠ হইবে।

৪৭০ ধারা * যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে যদিও কোন ব্যক্তির নামে
অভিযুক্ত নহি তি শু হওয়া
অথবা নিষ্পত্তি বিচার
কণ
অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত
সেই অভিযোগের কিয়ান অপরাধদ্রব্য ভাব
বুঝিতে পারে নাহি ও কন্যায় নিষা আইনবিরুদ্ধ
কর্ম করিতেছে হইয়া ত নে নাহি, ওই হেতু তাহাকে
নিরপরাধী করা গেলে সেই ন্যক্তি এই ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়
এই কথা বিশেষভাবে লিখিতে হইবে।

৪৭১ ধারা † এই অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়
পরে ইহা ব্যক্তি হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না
হইলে যদি অভিযোগমত এই ক্রিয়া অপরাধে
নিষিদ্ধ ও উক্ত ব্যক্তি তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের ক্রিয়া যে আদা-
কণ
লভের সম্মুখে বিচার হয়, সেই মাজিষ্ট্রেট বা
তাদৃশত যে স্থানে ও যেখানে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই কপে
এই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হেফাজতে রাখিবার আদেশ করিবেন, ও স্থানীয় বর্গ-
মেটের আজ্ঞার অধীনে বিয়মের নিয়মটি করিবেন স্থানীয় বর্গমেটে
ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়ার্থে ক্রিয়া কারাগারে ক্রিয়া পুনরা হইবার অন্য
কোন উপযুক্ত স্থানে এই ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারি-
বেন।

* অপরাধ ঘটন উত্তরা সময় ও উৎপত্তি ও মনের অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশুমন ব্যক্তির
নাম ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহাকে নির্দোষী মান্যতা দিয়া ১২ ধারা অনুসারে বর্ণা
করিতে হইবে ৭৮৯ নিঃ ৪০ দণ্ডনির্ণয় ৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহত
হেতু নির্দোষী বর্ণনা ও তাহা মনো বিমুখ মনো পরিত্যাগ প্রভৃতি সেওয়া আশ্রয়
২০ উঃ নিঃ * অপরাধের বার্ষ্য করিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহত না হইলে তাহা
আমাণ করিবার অন্য ইহা প্রধান হইতে পারে যে অপরাধের কার্য করা অন্যায় বলিয়া
তাহার আন চিহ্ন ২৮ উঃ নিঃ ৭।

† শিশুগণ অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধের কার্য কর হেতু নির্দোষী মান্যতা হইলে
এই ধারানুসারে তাহা স্থানীয় বর্গমেটে নিষ্পত্তি পাট করিতে হইবে ১ উঃ নিঃ ১০

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিস্তি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বন্ধ করা
 গেল সেই ব্যক্তি কারাগারে বন্ধ থাকিলে জেলের
 ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর
 জেনারেলের দৃষ্টি করিবার
 নথি। ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেব কিস্তি ক্ষিপ্ত ব্যক্তি-
 দের আশ্রয় বাটীতে বন্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়বাটীর
 সন্দর্শকেরা কিস্তি তাহাদের কোন দুই জন ঐ
 ব্যক্তির মনেব আশ্রয় জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন
 ও সেই ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেব কিস্তি পূর্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয়
 মাসান্তর নূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
 নিকট তাহার মনের অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন

৪৭৩ ধারা ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বন্ধ হইলে সে অভিযো-
 গের উত্তর দিতে সম্মত নি-
 পোর্ট হইলে কষ্টবোধ কথা। গেল প্রতিবাদ করিতে সম্মত উক্ত ইনস্পেক্টর
 জেনারেল সাহেব কিস্তি সন্দর্শকেরা এই মাটি ফিকেট
 দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিস্তি স্থল বিশেষে আদালত
 যে সময় নিকপণ কবেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে
 ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে ; ও সেই
 মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৩৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য
 করিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনারেলের কি সন্দর্শকদের পূর্বোক্ত মাটি-
 ফিকেট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে

৪৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বন্ধ হইলে
 ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে
 বন্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার
 যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার
 কথা। এবং তাহাকে মুক্ত করা গেল সে আপনার কি
 অন্য কারার হানি যে করিবে আমায় কি আমা-
 দের বিবেচনায় এমত শকা হয় না উক্ত জেলের
 ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেব কিস্তি পূর্বোক্ত সন্দর্শ-
 কেরা এই মর্শের মাটি ফিকেট দিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার মুক্ত হইবার
 অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা পূর্বে
 ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই
 স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা
 দিলে কোন এক জন বিচারকর্তাকে ও দুইজন চিকিৎসক সাহেবকে কমি-
 শ্যনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐ কমিশ্যন আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিম্নমিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিবেন গবর্ণমেন্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমন ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক বা বিচার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৭৫ ধারা ৪৭৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে আপনাদের নিকটে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না ঐ গবর্ণমেন্টের অধোদ্যতে ইহার প্রতিজ্ঞা দিলে গবর্ণমেন্টে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা হলেও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কর্ম-কর্তাকে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেন্টের নিরূপিত সময়ে ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পাইবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ কর য য তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে; ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্যকর্তাকে নিযুক্ত করা যায় তাহার খাতিরিফিকেটে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ কর য য তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে; ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্যকর্তাকে নিযুক্ত করা যায় তাহার খাতিরিফিকেটে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

৩৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিচারকার্য সম্পাদিত বোনর অপরাধের মোকদ্দমার আন্তর্জাতিক কার্য বিষয়ক বিধি

৪৭৬ ধারা। * ১৯৫ ধারার উল্লিখিত বিচারকার্যক্রমে তৎসম্মুখে কৃত কি আত্মীক কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু ১৯৫ ধারার নিমিত্ত স্থলে কার্য প্রণালীর দ্বারা তাহা, কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত এমত বোধ করিলে সেই

* বোন আদালত সমক্ষে কোন অপরাধ হেতু তাহার অস্বমতি ক্রমে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে একমুখি বিধান করিবার মূল উদ্দেশ্য এই যে ঐ আদালত বিশেষ বিবে-

আদালত প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্মিত্য পাঠাইতে

চম করিয়া ঐ অসুস্থি প্রদান করিবেন ১৩ উঃ রিঃ ৩৭ কোন সরকারী কার্য-কারক নিবট কোন ব্যক্তি সম্মুখে কোন মিথ্যা সংবাদ দিলে তাহার অসুস্থি বাতীত ঐ মিথ্যাসংবাদদাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে ন কারণ ঐ অপরাধ ঐ সরকারী কার্যকারক বিরুদ্ধে করা হয় বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু অতিশয় ব্যক্তি ঐ কার্যকারকের অসুস্থি বাতীত ক্ষতি পূরণ পাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে ৯ উঃ রিঃ ৩১ ঐ সংবাদ কেন নিম্নস্থ বার্যাবারক নিকট প্রদত্ত হইলে তাহার উপরিস্থ কার্যকারকের অসুস্থি ক্রমে সংবাদদাতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতে পারে ১১ উঃ রিঃ ২২ ১২ উঃ রিঃ ৩৮ যে আদালতের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবমানন কর হয় তাহার অসুস্থি বাতীত ঐ হেতু ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৬৫৩ এই আইনের ১৯৫ ধারার বিধিত কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী আদালত সম্মুখে করা হইয়াছে একপ ঐ আদালতের স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ রূপে স্বাক্ষর হইলে তিনি আপন হইতে অপরাধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন অন্যথা পক্ষগণের প্রার্থনা অনুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অসুস্থি দিতে পারেন ১১ উঃ রিঃ ১৭১ দেওয়ানী কোন দলীল সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ কিংবা বিচার না করিয় কোন দেওয়ানী আদালত তাহা জাল গো তৎসম্বন্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অসুস্থি দিতে পারেন না ১৯ উঃ রিঃ ১৮৩ দেওয়ানী দেওয়ানী আদালত যে দলীল সম্বন্ধে আত্মীয়তের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অসুস্থি প্রদান করেন তাহ এবং যেহেতু নামে ঐ দলীল জাল বিবেচন করেন তাহা স্বীয় আজ্ঞাপনে নির্দেশ করিবেন । এবং মিথ্যা সাপ্য দেওয়া হেতু কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিলে তাহা যেহেতু মিথ্যা বিবেচনা করেন তাহ আজ্ঞাপনে উল্লেখ করিবেন ১০ উঃ রিঃ ৪১ দেওয়ানী আদালত যে অপরাধ হেতু ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অসুস্থি প্রদান করেন তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিবেন ১৩ উঃ রিঃ ২৫১ দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারার মোকদ্দমায় সাধারণ ভাবে অসুস্থি প্রদান করিলেই হইতে পারে । ১১ উঃ রিঃ ১৭ ২৫ উঃ রিঃ ৫ ; ৩৩ কোন ব্যক্তি তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে কোন দলীল জাল জানিয়া তাহা মত বলিয় দেওয়ানী আদালতে ব বহান করিয়াছিল । এমতাবস্থায় তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৪১ ধারার অপরাধ খাটিবে কিন্তু ১৯৩ ধারার অপরাধ খাটিবে না ইঃ লঃ রিঃ ৫ কলি ৭১৭ দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারানুসারে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিচার আরম্ভ করিয় তাহা সমাপন না হইলে তাহাকে মৃত্তি দেওয়া অন্য র । ২২ উঃ রিঃ ৮৩ কোন ডেপুটি কালেক্টর কোন অভিযোগের কার্য অনুসন্ধান হেতু ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিলে এবং কোন আদালত কর্তৃক ঐ

বিশ্ব তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত সাক্ষিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি উদ্ভূত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার অন্য কোন ব্যক্তিকে আতিশয় কঠিনে পারিবেন।

বার্ষিক সম্পাদিত হইবে তাহা তাহার তালিকাভুক্ত নির্দেশন থাকিবে ও ঐ তালিকাভুক্ত নালিশ স্বরূপ গণ্য হইবে ১৩ উঃ রিঃ ৪৫ কোন তালিকাভুক্ত আদালত আতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ হেতু কোন মোকদ্দম নিষ্পাদিত হইতে পারে না এবং বাকি তাহাতে সাক্ষীর জনস্বাক্ষর গ্রহণ করিবার সময় যদি ঐ তালিকাভুক্ত একজন নিবেদন করেন যে বাকি তাহার সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে তাহা আপন তালিকাভুক্ত অস্বাক্ষরিত দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার হেতু ফৌজদারী আদালতে তাহাতে পারেন ১৫ উঃ রিঃ ৬৪ কোন মোকদ্দমায় কোন দলীলের সত্যতা সম্বন্ধে বিচার্য বিষয় থাকিলে যদি কোন আদালত তাহা সত্য বলিয়া স্বীয় নিষ্পত্তিগত উদ্দেশ্যে তখন ঐ দলীল বাকি মোকদ্দমায় ঐ দলীল জাল বিবেচন হইবে তাহাভিন্নতর মোকদ্দম উপস্থিত বাকি ন অস্বাক্ষরিত প্রদানে আতিশয় কঠিন হইবে ১৬ উঃ রিঃ ৫০ এই আইনের ১৫ ধারার নিষিদ্ধ কোন অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্বাক্ষরিত দ্বিতীয় মোকদ্দম উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে তাহার দণ্ড হইলে সেই বিচার অস্বাক্ষরিত হইবে এবং ঐ তালিকাভুক্ত ঐ ব্যক্তির দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পর বেওয়া যাইতে পারিবেন ১৭ উঃ রিঃ ৫৩ কোন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ১০০ টাকার অধিক তামদারের প্রদান মোকদ্দমার বিচার হয় এবং তাহাতে মিথ্যা প্রমাণ প্রাপ্ত করান অভিযোগে এবং প্রমাণ হই ব্যক্তিকে ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করেন তৎপরে অপর প্রমাণ দলীলসমূহে প্রমাণ দলীল প্রদান হই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐকম মোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারেন এবং তদনুসারে ঐ চারি ব্যক্তির একজন বিচার হইয়া তাহার সম্মুখে সম্মতি হয় মূল মোকদ্দমার তালিকাভুক্ত বিচার ক্ষমতা জেলায় বেল্টের সাহেবের নাকার তাহার তদন্ত অস্বাক্ষরিত এবং তাহা তাহা সম্মতি জ্ঞাত তৎপরে বিচার সময় সম্মতি প্রদান করেন হাইকোর্ট তাহা তাহা এই বিচার করেন যে কোন মোকদ্দম সম্মতি হইয়া পর মোকদ্দম জ্ঞাত অস্বাক্ষরিত প্রমাণ দলীল তাহা এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অস্বাক্ষরিত প্রমাণ দলীল হইলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে পারেন না ১৮ উঃ রিঃ ৪৫ যে ব্যক্তি বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অস্বাক্ষরিত প্রমাণ দলীল হয় তদন্ত অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে ১৯ উঃ রিঃ ৩৪ ২০ উঃ রিঃ ৫৫ কোন মোকদ্দমা মূল মোকদ্দম আদালত কর্তৃক বিচার হইলে এবং ঐ মোকদ্দমতে এই আইনের ১৫ ধারার নিষিদ্ধ কোন অপরাধ ঘটনা হইলে তৎপরে তালিকাভুক্ত মোকদ্দম উপস্থিত করিতে অস্বাক্ষরিত দিতে পারেন ২০ উঃ রিঃ ৩৫ দেওয়ানী কোন প্রথম প্রাণীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট

তাহা হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন ও তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অপর্ণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপস্থিত ক্ষমতা-পন্ন অন্য মাজিস্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচারকার্য্যের ভার অপর্ণ করিতে পারিবেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়্য হেতু কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অসুসত্তি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে তদ্বিরুদ্ধে যেদ্বার মাজিস্ট্রেট নিবট আপীল হইতে পারে। ইঃ লঃ রিঃ ২ আদা ২০৫ ইঃ লঃ রিঃ ১ আদা ১১ ইঃ লঃ রিঃ ২ বোম্বাই ৩৮৪

মাজিস্ট্রেট এই বন্দীকৃতনে বন্দী মোকদ্দমা পাইলে ত হইতে বন্দী পত্রিকা করি তাহা তদ্বারা স্বাক্ষর করাইবেন এবং নিজে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ১২ উঃ রিঃ ৪৯ বোম দলীল কোন দেওয়ানী দি ফৌজদারী আদালত সমক্ষে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার ন হইলে তাহার জারীমত হেতু ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন আদালতের অসুসত্তি গ্রহণ করা অনাবশ্যক ১০ উঃ রিঃ ৫

কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রধানতঃ তদাদী ব আশ্রিত উত্থাপন হয় এবং জজ ঐ বিষয় বাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন কিন্তু বাদী স্বয়ং প্রমাণাদি প্রদান না করিয়া দুই জন সাক্ষী প্রেরায়। জজ ঐ দুই সাক্ষীকে অবিধায়ক করিয়া এবং বিবাদীর প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া বিবাদীর মপক্ষে নিষ্পত্তি করেন এবং বাদীর সাক্ষীগণে বদ্ধভাষায় লিখিত প্রবান-বন্দী ও তৎকর্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাহাদের সাক্ষ্যের সারসর্ম্ম মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া এই আদেশ করেন যে উহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচার ঘটিত কার্য্যে মিথ্য সাক্ষ্য দিয়াছে কি না এবং তাহার বাদীর ব্যাখ্যাকারক পাকা বিষয় বাদী স্বয়ং তাহাদিগকে মিথ্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে মত জ্ঞাপাইয়াছে কি না এবং বাদী জানিয় শুনিয়া আরজিতে মিথ্য সত্যতা দি থিয়াছে কি না তৎসমুদয় মাজিস্ট্রেট তদ্বিস্তান কার্য্যন এই প্রকৃষ্ট বহিত করিবার অন্য হাইকোর্টে মোসন হওয়ায় ইহ স্থির হয় যে (১) প্রথম তদন্ত ন করিয়া এবং ফৌজদারী আদালতকর্তৃক বিচার্য্য অভিযোগ নির্ণয় না করিয়া আদালত প্রকৃষ্ট দেওয়্য অন্যায (২) যেই মিথ্য কথা ফৌজদারী আদালত অসুসক্ষন করিবেন তাহা জজের নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত (৩) প্রকৃষ্ট দেওয়্য পূর্ব্ব কোন তদন্ত না করিয়া সাধাবণ অস্পষ্ট আদেশ দেওয়া অন্যায ইঃ লঃ রিঃ ১ বলি ৪৫০ এই নজিবে মর্মানুসারে ইঃ লঃ রিঃ ৬ কলি ৩০৮ পৃষ্ঠার নজিবে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কোন আদালত বিচার ঘটিত কার্য্যে লিখিত বাবান সমস্ত প্রমাণাদি হইতে যদি একপ বিবচনা করেন যে দণ্ডবিধি ১৩৩ ধারার বিধা সাধা সনের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক কোন অপরাধ কোন ব্যক্তি করিয়াছে তাহা হইলে অন্য কোন তদন্ত ব্যতীত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অসুসত্তি প্রদান করিতে পারেন

১৯৫ ধারার অন্তর্গত নজির দেখ

৪৭৭ ধারা। * মেশান আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচারকার্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, সেই আদালত ৪৪৪ ধারার বিধানের নিয়মাবলীতে এই ব্যক্তির নামে এই অপরাধের অভিযোগ বসিয়া তাহার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে এই ব্যক্তিকে সম্মুখ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে স্থায়িত্ব জাগির লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

এই আদালত মাজিস্ট্রেটকে উক্ত বিচারকালে মাক্যুদিগকে উপস্থিত করা ইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৭৮ ধারা। * কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমন অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচারকার্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, অপরাধের বিচার যদি কেবল মেশান আদালতে কিম্বা হাইকোর্টে হইতে পারে, কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কিম্বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে

মেশান আদালতে কি হাইকোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত, তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৭৭ ধারামতে মাজিস্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার অন্ত্য মোকদ্দমা পেরে না করিয়া অর্থাৎ সেই তদন্ত লওনের কথা

* কোন মেশান আদালত কিম্বা দেওয়ানী দেওয়ানী হইতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উত্থাপন করিলে অথবা তাহার নামে অভিযোগ করা হইলে তাহা বিচার করিতে পারেন না। ইং অঃ নিঃ ১ (বাধাই ১১) ২৫ অঃ নিঃ ২ আল ১২০ ২২ ২৩ নিঃ ৪৯ ইহা বিলম্বে ইং অঃ নিঃ ১৭। ১ ২ ও ১৩ পৃষ্ঠা ১০ জিরে এই দায় হইয়াছে যে, যে আদালত কিম্বা দেওয়ানী দেওয়ানী হইতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিলে তাহা বিচার করিতে পারে না কিন্তু এই হাইকোর্ট পূর্বানুবোধন করিয়া এই দ্বিধা বসিয়াছেন যে এক্ষণে অথবা অন্য আদালত কি মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন না। ইং অঃ নিঃ ১ আল ১২০ ৪৮৭ ধারা দেওয়া

১ মজবুতি আইনের ৪ ও ৩ ১০ ধারার ৩৭ গাম মধ্যে এখন স্থায়ী তদন্ত না করিয়া দেওয়ানী আদালত মেশানে অর্থাৎ বসিতে পারেন না। ২১ উঃ নিঃ ৫২ মজবুতির ১৯০ ধারা ১ কোন মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত বিচার কি অর্পণ জন্য মাজিস্ট্রেট নিকট পাঠাইলে তাহা মাজিস্ট্রেট পুনরায় দেওয়ানী আদালতের ফেরত পাঠাইতে পারেন না। ১৩ উঃ নিঃ ৪১

সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও হাইকোর্টের কিম্বা স্থল বিশেষে মেশান আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে হাজির আশিন লইতে পারিবেন।

এই ধারা মতে তদন্ত লইবার জন্য দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাদীনে মাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য যত দূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিস্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমনত জ্ঞান হইবে।

৪০৯ ধারা * দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্তৃক অপরাধীকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিস্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদীর ও প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে হাইকোর্টের কি স্থলবিশেষে মেশান আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

৪৮০ ধারা * ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন কোন স্থলে অদস্ত হইলে দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে, অপরাধী ইউরোপীয় ত্রিটিয় প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে, উঠিয়া যাইবাব পূর্ব কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধীর চূইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার

* কোন আদালত বিচার দ্রুতিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে এই ধারা খাটিবে এবং কোন ব্যক্তি যে দিবস আদালত অবসান বসে সেই দিবসই আদালত তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন। এই ধারামুগারে ঐ ব্যক্তির বিচার না করিলে তাহার বিচারার্থে তাহাকে অন্য আদালতে পাঠান যাইতে পারে। ১২ উঃ নিঃ ১৮।

আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ অর্গদও দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারায় কোন কথা এই ধারামত কার্যাসূচীনের প্রতি বর্ধিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৮-১ ধারা উক্ত আত্মক স্থলে যে বাগ্মান্য অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই নিয়মে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয় তা দত্ত এই সকল কথা নিশ্চয় করিয়া গণিবেন

ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির অধীন ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচার ঘটিলে যে কনো অসিষ্ট ছিলেন সেই কার্যের ভাব ও কার্য কতদূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যয় তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে

৪৮-২ ধারা * ৪৮০ ধারায় উল্লিখিত ও আপন র দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্গদও না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে আদালতের এত বেশী পারে তদ্বিধা কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার হইলে কন্যাপ্রাণীর কথা। অধিক তদণ্ড করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে, কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য করা উচিত নয় আদালত অন্য কোন কারণে একপ নিবেচনা করিলে যে কার্যাদি দ্বারা ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ণ লিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা পর মাজিস্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার আশিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন উক্ত মুক্ত আশিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অস্থির জিগায় ঐ মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন

* এই ধারাসূচীনে কোন ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইলে অবমাননার সূত্রাঙ্ক খিলিতে হইবে। ১১৫ঃ বিঃ ৭০ কি আকার বিচার ঘটিল কার্য আদালত নিযুক্ত ছিলেন তাহা অতিমো। পক্ষে উল্লেখ করিতে হইবে ১২ উঃ বিঃ ৬৪।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিস্ট্রেট নিকটে পাঠান যায় ইতি পূর্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে আবৃত্ত হইবেন

রেজিষ্টার বা সব-রেজি-
ষ্টার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারা-
মতে দেওয়ানী আদালত
যদি যা জান যে হুজু হইবে
তাহার কথা

৪৮৩ ধারা * স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিলে
ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী করণ বিয়য়ক ১৮৭৭ সালের
আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্টার বা সব-রেজি-
ষ্টার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অধিতায়াস্থ্যায়ী দেও-
য়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে

৪৮৪ ধারা কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য কবিত্তে আজ্ঞা
করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা
সেই কর্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা
করিলে তাহার যুক্ত হইবার কিম্বা কার্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত
বথ ।

৪৮৫ ধারামতে কোন অপরাধীর দণ্ড নিরূপণ
করিলে, যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে
স্বীকার কবে কিম্বা আদালতের হুজুমমতে অপবাদ স্বীকার করে তবে
আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে যুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা
করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

৪৮৬ ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়
সে মাফীকে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার
উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার না
অধিকারগত কি ক্ষমতাপূজ যে দলীল উপস্থিত
করিলে কোন ব্যক্তিরে বাধা
করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে
বন্ধ বলিবার কি হেফাজতে
অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন
মাফিয়ার কথা ।
যুক্তিসম্মত কারণ না জানাইলে, ঐ আদালত হেতু

* কোন সব-রেজিষ্টার নিকটে কোন দলীল জাল বদলি ও ভিত্তি হইবে ও তাহা রেজি-
ষ্টারের ক্ষমত থাকিলে তিনি ঐ নালিশ গ্রহণ করিতে সমর্থ অন্যথ ডেলান মাজিস্ট্রেট
নিকট নালিশ উপস্থিত করিবার উপদেশ বলা কর্তব্য ১৩ উঃ নিঃ ২১ কোন সব-রেজিষ্টার
নিকট কেহ দণ্ডবিধির ২২৮ ধারার অপরাধ করিলে তখন তিনি এই আইনের ৪৮০ কিম্বা
৪৮২ ধারামুগারে কার্য করিতে সমর্থ কিন্তু যদি তাহা না করেন তবে কোন মাজিস্ট্রেট ঐ
অপরাধের বিচার করিতে পারেন ন ২২ উঃ নিঃ ১০

লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির মাত্ৰ দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আদেশ করিতে কিম্বা তাহাকে আশ্রয়ভিত্তিক রাখা হইতে দেওয়া বা অন্যরূপে আশ্রয়ভিত্তিক রাখা হইতে পারিলে হইবে। ইতিমধ্যে মাফা ও উত্তর দিতে বা দণ্ডীল উদ্ভূত করিতে সমর্থ হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেহী ৮ ও ১০ নং রেজ আশীয়ার করিতে পারিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য হইতে পারিলে এবং রাজধানী নগরে বসে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অন্তঃস্থ বন্দী জেত করা যাইবে।

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত যত্নে ৪৮০ কি ৪৮২ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রী কি আশ্রয় উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে হইতে পূর্বে ও কারাদণ্ডের বণ্য নগরও সেহী আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

আজ্ঞাৱ মোকদ্দার আ-
শ্রয় নির্ণয় হইলে ও হার
উপর আপীলের কথা

এই ধারামতে আপীলের ক্ষতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যত দূর বর্জিত পাবে বর্জিত ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেহী নির্ণয় পরিতর্কন কি অন্যথা করিতে কিম্বা সেহী দণ্ডাজ্ঞা কম কি বনাধা করিতে পারিবে।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে, হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে, এবং

৩ না ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে মোশন আদালতে মোশন ওত্তর মদন্য থানে সেই আদালতে আপীল হইতে পারবে।

পূর্বোক্তমতে চিহ্নিত রেজিস্ট্রার বা মন-রেজিস্ট্রার প্রকৃৎ কোন কার্য-কারণ ওজ্ঞা অপরাধ নির্ণয় কারণে উক্ত সামান্যতঃ কম কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি হইল এবং ঐ কার্যকরক উক্ত বিচারপতি প্রকৃৎ অপরাধ নির্ণয় করিলে এত ধারার পূর্বোক্তমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত সেই আদালতে আপীল হইবে ; ও প্রলাভনে অমার অজ সাহেবের নিকটে যিস্ম রাজধানী নগরে হাইকোর্টে আপীল হইবে।

৪৮৭ ধারা * ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮৫ ধারাব নির্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাই-

কোর্টের জজ ও বেঙ্গলের রিকার্ডর ও প্রেসিডেন্সী

১৯৫ ধারার উল্লিখিত
অপরাধ কোন জজের কি
মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কর
গেলে তাহাদের সেই অপ-
রাধের বিচার না করিবার
কথা।

ম জিজ্ঞেস্টে ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ

কি মাজিস্ট্রেট ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎ-

সম্মুখে নিষা তাহার ক্ষমতার প্রতি অসজ্ঞা দেখা-

ইয়া কবা গেলে কিম্বা বিচারকার্যক্রমে ঐ জজ

বা মাজিস্ট্রেট স্বকপ তঁহার জ্ঞান গোচরে আনি

গেলে ঐ অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

যে মাজিস্ট্রেট সেশন অদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা-
পন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি
সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট যে অন্য মাজি-
স্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জনা না পাঠ ইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি
কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন বথ দ্বারা একপ
বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

৩৬ ষট্টিত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রী ও সম্মানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারা।। কেন ব্যক্তির উপযুক্ত মজ্জতি থাকিতে ও সে আপন শ্রীত

কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঐক কি

শ্রী ও সম্মানাদির ভরণ-
পোষণের আজ্ঞার কথা

স্বারজ সম্মানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি

অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে,

* কোন জজ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত বনিবান অনুমতি ও দান বন্দিয়া তাহা
স্বয়ং বিচার করিলে কেবল মাত্র সেই ব্যক্তি তাহা অসিদ্ধ হইবে না ২২ উঃ নিঃ ১৬
এই ধারার নিখিত বিচার বনিবান নিষেধ আজ্ঞা যে জজ মূল মোকদ্দমা উপস্থিত বনিবান
হকুম দেন তৎপ্রতি মাত্র খাটিবে তিনি স্থানান্তর গমন করিলে তাহাব পদধারী জনের
প্রতি খাটিবে ন ইঃ লঃ নিঃ ১মাত্রাজ ৩০৫ ৪৭৭ ধারা দেখ

† কেবল মাত্র স্বামী ও শ্রীর মধ্যে অনৈক্য বলিয়া শ্রী পৃথক রূপে ভরণপোষণ পাইতে
পারে না ভরণপোষণের মোকদ্দমায় শ্রীর প্রতি স্বামী আত্মচার করে ও তাহাকে জ্ঞান

জি. ন. মাঞ্জিষ্ট্রেট মাহেব কিস্মা প্রোগিডেণ্ডী মাঞ্জিষ্ট্রেট কিস্মা মহকুমার মাঞ্জি-
ষ্ট্রেট হি পথম প্রোগিডেণ্ডী মাঞ্জিষ্ট্রেট হি জৌর কি মজানেন ভরণপোষণেব
নিমিত্তে মাহেব ম সিলেক্ট বঙ্গমা টে কীর অনামিক যত টাকা উচিত বোধ
করেন হি ব্যক্তি ৩৩ টাকার দ্বারা আদায় বার্ষিক দানি বেন মাঞ্জিষ্ট্রেট
মহমেদ যে ব্যক্তি নিম্নে দ্বারা আদায় করেন, সেই টাকা সেই ব্যক্তির
নিকট দিতে হইবে

[illegible]

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার অজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে

যদি ঐকপ অজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক ঐ কবিতে উপেক্ষা
কবে, তবে যতদূর ঐ অজ্ঞা লঙ্ঘন হয় ততদূর
সেই অজ্ঞা প্রবল করি-
বার কথা। ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের
পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেবা টাকা আদায়
করিবার ও ওয়ারন্ট জারী হইলেও কোন ম সের টাকার সমুদয় বা কোন
অংশ অদত্ত থাকিলে ঐ ব্যক্তির এক মাস কাবাবদ্ব হইবার অজ্ঞা কবিতে
পারিবেন।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, জী .আগান সঙ্গে বাস করিলে আমি
তাহার ভরণপোষণ কবিতে প্রস্তুত আছি, ও জী
উপবিধি।
যদি তাহার সঙ্গে বাস কবিতে স্বীকার না কবে,
তবে ঐ জী অস্বীকার কবিলে যে কারণ জানায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কাবণ
বিবেচনা করিতে পারিবেন, ও সেই পুরুষ উপজী রাখে কি আপন জীর
প্রতি নিষত নির্দয়াচার করিয়াছে ইহ যদি স্বাধোদয়মতে জানিতে পান, তবে

একপ মোকদ্দমায় ঐ শ্রী পিতা জবানবন্দী গ্রহণ করা ও ঐ জী স্বামী সহিত সহবাস
করিবার ক্ষমতী কিনা ও কি রূপ অন্তঃস্থান বিবাহ হইয়াছিল ও সেই সময় তাহাদের
সহবাস কবিলে কোন দুঃখ ছিল কি না তৎসমুদায় বিবেচনাপ্রাপ্ত আদেশ করা কঠব্য
২৪ উঃ নিঃ ৪৪ মোকদ্দমায় শ্রী ও বানানি সিংহবদ্ব কবিতে যেকপ বিধান
আছে তৎসমুদয় না করিয়া মমনের মোকদ্দমায় যেকপ সাক্ষীর জবানবন্দী বিধিতে হয়
সেই রূপ এই ধারার মোকদ্দমায় জবানবন্দী বিধিতে হইবে ২৪ উঃ নিঃ ৬২ এই
ধারার আদেশ ভবিষ্যতে প্রতিপাদিত হইবে না। এতপ তাৎক্ষণিক জামিন জওয়ান আদেশ
করা অবৈধ ২৪ উঃ নিঃ ৭২ এই ধারারূপান্তরে বোন জরজ সম্ভাবনায় তাহার পিতার
নিকট দেওয়ান অন্য তাহার মাতার প্রতি আদেশ হইতে পাবেন এবং কোন ব্যক্তি ঐ
সম্ভাবনায় অভিভাবক হইবে তাহাও মাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত কবিতে পাবেন না ইঃ ২৪ নিঃ ৪
কলি ৩৭৪। বোন ঐ ও পুরুষের মধ্যে স্বামী ও জীব সম্পর্ক থাক সময়ে উই ধারারূপান্তরে
ভরণপোষণের আদেশ হইতে পাবে ইঃ ২৪ নিঃ ৫ কলি ১৫৬ মুসলমানের আইনারূ-
পান্তরে শ্রী ধর্মাবলম্বী মুসলমানের মুক্তা অংশীমত বিবাহিতা শ্রী ভরণপোষণ পাইতে
পারেন কিন্তু এই ধারারূপান্তরে ঐ জী ভরণপোষণ পাইতে পারে ইঃ ২৪ নিঃ ৮ কলি

পুণ্য পূর্ণিষ্ঠা হুস্তাব করিলেও মাষিষ্টেট এই ধারামতে আত্মা করিতে পারিলেন না।

শ্রী মণি উপাশ্রিত মন্ত্রে নাম করেন, কিন্তু মণি অল্পমুখ্য কারণে আপন স্বামীত মন্ত্রে নাম করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু মণি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র নাম করেন, তবে এই ধারামতে স্বামীত স্থানে ঐ জীত বৃত্তি পাইবার আশার নাই।

কোন শ্রী। অল্পকালে এই ধারামতে কাজ করা গেলে যদি লম্বা হয় যে, সে উপাশ্রিত মন্ত্রে নাম করিতেছে কিন্তু উপমুখ্য কারণে বিনা আপন স্বামীত মন্ত্রে নাম করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র নাম করেন, তবে মাষিষ্টেট উক্ত আত্মা রহিত করিবেন।

এই ধারামতে সমুদয় মাফা স্বামীত বা স্থলবিশেষে পিতার মাফাতে লওয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আত্মা দেওয়া গেলে তাঁহার উকীলের মাফাতে লওয়া যাইবে এবং সমস্ত মোক্ষদায়ক যেকোন মাফা লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা সেইক্রমে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

৪৮৯ ধারা * ৪৮৯ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি ঐ ধারামতে যাচার প্রতি স্বীয় জীতে কি মস্তানকে মাসিক বৃত্তি পরিচালনা করিবার বৃত্তি দিবার কতক হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির মজাতি পরিবর্তন হওয়া প্রমাণ হইলে, ঐ মাষিষ্টেট উক্ত বৃত্তি সমস্তে পানি জ্বল করা উচিত নাম করেন আরও পারিবেন কিন্তু মাগে মোটে ৫ কাশ টাকাই অধিক দিবার অঙ্গ করিবেন না।

* ৪৮৯ ধারানুসারে কোন ব্যক্তি ১ মাসিক ৬ মাসিক বা ১২ মাসিক টাকা দেওয়ার আদেশ হইলে যদি ঐ ব্যক্তি ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দিবেন তবে তখন এই ধারামতে মাষিষ্টেটের নিবর্তন হইবে আরও ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দিবেন তবে মোট মোট করা বিবেচনা নহে। ৯ উঃ শ্রিঃ ১। কোন ব্যক্তি ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দেওয়ার আদেশ হইলে যদি ঐ ব্যক্তি ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দিবেন তবে তখন এই ধারামতে মাষিষ্টেটের নিবর্তন হইবে আরও ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দিবেন তবে মোট মোট করা বিবেচনা নহে। ৯ উঃ শ্রিঃ ১। কোন ব্যক্তি ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দেওয়ার আদেশ হইলে যদি ঐ ব্যক্তি ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দিবেন তবে তখন এই ধারামতে মাষিষ্টেটের নিবর্তন হইবে আরও ১০ বা ১১ বা ১২ মাসিক টাকা দিবেন তবে মোট মোট করা বিবেচনা নহে। ৯ উঃ শ্রিঃ ১।

৪৯০ ধারা * যে ব্যক্তি র ভরণপোষণেব নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায়
 তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত
 ভরণপোষণের কাজ প্র-
 বন্ধ করিবার কথা অভিভাবককে কিম্বা যে ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া
 যাইবে সেই ব্যক্তিকে িনা ফীতে ঐ আজ্ঞার
 নকল দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই
 ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানে কোন মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের
 অনন্যতা ও যে টাকা দেওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় স্বদোদ-
 মতে জ নিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াম কর্পস ত বাপ্প আজ্ঞার বিধি

৪৯১ ধারা ফে ট উইলিয়ম ও মাক্সাজ ও
 হাবিয়াম কর্পস নামক বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট যে সময়ে উচিত
 পরওয়ানা ডাবাপ্প দাওয়া দিবাস ক্ষমতার কথা বোধ কবেন সেই সময়ে এইর আজ্ঞা করিতে
 পারিবেন

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টেব দেওয়ানী মোকদ্দমা অর্থাৎ অনিবার
 ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয়,
 এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টেব সম্মুখে আনা হইবার আজ্ঞা

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি দেখাইলমতে কি অল্পচিত্রমতে
 রাজকীয় কার্য্যকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে
 তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত
 কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে
 সেই বিষয়ে সাংক্ষিপ্তরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের
 সম্মুখে আনা হইবার আজ্ঞা।

* ভরণ পোষণ নিমিত্ত টাকা দেওয়ান তাদেশ হওবার পর উক্ত টাকা না দেওয়া হেতু
 ঐ ছব্ব প্রবল করিতে প্রী প্রার্থন কর য আমি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া মুমল-
 যান শ্রীমানের ঐ প্রীকে পরিত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় হাইকোর্ট এই সীমাংসা কবেন
 যে ঐ রূপ ত্যাগ করিবার পূর্বের ভরণপোষণের টাকা দিতে আমি বাধ্য কিন্তু উক্ত
 পরিত্যাগের তারিখের পর টাকা না দেওয়ান জন্য ঐ ব্যক্তি ৪৮৯ ধারামুসারে মাজিষ্ট্রেট
 নিকট প্রার্থনা করিতে পারে। ১৯ উঃ বিঃ ১৩।

(ঘ) যে টি মার্শালের সম্মুখে কিম্বা মজিসভামিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনারেল স হেতর যে ন কমিশ্যনের বসে কামব নী কোন কমিশ্যনরদের সম্মুখে নিচায় হইবে অন্যো বিষয় উক্ত টি মার্শালের কি কমিশ্যনরদের সম্মুখে উক্ত স্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষা দিবান অন্যো পূর্বে উক্ত বন্ধ কোন আশামৌকে কানাইর আশা

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আশামৌর নিচায় হইবার অন্যো ডাহার বন্ধ থাকার এর স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান কবিনার আশা

(চ) যুক্ত কমিশ্যনর বসে কামব নী মার্শাল স হেতর যে ন কমিশ্যনরদের সম্মুখে নিচায় হইবে অন্যো বিষয় উক্ত টি মার্শালের কি কমিশ্যনরদের সম্মুখে উক্ত স্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষা দিবান অন্যো পূর্বে উক্ত বন্ধ কোন আশামৌকে কানাইর আশা

এই মার্শালে যে আশামৌর মধ্যে কার্য নব য হইবে উক্ত প্রত্যেক হাই কোর্ট সম্মুখে সেই আশামৌর মধ্যে কিম্বা আশামৌর মধ্যে পাবিবেন।

বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইন, ১ প্রাক্ষেপ ১৮১৯ সালের ২ আইন কিম্বা বোম্বাইর ১৮২৭ সালের ১৫ আইনমতে অথবা মজিসভামিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনারেল স হেতর ১৮৫০ সালের ৩৪ আইন বা ১৮৫৮ সালের ৩ আইনমতে যে ব্যক্তি দিগকে অ টক কবিনার রাখ যাব তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা থাকে না।

নবম খণ্ড।

আতিথিক বিধান

৩৮ আর্টিকেল অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোগাদির প্রকৌশল বিধি

৪৯২ ধারা।* মজিসভা মিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনারেল স হেতর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন রাজকীয় অভিযোগাদির মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন যুক্ত বসিব ও সমস্তা কর মোকদ্দমায় বা কোন বিশেষ প্রকার মোকদ্দমায়

* ১৮৮১ সালের ২১ মার্চের ডাবিংগার নং ১২ যে মন্বিকি উক্ত ধারার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর স হেতর বাহাদুর বাঙ্গালী প্রদেশের সমস্ত উত্তর প্রদেশের রাজকীয় অভিযোগাদির মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রাজকীয় অভিযোজনা নামক এক বা একাধিক কার্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন

মেশন আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায়, জিজ্ঞাসিত জাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে মহকুমার জাজিস্ট্রেট, রাজকীয় অভিযোজনা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্যপক্ষে অসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট স্পারিটেগেটেব শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কর্মকাবক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোজনায় কর্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন

৪১৩ ধরা। * যে আদালতে রাজকীয় অভিযোজনা প্রতি সমর্পিত

যে মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন সেই সেই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোজনা উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমে পারিবার বথ

সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আত্মাধীন থাকিবার বথ।

মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন, ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি সামান্য কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোজনা প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশপ্রাপ্ত উকীল তাঁহার আত্মাধীনে কর্ম করিবেন।

* অর্পণকারী জাজিস্ট্রেট নিকট সাক্ষিগণ যে অন্যান্য আদালত বহু তাহার সহিত মেশন আদালতের ও নানানিষ্ঠে কোন কথার প্রত্যুত্তর তদন্ত হইবে তাহা রাজকীয় অভিযোজনা অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য ২০ উঃ নিঃ ৩৮ জাজিস্ট্রেটের অনুমতি বাতীত হাইবোর্টের কোন বসিষ্টন মেশন আদালতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেন্ট পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। ২৩ উঃ নিঃ ১৪। সশ্রমভাষিষ্ঠ শ্রীল প্রমুখ গবর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুরের অনুমতানুসারে গবর্ণমেন্ট সলিসিটর কলিকাতার পোলীস কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযোজনা নিযুক্ত করিলে তিনি সরকারী কার্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন ইঃ দঃ নিঃ ৩ বনি ৪৯। স্ট্যাম্প আইন সম্পর্কীয় কোন অপরাধীকে বিচারার্থে অভিযোগের কার্য চালাইবার জন্য বোর্ডের সাহেব কোন জাজিস্ট্রেটকে নিযুক্ত করিতে পারেন না। গবর্ণমেন্ট প্রীতির কি অন্য ব্যক্তিকে ঐ অন্য নিযুক্ত করিতে পারেন ইঃ দঃ নিঃ ৩ বনি ২২

৪১৪ ধারা। মজিমাতিমিত্ত কীমত গবর্ণর জেনরল স চেম্বার বা স্থানীয়
 গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত নোন রাজকীয় অভিযোজনা
 আভিযোগ উঠাইয়া গিয়া
 তাহার ফলের কথা

যদিও তাহা দিবার পূর্বে ও অন্য স্থলে, নিষ্পত্তি
 প্রকাশ করিব ন পূর্বে, অদালতের আন্তরিকতা ইহা কোন ব্যক্তির নামে
 অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন এতদে যদি অভিযোগ উঠাইয়া
 লওয়া যায়, তবে

(ক) অভিযোগের প্রত্যয় হইলে তাহা করিলে অভিযুক্ত
 ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(২) অভিযোগের প্রত্যয় হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এটি আইনমতে
 অভিযোগের প্রয়োজন নাই সেই স্থলে প্রত্যয় করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
 নির্দোষ করা যাইবে।

৪১৫ ধারা। * নোন মজিমাতিমে কক্ষমত তদন্ত লইলে নি বিচার
 করিলে গোপীমের ইনস্পেক্টরেন প্রবীর নিয়ম
 আভিযোগ চালাইবার
 অসম্মতির কথা
 গোপীম কক্ষকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অভি-
 যোজনা প্রকরণ মোকদ্দম চালাইবার অসম্মতি
 দিতে পারিবেন কিন্তু তদন্ত অসম্মতি না করিলে আভিযোগে জেনরল
 কি ইন্সপেক্টরেন কি গবর্ণমেণ্ট স নিমিত্ত কি রাজকীয় অভিযোজনা কিম্বা
 অন্যদর্শে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে সাধারণ বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
 কোন কার্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তির দ্বারা করা কনিষ্ট অধিকার নাই
 কোন ব্যক্তি অভিযোগ করা চালাইলে আপনাকে উকীলের দ্বারা
 তাহা চালাইতে পারিবেন।

* রাজকীয় অভিযোজনা ভিন্ন অন্য অভিযোজনা এই আইনের ৪৩৫ ধারা মতে কোন
 মেম্বারদ্বারা মোকদ্দম অদালতে উপস্থিত হইতে পারেন। ১৪৬ বিঃ ৫১ গোপীম
 মোকদ্দম উকীল মোকদ্দম অভিযুক্ত ব্যক্তির পাশে ৩০ ১১ হইতে ১১১১ মোকদ্দম
 মোকদ্দম উপস্থিত হইতে সক্ষম ১৪ ৫১ বিঃ ২৩ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ও তৎকর্তৃক
 ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্যকারক ভিন্ন অন্য কেহ প্রেসিডেন্সী মজিমাতিমে অসম্মতি ব্যতীত
 রাজকীয় পক্ষে মোকদ্দম চালাইতে সক্ষম মোকদ্দম ইঃ ৫১ বিঃ ৩ কলি ৫৯

৩৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি

৪৯৬ ধারা। * যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে

যে স্থানে হাজিরজামিন
লওয়া যাইতে পারে তাহা
লইতে হইবার কথা।

না এমনত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন
ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্তৃক ওয়ারণ্ট
বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে, কিম্বা কোন

আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে
আনা গেলে, ও সে উক্ত পোলীসের কর্মকারকেব হেফাজতে থাকি-
বাব কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য চলিবার কোন সময়ে হাজির
জামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহাব স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে
ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে পরন্তু পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন
বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম-
কারক কি আদালত উচিত বোধ করিলে তাহার স্থানে হাজির জামিন না
লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

৪৯৭ ধারা।† যে অপরাধ হইলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে

হাজির জামিন লইবার
অযোগ্য যে স্থলে হাজির
জামিন লওয়া যাইতে পারিবে
তাহার কথা

না, কোন ব্যক্তির নামে এমনত অপরাধের অভি-
যোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার
অধ্যক্ষ ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক
করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের

সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজির জামিন
লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের
অভিযোগ হইল সে ঐ অপরাধে অপরাধী এমনত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত
কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐকপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না

* অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন দেওয়ার আশ্রয় ও বাতিল হইতে পারে একপা কোন সত্তা
তৎপ্রতি জামিনের আদেশে মাতিয়েট যোগ করিতে পারেন না ১৩ উঃ বিঃ ১

† কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়ার পর ভবিষ্যতে তদ্বিবক্ষে কোন প্রমাণ
পাওয়া যাইতে পারে একপা আশঙ্কায় তাহার প্রতি হাজির জামিন দেওয়ার আদেশ হইতে
পারে না। ১০ উঃ বিঃ ৩৪।

এ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাতার তদন্তের আরো তদন্ত নহেবার বিশিষ্ট তেজু আছে অল্পসংখ্যক কি তদন্ত কি বিচার করা চলিবে। কোন সময়ে উক্ত কর্মকারকের কি আদালতের এইকণ বিবেচনা হইলে, এই তদন্ত না লগ্ন পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন নহে। কিন্তু এই কর্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চ লিখিত বিধান অনুসারে জামিন দিয়া উপস্থিত হইবার নিবন্ধনপত্র তাতার স্ব নে লেগাইয়া নহে। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

পশ্চাৎ এই আইনমত কোন কার্যাবলী হইবার কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে যুক্ত কোন ব্যক্তিকে দৃষ্ট করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবে না।

৪৯৮ ধারা। * এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেগাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমান অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধরা নহা যাইবে এবং এই টাকা অত্যধিক হইবে না ; এবং কোন ব্যক্তিকে হাজির জামিন দিবার অধ্যমতি দেওয়া যম, কিন্তু পোলীসের কর্মকারক কিম্বা মাজিস্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাইকোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই সমস্ত আত্মা দিতে পরি-
বে।

* হাইকোর্টে আপীল দায়ের ৭২৭ নং আইন উক্ত বোর্ডের এবং অন্য আপীলটিকে জামি দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। ১০৭ নং উঃ বিঃ ১৮ কোন ৩০ নং নংর তদন্ত দম হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি নিকট হইতে জামিন গ্রহণ নহা দায়ের আদেশ প্রাপ্ত করিতে পারেন। ২০ উঃ বিঃ ২০ কোন ৩০ নংর ব্যক্তির ১৮ ধারামতে সেশন জামিন দিতে পারেন না ২০ উঃ বিঃ ১৮। ইঃ জঃ বিঃ ১ আদা ১৫০

৪৯৯ ধারা * কোন ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন কি তাহার নিজের
 তত্ত্বাবধায় ও জামিন দের নিবন্ধপত্রের কথা নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্বে
 পোলীসের কর্মকারক কি স্থলবিশেষে আদালত
 যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি
 ও তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক
 জন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে নিবন্ধপত্রের
 নিয়ম এই যে ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত
 হইবে, ও পোলীসের কর্মকারকের কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা
 না হওন পর্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে

যদি মোকদ্দমায় প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে
 যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি
 অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য আহূত হইলে হাইকোর্টে কি সেশন আদা-
 লতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে

৫০০ ধারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হই-
 বাব নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই
 হেফাজত হইতে মুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কারাগারে
 হইবার কথা থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজির জামিন
 লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা
 দিবে। উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কার্য্যকরক তহাকে মুক্ত করিবে।

যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তন্নিমিত্ত কোন বিষয়ের
 নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে, এই ধারার
 কিস্তি ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার
 আদেশ হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

* যেহেতু বাদে মাজিষ্ট্রেট জামিনের পরিমাণ ধার্য্য করেন তাহ তাহার বিপিবদ্ধ করা
 উচিত হইল: বিঃ ২ বডি ৩৮৪ অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে জামিন দেওয়ার জন্য
 উপস্থিত করিলে উপযুক্ত ও সমস্ত কারণ ব্যতীত তাহার জামিন গ্রহণ করিতে মাজিষ্ট্রেট
 অস্বীকার হইতে পারেন না ২২ উঃ বিঃ ৩৭

৫১ ধারা। জাতি কি প্রভু নাক্রমে বা প্রকাবাক্রমে অথবা টাকার

জন্মে যে চালিত্যামি-
লওয়া যায় তাহা শুধু ন
হইলে প্রচুর ভাগি-
আজ বাক্যের ক্ষতি
কথ।

জামিন লওয়া যায় না কিন্তু, কিন্তু হাজিরজামিন
পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে, তাহা দিলে মৃত করিব
ওয়ারন্ট বাকির করিয়া হাজির জামিন ক্রমে মৃত
ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনা হইবার আজ্ঞা
করিয়া উপযুক্ত হাজিরজামিন দিবান আজ্ঞা

করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে বারানক করিতে পারিবেন

৫০২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া

অতিভূদে। মৃত হইবার
বখা

গেলে, তাহান উপস্থিত হওয়া ও উপস্থিত থাকার
সমুদয় কি কোনও ভিত্তি কোন সময়েই মাজি-
ষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপনার নিবন্ধ-

পত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন

তদুপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট উৎকর্ণপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার
সম্মুখে উপস্থিত বাবাইব ন আদেশ করিয়া তাহাকে মরিয়া আনিবান ওয়া-
রন্ট দিবেন

সেই ব্যক্তি ওয়ারন্টক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে
না দিলে মাজিষ্ট্রেট তাঁ অভিভূদেন নিষ্কর্ণ সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের
নামক্রে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া তাঁ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভু
দিতে আজ্ঞা করিবেন তাহা দিতে না পালে তাহাৎ কার বন্ধ করিতে
পারিবেন

৪০ চতুর্বিংশ অধ্যায়।

মার্শিয়ের নীচের বিধান বিষয়ক বিধি।

৫০৩ ধারা। * মাজিষ্ট্রেট কোন মাজিষ্ট্রেট পদীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে

যে ক্ষেত্রে মার্শিয়ের নীচের
পস্থিত থাকিয়া আশুতি
দেওয়া হইতে পারে তাহা
বখা

বিজ্ঞ বিবরণ বি কর্তে না হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেটকে
উপস্থিত বরাব হইতে পারে না তাহা বিবেচন
ভাবগতিক বিবেচনায় সুবিধিগত নহে এই ফাইন-
মত কোন উদ্দেশ্য কি নিচান কি অন্য আনুষ্ঠানিক

* কোন পদানিগীকৃত্যেব কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় বাদিনী হইলে তৎপরিবর্তে

কার্য্য উদ্দেশ্যে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের কি জিলাব মাজিস্ট্রেটের কি
সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিস্ট্রেট কি
আদালত কি কোর্ট সেই মাক্কীৰ স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অসম্মতি দিতে
পারিবেন ও উক্ত মাক্কীৰ মাক্ক্য লইবার নিমিত্ত যে জিলাব মাজিস্ট্রেটের

কমিশান নিয়ান ও তাহার কার্য্যজপালীর কথা ।
কিন্মা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের বিচারনা-
ধীন স্থানে মাক্কী থাকে তাহ ন নামে কমিশ্যন
নিযিয়া দিতে পারিবেন

ক্রীতদাসী মহা নারীর সহিত সন্ধি বন্ধ যে র জীব বা রাজ্যামিকারের দেশে
ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় গণপমেটের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছেন, মাক্কী সেই
দেশে বাস করিলে কমিশ্যন ঐ কার্য্যকারকেব নামে দেওয়া যাইতে
পারিবে

যে মাজিস্ট্রেটকে কি কার্য্যকারকে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং
কিন্মা জিলাব মাজিস্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিস্ট্রেটকে
এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিস্ট্রেট মাক্কী যে স্থানে থাকে সেই স্থানে
যাইবেন কিন্মা ঐ মাক্কীকে আপনার নিকটে সমন করিবেন, এবং এই
আইনমতে ওয়ারেন্টের মোকদ্দমার বিচারকালে যে প্রকারে মাক্ক্য লওয়া
যায় ও যেহেতু সমস্তমতে কার্য্য হয় সেই প্রকারে ঐ মাক্কীৰ মাক্ক্য লইতে
পারিবেন ও তদর্থে সেই সমস্তমতে কার্য্য করিতে পারিবেন

৫০৪ ধার মাক্কী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের বিচারধীন স্থানের
মধ্যে থাকিলে যে মাজিস্ট্রেট বা আদালত কমি-
মাক্কী মাসমানী ন রেয় মধ্য থাকিলে কমিশ্যনের শান নিযিয়া দেন সেই মাজিস্ট্রেট বা আদালত
কথ থাকিলে কমিশ্যনের শান নিযিয়া দেন সেই মাজিস্ট্রেট বা আদালত
ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের নামে কমিশ্যন দিতে

তাহার জাতিগোত্র বাসাবাস করক অদ্বাদে উদ্ধিত নহি পণীয় কন উচিত ২৪
উঃ বিঃ ২২ মোহনদাসী মোকদ্দমার কোন পার্জনী প্রীলোক মাক্কী থাকিলে
তিনি আদালতে উপস্থিত ন হইয়া কমিসন দাবা অবমাননি ও দান দিতে পারেন । ইঃ অঃ
রিঃ ৪ কলি ২০ কোন অধিক বয়স ইমোনোণী প্রীলোক গীড়িতাবস্থায় আছেন
বলিয়া কমিসন দাবা অবমাননি দেওয়া বারণ হইনোট জাৰ্বন করেন ইহাতে
এই মীমংস হয় যে ঐ কারণে কমিসন ইচ্ছ করিলে আসামীর পক্ষে অভিযুক্ত হইতে
পারিব ইঃ অঃ রিঃ ৮ কলি ৮৯৬ ।

পারিবেশ তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের মাক্য লইবার তাহান যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই মাজিষ্ট্রেটকে উপস্থিত করাইয়া তাহান মাক্য লইতে পারিবে।

ক্রীতগতী মহারানী বিকটরিয়ার ৮৯ ও ৪০ বঙ্গাব্দের ৪৯ অধিদায়র আইনের ৩ ধারামতে হাইকোর্টের যে : কমিশ্যন নিগিয়া দিবান ক্ষমতা আছে এই ধারায় কোন কথায় তাহান কোন বিষয় হইবে না।

৫০৫ ধারা এই আইনমত যে কোন আন্তর্জাতিক কার্যকমিশান বাহির হয়, তাহান উভয় দিক যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশ্যনের আদেশ করেন সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত বাহা প মাজিক অন করেন এমন প্রশ্ন নিগিয়া ৭ ঠাইতে পারিবে। ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্যকালকের নামে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্ন দ্বিগুণ উক্ত মাজিষ্ট্র পবীক্ষা লইবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্যকালকের নামে কমিশ্যন নিগিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষেরা উল্লিখিত দ্বিগুণ কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, অথবা তাহান সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটকে পবীক্ষা করিতে ও স্বল্প-বিশেষে কুট পবীক্ষা কি পুনঃ পবীক্ষা করিতে পারিবে।

৫০৬ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমত কোন অধস্তন কর্মসূচী মাজিষ্ট্রেটের কমিশ্যন দ্বারা দেওয়া উদ্ভূত বা বিচার বা অন্য আন্তর্জাতিক কার্যকালে ও অন্য বাহিতে পালনার মাজিষ্ট্রেটের যে মাজিষ্ট্র মাক্য লওয়া আবশ্যক বধ তাহান পবীক্ষা লইবার অন্য কমিশ্যন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অথবা বিবেচনার অর্থোত্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিম্ন ট কার্য আনা হয় কমিশ্যন প্রার্থনা করিবে, ও সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট, পূর্বনির্দিষ্ট বিধানমতে কমিশ্যন দিতে পারিবে কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

৫০৭ ধারা ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমিশ্যন দেওয়া গেলে
 উদ্বৃত্তগণে নিয়মিতরূপে কার্য হইলে পর যে
 কমিশ্যন ফিরিয়া পাঠাই- আদালত হইতে কমিশ্যন বাহির হইয়াছিল, ঐ
 বার কথা কমিশ্যনমতে যে মাক্কীর মাক্ক্য লওয়া গেল
 তাঁহার ঐ মাক্ক্য সহিত ঐ কমিশ্যন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে
 হইবে, ও সেই কমিশ্যন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ মাক্কীর মাক্ক্য যুক্তিমত
 মকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায্যভূগত বর্জিত স্থল ভিন্ন
 তাহা কোন পক্ষ কর্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণরূপে পঠিত হইতে পারিবে ও
 তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

৫০৮ ধারা। কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশ্যন দেওয়া
 উদ্বৃত্ত বি বিচারকাৰ্য্য গেলে, উদ্বৃত্তগণে কার্য হইয়া কমিশ্যন যাহাতে
 স্থগিত থাকিবার কথা। ফিরিয়া আসিতে পাবে যুক্তিমত একপ যথোচিত
 নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত উদ্বৃত্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত
 রাখা যাইতে পারিবে

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

মাক্ক্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৫০৯ ধারা। * মাজিস্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিভিল
 চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকর্মকারী অন্য মাক্কীর
 পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার মাক্ক্য প্রদর্শিত
 হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তি হইবে মাক্কীস্বরূপ ডাকা
 নথ।

* ডাক্তার কোন ব্যক্তিকে গি প্রমাণ বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিলে তাহ ঐ
 ব্যক্তির গি প্রমাণ মধ্যস্থ প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে না ৯ উঃ নিঃ ২৩ কোন অধীনস্থ
 ডাক্তারের রিপোর্ট ও তাহাতে তাহার উপস্থিতি ডাক্তারের সম্মতি লেখা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ
 হইবে না। ১১ উঃ নিঃ ২ কোন ডাক্তার কোন বিষয় মধ্যস্থ স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া
 চিঠি লিখিলে তাহ প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ হইবে না ১২ উঃ নিঃ ২৫ যে সমস্ত বৃত্তান্ত
 মাক্কী দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রমাণ হয় তদ্বিষয়ে ডাক্তার স্বীয় অনুমান প্রতি নির্ভর করিয়া
 জবানবন্দী প্রদান করিলে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা
 অন্যায় ১১ উঃ নিঃ ২৭।

জা গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচারকার্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

আদালত উচিত বোধ করিলে ঐরূপ সাক্ষীকে
 চিন্তাকর্মকারী সাক্ষী ক
 সমন করিতে পারিবে। কথ
 গমন করিতে পারিবে। ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয়
 বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৫১০ ধারা * এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের
 সামান্যিক জ্ঞান পরীক্ষা-
 পক্ষে সামান্যিক জ্ঞান পরীক্ষককে কিম্বা সামান্যিক
 জেনেরেল মহকুমারী পরীক্ষককে যে কোন
 বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূল্যায়ন
 পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া
 যে মূল্যায়ন থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের সাক্ষ্য থাকিলে তাহা এই আইনমত
 তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

৫১১ ধারা † অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা
 তাহাকে পূর্বে নির্দেশ করা গিয়াছে ইহার
 পূর্বে অপরাধ নির্ণয় ন
 নির্দেশ হওনের সময়
 প্রমাণ এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য
 আনুষ্ঠানিক কার্যে প্রচলিত আইনে অন্য যে
 কোন প্রকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত নিম্ন-
 লিখিত প্রকারে বর্ণা যাইবে ;—

* সামান্যিক জ্ঞান পরীক্ষকের সাক্ষ্য যুক্ত রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে
 কিন্তু তাহার সকল প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না। ১০ উঃ নিঃ ৮৮।

কোন ব্যক্তির দেয় প্রমাণ করিবার জন্য তদ্বিষয়ে পূর্বে কোন নির্ণয় প্রমাণ স্বরূপ
 ব্যবহার হইয়াছে। ৭ উঃ নিঃ ৭ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পূর্বে কোন অপরাধ
 নির্ণয় হইলে তাহা তাহার পূর্বের অপরাধ করা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রমাণ হইবে না।
 কেবলমাত্র তাহাকে অধিক দণ্ড দেওয়ার জন্য ঐরূপ পূর্বে অপরাধ নির্ণয়ের প্রমাণ করা
 যাইতে পারে এবং এই জন্য তাহা অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যিক
 হইবে। ৮ উঃ নিঃ ৮ ৯ উঃ নিঃ ৯ ১০ উঃ নিঃ ১০ ১১ উঃ নিঃ ১১ মহামন্ত্রীর কার্যক্রম
 কের ঠিকনিয়ম দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বে অপরাধ নির্ণয় বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না।
 ঐ বিষয়ে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহার অনন্যতম হস্তগত জমানবণি দ্বারা প্রমাণ
 করিতে হইবে ১২ উঃ নিঃ ১২, ১৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা
 তাহার প্রমাণ জুরির বিচারে ১৪ উঃ নিঃ ১৪

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দোষ করা যায় সেই আদালতেই যে কার্যকারকের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা ধারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারন্টক্রমে দণ্ডভোগ হয় সেই ওয়ারন্টে উপস্থিত করণ দ্বারা,

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা তাহাকে নির্দোষী করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

৫১২ ধারা।* অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা

অভিযুক্ত ব্যক্তির অমুণ্য থাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার স্থানে সাক্ষ্য লিপি বদ্ধ হই- নামে যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধ বাব কথা।

হেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অমুণ্যস্থানে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করণ গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবে। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মনিয়া থাকে বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় বা অস্ববিধা হয় তাকা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অর্থোক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় সেই অপরাধের ভদন্ত বা বিচার কালে ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

* অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতন হইলে তাহার অনাগাতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ হইলে তাহা ওয়ারন্ট বাবদ হইবে। ২ উঃ নিঃ ৫১ অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছিল ও যথোচিত চেষ্টা দ্বারাও তাহাকে ধৃত করা যাইতে পারিয়াছিল না এরূপ প্রমাণ না থাকিলে তাহার অনাগাতে যে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ হয় তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না ২১ উঃ নিঃ ১২ কোন মোকদ্দমার প্রথম বিচার সময় যে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় তাহা ঐ মোকদ্দমার অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সময় প্রমাণ গণ্য করা অন্যায়। ৬ উঃ নিঃ ৭।

৪২ দ্বাচত্রিংশ অধ্যায়

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি ।

৫১৩ ধারা। সমাচরণে নিবন্ধপত্রের পূর্বাভাস অন্য স্থলে কোন আদালতে নিবন্ধন করিবার কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন নীনা নিবন্ধপত্র নিষিদ্ধা দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কার্যকরক ঐ নিবন্ধপত্র নিষিদ্ধা দিবার পরিবর্তে যত টাকা নির্ধারণ করেন, ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা ভত টক'র গুণগমেতে ঐ নির্দেশনোট জামানত করিবার অঙ্গমতি দিতে পানিবেন।

৫১৪ ধারা * এই আইনমতে যে আদালত কর্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয় সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতের অধোদমতে ;

* নিবন্ধপত্রের টাকা আদায় জন্য জামিনদারের সম্পত্তি জোঁক বন্দিবার পূর্বে ঐ টাকা কেন তাহার নিকট হইতে আদায় হইবে ন তাহার বান্ধব দর্শাইবার জন্য তৎপ্রতি নোটিস দিতে হইবে ১০ ডঃ রিঃ ৮২। ৮ ডঃ রিঃ ৪ নোটিস জাতি হওয়া পর তাহা নিবন্ধ কোন মজোয়জনক কাগজ দর্শাইতে ন পারিলে সে ঐ টাকা দিতে বধ্য হইবে ১৯ ডঃ রিঃ ২৯। মাগীর অঙ্গুপস্থিতি হেতু ৩৭বর্জ। সম্পাদিত নিবন্ধপত্রের টাকা দত্ত করিবার পূর্বে তাহার অঙ্গুপস্থিতির কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে সময় দেওয়া উচিত ১১ ডঃ রিঃ ৩৯ নিবন্ধপত্রের টাকা দত্ত করিবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি কি তাহার দত্ত তাহার ডকীল সম্মুখে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া আইনগতরূপে ঐ বিষয় বিচার করিতে হইবে ১২ ডঃ রিঃ ৫৪ মাজিষ্ট্রেট যে মাগীর জন্য বান্ধব প্রতি নির্ভর করিয়া নিবন্ধপত্রের টাকা দত্ত করা উচিত বিবেচনা করেন তাহাকে জোঁক করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হবিয়া দিবেন। ইংলঃ রিঃ ৪ কলি ৮৬৫ নিবন্ধপত্রের ২৪ ডঃ হইলে তদ্বিধিত টাকার বান্ধব অংশ ম প করিতে হাইকোর্ট অঙ্গম ইংলঃ রিঃ ৩ কলি ৫১ ১৯ ডঃ রিঃ ১ ৮ কঃ লঃ রিঃ ৭২ নিবন্ধপত্রের মর্জভক্ত হেতু টাকার আদায় বন্দিতে হইলে তৎসম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে অন্য মোকদ্দমায় গৃহীত প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিয়া ঐ প্রমাণ প্রকৃত দেওয়া অবৈধ। যাহার বিরুদ্ধে টাকা দেওয়ার হুকুম হয় সে টাকার আদায় না করিলে প্রথম ৩২ তাহার অস্থাবর মাল জোঁক বিক্রয় দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার হুকুম দিতে হইবে এবং তৎপারা টাকা আদায় না

কিছু কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের অধোদমজে,

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্রদ্বারা বদ্ধ থাকেন তাঁহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিসম না দেওনের কাবণ দর্শাইবার আদেশ দিবে ন

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর জব্ব জোক ও নীলাম ববিবার ওয়ারন্ট দিয়া টাকা আদায় কবিত্তে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন

যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাদীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারন্টমতে কার্য্য কর যাইতে পারিবে, ও তদ্বাধ্য এই অল্পমতি থাকিবে যে ঐ শীমার বহিভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর জব্ব থাকে, সেই স্থান যে জিলার মা জিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাদীন তিনি ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ জব্ব ও জোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে ।

হইলে তৎপ্রতি দেওয়ানী জেমে কা বাসের হুকুম হইতে পারে ১০ কঃ অঃ নিঃ ৫৭১
কর দরখাস্ত মতে খর নিকট শাস্তি রক্ষা বরিবার নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা হয় বিস্তৃত তাহাতে
কোন ব্যক্তি নিশেবের বিবন্ধ শাস্তিভঙ্গ বরিবে না এরপ উল্লেখ না থাকিয়া সাধারণতঃ
খ শাস্তিভঙ্গ ববিবে না এমত মত থাকে অতএব যে কোন ব্যক্তি সম্মুখে খ শাস্তিভঙ্গ
কবে তাহাতেই তাহার নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবে ১৫ উঃ নিঃ ১৪ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে
নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হয় ঐ ব্যক্তি তাহার আপন পক্ষে ঐ মোকদমায় হলপান অবানশদি
প্রদান করিতে সক্ষম ১৫ উঃ নিঃ ৮৭ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির অল্পমতি হেতু নিবন্ধ-
পত্রের টাকা দণ্ড বরিয়া এবং ঐ টাকা তাহার জামিনদারের নিবট হইতে আদায় বরিয়া
ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৯ দ্বারায় মোকদম উপস্থিত করা যাইতে পারে ১০
উঃ নিঃ ৪ কোন ব্যক্তি ভারতেশ্বরীর কোন প্রজার বিরুদ্ধে শাস্তিভঙ্গ কার্য্য করিবে
না এরপ মর্মে মুচলকা প্রদান বরিয়া যদি তাহার নামতান মধ্যে ছই ব্যক্তিকে কয়েদ যাবে
তবে তৎপ্রতি ঐ মুচলকার মর্মে আদায়ের আদেশ হইতে পারিবে না ১২ উঃ নিঃ ৪৮ কোন
ব্যক্তি শাস্তিভঙ্গ ন কবিবার নিবন্ধপত্র প্রদান বরিয়া দুই অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে নিবন্ধ-
পত্রের টাকা দণ্ড হইবে না ১৮ উঃ নিঃ ৩৮

সেই দেওয়ান টাকার টাকা না দেওয়া গেলে, ও উক্ত আকারে জেলা ও নীলাম
বরণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে, যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই
আদালতের আজ্ঞা জমি ও বসতি দেওয়ানী জেলখানায় ছায়ায় পর্যন্ত
বন্ধকরা যাইতে পারিবে।

আদালত আপনাত নিবেদনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা
করিয়া অংশ মাজ আদায়বরণ হইল করিতে পারিবেন।

৫১৫ ধারা। মেসিডেটী মাজিষ্ট্রেট বিষা জিলান মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন
কোন মাজিষ্ট্রেট ৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা
করেন তাহার উপর জিলান মাজিষ্ট্রেট গ হেবের
নিকট আপীল হইতে পারিবে বিষা আপীল না
হইলেও তাহার দাবা এই আজ্ঞা সংশোধন করা
যাইতে পারিবে।

৫১৬ ধারা। হাইকোর্টের বিষা মেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত
হইয়া হাজির থা কিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া
দেওয়া যায়, হাইকোর্ট কিম্বা মেশন আদালত
কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওন টাকা
আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৩ চিচত্রাবিশিষ্ট অধ্যায়।

জব্দ লইয়া কাণ্ড হইবার বিধি।

৫১৭ ধারা * কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য সমাপ্ত
হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে
দলীল কি অন্য জব্দ সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে
দেখা যায় কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার
হইয়াছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত
এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

* কোন ব্যক্তি বেআইনী মতে অধিবাস সম্পত্তিচ্যুত হইলে এবং তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা
পতিত হইলে তিনি, উহা যে ব্যক্তিকে ও দান করিতে পারেন। মেশন ওঃ মঃ ওঃ অঃ

হাইকোর্ট কি মেশন অদালত তদুপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত
 জব্বা পাইবার স্বত্বান তাহাকে প্রীয কার্য্যকারক দ্বারা ঐ জব্বা দিবার সুবিধা
 না হইল, উক্ত কোর্ট কি আদালত জিলাব মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা
 ফলবতী করিবার আদেশ দিবেন ।

যে মোকদ্দমায় আপীল আছে, সেই মোকদ্দমায় এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল জবা না হইলে, আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয়, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা —যে জব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয় সেই জব্য হইলে, এই ধারায় 'জব্য' যে শব্দ আছে তাহাতে যে জব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকানে কি তত্ত্বাধীনে ছিল সেই জব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই জব্য পরিবর্তিত হইয়া যে কোন জব্য হয় কিনা সেই জব্যের বিনিময়ে যে জব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং ঐরূপ পরিবর্তন কি বিনিময় কবণছাড়া অব্যবহিত ভাবে কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লক্ষ হয় তাহাও বুঝাইবে।

৫১৮। ৫১৭ ধারাক্রমে আত্মা না দিয়া কোন আদালত জিলার মাজি-
 স্ট্রেট মাহেবের প্রতি ঐ কিস্বা মহকুমার মাজি-
 স্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আত্মা দিতে
 পারিবেন তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা
 ধৃত হইয়া পশ্চাৎলিখিতমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট
 করা গেলে তিনি যজ্ঞপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয় তজ্ঞপেই কার্য্য করিবেন।

৮৩০
৮৩১
৮৩২
৮৩৩
৮৩৪
৮৩৫
৮৩৬
৮৩৭
৮৩৮
৮৩৯
৮৪০
৮৪১
৮৪২
৮৪৩
৮৪৪
৮৪৫
৮৪৬
৮৪৭
৮৪৮
৮৪৯
৮৫০
৮৫১
৮৫২
৮৫৩
৮৫৪
৮৫৫
৮৫৬
৮৫৭
৮৫৮
৮৫৯
৮৬০
৮৬১
৮৬২
৮৬৩
৮৬৪
৮৬৫
৮৬৬
৮৬৭
৮৬৮
৮৬৯
৮৭০
৮৭১
৮৭২
৮৭৩
৮৭৪
৮৭৫
৮৭৬
৮৭৭
৮৭৮
৮৭৯
৮৮০
৮৮১
৮৮২
৮৮৩
৮৮৪
৮৮৫
৮৮৬
৮৮৭
৮৮৮
৮৮৯
৮৯০
৮৯১
৮৯২
৮৯৩
৮৯৪
৮৯৫
৮৯৬
৮৯৭
৮৯৮
৮৯৯
৯০০
৯০১
৯০২
৯০৩
৯০৪
৯০৫
৯০৬
৯০৭
৯০৮
৯০৯
৯১০
৯১১
৯১২
৯১৩
৯১৪
৯১৫
৯১৬
৯১৭
৯১৮
৯১৯
৯২০
৯২১
৯২২
৯২৩
৯২৪
৯২৫
৯২৬
৯২৭
৯২৮
৯২৯
৯৩০
৯৩১
৯৩২
৯৩৩
৯৩৪
৯৩৫
৯৩৬
৯৩৭
৯৩৮
৯৩৯
৯৪০
৯৪১
৯৪২
৯৪৩
৯৪৪
৯৪৫
৯৪৬
৯৪৭
৯৪৮
৯৪৯
৯৫০
৯৫১
৯৫২
৯৫৩
৯৫৪
৯৫৫
৯৫৬
৯৫৭
৯৫৮
৯৫৯
৯৬০
৯৬১
৯৬২
৯৬৩
৯৬৪
৯৬৫
৯৬৬
৯৬৭
৯৬৮
৯৬৯
৯৭০
৯৭১
৯৭২
৯৭৩
৯৭৪
৯৭৫
৯৭৬
৯৭৭
৯৭৮
৯৭৯
৯৮০
৯৮১
৯৮২
৯৮৩
৯৮৪
৯৮৫
৯৮৬
৯৮৭
৯৮৮
৯৮৯
৯৯০
৯৯১
৯৯২
৯৯৩
৯৯৪
৯৯৫
৯৯৬
৯৯৭
৯৯৮
৯৯৯
১০০০

৫১৯ ধারা। যহা চৌমা বা চোরা জবা গ্রহ অপরাধ হয় বা যাহার
 মদ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি একপ
 অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট
 যে টা বা পত্র মাথ তাহা
 নির্দোষী নেতানে দিয়া
 যথ
 কোন ব্যক্তি ঐ জন্য চোরা না আনিয়া বা বিখ্যাস
 কনিবার কানন না দেগিয়া তাহা জগ করিয়াছে
 এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহাকেও ধরা গেলো তাহার নিকট হইতে
 কোন টা বা পত্র মাথ হইয়াছে তবে জেতা জাণনা করিলে ও অধিকার
 প হবার পূর্ববান ব্যক্তিকে ঐ চোরা জবা ফিরাইয় দিলে আদালত এই
 আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টা বা হইতে জেতার শাস্তি মূল্যের অনধিক
 টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

৫২০ ধারা * যে আদালতে আপীল কি মৃদোকরণ কি বিবাদার্পণ কি
 নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত
 ৫১৭, ৫১৮, বা ৫১৯ ধারার
 মত আজ্ঞা দা ত পরিবার
 কথা
 আপনাত অধীন আদালতের ক্ষমতা ৫১৭, ৫১৮ বা
 ৫১৯ ধারামত কোন আজ্ঞা প্রীত বিবেচনাব অপে-
 ক্ষাস্থ গিত নাথকে এবং সংশোধন কি পরিবর্তন
 কি অগিক করিতে পারিবেন

* চৌমা মাথ সাহিত অভিযুক্ত ব্যক্তি বা জবাব দাওয়া দিয়াছিল এবং ঐ
 টা বা যাদীর থাক জমা না হওয়া ৫৬পুটী স ক্রমে উল্লিখিত ৫১৭ ধারিত ১৩তম তাহ
 অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জাণন করেন এবং মেশন অফ ফাণ্ডে ঐ চৌমা সাহিত করিয়া ঐ টাকা
 বারীকে জাণন করেন তাহা হইতে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করেন যে মেশন অফ ফাণ্ডে
 আদেশ দেওয়া ১ অধিনাং ছিল না * উঃ সিঃ ৫১ কোন বিচানমটিত কার্য অবগত
 না করিয়া জেলার মাজিস্ট্রেট পৌরীস কর্তৃক আনীত কোন সম্পত্তি অন্যায় কাপে কোন
 ব্যক্তিকে জাণন করিলে তিনিকে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না ইঃ লঃ সিঃ
 ১ বোয়াই ৬৩০ কর এক কিতা কানেশী নোট চৌ হয় থ মরল ভাবে ঐ নোটের
 মত হইতে বিবিস করিয়া মগদ চৌরী বয় মচুরীর অপরাধে মও জাপ্ত হইলে মাজি-
 স্ট্রেট ঐ নোট ৩'৫৫ দেওয়ার আদেশ করেন কন জাণীল মতে মেশন অফ ঐ নোট উপ-
 যুক্ত ব্যক্তিকে জমান করিবার মক্ষম ইঃ লঃ সিঃ ১ কলি ৩৭০

৫২১ ধারা * ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১

অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা। অথবা সমক্ষে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত খণ্ড আদালতের হেফাজতে কিম্বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় অথবা সমক্ষে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্ব্যপেক্ষে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবে।

৫২২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধযুক্ত বস প্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই বসপ্রকাশ দ্বারা কোন স্থাবর জীবের অধিকার ফ্রিয়া দিবার ক্ষমতার কথা। ব্যক্তিকে স্থাবর জীবের অধিবাসিত্য করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে যদি উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর জীবের আপনাত স্বত্ব বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্থাবর বা স্থার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫২৩ ধারা। † যে অথবা ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বালিয়া অতি-

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যোগ কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা একপ অবস্থায় চোরা অথবা গোলাম কর্তৃক পাওয়া যায় যে তৎসমক্ষে কোন অপরাধ করা হইলে কার্যপ্রণালী হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই অথবা গোলাম কর্মকারক দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে

* অসীল পুস্তক প্রচার করা হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারামতে শাস্তি প্রদান করিয়া ঐ সকল পুস্তক নষ্ট করিতে মাজিস্ট্রেট আদেশ করেন। তাহাতে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করেন যে পুরাতন কার্যবিধির ৪১৮ ধারামতে প্রাপ্ত হকুম দেওয়া অবৈধ। ইং লঃ রিঃ ৩ অসীল ৮৩৭। এই ধারামতে প্রাপ্ত হকুম প্রদান করা যাইতে পারে।

† কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন অপরাধের কার্য সাব্যস্ত ন হইলে এই ধারা এবং ইহার পরের দুই ধারার বিধান খাটিবে ইং লঃ রিঃ ১ খোদাই ৩৭

দাওয়া না হওয়া ও উত্তরাধিকারি বিহীন সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহা নিয়মিত রেজিষ্ট্রী

কোন মাল্টিপ্লেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে, ও তাহ হইলে
ঐ মাল্টিপ্লেট যেক্রমে উচিত বোধ করেন সেইক্রমে ঐ অব্যবস্থিত অধিকার

ভুক্ত করিতে হইবে। দাওয়া না হওয়া সকল সম্পত্তি গোষ্ঠীম হেমনে ও ও গোষ্ঠীম রেজি-
ষ্ট্রে লিখিতে হইবে অথবা সম্পত্তি যেখানে পাওয়া গেছে গোষ্ঠীম থানায় না আনিয়া
সেই স্থানেই রাখিয়া দেওয়া হইবে বরাদ্দ হইয়া গিয়াছে তাহা জানাইবে ও তাহাকে
সেই কার্যের অন্য পাঠাং যাইবে। সীমিতমূল্য গোষ্ঠীমেন্টে বরাদ্দ সাহসব বাহাদুরের
এই অভিপ্রায় যে নানানী মান আউট পোষ্টে নিয়ম ন বসিয়া পাওয়া গেলে তাহা কখনই
করা হইবে না এবং ঐ আউট পোষ্টে যে হেমনের অধীন ভরণ্য প্রেরিত ও নিয়ম
হইবে। মান অধ্যক্ষ ভাঙ্গি বা অধিক মুদ্রাধান ন হইলে অথবা সহজে নেওয়া যাইতে
না পারিলে (যথা বাট) তাহা আউট পোষ্টে নিয়ম বসিতে হইবে বিস্তৃত নিয়ম হেমন
নের সবইনস্পেক্টর কি ইন্স্পেক্টর করিবেন। আউট পোষ্টে বসে নানাষ্টবল করিবেন না।

গোষ্ঠীম মনোহ করি। যে সম্পত্তি মৃত বনে তাহ ও নিয়মিত রেজিষ্ট্রী ভুক্ত হইবে
এইক্রমে সম্পত্তি মৃত ক্রমে ও গোষ্ঠীমেন্টে মাল্টিপ্লেটের নিকটে ও হাব রিপোর্ট করিতে হইবে

যাহারা আপনাব উপর সম্পূর্ণ মোকল্লেফান বনায় সময়ের অধমগ মান ভূমি গবর্ণমেন্ট
তাহাদিগকে শতবন ১০ টাকা পুরস্কার দিবার কথা প্রচাৰ করিয়াছে।

দাওয়া না হওয়া সম্পত্তি পাওয়া গেলে তদ্বিষয়ে নিয়মিত সকল আত্ম প্রসঙ্গ রাখিতে
হইবে। অস্থায়ী সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহা মালিকের কাছে ইচ্ছা পান না গেলে যে পাউন্ড
তাহা তাহারই এইটী ব্যবহার সাধ্যাং নিয়ম। কিন্তু এমত স্থানীয়ে গানিয়া বিধ আনি-
যান উপর বসিতে কিম্বা আনিবার যুক্ত মজত ১০ টাকা বনায় যদি কেহ সেই সম্পত্তি
আপন বার্ষিক ব্যবহার করে তবে সে মোকল্লেফানী খাও রামের অপরাধী হইতে পারিবে
১৮৭৮ সালের ৬ আইনে এই বিধান আছে যে ১০ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তি প্রাপ্ত
হইলে প্রাপ্ত তাহ কাউন্সিল সাহেবেয় নিয়মিত রিপোর্ট করিবে। কাউন্সিল সাহেব নীতি-
মত উদযোক্তে সেই সম্পত্তি স্বামীবিহীন তানিহ পারিবে তিনি সেই সম্পত্তি আপককে
এবং যে স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই স্থানের মালিকের বটন করিয়া দিবেন অথবা
বেচন আপককে দিবেন বা আইনামুতাবে তাহা বণ্ডমেন্টের ওয় হইতে গ্রহণ করিবেন

চতুর্থম আশ্রি মধ্যমীয়া ১৮৭৮ সালের ৩ আইনে এই বিধান হইয়াছে

২০ ধারা যদি কোন ব্যক্তি বোন ধন প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত নোটিস না দেয় অথবা
১ ধারার লিখিত মতে অমান্ত না করে কি অমিন ন দেয় অথবা তাহ একরূপ ভাবে পরি-
বর্তন করে কি পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করে যে ঐ ধন প্রাপ্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে
একরূপ আচরণ না করিলে ঐ ধনের যে অংশ অথবা তাহা পরিবর্তে যে টাকা ঐ ব্যক্তি
পাইলে স্বদ্বান হইত তাহা সরকারী সরকারে জব্দ হইবে এবং কোন মাল্টিপ্লেটের

পাইবান স্বজন বা ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ জব্বা রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন ।

নিকট সে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার অব বৎসর পর্যন্ত বাবাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হইবে

২১ ধারা। যে স্থানে ধন পাওয়া যায় সেই স্থানে মালিক যদি ভারতবর্ষীয় মণ্ডলিঙ্গ বিধানানুসারে ২০ ধারার বিধিও কোন অপরাধের সাহায্য করে তাহা হইলে তৎক্ষণ কাৰ্য্য না করিলে ঐ ধনের যে অংশ অথবা তাহার পরিবর্তে যে পরিমাণ টাকা তাহার প্রাপ্য হইত তাহ ভারতবর্ষীয় মনকারে জব্দ হইবে এবং সে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার ৬ মাসের অনধিক কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে

কোন প্রবাসেব জলজান ঠেকিয় নষ্ট হইলে তদন্তান্ত পোলীস মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিপোর্ট করিবে এবং হুকুম পাওয়ার স্বাক্ষরে তৎসংক্রান্ত মালিকের রক্ষা করিবে ।

নষ্ট জলজান হইতে যে সম্পত্তি উদ্ধার করা হয় তাহ “মাল বেজ” সম্পত্তি হইলে উদ্ধারকারিগের নিকট হইতে পোলীস ডহ দখল হইবেক ন কিন্তু কি প্রবাসে ঐ সম্পত্তি ওপ্ত হইয়াছে তাহা নিগারন বনত মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ বিষয় রিপোর্ট করিবেক

“মাল বেজ সম্পত্তি” কাছাকে বলে তাহ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাস্টার পোলীস কার্য্য-কারকদিগকে পরিক্ষা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন

যে সকল ব্যক্তিদ্বিগে মহামায়া কোন জাহাজ কিম্বা নৌকা কিম্বা জাহাজের মাল কিম্বা জাহাজ বা নৌকাস্থিত নৌকাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা অথবা বা পবিত্র জাহাজ হইতে কি তৎক্ষণ অবস্থাপন্ন হইতে রক্ষা করা যায় ঐ সকল ব্যক্তিদ্বিগকে যাহ পুনরায় দেওয়া যায় তাহাকে “মালবেজ” কহে মোকের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্ক না থাকিলে বিধ উদ্ধারকারিগের পক্ষে নৈপুণ্য ও অসাধ্য সাধন বরা ও বিপদজনক কার্য্য করা প্রকাশ ন পাইলে ‘মালবেজ’ মত্রে দাবী সংস্থাপিত হইতে পারে ন ।

উপরোক্ত সর্ভানুসারে কার্য্য হইলে নদীর ও সামুজিক ‘মালবেজ’ কিছুমাত্র প্রভেদ হইবে না যথা নদীতে কোন জাহাজ বা নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় উহার মালামাল উদ্ধার হইতে অনতিদূরে ভাসমান ঐ সম্পত্তি তীরে আনয়ন করিতে কোন নৈপুণ্য কি বিপদজনক কার্য্যের অনাবশ্যক । এস্থলে উহা “মালবেজ” সম্পত্তি বলিয় পরিগণিত হইতে পারে না ।

এরূপ স্থলে পোলীসের যথোচিত সাহায্য করা কর্তব্য এবং সম্পত্তির মালিক উপস্থিত থাকিলে তাহাকে উহা দেওয়াইতে হইবে মালিক অনির্দিষ্ট থাকিলে পোলীস উহা দখল

১. পোলীস কার্যবাহক কোন ব্যক্তিসাধিত অস্বাভাবিক মাল প্রাপ্তি প্রমাণিত হইলে তাহা বর্জন
 য়ে পোলীস ষ্টেশনের অধিকার মধ্যে হয় সেই ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পোলীস কর্মচারি
 জেল অথবা বিভাগের মধ্যে তাহা প্রেরণ করিবে তাহার মালিকের নিকট রিপোর্ট করিবে
 ইহা,সহিত যে ১ নং ফর্ম দেওয়া যাইতেছে তাহাতে উহা লিপিত হইবে যে অস্বাভাবিক

জাজ করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান না থাকিলে মাজিস্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে অংশ আছে ঘোষণা-

সম্পত্তি সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কান্বিত বলিয়া কেহ দাবীদার হয় ও সেই সম্পর্কানুসারে স্পষ্টতঃ যদি ঐ মৃত ব্যক্তির আইনত উত্তরাধিকারিণী হয় ও ঐ সম্পর্ক সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ না থাকে তদ্ব্যতীত অন্য সব লিপ্যন্তরিত অথবা সম্পত্তি সম্বন্ধে পোলীস কার্য-কারক ঐ যাবমে রিপোর্ট করিবে যে সকল দাবীদারদিগের দাবী ওয়ারিগী স্বত্বমূল নহে অথবা যাহাদিগের ওয়ারিগী স্বত্ব সন্দেহজনক তাহাদিগের দাবীর বিবরণ সহ তাহাদিগের নাম ১ নং ফার্মের ৪ ও ৫ নং ধনে লিখিতে হইবে

২ : জেলার কিম্বা জেলা থেওর মাজিস্ট্রেট ঐ ১ নং রিপোর্ট প্রাপ্তান্তে তাহাতে খরচ লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার সক্ষম জেলার জজ আদালতে পাঠাইয়া ঐ সম্বন্ধে ঐ আদালতে হুকুম আর্থন করিবেন।

৩ : জেলার জজ মাজিস্ট্রেটের ঐ রিপোর্ট প্রাপ্তান্তে তাহান পৃথক উত্তর প্রদান করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি তাহার হুকুমাদীন থাকিবে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে কেবল মাত্র দুই একান্তে কার্য করা যাইতে পারে যে স্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তথায় উহা বিক্রি করিয়া আদালতে টাবা প্রেরণ বলা যাইতে পারে অথবা ঐ সম্পত্তিই আদালতে প্রেরণ হইতে পারে

৪ : যদি ঐ সম্পত্তি অন্য জায়গায় নষ্ট হওয়ায় সম্ভব বিবেচনা হয় তাহা হইলে আদালতের আদেশ পাইবার প্রত্যাশায় পোলীস কার্যকারক তাহার নিজ দায়িত্বে উহা বিক্রি করিবেক অথবা আদালতের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর উহা ঐ স্থানে বিক্রি করিবেক। বিক্রি হইলে পোলীস কার্যকারক ২ নং ফার্মানুসারে ৩ তিন খণ্ড হিসাব প্রস্তুত করিবেক। ঐ ৩ খণ্ড হিসাব জেলার কিম্বা জেলা থেওর মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবেক তিনি ২ খণ্ড জেলার জজ আদালতে পাঠাইয়া এক খণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট ট্রেজারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। জজের নিকট যে দুই খণ্ড পাঠান হয় তাহার অবশিষ্ট তিনি দস্তখত করিয়া যে পোলীস কর্মচারী উহা প্রেরণ বনিয়াছে তাহার নিকট উহা পাঠাইবেন

৫ : জেলার জজ সাহেব ঐ সম্পত্তি আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিলে পোলীস কার্যকারক ৩ নং ফার্ম ৩ খণ্ড প্রাপ্ত পূর্বক ঐ সম্পত্তি সহিত পাঠাইবেন ৪ দফার লিখিত নিয়মানুসারে উহার ১ খণ্ড জজ সাহেব দস্তখত করতঃ প্রথম প্রেরণকারী পোলীস কার্যকারক নিকট পাঠাইবেন।

৬ : যে সমুদয় নগদ টাকা ও মূল্যবান সম্পত্তি পোলীস কর্তৃক জজের নিকট প্রেরিত হয় তাহ বর্তমান নিয়মানুসারে আদালতে পৌঁছানো ট্রেজুরিতে পাঠাইতে হইবে ৪-৩ ও ৫ দফার লিখিত নিয়মানুসারে অসুসারে ট্রেজারীর যে ফার্ম প্রাপ্ত হন তদনুযায়িত টাকা ব মূল্য-

পরে সেইরূপে জবোন বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণ পূর্বক সেই জবোনের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে এই ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদি দাওয়া প্রমাণ করিতে অজ্ঞা দিবে।

৪২৪ ধারা এই সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই জবোনের উপর আপনাদি দাওয়া প্রমাণ না করিলে ও সেই জবায় হার মান উপস্থিত না হইলে বার্ষিক নিকটে পাওয়া যায় যে ন্যায়মতে তাহা পাইয়া-
 অগাধীর কথা ছিল হইয়া দেখা হইতে না পারিলে গবর্ণমেন্ট এই জবায় লইয়া যহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবে, ও প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাকারক আদালতে দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আদালত হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইবার অধুমতি থাকিবে।

যদি সম্পত্তি অগম্য সময় মধ্যে তিনি না পাঠালে দৈনিক ১০ টাকা নিষ্কাশিত হইবে। সেও যদি আদালতে প্রেরণ হয় তাহা হইলে নিম্নে এই বর্ণনায় বিধি অনুসারে প্রদত্ত করা হইবে।

১। পৌরীস জেলার জজের অধুমতি ব্যতীত কোন কোন জেলা ও ভেড়ী বিক্রি করিতেক না। নিকটবর্ত্ত পৌরীস জেলায় গণ্য হইবে। যে মনবল এক বাধার পরে তাহা দের মূল্যের অধিক ন হয় অন্যত্র জজ সাহেবের বৈমকল নিয়ম বর্ণিত আদেশ অতি সম্মত দিবে। এবং জজের আদেশ প্রাপ্ত হইলে যে মনবল এক সম্মত বর্ণনায় হইবে। হাতে বিক্রি করিতে হইবে।

২। পৌরীস জেলার জজের অধুমতি ব্যতীত কোন কোন জেলা ও ভেড়ী বিক্রি করিতেক না। নিকটবর্ত্ত পৌরীস জেলায় গণ্য হইবে। যে মনবল এক বাধার পরে তাহা দের মূল্যের অধিক ন হয় অন্যত্র জজ সাহেবের বৈমকল নিয়ম বর্ণিত আদেশ অতি সম্মত দিবে। এবং জজের আদেশ প্রাপ্ত হইলে যে মনবল এক সম্মত বর্ণনায় হইবে। হাতে বিক্রি করিতে হইবে।

৫২৫ ধাৰা এৰি জৰোৰ অধিকাৰ পাইবাব স্বত্ববান ব্যক্তি অজ্ঞাত কি
অপস্থিত থাকিলে ও উক্ত জৰা স্বভাবত আশু-
কৰিতে পালিবাৰ কথা। অকৰণীয় হইলে কিসা তাহ। বিক্রম কৰাতে স্বামীয়

(২)

বেঙ্গল পুলিচ কৰম নং ৭৯।

অস্থাবৰ হতাভিৰ নম্পত্তিৰ প্ৰিপোটি,
ভাৰিখ

ষ্টেমন হইতে
জিনা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাংলাধিক নম্বৰ।	মৃত্যুৰ তাৰিখ এবং স্থান।	মৃত ব্যক্তিৰ নাম ও বন্দহান ৫৫ জানিত বহু।	মৃত ব্যক্তিৰ নাম মৃত্যুৰ তাৰিখ ও বন্দহান ৫৫ জানিত বহু।	অতাকৰণবীৰ বৰ্ণনা।	মৃত্যুৰ তাৰিখ।	নম্বৰ।

মিমো নং
অংগত কৰণৰ্থ ও অক্ষাৰ নিমিত্ত
মাৰিষ্ট্ৰেট নাহেবেৰ স্বাক্ষৰ

ভাৰিখ
জেনাৰ স্বাক্ষৰ নাহেবেৰ নিকট প্ৰেৰণ কৰা বহু।
পুলিচ কৰ্মচাৰীৰ স্বাক্ষৰ।

লাভ আছে যে মাসিকলিপি নিকট ঐ জেলা পরিদপ রিপোর্ট হয় তিনি
একপ বিবেচনা করিলে যে কোন মর্মে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে

(২)

১	২	৩	৪	৫
১	২	৩	৪	৫
অন্যতঃ রিপোর্টের নম্বর এবং নাম ও মূল্য বর্ণিত নম্বর বর্ণিত তার তারিখ, হয়।	অন্যতঃ রিপোর্টের মূল্য নম্বর নম্বরের নম্বর এবং বর্ণিত।	ওজন কিংবা পরিমাণ (বর্ণনা সহ)	যে মূল্য বিক্রয় হয়।	নম্বর
নিম্নলিখিত আরকলিপি অনুসারে উক্ত পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিত হয় বর্ণিত—				
নং	উক্ত : ক : নং	নম্বর : মোট আর প্রাইস :	তার : ক :	নম্বর :
অব	দিন	বিশেষ প্রতিনি		
গেহ কিংবা নম্বর	...	...		
হাঙ্গল	...	...		
	নম্বর ...			

তারিখ পূর্ন কৰ্মচাৰীৰ স্বাক্ষৰ

পূর্ন কৰ্মচাৰীৰ স্বাক্ষৰ

এহণকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বাক্ষৰ

বেঙ্গল পূর্ন কৰ্ম নং ৮১।

অস্থাবর হস্তান্তর সম্পত্তি চাননি

ষ্টেন হইতে

জেনা

১	২	৩	৪	৫	৬
১	২	৩	৪	৫	৬
অন্যতঃ রিপোর্টের নম্বর এবং নাম, ও মূল্য বর্ণিত নাম যদি তাহা জানা থাকে।	অন্যতঃ রিপোর্টের মূল্য নম্বর নম্বরের নম্বর এবং বর্ণিত।	ওজন কিংবা পরিমাণ।	প্রাইসের তারিখ।	প্রাইসের ব্যয়।	নম্বর।
				টাকা। আনা। পাই।	

তারিখ

পূর্ন কৰ্মচাৰীৰ স্বাক্ষৰ

এহণকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বাক্ষৰ

পারিবেশ, এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে, যত দূর সম্ভব, ৫২৩ ও
৫২৪ ধারার বিধান খাটিবে

৪৪ চতুস্তম্ভাধিকারিণী অধ্যায় ।

ফৌজদারী মে কদমা হও জরুরি বিষয়ক বিধি

২৬ ধারা * যখন হাইকোর্টকে দেখান য় য় যে

হাইকোর্টের মোকাম (৮) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতে ন্যায়-
তদন্তের পরিণতি বিচার মন্তব্য ও অপরাধে তদন্ত কি বিচার পাওয়া
বিচারকরিত্ব অমতান ৭৭। যাইতে পারিবে, য়

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আদালতের উচিত হইবার সম্ভাবনা, য়

(গ) যে স্থানে কি যেখানে নিকটে অপরাধ করা যায় জরুরি তদন্ত
কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা অসম্ভব, য়

(ঘ) এই ধারামতে আদালত দিলে পক্ষদ্বয়ের ও সমীচীন সাধারণতঃ
সুবিধা হইবে,

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিতরূপ আদালত বসিতে পারিবে,

(১) যে আদালত ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের
তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতায় নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য-
ক্ষম, সেই আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয় কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদমা কি কার্যের কি বিশেষ প্রকার
তদন্ত মে কদমা কি আদালত দ্বারা কর্তৃক হইবে এক ফৌজদারী আদালত
হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতায় তদন্ত অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে
প্রেরিত হয়, কিম্বা

* এক মোকদমা হইতে অন্য মোকদমা কোন মোকদমা উঠানো হইতে হইবে হাইকোর্টের
বিচারার্থে নিম্ন বিভাগে আদালত নট যা ১৮৪৭ বসিতে হইবে ২০ ডিঃ বিঃ ২৭
ইঃ লঃ বিঃ ১ কনি ২১২ কোন ব্যক্তি এবং বিচারার্থে মোকদমা বাধ্য বসিত হয় এবং
অন্য স্থানে বসিতে হাইকোর্ট এই মোকদমা প্রথম তদন্ত অন্য বসিবাতা উঠাইয়া দিতে
পারে ২২ ডিঃ বিঃ ৬ কোন মোকদমা উঠিয়া মোকদমা দেওয়া হেতু কোন ব্যক্তিকে
হাইকোর্টে নিকট পাঠান এবং হাইকোর্ট প্রথম স্থানীয় তদন্ত করিয়া যে ব্যক্তিকে এসেশন
অফিসার নিকট বিচারার্থে কর্তব্য করেন এক্ষণে হাইকোর্ট এই মোকদমা অন্য জেলায়
উঠাইয়া দিতে সমর্থ ইঃ লঃ বিঃ ১ বোম্ব ই ৩১১।

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপন ব নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয় ।

হাইকোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালত ভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কে ন মোকদ্দম উঠাইয়া আনিলে, ২৬৭ ধারার নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দম উঠাইয়া আনা যায় তজ্জগে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবে ।

এই ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থক আডবোকেট জেনরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে, হাইকোর্ট তাঁহার পতি এই নিয়মে জামিন সহিত বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবে যে অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তাবরণচা দিবে

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তজ্জগে প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার

নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যেহেতুতে

এই ধারামতে প্রার্থনা
হইলে বাস্তবিক অতিশয় -
জুকে নোটিস দিবার কথা

প্রার্থনা করা গেল সেইহেতু পত্রের নকল ঐ

নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার

ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে নুনকল্পে

চক্ষিমা ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না

১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না

৫২৭ ধারা বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাই-

কোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টে

মজিসভাধিষ্ঠিত প্রযুক্ত গন
র্গ জেনরল সাহেবের ফৌজ-
দারী মোকদ্দমা ও তাপীল
হস্তান্তর কারবার ' মতা
কথা

অর্পণ করিলে, কিম্বা এক হাইকোর্টের অধীন

বোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া

অন্য হাইকোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতা-

বিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে

ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি শাসকীদের সুবিধা

অসে, মজিসভাসিঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইতিয়া গেজেটে আপনপক্ষ প্রকাশ করিয়া গেই মোকদ্দমা কি আপীলের তজপে হস্তান্তর হওয়া আজ্ঞা করিতে পাবিবেন।

সে আদালতে গেই মোকদ্দমা কি আপীল আর্পণ করা যায় গেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে তাহা আদালত গেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেক্রমে বাধ্য করিতেন তজপে কাগ্য করিবেন।

৫২৮ ধারা। * জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা লইবার কি আর্পণ করিবার তাহাকে যে মোকদ্দমা অপণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে

মোকদ্দম মিলান য মহ-
কুমার মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া
লইবার কি আর্পণ করিবার
ক্ষমতার বধ।

* কোন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেট নিকট কোন মোকদ্দম উঠাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাহা তৎপর সহিত পূর্বক তাহা মোকদ্দম স্বীয় মোকদ্দম বিচার আদালত পাইবেন না। ১২ উঃ নিঃ ১৮ জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিকট বিচারার্থে প্রেরণ করিয়া তাহা ক্ষমতাবলম্ব থাকা সময়ে প্রাপ্ত তৎপরে কোন ক্ষমতা দিতে পাবেন না কিন্তু তাহার ইচ্ছা হইলে তাহা মোকদ্দমা পুনরায় আপন মোকদ্দম উঠাইয়া আনিতে পারেন ১২ উঃ ৫৩ ১৩ উঃ নিঃ ২০ জেলার মাজিষ্ট্রেট নিকট কোন মোকদ্দম উপস্থিত করিয়া তিনি তাহা বিচারার্থে অধীন মাজিষ্ট্রেট নিকট মোকদ্দম আনিতে পারেন ১৪ উঃ নিঃ ১ পূর্বক মোকদ্দমের পূর্বক বাধী প্রদান করা অনাবশ্যক। ১৫ উঃ নিঃ ১৮ কোন অধীন মাজিষ্ট্রেট বাধী প্রদান করিয়া অথবা করিবার পর যদি তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট উঠাইয়া আনিতে তবে তিনি তাহার বিচার উল্লেখ করিবেন ১৪ উঃ নিঃ ১২ জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দম জজ করিয়া এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাহিন করিয়া যদি তিনি অথবা অভিযোগের বাধ্য চাহাইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা মোকদ্দম অন্য মাজিষ্ট্রেট সমীপে উঠাইয়া দিবেন। ১৩ উঃ নিঃ ১ কোন মাজিষ্ট্রেট মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন মোকদ্দম উপস্থাপন করিয়া মাজিষ্ট্রেট স্বতন্ত্র তাহা আপন মোকদ্দম বিচার আদালত উঠাইয়া আনিতে পারেন না ১৩ উঃ নিঃ ২১ জেলার মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমের সকল প্রকারে তাহা উঠাইয়া আনিতে পারেন ২৪ উঃ নিঃ ৪ এই ধারায় কোন মোকদ্দম কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উঠাইয়া দিলে তিনি তাহাতে সমস্ত বাধ্য নুতন আরম্ভ করিবেন ২১ উঃ নিঃ ৫৩ জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দম এক অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট

কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনাত অধীন অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা জমা করিতে পারিবেন।

জিলা ম জিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অধীন মাজিস্ট্রেটদের নিকট হইতে

যে কোন একাবের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া
বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা
বিশেষ প্রকৃতির সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান
করিতে পারবেন।

৪৫ পঞ্চদশাংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আদর্শ নিক কার্য বিষয়ক বিধি।

৫২৯ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট আইনমতে

অনিয়মিত নিয়মিতক আদর্শ নিয়মিত কোন কার্য করিবার, অর্থাৎ,
ঠানিক কার্য বার্থ না হইলে (ক) ৯৮ ধারামতে তদন্তী পরওয়ানা
তাহার কথা।

দিবার,

(খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অসম্মান লইবার আজ্ঞা
করিবার,

(গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণাসম্মান করিবার,

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাহার বিচারার্থীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ
করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারার্থীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা
দিবার,

(ঙ) ১৯১ ধারার (ক) বিধি (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য
করিবার,

(চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,

(ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

সোপর্দ করিবার ইচ্ছা করিলে তদ্বিষয়ে বারগ দর্শাইবার অন্য অপর পক্ষকে মোটাম
মিতে তিনি বাধ্য। ইংলঃ রিঃ ৮ কলি ৩৯৩।

(জ) ৫২৪ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি নিষ্কাশন করিবার,

(ক) ৫৮৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন ন হইয়া যদি প্রাপ্তিক্রমে সমাজ মতে কোন কার্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আশ্রিত নিকরকর ব্যতীত অন্য করা যাইবে না।

অনিমিত্ত মেবাধা দা।
আশ্রিতক কার্য অসম হয়
তাঁহার কথা।

৫৩০ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিয়মিত বাধ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন ন হইয়াও যদি মেহের কার্য করেন অর্থাৎ,

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে অন্য কোক ও বিলম্ব করেন,

(খ) যদি ডাবধরে পত্রের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে ভাঙিতবার্জীর তলাশী পনওয়ারনা দেন,

(গ) যদি শান্তিবক্ষার জামিন দিবার আত্মা করেন,

(ঘ) যদি মদাচরণে ন ক্ষমিত দিবার ও জ্ঞান করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে মদাচরণ করিতে নিষেধ হইলে যদি তাহকে মুক্ত করেন,

(চ) যদি শান্তিবক্ষার মুচলকা বহিত করেন,

(ছ) স্থানবিশেষে অনিষ্টে কার্য সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আত্মা করেন,

(জ) সাধারণের অনিষ্টে কার্য চলনার্থে বা গুলশচ না হওয়ার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে তদ্বিন্যাসে আত্মা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আত্মা প্রচারণ করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আত্মা করেন,

(ট) ১১১ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ প্রমাণ করেন

(ঠ) অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিধিত কাবল নী অঙ্গুসারে যদি ৩৪৮ ধারামতে দণ্ডের আত্মা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি বাগদান জানান,

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আত্মা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আত্মা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি অপরাধীর বিচার করেন

(থ) যদি সারাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন, কিম্বা

(৭) যদি অগ্নী গৌকন্দমার নিষ্পত্তি করেন, তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

৫৩১ ধারা * তদন্ত কি চিহ্ন কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অন্তর্গত
 অন্তঃস্থ স্থান আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা মেশন থেও কি জিলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না; কিন্তু সেই এস হতুক মদ্রিচ রেব ব্যাঘত হইয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে নুতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারে।

৫৩২ † কোন মাজিস্ট্রেট কি অন্য কর্তৃক আইনমতে নিয়মিতরূপে
 অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় সমর্পণ কব গেলে তাহ যে তদন্ত অসমতাপন্ন না হইয়া যদি মেশন আদালতের স্থলে সিদ্ধ কবা যাইতে পারে বা হাইকোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার কথা সমর্পণ করেন তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ কবা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার

০ বোম্বাই হক্কে বলিকাও রোগ আমিনা বাগীন পথি মধ্যে আদালত হাইকোর্টের এলাকাধীন বোন স্থান বোন ও পনাময় কায়া হইয়া তাহ হাওদান মাজিস্ট্রেট বিচার করিতে পারেন ন বোন হাইকোর্টের অধীন বোন বোন বোন অপরাধের কার্য্য হইলে এবং ওমিনটনজী জেনার তাহা বিচার হইয়া ব্যক্তি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি ন হয় তবে এই বিচারার্থে হইয়া না বিজ্ঞ না হাইকোর্টের এলাকাধীন বোন অপরাধ ঘটন হইয়া অন্য হাইকোর্টের অধীন বোন স্থানে তাহার বিচার হইতে পারিলে ন ২১ উঃ নিঃ , কোন ব্যক্তি প্রথম আদালতে এলাকা মধ্যে আপত্তি না করিলে এবং এই আদালতে বিচার হওয়ায় তাহার ওপর ক্ষতি হইয়াছে একপ দর্শাইতে ন পারি যে এই বিচার অসিদ্ধ হইবে ন ২১ উঃ নিঃ ৮৮

+ মালিকা ব্যক্তিও কোন অভিযুক্ত হেতু বিচারার্থে বারী কোন মাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে মেশনে অর্পণ করিলে মেশন জজের অর্পণ আজ্ঞা বিহিত করিতে পারেন ন ১৪ উঃ নিঃ ৩৪ এক মোকদ্দমায় যে প্রমাণ গ্রহণ হইয়াছে তৎপ্রতি নির্ভর করিয়া অন্য মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ কবা যাইতে পারে ন ২২ উঃ নিঃ ১৪ অর্পণ বন্নিবান ক্ষমতাহীন মাজিস্ট্রেট অর্পণ করিলে তাহ অসিদ্ধ হইবে ১১ কঃ লঃ নিঃ ৫৫।

পক্ষ হইতে সমর্পণকারী মাল্টিমেটের কি অন্য কর্তৃপক্ষের বিচারামিত্য বিষয়ে আপত্তি না হইলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হানি হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি এইরূপ বিবেচনা হয় কিনা উক্ত আদালত হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য গ্রহণ করিয়া উক্ত মাল্টিমেটের ধারা নুতন তদন্ত লইবাব আশা করিতে পারিবেন।

৫৩৩ ধারা * ১৬৪ ন ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বা অন্য বা অন্য উক্তি যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয়, সেই আদালত যদি দেখেন যে ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাল্টিমেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই, তবে প্রতিবাদী নিয়মিতরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল, ইহার প্রমাণ লইবেন, এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিধায়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যদি সেই প্রমাণের মোকদ্দমান শুধাওন সময়ে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হানি না হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রহণ হইবে।

৫৩৪ ধারা যে মোকদ্দমান প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বর্তে সেই মোকদ্দমান কোন ব্যক্তিকে, "ভূমি ইউ-রোপীয় এটিয় প্রমাণ কি না" এই প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়া একটি হইলে, তাহাতে আধুনিক কার্যের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে ন বিদ্য হইবে না।

৫৩৫ ধারা ১। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না কন গেলোও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল অনিবার্য কি মোকদ্দমা পুনঃ দৃষ্টি করিবার আদালতের প্রমত্ত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি প্রভাঙ্গা অক্ষি হইবে না।

* ১৬৪ এবং ৩৬৪ ধারার নিম্নের নতি দেওয়া

১। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা উপস্থাপন করা হয় তাহ প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহাকে যথোচিত স্থান দেওয়া হইবে এবং থাকিলে ঐ মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়া হেতু হইকোট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন। ১৫ উঃ নিঃ

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে
আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃদৃষ্টি করিবার আদালতের যেমত বোধ
হইলে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচরকারী ন যে সময়ে
অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল তদবধি বিচারকার্যের পুনরাবর্ত্ত
হইবার আশ্রয় দিতে পারিলেন

৫৩৬ ধারা আসেসরদেব সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য হয় জুরির

আসেসরদেব বিচার্য
মোকদ্দম জুরির দ্বারা বিচার
হইবার কথা

দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই
বিচার অসিদ্ধ হইবে না

জুরির বিচার্য মোকদ্দমা
আসেসরদেব দ্বারা বিচার
হইবার কথা

জুরির দ্বারা বিচার্য অপরাধের বিচার আসে-
সবদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের
নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে আপত্তি না করা
যায় তবে কেবল আসেসরদেব সহকারিতায় হওয়া
প্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

৫৩৭ ধারা * পূর্বে প্রদত্ত বিধান স্থল ভিন্ন

অভিযোগ পত্রে বিষ
আনুষ্ঠানিক কার্যে তৎপ্রযুক্ত
প্রমাণ প্রযুক্ত নিষ্পত্তি বি
দণ্ডা আনাথ হইবার কথা

নানিশে কি সমনে কি ওয়াবটে কি অভিযোগ-
পত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে "কিন" বিচার বরণসময়ের
ব তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্যে কিনা এই
আইনমত কোন তদন্তে বা অন্য আনুষ্ঠানিক
কার্যে কোন জম কি জাতি কি অনিয়ম হইলে,

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনতিকার প্রবেশের ওপাশ মানান্তে অভিযোগপত্র প্রস্তুত
হয় এবং তাহাতে অপমান সূচক বা অন্য কোন অসম্মানজনক উল্লেখ থাকে এমতাব-
স্থায় ঐ অপমান সূচক বা অন্য অসম্মানজনক উল্লেখ দণ্ড আদান করা তদনয় নহে
৩ উঃ নিঃ ২৮ নবাবীর কনিবার উদ্যোগের মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র লিপিবদ্ধ না
হইলে সেই কার্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দণ্ডা আনাথ হইবে না ২০ উঃ নিঃ ৫১।
মহানিষিদ্ধ ৩২৩ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হয় এবং আপীল তাদাঘাত ঐ অপ-
রাধের সহায়তা সাবাস্ত বরিয় দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধা করেন এমতাবস্থায় নুতন অভিযোগ
হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি ন হওয়ায় হাইকোর্ট ঐ প্রকৃতি হস্ত যোগ্য কারণ
না ১৮ উঃ নিঃ ৮

* কোন জম হেতু ন্যায়বিচারের বাধা ন হইলে কোন নিষ্পত্তি রহিত হইবে না।
১৯ উঃ নিঃ ২৮ জুরিসিগবে অন্যায় উপদেশ দেওয়া হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হইলে

क्रिया १५० धातु न आदेशमपठ कोन अस्मद्विना क्ताव ह्येतेन,

কিন্তু ৩২৪ খ্রীঃ অব্দে অকস্মাতে জুনিয়র বা আগের পদে কোন কর্ম সংশোধন
কিছু জাতি হইবে

[illegible]

কিন্তু জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে, যদি সেই ভ্রম কি ভ্রটি কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায়বিচারের ভ্রটি না হইয়া থাকে তবে ও৭ অধ্যায়মতে কার্য হইলে কিন্তা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিন্তা তাহা পুনঃ দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রম প্রতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আশ্রয় অন্যথা কি পরিবর্তন করা যাইবে না।

৫৩৮ ধারা এই আইনের বলে যে জোক করা যায়, সমনে কি

আমুঠে নিবনার্থে রীতির
মোখ থাকাতে জোক দেয়া
হইল ন হইবার ও জোক-
কানী ব্যক্তি অনধিকার প্র-
বেশকারী বলিয়া জ্ঞান না
হইবার কথা

অপরাধ নির্দেশপত্র কি জোকী পরওয়ানায় কি
তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্যে রীতিগত কোন দে ব
কি অভাব প্রযুক্ত, তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান
হইবে না, ও যে ব্যক্তি জোক করে তাহাকে
অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না

৪৬ ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধবিধি

৫৩৯ ধারা কোন হাইকোর্টের, বিচারী কোর্টের কোন ন্যায়কারকের

যে২ কোর্টের ও যে২
ব্যক্তিদের সম্মুখে তা ফ-
রেনিট বর য হইতে পারবে
তাহাদের কথা

সম্মুখে যে আফিডেবিটের ও প্রতিজ্ঞাপত্রের
ব্যবহার বহিতে হইবে, সেই আফিডেবিট ও
প্রতিজ্ঞাপত্র সেই কোর্টের বিশ্বে ক্লার্ক অফ দি
জৌরেন, কিন্তা তৎকার্যপক্ষে নিযুক্ত কোন

কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে বাঃ চন্দ্রনা তাহার কোন ক্ষতি না হওয়া মান্য হইলে ?
কারণে ঐ বিচার অসিদ্ধ হইবে ১৭ উঃ নিঃ ৫০ কোন হাইকোর্ট মোকদ্দমায় কোন
ব্যক্তির দণ্ড হওয়ার পূর্ব যদি যে মোকদ্দমায় অন্য ব্যক্তি চাপান হয় তাহা তাহার প্রার্থনামু-
সারে তৎসময় পূর্বগৃহীত সামিগার জ্ঞানবশি পাঠ করিয়া শুনাইয় মোকদ্দমা সম্পত্তি
করা অন্যান্য ১৩ উঃ নিঃ ৪০ কোন সহিত হওয়া আইনের কোন দারামুসারে কোন
ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহ তৎপরিবর্তে যে তাহীন হয় তাহাতে সম্মানিত
কিলে এবং তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হওয়া সিদ্ধান্ত হইলে ঐ
বিচার বহিতযোগ্য হইবে না। ১৬ উঃ নিঃ ১১ ১৫ উঃ নিঃ ৪২ তাহা ওমাণ স্বরূপ ব্যবহার
হইতে পারে না তাহা ওমাণ স্বরূপ ব্যবহার বহিমে ওরতর ভ্রম বলিয়া গণ্য হইবে না।
৭ উঃ নিঃ ৭ অভিযুক্ত ব্যক্তি অসুপস্থিতিতে তৎপ্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিলে তাহ ওরতর ভ্রম
বলিয়া গণ্য হইবে। ৮ উঃ নিঃ ১৭। বাদীর প্রকল্প সফল সাধীর জ্ঞানবশি যেমন আদা-
লতে না হওয়া কিন্তা প্রমাণ আশে চনা ক্ষতিতে কোন ভ্রম হওয়া বলিয়া হাইকোর্ট ঐ
নিষ্পত্তি রহিত করিবে না। ইঃ বাঃ নিঃ মাদ্রাজ ৩৮

কমিশ্যনরেন্ন কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিশ ভারতের কোন রিকার্ড
কে চোঁ আফিডেবিট গ্রহণের কোন অক্ষ কি কমিশ্যনরেন্ন ম হেতে,ব সম্মুখে
কিম্বা ইংলণ্ডের কি ঐরনণ্ডের চানসরি কোর্টে শপথ কনাইবান কোন কমি-
শ্যনরেন্ন সম্মুখে কিম্বা স্টেটল এ দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট আফিডেবিট কি
প্রতিজ্ঞা কনাইতে ক্ষমতা পন্ন হন তাঁহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক
করা যাইতে পারিবে

୧୫୦ କାମୀ * ଏହେ ଆରେନଗଡ଼ ଉପକ୍ଷିପ୍ତି ନିଜାମ ନି ଶରୀର ଆକୃଷ୍ଟୀନିକ
କାମୀ, ବନିନୀମାନ ଦେଶର ଅଗ୍ରମେ ଦେଶର ଶାସନାତ

জীবিত। মাথোরে মঙ্গল
কিমান। ঐশ্বর্য উপস্থিত। বা-
হির পীথ। হইবার মত। হা।
বথ।

যাশ্রীক্ষণ তাহানও নাশ্রী বহুতে প নিবেন,
এং তাহান পশীক্ষা পূর্বে লক্ষ্যে গিয়া ছে, এমন কোন ব্যক্তিকে আবার
ডাক হয় পুনঃপীন তাহান পশীক্ষা নহুতে পারি।ন ; এং নাশ্রীমতে মোক-
দমার নিশ্চয়ি হইবার নিমিত্তে তজ্জপ কোন ব্যক্তির : অ্য অত্যাৱশ্যক
বোধ হইলে ঐ আদালত তারাকে ডাক হয় তাহান পশীক্ষা লইবেন কিম্বা
তারাকে আবার ডাকাইয়া তাহান পুনঃপশীক্ষা লইবেন

৫৪১ ধারা প্রাণিত্ত আঠেনে প্রানাবাস্তনের নিধান না থাকিলে, এই
 কানাবাস্তন স্থান নির্দেশ
 করিবার আওতা বণ
 আঠেনমতে যে বস্তু কানাদিও বহু হেফাসতে
 মমপর্ণ হইতে পারে তাহাও যে স্থানে অবস্থান
 করিয়া থাকিতে হইবে, আনীম পদমেট তাহাব
 আদেশ করিতে পারিবেন।

৫৪২ ধারার অধীনে রাখা গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাব-
জরেন নিম্নান থাকিবেক যেন প্রেমিডেন্সী
কারাবদ্ধ ব্যক্তির পুনরায়
কোনো ত্রুটিতে আনাটবে
আজ্ঞা করিতে হইবে
মামিষ্ট্রের সমস্ত কণা
জরেন নিম্নান থাকিবেক যেন প্রেমিডেন্সী
মামিষ্ট্রের সমস্ত উপস্থিত কে ন মোকদম
হিনি মামিষ্ট্রের ক্রিয়া আদিমুখ্য থাকি বসিয়া আপন
এলাকার মীমান ও জরাজরেন্সী মোকদম মোকদম

* ଆମାୟା • ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖ କୋଳିଆମାନଙ୍କ ମାମୁଲି ଜାହାଜ ଗାଡ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଓ ନାହିଁ ଉପକ୍ରମିକ
କ୍ଷେତ୍ରା ମନିଷ୍ଟକ ମାନେ । ଉଃ ଉଃ ମିତ୍ର ଓ କାମି । ୨୩

એકે ગયલો એ: મિ ગયલોય અરિને ૧૨૦ માં (૧૧)

বাতির সাফ্য লইতে চাহিলে ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাফ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তি কে উপযুক্ত প্রহরীর জিম্মায় আপনাব নিকট আনাহেতে আজ্ঞা বসিতে পারিবেন।

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে উদ্যুতভাবে কার্য্য নবিবেন ও পূর্কোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যতদূর জেলখানায় ফিবিয়া না আইলে ততদূর তাহার নিষিদ্ধে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

৫৪৩ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তি ন অর্থ ক্রিয়ার জন্যে দোষাধীনের প্রয়োজন হইলে
দোষাধীনের যথার্থ ও বর্ণ
করিতে হইবার কথা। ঐ দোষাধী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ
করিতে আবদ্ধ হইবেন।

৫৪৪ ধারা। * যে বাদীরা কি সাক্ষীরা এই আইন অনুসারে কোন
বাদীদেব ও সাক্ষীদের
ধরনের কথা। তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের
নিমিত্ত উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদা-

* সাক্ষী তাহার বাবদনদার খাচ অন্য দেওয়ানী আদালতে নাগিন বসিতে অক্ষম।
৫ উঃ বিঃ ছোট আদালত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

১৮৭৭ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের ২৪ নং সরকারী দ্বারা ফৌজদারী আদালত সমূহে যে সকল ফরিয়াদী ও সাক্ষীরা উপস্থিত হয়, এবং কেটের পক্ষ হইতে তাহাদের খাচ দেওয়ানী মধ্যস্থ নিয়মিত নিয়মান্বিত প্রচলিত হইয়াছে।

১. মজিসভা বিধি ৩৮ নম্বর অনুযায়ী বোর্ডের বাহ্যিকের সম্মতি পুঙ্খ নুপুঙ্খ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহ্যিক খোঁজা দানী ও নিমিত্ত সমূহ যে সকল বন্দন উপস্থিত হয় তাহান ফরিয়াদী ও সাক্ষীদের খাচ দেওয়ানী মধ্যস্থ, ফৌজদারী বাঙ্গালি, ১৮৭২ সনের ১০ তাইনের ৪২১ ধারা অনুযায়ী নিমিত্ত সংশোধিত নিয়মান্বিত বসিয়াছেন।

২. প্রথমতঃ যে সমস্ত স্থান গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কোন জজ বি মাজিস্ট্রেট, অথবা অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকালীন দ্বারা কি আদেশ অথবা অনুমতি অনুসারে কোন মোকদ্দম বন্ধু কি চালাই হয়; অথবা যে কার্য্যবাহিনীর সময়ে মোকদ্দমা হয় তাহান মতে ঐ মোকদ্দম দ্বারা সাধারণ রাজকার্য্য পরিচালনের উপকারী সম্ভাবনা বিবেচনা হইল; দ্বিতীয়তঃ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সংশোধিত তৎমিলে পক্ষমত যে যে অবস্থায় জামিন জওয়া যাইবে ন বলিয় লিখিত আছে সেই সেই অবস্থায় সমস্তীয় সকল মোকদ্দমা; ও তৃতীয়তঃ যে সমস্ত স্থান মাজিস্ট্রেট নিজ হস্তে অনুসারে কার্য্য বিধি ৩৫১ ধারা মতে সাক্ষীগণকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করেন; সেই সমস্ত স্থান ফরিয়াদী ও সাক্ষীগণকে নীচের লিখিত হান অনুসারে খাচ দেওয়ানী অন্য ফৌজদারী আদালত সমূহকে সমস্ত দেওয়া যাইতেছে।

লত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত পনচ দিবসর আজ্ঞা বসিতে পারিবেন কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে মঙ্গিমভাষিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেন-

৩ যে সকল মোকদ্দম আইন মোকদ্দম হিচকি মোকদ্দম মাধ্যম ন্যম নিচাবেন বুদ্ধি হওয়া নিবারণ করেন তদ্ব্যতীত ফরাসী পোষনা পদ্যারিত ৩০ পারিমাণ্ড যে সকল মোকদ্দমকে সমন বরাহক তাঁহাঙ্গি বাচাচ মোকদ্দম মোকদ্দম ৩২ ৬ দেওয়া হইবে না

৪ মোকদ্দম ৩০, ফরাসী ও মঙ্গিমভাষিষ্ঠিত মোকদ্দম নিম্ন লিখিত হার অনুসারে খোঁজা দেওয়া যাইবে —

(ক) মোকদ্দম মোকদ্দম জীযুত ন্যকি মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(খ) মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(গ) মোকদ্দম মোকদ্দম ও মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

৫ এতদনুসারে মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

৬ যে স্থান হাট্টি মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(১) যে স্থান মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(২) যে স্থান মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(ক) মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(খ) মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(গ) মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

মোকদ্দম মোকদ্দম

(৩) পূর্কি বস্তুদেহো মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

৭ উপরোক্ত নিয়ম নবী হইতে নিম্ন লিখিত বস্তুদেহো মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

(১) মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম মোকদ্দম

রুল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

৫৪৫ ধারা * যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণের পক্ষে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধনক্রমে বা আদালতের সমস্ত বণ প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড

(২) ব্যবসায়ী (যথা আইন কি চিকিৎসা ব্যবসায়ী) সাক্ষিগণ যাহাদিগকে অবস্থা বিবেচনায় মোট বতক টাকা দেওয়া যাইবে

৮ খরচ কম লাগিয়া উদ্দেশ্যে বর্ষগণিতগণ সাক্ষিগণকে দলে দলে একত্র করিয়া আনার জন্য দায়ী থাকিবে। যাহাব নিকট মোকদ্দমা হয় তিনি যে স্থলে বিবেচনা করেন যে সাক্ষিগণ একত্র আসিতে পারিত না তদ্ব্যতীত এক মোকদ্দমায় এক খানি নৌকা ভাড়ান অতিরিক্ত নৌকা ভাড়া দেওয়া যাইবে না।

৯ প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে কর্মচারী খরচ দেওয়ার আদেশ করিবেন তিনি কয় দিবসের খোঁরাকী দিত হইবে তাহ নির্দেশ করিয় দিবেন।

১০ এই উদ্দেশ্যে ও যে সকল মাফুল দেওয়া হয় তাহা পুনরাদায় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক আদালতে এক একটি টেনিস প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে তদ্ব্যতীত প্রত্যেক খানা সদর স্টেশন ও অধীন স্টেশন সমস্ত হইতে বত দূর এবং যে সকল থানা ৫ মাইল হইতে হয় ও প্রত্যেক থানা ঘাটে যে স্থানে মাফুল দেওয়ার আদেশ থাকে তাহ লিখিত থাকিবে এবং যদি কোন সড়ক থাকে তাহা অথবা না থাকিলে তাহা ও যদি কোন জল পথ থাকে তাহাও উহাতে লিখিয় রাখিতে হইবে।

বাক্সাল ও বর্গমেটের ১৮৮১ সালে ১২ই এপ্রিল তারিখে ২০ জেনারেল মনুজার

পুলিশ বর্ষচারিত্র বোন মোকদ্দম চালাইবার জন্য অথবা সাধীস্বরপে বোন ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে হইলে ঐ আদালত ১৮৭২ সালে ১০ আইনের ৪২১ ধারামতে তাহার যাতায়াত খরচ দিবেন সেই সমস্ত স্থলে বোন সীমান স্থান হইতে না হইয়া ঐ পুলিশ বর্ষচারী ব এলাকায় প্রদান বর্ষস্থল হইতে যাতায়াতের খরচ গণন করিতে হইবে কিন্তু যে কর্মচারীর সময়ে মোকদ্দমা হয় তিনি উক্ত কারণ দেখিলে অন্য বোন প্রকারে গণনা করিতে পারেন।

* ওমানগেট মোকদ্দমায় অতিযুক্ত ব্যক্তিগণ জবিসান করিয়া তাহা হইতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করা অধিক ৩ উঃ নিঃ ৬০ জজ ডাকহীতী মোকদ্দমার জবিসানার বোন অংশ অভিযোক্তাবে দেওয়ার আদেশ করিলে বোন ধারা ও কি হেজুবাদে ঐ আদেশ প্রদান করেন তাহা লিখিতে হইবে। ২ উঃ নিঃ ৫৪ অতিযুক্ত ব্যক্তির যুবহার দ্বারা সাধীর

যে আত্মার একাংশ হয় সেই আত্মা দৃঢ় করিলে, ঐ আদালত নিষ্পত্তিকালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা দিয়া তাহার কোন অংশ

(৮) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরি-
শোধে,

(৯) যে অগ্ৰাম হয় তৎজনিত ক্ষতি ও যক দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণেব টাকা পওয়া যাইতে পারে আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবান তাজ করিতে পানিবেন

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আত্মা করা গেলে উক্ত যে টাকা দিবান আত্মা হইল, আপীল উপস্থিত করিবান মিযাদ পতন হওন পর্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না

৫৪৩ ধারা * পদে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতি-
পূরণ দিবান সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতি-
পূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদা-
লত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন

৫৪৭ ধারা অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত
যে টাকা দিয়া আত্মা হয় কোন আত্মাক্রমে দেয় হইলে অর্থদণ্ড হইলে
তাঁহা অর্থদণ্ডের নাম আদায় যে রূপে হইত সেইরূপে তাঁহা আদায় করা যাইতে
পারিবে

যে কোন ক্ষতি হইয়াছে এবং অমান্য বা অসম্মানিত হইয়াছে এবং আত্মা দিয়া তাহার
কোন অংশ মালিককে দেওয়া যাইতে পারে না ১৬: নিঃ ৩ যে ক্ষতির মধ্যক্ষে অগ-
নাদিগত হইয়াছে তাহা কোন ক্ষতি হইবে তৎসময় আত্মা পূরণ দেওয়ার আদেশ
হইতে পারেন না যে না ৩ পুনঃ হইয়াছে তাহার ও ক্ষতি পূরণ দেওয়া অবৈধ
১৬: নিঃ ৩৩ অতঃপর ৫৪৩ ধারামতে আদায় হইয়াছে এবং বিচার সময়
বাদীর অগ্ৰাম, ক্ষতি ও ন্যা হইয়াছে এবং নিম্নের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ
করিতে পারেন না ১৬: নিঃ ৩৩ দুই ও মধ্যস্থতা হইয়াছিল তৎকালে হইতু বাকী
বিশেষে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করা যাইতে পারে না ১৬: নিঃ ৩

* ক্ষেত্রদারী কোন মতন হেতু ক্ষতিপূরণ দাওয়া করা দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে
ক্ষেত্রদারী আদালত যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ করেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেওয়ানী
আদালত ক্ষতির পরিমাণ দাওয়া করিবেন ১৬: নিঃ ৩৩ দেওয়ানী ।

৫৪৮ ধারা * কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আদালতে

নথীব নকল দিবার কথা। যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে সেই ব্যক্তি জুবির নিকট

জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আদালত কি সাক্ষ্যের কি নথীব অনাংশের নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাহারই সেই নকল করিবার খবচ দিতে হইবে।

৫৪৯ ধারা। যে স্থলে টেননিক আইনের অধীন ব্যক্তিগণের বিচার

যে আদালতের প্রতি এই আইন বর্তে সেই আদালতের দ্বারা বা কোর্ট মার্শাল দ্বারা হইবে, এই বিষয়ে মজিসভাধিষ্ঠিত খ্রীস্তু ৯ বর্গের জেনরল সাহেব এই আইনের ও টেনন্য সংক্রান্ত ১৮৮১

কোর্ট মার্শাল দ্বারা যাহা-
দের বিচার হইবে এতদ-
ব্যক্তিগণকে টেনন্য সংক্রান্ত
কর্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ
করিবার কথা।
সালের আইনের কিম্বা তজ্ঞাপ যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের মজত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, * কোন ব্যক্তির যে অপরাধে টেনন্য সংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের ৪১ ধারায় কোর্ট মার্শাল দ্বারা বিচার হইতে পারে সেই অপরাধের অভিযোগমত তাহাকে কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে ঐ মাজিস্ট্রেট উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহাবরণ সহিত তাহাকে সে যে পোর্টনে- কি টেনন্যালের কি মেনাভাগের মোক সেই পোর্টনাদির টেনন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশনে টেনন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শাল দ্বারা, বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

তজ্ঞাপ কোন স্থানে অবস্থিতি নি নিম্নুক্ত টেননিকদের অধ্যক্ষের উৎ

কার্য পক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক
তজ্ঞাপ ব্যক্তিগণকে ধৃত
করিবার কথা।
মাজিস্ট্রেট তাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভি-

যোগ আছে তাহা যেন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া
নির্দিষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

* অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবক্ষে যে মোকদ্দম উপস্থিত হয় তাহা প্রতিবাদ করিবার জন্য সে কোন কাগজ পত্রের নকল চাহিলে মাজিস্ট্রেট তাহা দিতে অস্বীকার হইতে পারেন না। যদি ঐকগন দেয় তবে তাহার বিচার অসিদ্ধ হইবে ১৪ উঃ নিঃ ৭৭

৫৫০ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা অথবা অন্য থানার গীমার মধ্যে
যেই ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারেন পোলীসের
পোলীসের উচ্চপাশ্ব-
কারকদের সমস্ত কথায়
যে কথার ফলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চ
পদস্থ হন তাহার। যে স্থানীয় চাকর নিমিত্ত
নিযুক্ত হন তাহাধ্য সেই ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন।

৫৫১ ধারা। কোন জমীদারী লোককে কিম্বা চৌদা বৎসরের নূন বয়সের
যে লোককে অবৈধ কাগজের নিমিত্ত ফুসকাইয়া হরণ
করা। যে ভাবেই হউক আটক করিয়া রাখা
প্রিয়াছে প্রোগিডেশী মাজিস্ট্রেটের কি জিনার
মাজিস্ট্রেটের নিকট শপথ পূর্ণক এই না বশ করা গেলে, তিনি উক্তকর্তার
জীলোককে ছাড়িয়া দিবেন কিম্বা এই বালিকাকে আপন স্বামীকে কি পিতার
কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে এই বালিকার রক্ষণের ভার-
প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া গিান আত্মা করিতে পাবিবেন, ও
যেক্ষণ বম্ভক না আনয়ক হয় সেইরূপ বলাপ্রকাশ করিয়া সেই আত্মা মতে
কার্য করাইবেন।

৫৫২ ধারা। রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্মকার-
কের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজি-
স্ট্রেট সে ক্ষমতা শুনে তাহার বিবেচনা মতে
এই ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না
থাকিলে, যে ব্যক্তিকে ধরা যন্ন মাজিস্ট্রেট
সেই ভাবে তাহার সময় হইলে কি থরচের অন্য স্থানপূরণরূপ পক্ষাণ টাকার
অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন যে ব্যক্তি তাহকে তৎক্ষণে ধৃত
করায় তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আত্মা করিতে পারিবেন।

উক্ত স্থলে হই কি তদনিক অনেকে ধৃত করা গেলে কি তাহাদের নামে
মালিশ করা গেলে, মাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকাবে তাহাদের একই ক্ষমতায়
পক্ষাণ টাকার অনধিক যত স্থানপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার
আত্মা করিতে পারিবেন।

এই ধারায়তে স্থানপূরণরূপ যে টাকা দিবার আত্মা হয় তাহা অর্থদণ্ডের
ন্যায় আদায় হইতে পারিবে; ও তাহা তৎক্ষণে আদায় করা যাইতে না

পারিলে, যে ব্যক্তি ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডে আজ্ঞা করা যাইবে কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৫৫৩ ধারা কলিকাতার হাইকোর্ট মজিসভাধিষ্ঠিত ক্রীযুক্ত গবর্নর

অধীন আদালতের কাগজ-
পত্র ও বিদর্শন করিবার বিধি
সমন্বিত হইবে টেন প্রণ-
য়ন করিতে পারিবার কথা

জেনারেল সারহেবের অল্পমতি গ্রহণ পূর্বক এবং
রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাই-
কোর্ট স্থানীয় গবর্নমেন্টের অল্পমতি গ্রহণ পূর্বক
সময়ে অধীন আদালতের কাগজপত্র ও বিদর্শন
করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন

যে হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে স্থানীয় গবর্নমেন্টের

অন্যান্য কার্যের নিমিত্ত
অন্যান্য হাইকোর্টের বিধি
করিবার ক্ষমতার কথা

অল্পমতি গ্রহণ পূর্বক সেই হাইকোর্ট সময়ে
(ক) স্থায়ী অধীন সকল ফৌজদারী আদা-
লতে যে বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে
কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই আদা-

লতের যে রিটার্ন কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য লিখিবার পাঠ
নির্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ মিলপত্র করিতে পারিবেন।

(গ) স্থায়ী রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্যের ও অপনার অধীন সকল
ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্যের বিধানার্থ বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইনমতে যে ওয়ারন্ট দেওয়া
যায়, তাহা যে প্রকারে আরী করিতে হইবে তাহার বিধানার্থ বিধি প্রণয়ন
করিতে পারিবেন

কিন্তু এই ধার মতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ নিরূপিত হয় তাহা
এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের
অনুসৃত না হয়

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে তাহা স্থানীয় রাজকীয়
গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

মজিসভাধিষ্ঠিত ক্রীযুক্ত ৫৫৭ ধারা এই আইনক্রমে মজিসভাধিষ্ঠিত
গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা ক্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণ-
স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানু-মেণ্টের প্রতি যেহ ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রয়োজনমতে
সানে সময়ে কার্য হইবার
কথা সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য হইতে পারিবে।

৫৫৮ ধারা এই আইন যৎকালে প্রবল হয় তৎকালে কোন ফৌজদারী
আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে তা-
চলিত মোকদ্দমার কথা। হাতে যতদূর সম্ভব এই আইনের বিধানসমূহ বর্ত্তিবে

প্রথম তফসীল

যেহ আইন রহিত হইল তাহার কথা

(ক) রাজব্যবস্থা।

বৎসর ও রাজত্ব ও অধ্যায়	নাম	যে পরিমাণ রহিত হইল
তৃতীয় জর্জের ১৩ বৎ- সরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎ- কৃষ্টতর কার্য্যাদক্ষতা নিমিত্ত কেন্দ্র নিয়ম সংস্থাপনার আইন	৩৮ ধারা।

(খ) মজিসভাধিষ্ঠিত ক্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন

সাল ও নং।	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল
১৮৪০ সা, ২৩ আ,	পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬০ সা, ৪৫ আ, ১৮৬১ সা, ৫ আ,	দণ্ড বিধি বিষয়ক পোলীস বিষয়ক	২১৪ ধারার উদাহরণগুলি ৬ ধারা ও ২৪ ধারার সেই চৌদ্দটি শব্দ ৩৫ ধারা প্রথমাবধি কিন্তু শব্দ পর্য্যন্ত
১৮৬২ সা, ১৯ আ,	প্রশীমকোর্টের ফৌজ- দারী মোকদ্দমার কার্য্য- প্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।

ગાંધી ૩૫	વિષય ।	યે ૧ મિ મ ન - હિત હૈન
૧૮૭૪ ગા, ૭ જા,	કાશાધાર વિચયક	૧ માના
૧૮૭૬ ગા, ૨ જા,	શાસ્ત્રીયકાર્ણ અધિગમેન વિચયક	મે અંશ તહિત હય નાહે
૧૮૧૦ ગા, ૨૨ જા,	મત્રામત્રીમતે વિચાર કરિ- યામ અમત્રી આમ નેન આઈન હૈઉનોનોમ વિ- ટિન આસામેન આંક વર્તીએન વિચયક	મે ૭૨૫ તહિત હય નાહે ।
૧૮૧૨ ગા, ૪ જા,	પજાવેન વ્યવસ્થા વિચયક	વજાવેન ૧૮૨૬ માલેન ૨૦ આઈનેન તહિત યત દૂત મપ્પર્ક તાથે ।
૧૮૧૨ ગા, ૧૦ જા,	કોષધારી મોકામગાર કાર્યાપાલી વિચયક	મે અંશ તહિત હય નાહે
૧૮૧૪ ગા, ૧૧ જા,	કોષધારી મોકામગાર કાર્યાપાલી વિચયક આ- ઈન મંદેશાધન વિચયક	મમુદય ।
૧૮૧૪ ગા, ૧૬ જા,	આઈનેન સ્ત્રીમનાંશિ વિચયક ।	વજાવેન ૧૮૨૬ માલેન ૨૦ આઈનેન તહિત યત દૂત મપ્પર્ક તાથે ।
૧૮૧૬ ગા, ૧૦ જા,	હાઈનેન ટેટા કોષધારી મોકામગાર કાર્યા આ- પાલી વિચયક ।	૧૪૪ મારા તિમ ૭ ૧૪૭ માત્રાન મપ્પર્ક મપ્પર્ક આંશ તિમ મમુદય આ- ઈન ।
૧૮૧૬ ગા, ૨૦ જા,	મમાલમેન વ્યવસ્થા વિ- ચયક	વજાવેન ૧૮૨૬ માલેન ૨૦ આઈનેન તહિત યત દૂત મપ્પર્ક તાથે ।
૧૮૧૭ ગા, ૧૮ જા,	અયે માત્ર વ્યવસ્થા વિચ- યક	૧
૧૮૧૧ ગા, ૪ જા	શોમિટેલી માલિટેટ વિચયક	૮૧ માત્રા હાંકા મમુદય
૧૮૧૯ ગા, ૨૧ જા,	અપરાધીનિગદે અમેદે દોષન વિચયક ।	૩૩૩ અધ્યાય ।
૧૮૮૧ ગા, ૧૦ જા,	કવરો વિચયક	૮ ૭ ૯ મારા ।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণে রহিত হইল
বঙ্গদেশের ১৮২৫ সাল, ২০ আ, ১৮৭২ সাল, ৩ আ,	কোর্ট মার্শালের বিচার স্বাধিপত্য বিষয়ক সাঁওতাল পরগণার ব- ন্দোবস্ত বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই। ১৮৭২ সালের ১০ আই- নের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে
১৮৭৪ সাল, ৯ আ,	আরানের পার্শ্বতীয় প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক।	১৮৬৯ সালের ২ আই- নের ও ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের স- হিত যত দূর সম্পর্ক রাখে
১৮৭৭ সাল, ৩ আ,	আঙ্গুরের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে

(ঘ) মজুমতাদিষ্ঠিত মাস্ত্র জের গবর্ণর সাহেবের আইন

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণে রহিত হইল।
১৮৬৭ সাল, ৮ আ,	পোলীস বিষয়ক	৯ ধারা।

দ্বিতীয় তফসিল।

অপরাধের বিবরণসমূহের নৈদিক।

অর্থ কষ্টসাধ্য নহবে, এম।—এই তফসিলের ২ ও ৭ ধরে অর্থের ভারৎবের সন্ততিবিধি
অইনত “অপরাধের” ও “দণ্ডের” ধরে ভারতবর্ষের সন্ততিবিধি অইনত ভিন্নত ধরত
নির্দিষ্ট অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ কব, কিংবা উৎ ধরার সুদক লেখা সন্ততিগ্রাহ নহে।
কেবল অর্থন ধরে বে ধরার নহর দেওয়া গেল সেই ধরার নির্দিষ্ট কথার উল্লেখ করা
অভিগ্রহ।

এই তফসিলের ২ ও ৭ ধর কনিকাতা ও বেয়াই নগরদেব পেশীনের প্রতি যত্নে।

৫ পঞ্চম অধ্যায়। অপরাধের সহায়তার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীশ ওয়াবক্ট বিনা দ্রুত করিতোথনে ওয়াবক্ট বা পায়ে কিতা নন দিত্তর	নামিনাতঃ প্র ওয়াবক্ট বা নন দিত্তর	হাজিরজানিন ওয়াবক্ট বা পাবে কিতা।	বলা করা বা ইতে পারে কিতা।	ভারতবর্ষের ১৬ বর্ষের আইন নত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহা- যতা বশত প্রযুক্ত সেই অপরাধ কব গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বি- ধান না থাকিলে, সেই সহায়তা।	নাহাব্য করা অপরাধ হে তুক ওয়াবক্ট বিনা দ্রুত ক রিতে পারি নে সহায়- তাবও সেই বিধি নতুবা নয়।	নাহাব্য করা অপরাধ হে তুক ওয়াবক্ট কিন্দা নমন, বাহা এইতে পারে তদ হুগাবে সহা রতার জন্যে ইহাবে।	নাহাব্য কব। অপরাধের নিমিত্তে হা- জির জানিন ওয়াবক্ট বা ইতে পারি লে কিতা।	নাহাব্য করা অপরাধের একা করা বাইতে পা- বিলে কিতা পারিলে তদ মুগপ।	অপরাধের বে দণ্ড সহা বতাবও সেই দণ্ড।	নাহাব্য করা অপরাধ বে আদালতের বিচার্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির নাহাব্য হয় সে সহায় ব্যক্তিব অভি- প্রায় ভিন অন্য অভি- প্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	উপবিধ দৃষ্টে এক ক্রি- য়ার সহায়তা ইহারা অন্য ক্রিয়ায় বহলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পানীবি ওয়ারেন্ট বিনাধৃতকরিতে পারে কি না।	৪ দানাদাতঃ ও ধন ওয়ারেন্ট গনন দিতে হয়।	৫ হাফির জামিন ওয়ার্ট বাইতে পারে কি না।	৬ রক্ষা করা বা ইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন- মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের খিচাড়া।
১১৭	সংঘর্ষ লোকেরেব কি দশ জনেব অধিকের কোন অপরাধের সহা স্বতা	নাহাব্য করা অপরাধেই ক ওয়ারেন্ট বিনা ধৃতক- বিতে পা- লে সহায়তা প্রদেই বি- নতুবা নয়	নাহাব্য করা অপরাধেই ওয়ারেন্ট কিম্বা নমন বাহা হইতে পারে ওদহনাবে সহায়তা ন্যে হইবে।	নাহাব্যকৃত অপরাধের মিনিমুম হা- ফিজামিন ওয়ার্ট বা ইতে পারি নে সহায়ের হাফিজামিন মিন ওওয়ার্ট বাইবে তুবা নয়	নাহাব্য করা অপরাধের রক্ষা করা বাইতে পা- বিলে কি না পারি নে ওদহ করা।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি তুই ১০	নাহাব্য ক- রা অপরাধ যে আদা- লতের বি- চারা সেই আদালতের
১১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি বাবজীবন দীপান্তর প্রেরণ ১০ হইতে পারে ভাঙ্গা করিবার করুনা গোপনে রাখা। এই অপ- রাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
রাজকীয় বে কারিকার- কের যে অপরাধ নিবা- রণ করা কর্তব্য তাহা করিবার করুনা ভাঙ্গার দণ্ড রাখা। এই অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	নাহাব্যকৃত অপরাধের মিনিমুম হা- ফিজামিন ওয়ার্ট বাইতে পারিবে নহা- রের হাফিজ মিন ওওয়ার্ট বাইবে নতুবা নয়।	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের মিনিমুম অর্থদণ্ড বতকাল বে প্রকারের কারাদণ্ড হই- তে পারে তাহার অধিক কোন পর্যন্ত দেই প্রক- রের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ তুই ১০	ঐ
ঐ অপরাধের মিনিমুম প্রাণদণ্ড কি দীপান্তর প্রেরণ ১০ হইতে পা- রিলে	ঐ	ঐ	হাফিজ জা- মিন ওওয়ার্ট বাইবে না।	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ

[illegible][illegible]

১	২ অপরাধ	৩ পোলিশওয়ার্ডে বিনা হুতকরিত থনে ওয়ার্ডে বিনা পাসে কিনা।	৪ দানাতঃ প্র	৫ যাঞ্জির জামিন	৬ রকা করা বা ইতে পারে কিনা।	৭ ভাবতর্কের দণ্ডবিধির আদি	৮ যে আশপতের বিচার।
১২৩	বৃত্ত করিবার করনা হু গম করিবার মাননে তাহা গুপ্ত রাখা।	ওয়ার্ডে বিনা হুত করিবে না।	ওয়ার্ডে।	হাজির জা মিন গওয়া বইবে না।	রকা করা বা ইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	লেশন আদি
১২৪	আইনমত নমতাক্রমে কোন কার্য বনপূরক কবাইবার কি নিবারণক বিবাব অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনেবল দাওতবেব কি গবর্ণর নাহেব প্রহুতিদ উপব আক্রমণ।	ওয়ার্ডে বিনা হুত করিবে না।	ওয়ার্ডে।	হাজির জা মিন গওয়া বইবে না।	রকা করা বা ইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ই
১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভ্যুত্থিত উৎসাহ দেওন কিহা দিয়ার উদ্যোগ করণ।	ওয়ার্ডে বিনা হুত করিবে না।	ওয়ার্ডে।	হাজির জা মিন গওয়া বইবে না।	রকা করা বা ইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ই

১২৫	আশিয়া দেশীয় বে বা জা মহারাষ্ট্রের সাহিত্যন স্থিবক কি শান্তিভাষা-পন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে বৃত্ত করণ কি ই বৃত্তের দাওতব করণ।	ই	ই	ই	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ই
১২৬	মহারাষ্ট্রের নদে গন্ধিবহ কি শান্তিভাষাপন্ন কোন রাজার দেশে উপস্থিত করণ।	ই	ই	ই	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ই
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার নিবিশেষে বৃত্ত কি উপস্থিত রাজার প্রাপ্ত নন্দতি গ্রহণ।	ই	ই	ই	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ই
১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি বৃত্ত বৃত্ত করণী রাজকীয় কা-র কারাকর বৃত্তবে ধা-কিনে তাহাকে ইচ্ছাপূ-রক পনাইতে দেওন	ই	ই	ই	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ই

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পাল্লী ওয়ার্ডে বিনা হুত করিত পাল্লী কিনা।	৪ নানাতঃ এ পাল্লী ওয়ার্ডে বা সুনন নিতে হয়	৫ হাজির জামিন নওয়া বাততে পারে কিনা।	৬ বকা করা বা বতে পারে ক না।	৭ ভারতবর্ষের ৭৩ বিধি নত ৭৩।	৮ ব জালানতের বিচার।
১২৯	রাজনীতি ক কি হুত বন্দী বাতীয় কার্য কারকের রকমে থাকিবে ভাহাকে অনবধানে প লাইতে হইবে	ওয়ার্ডে বিনা হুত করিবে না	ওয়ার্ডে	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পা বে।	বকা করা বাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্যন্ত দণ্ড কাবা-ও ও অর্থদণ্ড	দেশন জালা নত কি প্র- সিডেন্সী না- জিষ্টেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট।
১৩০	তক্রপ বন্দীর পলায়নের নাহায়া বা প্রহাকে প্রকা করণ কি আশ্রয় দেওন কিহা পুনবার হুত কর ণের বাধ্য করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পারে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবা-ও ও অর্থদণ্ড	দেশন জালা নত ৭৩।

৭ নতুন অধ্যাদেশ নৈনা ও বুদ্ধজাহাজনকার অপরাধের বিধি।

১৩১	সেনাপতি কি হুতদার কি নি পাল্লী কি নাবিক প্রভৃতির রাজ নিয়ন্ত্রিত করণের সহায়ত কি তাহাকে রাজবাংলা প্রহা কি কর্তব্যবর্ধ ২২:৩ বৎসর করাইবার উদ্যোগ।	ওয়ার্ডে বিনা হুত করিতে পারে।	ঐ	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পা বে না।	বকা করা বাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবা-ও ও অর্থদণ্ড।	দেশন জালা নত ৭৩।

১৩২	রাজবিদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজবিদ্রোহ হ ঠানে সেই সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি বাবজীবন বীপান্তর প্রেরণ, কিহা ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবা-ও ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১৩৩	উপস্থিত কার্যকারক বীপ পনের কর্ম করিতে হোন এমন নদ্রে ওহার প্রতি সেনাপতি কি হুতদার কি নিপা- হীর কি নাবিকের আক্র মণ কবিবার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবা-ও ও অর্থদণ্ড।	দেশন জালা নত ৭৩ কিহা প্রসিডেন্সী মাজিষ্টেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট।
১৩৪	উক্ত অক্রমণ হইলে তা হার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবা-ও ও অর্থদণ্ড।	দেশন জালানত।
১৩৫	সেনাপতি কি হুতদার কি নিপা-হী ক নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	ঐ	ঐ	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবা-ও কিহা অর্থদণ্ড।	প্রসিডেন্সী মাজিষ্টেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট।

(৩২)

(৩৩)

১ ক্রমিক সংখ্যা	২ অপরাধ।	৩ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি পাণ্ডিত্য	৪ সামান্য ও বিশেষ পাণ্ডিত্য	৫ হাতিয়ার নগর পাণ্ডিত্য	৬ রক্ষা করা বা হাতে কি না।	৭ ভারতবর্ষের নতুন আইন নতুন আইন	৮ যে আদালতের বিচার্য।
১০৬	কোন পক্ষের কি নিপাতী কি না পনাও হইবে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	ওয়ারেন্ট বৃত্তান্তে পারে।	ওয়ারেন্ট।	হাতিয়ার মিন নগর বাইতে পারে না।	রক্ষা করা হাতে পারে না।	২ বৎসর পর্যন্ত এক প্রকারের নিষেধাজ্ঞা অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি বি- ভীর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১০৭	কাজী জাহাজের কি না নগর বোম্বাই জাহাজে তাদের লুণ্ঠন করা।	ওয়ারেন্ট বৃত্তান্তে পারে।	নগর।	ঐ	ঐ	২০০ টাকা অর্থদণ্ড।	ঐ
১০৮	কোন পক্ষের কি নিপাতী কি না বিক্রয় নগর কোন জাহাজে তাদের লুণ্ঠন করা।	ওয়ারেন্ট বৃত্তান্তে পারে।	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত এক প্রকারের নিষেধাজ্ঞা অর্থদণ্ড কি ঐ হইবে।	ঐ
১০৯	কোন ব্যক্তি নিপাতী কি না বিক্রয় নগর কোন জাহাজে তাদের লুণ্ঠন করা।	ঐ	নগর	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত এক প্রকারের নিষেধাজ্ঞা অর্থদণ্ড কি ঐ হইবে।	কোন মাজি ষ্ট্রেট।

অষ্টম অধ্যায়। দাখল বা ভিত্তি শাস্তি ও অন্যান্য বিধি।

১১০	কোন পক্ষের কি নিপাতী কি না বিক্রয় নগর কোন জাহাজে তাদের লুণ্ঠন করা।	ওয়ারেন্ট বৃত্তান্তে পারে।	নগর	হাতিয়ার মিন নগর বাইতে পারে না।	রক্ষা করা হাতে পারে না।	৩ মাস পর্যন্ত এক প্রকারের নিষেধাজ্ঞা অর্থদণ্ড কি ঐ হইবে।	কোন মাজি ষ্ট্রেট।
১১১	প্রাথমিক নগর নগর নগর নগর	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত এক প্রকারের নিষেধাজ্ঞা অর্থদণ্ড কি ঐ হইবে।	ঐ
১১২	কোন পক্ষের কি নিপাতী কি না বিক্রয় নগর কোন জাহাজে তাদের লুণ্ঠন করা।	ওয়ারেন্ট বৃত্তান্তে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

(৪২৩)

(৪২৪)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পাল্লী ওয়াবট কন' হুতকরিতে পারে কিন।	নামান্য ও প্র বন ওয়াবট ব নন' হুতকর	জাজির জামিন লগু' বাইতে পারে কিন।	রক করা বা হুত পা'র কিন।	৩০ বর্ষের ৪০ বর্ষের আটন ২০ ১০।	বে'দান্য'তর বিচার।
১৪৭	হাঙ্গানা করণ	ওয়ার্ট বিন হুত করিতে পারে।	ওয়ার্ট	হাজির জা মিন লগু' বাইতে পারে	বকা' কবা' বাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্যন্ত 'কান এক প্রকা'র কা'র'ও কি অর্থ'ও কি'ই হুই ১০	কোন মাজি- ষ্ট্রেট
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র নইয়া হাঙ্গানা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত 'কান এক প্রকা'র কা'র'ও কি অর্থ'ও কি'ই হুই ১০।	শে'ন জা ন'ও কি'ই পে'দিয়েলী মাজিষ্ট্রেট কি এখন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৪৯	বেআইনীমত জনতার কোন লোক কোন অপ রাধ করিলে ঐ জনতার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়	ঐ অপরা ধের নিমিত্তে 'ধর' নিমিত্তে ওয়ার্ট ক্রমে হুত কবি'ব কি'ই ওয়া' ওয়াবট কি এটি বিনা হু-নমন, ইহ'ব কিতে পারি নহে' বাহা ন তদনুসারে হুইতে পারে তা'হা	ঐ অপরা ধের নিমিত্তে 'ধর' নিমিত্তে ওয়ার্ট ক্রমে হুত কবি'ব কি'ই ওয়া' ওয়াবট কি এটি বিনা হু-নমন, ইহ'ব কিতে পারি নহে' বাহা ন তদনুসারে হুইতে পারে তা'হা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হা জির জামিন লগু' বাইতে পারে	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে বে ১০ সেই ১০	অপরাধ বে আদালতের বিচার সেই আদালত।
১৫০	বেআইনীমত জনতার মিলিত হুতবার জন্য কোন লোকসিংকে টিকা করিয়া রাখন কি তা'হা দের দণ্ডে করার কদম্ব কি তা'হাঙ্গিকে নিযুক্ত ক- রণ	'ওয়ার্ট বিন' টিকা রাখা হুত করিতে পারে	টিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি বে অপ রাধ করে তা'হা'র নি মিত্তে নমন বা ওয়াবট বাহা হুইতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের ভূ'না, ও সেই জন তাব কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের ১০	অপরাধ বে আদালতের বিচার সেই আদালত
১৫১	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া বাইবার আজ্ঞা হুইনে পর জামিনা হুনিয়া লেট জনতার মিলিত হওন কি থাকন	ঐ	নমন	হাজির জামি ন লগু' বা ইতে পারে	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকা'রের কা'র'ও কি অর্থ'ও কি'ই হুই ১০	কোন মাজি ষ্ট্রেট।
১৫২	দাঙ্গার কার্যকরত হাঙ্গানা প্রভৃতি মিথ্যাব করিতেছেন এমন সময়ে তা'হার প্রতি আক্রমণ করণ কি তা'হার বাধা দেওন	ঐ	ওয়ার্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকা'রের কা'র'ও কি অর্থ'ও কি'ই হুই ১০	শে'ন জা ন'ও কি'ই পে'দিয়েলী মাজিষ্ট্রেট কি এখন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

খণ্ড।	অপরাধ।	৩ পানিদ ওয়াস্ট নান্নাতঃ প্র বনাধৃত করিতে যেন ওয়াস্ট বা পারে কিনা	৪ ওয়াস্ট নান্ন হর	৫ হাজির জামিন নওরা বাহতে পারে কিনা	৬ বকা করা বা ইত পায় কিনা।	৭ ভাবতবর্ষের নওরা.ধর আংশ ১০ ১৩।	৮ যে আদালতের বিচার।
১২৩	হাঙ্গানা করিবার অভি প্রায়ে অকাবণে বাগ জন্মা ওন, হাঙ্গানা হইল হাঙ্গানা না হইলে	ওয়াস্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়াস্ট নমন	হাজির জা মিন লক্ষ্য বাহতে পারে	বকা করা না	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই ১৩ ৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই ১৩	কোন মাজি স্ট্রেট।
১২৪	হাঙ্গানা প্রদূতের দ্বারা ভূমির স্বামী কি নবিল কারের না দেওন	ওয়াস্ট বিনা ধৃত করিতে না	এ	এ	এ	১০০ টকা অর্থদণ্ড	প্রসিডেন্ট মাজিস্ট্রেট কিবা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি স্ট্রেট।
১২৫	বাহার উপকারার্থে কি নপকে হাঙ্গানা হয় তা হার এই হাঙ্গানা নিবার- ণের আইন দিহ নকল উপায়নতে কার্য না করণ	এ	এ	এ	এ	অর্থদণ্ড	এ

১২৬	যে স্বামীর কি ধখনি- কারের উপকারার্থে হা ঙ্গানা হয় তাহার গোন তার তাহা নিবারণের আইনদিত নকল উপায় নতে কার্য না করণ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
১২৭	বেআইনীমত জনতার নিমিত্তে বাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা বাব তাহাদিগকে আশ্রয় দে ওন।	ওয়াস্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	এ	এ	এ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই ১৩	এ
১২৮	বেআইনীমত জনতাতে কি হাঙ্গামাতে নাহাব্য করিবার জন্যে ঠিকা- রূপে নিযুক্ত হওন	এ	এ	এ	এ	এ	এ
১২৯	কিহা অস্ত্র নইয়া গমন করণ	এ	ওয়াস্ট	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই ১৩	এ
১৩০	বাক্য করণ	ওয়াস্ট বিনা ধৃত করিতে না	নমন	এ	এ	এক মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিহা এক শত টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই ১৩	কোন মাজি স্ট্রেট।

*৯ নবম অধ্যায়।— রাজকীয় কার্যকারক দ্বারা কি ভৎসনকারী অপরাধের বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সংখ্যা	অপরাধ।	পোলীশ ওয়ারেন্ট বিনা হস্তকরিয়া পারে কি না	সামান্যতঃ প্র থম ওয়ারেন্ট দ নয়ন দিতে হয়	স্বাক্ষর জামিন নওর বহুতঃ পারে কি না	রক্ষা করা বা হাতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের বহুবিধ আইন মত বও।	যে আদালতের বিচার্য।
১৬১	রাজকীয় কর্মকারক হইয়া কি হস্তবার অপেক্ষা কবিশ্রী স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম করণার্থে আটনমত বেংন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিবে না।	নয়ন	স্বাক্ষর জা মিন নওর বাইতে পারে	রক্ষা করা বাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	দশন আদা লতে কিহা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬২	দুর্বীর কি বেআইনী মত উপায়ে রাজকীয় কার্যকারকে লগ্নয় ইহার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তি ক্রমে কোন কার্য করা উদ্যোগ জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিহা প্রথম শ্রেণীর মা জিস্ট্রেট।
১৬৪	রাজকীয় কর্মকারকের সম্মুখে ইহার পূর্বে হই যার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার নহা য়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	দশন আদা লতে কিহা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৫	রাজকীয় কার্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য করেন তাহার স- ম্পর্কবৃত্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি হা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি ক রিবার অভিপ্রায়ে আই- নের বিধি রাজকীয় কার্যকারকের না মানন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্মকারকের অভিমাননীয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	দশন আদা লতে কিহা প্রেসিডেন্সী মা- জিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা:	অপরাধ:	গোপনীয় ওয়ারেন্ট: নানান্যতঃ এ বিনা হুচ করিতে যেন ওয়ারেন্ট বা পারে কি না নমন দিতে হয়।	হাজির জামিন নগরা বাইতে পারে কি না।	রকা করা বা- ইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের নগরবিধির আইন নত দণ্ড।	বে আদালতের বিচার।	
১৬৮	রাজকীয় কার্যকারকের বেআইনীমতে বাদিঙ্গ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা হুচ করিবে না	নমন	হাজির জামি ন নগরা বা- ইতে পারে	১ বৎসর পর্যন্ত নামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি যা প্রথম শ্রে- ণীর মাজিষ্ট্রেট	
১৬৯	রাজকীয় কার্যকারকের বেআইনীমতে নস্পতি ক্রয় করণ কি নীলামে ভাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত নামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং নস্পতি ক্রয় করা গেলে ঐ নস্পতি দণ্ড	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্যকারক ব- নিয়া দেখাওন	ওয়ারেন্ট বিনা হুচ করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজি- ষ্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্মকারকের পোষাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ	ঐ	নমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

(৬৬)

১০০ দশম অধ্যায়। — রাজকীয় কার্যকারকের আইননিষ্ঠ ক্রিয়তাব অবজ্ঞার বিধি।

১৭২	রাজকীয় কার্যকারকের স্থানে নমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার অন্যে পলায়ন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত নামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	নমনে কি নোটিশে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত নামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি নোটিশ দেওয়া কি নটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিবা নটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবা- রণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্যন্ত নামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিবা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি- ষ্ট্রেট।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত নামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

(৬৬)

১ সংখ্যা।	২ অপরাধ	৩ পানীশওয়ার্টে, নান্নাতঃ প্র বিনা হৃতকরিতে ৭২ গুয়ার্টে বা পারে কিনা	৪ নমন	৫ হাজির জামিন নওয়া বাহতে পারে কিনা।	৬ রফা করা বা হতে পারে কিনা	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার
১৭৪	জানবিশেষে স্বয়ং কি নোজা রের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমতে আজ্ঞা অন্যান্য ক রণ, কিম্বা অসুস্থতা না পাইয়া চলিয়া বাওন	গুয়ার্টে বিনা হৃত করিবে না।	নমন	হাজির জা মিন নওয়া বাহতে পারে	রফা করা বা হতে পারে না।	১ মাস পর্যন্ত নান্নাতঃ কারাদণ্ড কি ৫০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজি স্ট্রেট।
১৭৫	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত নান্নাতঃ কারাদণ্ড কি ১০০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	আইনমতে রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে নৌর উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপ- স্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্বক জট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত নান্নাতঃ কারাদণ্ড কি ৫০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ যে আদালতে ঐ অপরাধ করা বার ঐত আত মত ৩৫ অধ্যা ৩২ বিধানবর্তী নে এই আদা- লত কিম্বা অদ মত আদালত না হইলে প্রাণ ভেলো মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম ক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১৭৬	নেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করি- বার আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা বাহতে পারে কিনা	৬ মাস পর্যন্ত নান্নাতঃ কারাদণ্ড কি ১০০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	রাজকীয় কার্যকারকের নিকটে নোটিশ কি নথাদ নিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্বক জট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত নান্নাতঃ কারাদণ্ড কি ৫০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি স্ট্রেট
	নেই নোটিশ কি নথাদ অপবাদ প্রভৃতি করণ বিবয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত নান্নাতঃ কারাদণ্ড কি ১০০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৭	রাজকীয় কার্যকারকের জানিয়া চলিয়া মিথ্যা নথাদ দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকাষের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	প্ররোক্তনীর নথাদ অপ রাধ প্রভৃতিকরণ বিব য়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকাষের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ খ্রা	২ অপরাধ।	৩ পুলীস ওয়ারেন্ট নানান্যঃ এ বিন বৃত্তান্তঃ খসে ওয়ারেন্ট বা পারে কিনা। নমন দিত হও।	৪ নমন	৫ হাজির হ'মিন নগরা বাততে পারে কিনা।	৬ রফা করা বা হতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের নগরবিধি আইন নত দণ্ড।	৮ ১ আদালতের বচাব।
১৭৮	রাজকীয় কার্যকাবক নিরূপিত রূপে শপথ ক রিতে আজ্ঞা করিলে শ- পথ কবিতো অস্বীকার করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা বৃত্ত করিবে না।		হাজির হ'মিন মিন নগরা বাইতে পারে বাইতে পারে কিনা।	রফা করা বাইতে পারে কিনা।	৬ মাস পর্যন্ত নানান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	১ আদালতের এই অপরাধ করা ব'র এই আইনের ৫৫ অধ্যায়ের বি- ধানমতে নই অন্য নত কিংবা আদালতে অপরাধ না হইলে ১০- নিউজী ন জিষ্টে কিংবা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রে- ণীর মাজি- স্ট্রেট।

১৭৯	মত কহিতে আটনমতে বক্ত হইরা প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্যকারকের মিকটে যে কথার বর্ণনা করা বার তাহাতে স্বা- কর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বী- কার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত নানান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮১	রাজকীয় কার্যকারকের নমুখে শপথ করিয়া জ্ঞানপূর্বক মত বনিয়া মিথ্যা কথা কহন।	ঐ	ওয়ারেন্ট।	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদা- লত কিংবা প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮২	রাজকীয় কার্য কারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি ক- রেন কি ভাঙ্গা কে ক্রেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাঁ হাকে মিথ্যা নথিাদ দেওন।	ঐ	নমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

(৬৬)

(৬৭)

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পানীয় ও গারটে বনধৃত অর্থাৎ পারে কিনা।	৪ নানান্যতঃ প্র থম ও গারটে বা নমন দিতে হয়।	৫ হাঙ্গির জামিন নগরা বাইত পারে কিনা।	৬ রকা করা বা ইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের ১৪বিধি আইন- নত দণ্ড।	৮ বে আদালতের বিজ্ঞা।
১৮৩	রাজকীয় কার্যকারক অইননিবৃত্ত কর্মচারে সম্পত্তি লইতে গেলে বনপূর্বক তাঁহার বাধা দেওন।	ও গারটে বিনা ধৃত করিবে না।	নমন	হাঙ্গির জা মিন নগরা বাইতে পারে	রকা করা বাইতে পা রে না।	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮৪	রাজকীয় কার্যকারকের কর্মতাক্রমে বে সম্পত্তি বিক্রয় ইহঁদের জন্যে প্রকাশ হইয়া তাহাব বি- ক্রয়ের দণ্ড দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৫	আইননিবৃত্ত কর্মতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইলে কালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করি বার মূল্য ডাকন কিহা ডাকিলে বে দায় হটে তাহা বকল করিবার মানস বিনা ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

(৭৬৬)

১৮৬	রাজকীয় কার্য কারকের স্বীয় পদের কর্তব্য কবণ কালে তাঁহাকে বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিহা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্য কারকের নাহাবা করিতে আই- নতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত নানান্য কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	পরওয়ানানতে কার্য- করণার্থে কি অপবাধ প্রভৃতি নিবাবণার্থে রা- জকীয় কার্যকারক না- হাবা চাহিলে ইচ্ছা পূর্বক তাহার নাহাবা না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত নানান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্যকারক আইনমতে বে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অ- মান্য করণ, সেই অমা- ননে ন্যাব্য কর্ণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরেব বাধা কি ক্রেণ কি হানি হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্যন্ত নানান্য কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

(৭৬৬)

১ খণ্ড	২ অপরাধ	৩ গোপীক ওয়ারেন্ট বিনা হস্তকরিত পারে কি না।	৪ নানান্যতঃ এ ধমে ওয়ারেন্ট বা নমন হিতে হয়।	৫ হাজির জামিন নওরা বাইতে পারে কি না।	৬ রক্ষা করা বা ইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের ৭৩বিধির আইন- নত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার।
	সেই অনাননে মহাব্যব প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশ হ্রা হইলে।	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিবে না।	নমন	হাজির জা মিন নওরা বাইতে পা বে।	রক্ষা করা বাইতে পা না।	৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেনিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি- না প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণী- র মাজিস্ট্রেট।
১৮৯	রাজকীয় কার্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি ক্ষমাইবার জন্য ভাঁহার, কিম্বা বে ব্য- ক্তির লাভান্ধে তাহার সম্পর্ক থাকে তাহার হানি করিবার ভয় বর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার ক্ষমতা আ- ইনমতে বরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভব দেখাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১১ একাদশ অধ্যায়। মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের বখাখা বিচার হইবার বাধ্যজনক অপরাধের বিধান।

১৯৩	মোকদ্দমা প্রভৃতি কা- র্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দে- ওন কি প্রস্তুত করণ	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন নওরা বাইতে পারে না।	রক্ষা করা বাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আদা- লত কিম্বা প্রেনিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণ- ণের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ। তদ্বারা নির্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জা মিন নওরা বাইবে না।	ঐ	বাবজীবন দীপান্তর প্রে- রণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্বোক্ত দণ্ড	দেশন আদা- লত।
১৯৫	বাবজীবন দীপান্তর প্রে- রণের কি দাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধেব বে দণ্ড নেই	ঐ

১ ক্রমিক সংখ্যা	২ অপরাধ।	৩ পান্ডিত্য ওয়ারেন্ট বনাম দৃষ্ট করি-ও বনাম ওয়ারেন্ট বা পারে কিনা।	৪ নামান্যতঃ প্র বনাম দৃষ্ট করি-ও বনাম ওয়ারেন্ট বা পারে কিনা।	৫ হাতির জামিন নগর বাহতে পারে কিনা।	৬ রক্ষা করা বা হতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের নও বিধির আইন- নও নও।	৮ যে আদালতের বিচার।
১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জামিনা নোংরা প্র ভুক্তি কার্যে ভাঙ্গার বা বহার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা দৃষ্ট কবিবে না।	ওয়ারেন্ট।	ঐ প্রমাণ সেওনাপ- রাধেব জনো হাতির জা- মিন নওরা বাহিতে পা- বিলে কি না পারিলে ওনুদ্যবে। হাতির জা- মিন নওবা বাহিতে পারে।	রক্ষা করা বাহিতে পারে না।	মিথ্যা নাক্য সেওনের কি প্রস্তুত করণের বে নও নেই	দেশন আদা- লত কি প্রে সিডেন্সী না জিষ্টেট কিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিবরণে আইন মতে নাটকিকিটে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় জন পূর্বক সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা নাটকিকিটে সেওনা কি ভাঙ্গতে পারার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	মিথ্যা নাক্য সেওনের বে নও নেই	ঐ
১৯৮	কোন নাটকিকিটে ওর- তর অংশে মিথ্যা জামিনা প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দেশ বাক্য আই নমতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় ভ্রমধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দেশ বাক্য মিথ্যা জামিনা নাক্য বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১	অপরাধীকে রক্ষা কর- ণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিয়া তা হার মিথ্যা নাক্য সেওনা প্রাধিকারের বোগ্য অপ- হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আদা- লত।
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের বো- গ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আদা- লত কিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোস্টাল ওয়ারেন্ট বিনা বৃত্ত করিতে পারে কি না।	৪ সাবানাতঃ প্র বনে ওয়ারেন্ট বা নবন লিখিত হয়।	৫ হাজির জামিন নগরা বাহাত পায় কি না।	৬ বকা করা বা ইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন- নত দণ্ড।	৮ বে হান্নাতের বিচার্য।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারা দণ্ডের বোধ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা বৃত্ত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন নগরা বা ইতে পারে	বকা করা বা ইতে পারে না।	অপরাধের জন্য অত্যা- ধিক বত কাল যে প্র- কারের কাবানও হয় ৩১২র চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কাবানও কি অর্থ ১০ কি এই দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি যা প্রথম প্রে- সী মাজিষ্ট্রেট কিহা অপরাধ যে আনান- তের বিচার্য সেই আদা- নত।
২২২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপ- রাধের সম্বাদ দিতে আ- বদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্বক সম্বাদ না দেওন	ঐ	দমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার নিষা সম্বাদ দেওন	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	ঐ
২০৪	কোন দলীন প্রমাণ- স্বরূপে উপস্থিত না হই বার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিহা প্রথম শ্রেণীর মা- জিষ্ট্রেট।
২০৫	কোন মোকদ্দমার কি কৌচলবী নানিষে কোন কর্মের কি আনুষ্ঠানিক কার্যের কিহা হাজির জামিন কি প্রতিভূ হই- বার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	নেশন আদা- নত কিহা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিহা প্রথম শ্রেণীর মা- জিষ্ট্রেট।
২০৬	দণ্ডস্বরূপ কিহা অর্থ দণ্ডেব আদ্রুক্রমে কিহা ডিক্রীজারীক্রমে দণ্ডান্তি কোন না হয় এই নি- মিত্তে তাহা প্রতারণা- ভাবে জানাত্তর কি গো- পনকরণ প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ক্র.সং.	২ অপরাধ	৩ শাসন ওয়ারেন্ট বিনা প্রত্যাশিত পারে কিনা	৪ নানান্যতঃ প্র থমে ওয়ারেন্ট নাম ২৫০ হ্র	৫ হাজির জামিন নগর বাহতে পারে কিনা	৬ রক করা বা ইতে পারে কিনা	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মত দণ্ড	৮ যে আদালতের বচন
২০৭	দণ্ডস্বত্ব নিগা অর্থদণ্ডের আজ্ঞারূপে কিম্বা ডিক্রি জারীকরণে ন্যস্ত হইলে না হয়, এই নিমিত্তে যত না থাকিলেও সেই ন্যাস্ত স্তির ন্যাস্ত কয়েক কিম্বা তৎ-স্বত্ব কোন স্বত্ব- বিবরণে প্রত্যাবর্তন কার্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা প্রত্যাশিত না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন নগর বাহতে পারে	রক করা বাহতে পারে না	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি- স্ট্রেট
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রত্যাবর্তন- ক্রমে ডিক্রী হইতে সে- ওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেল পর তাহা জারী হইতে সেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

২১০	যে টাকা পাওনা নহে তাহার নিমিত্তে প্রত্যাবর্তন- ক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য হইলে পর তাহা জারী করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	ঐ
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভি- যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	ঐ
	অপরাধের অভিযোগ হইলে ওদ্বর্থে প্রাপ্যদণ্ড কি ব্যব- জীবন হীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অ- ধিক কাল কারাদণ্ড হ- ইতে পারিলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	বেশম আদা- লত
২১২	অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া প্রাপ্যদণ্ডের উপযুক্ত অপ- রাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা প্রত্যাশিত পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	বেশম আ- দালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পৌরীণ ওয়ারেন্ট দানন্যাতঃ প্র- বিনা হৃত করি তখনও ওয়ারেন্ট বা পারে কিনা? নমন নিতে হবে।	৪ ওয়ারেন্ট	৫ হাজির জামিন লওয়া বাইতে পারে কিনা।	৬ রকা করা বা হুত পারে কিনা।	৭ চার-বর্ষের ৭৫ বিধির আইন নষ্ট নও।	৮ বে আদালতের বিচার।
	যাবজ্জীবন দীপান্তর প্র- রণ নওর কি ১০ বৎসর কারণের উপযুক্ত অ- রাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা হৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জা মিন নওরা বাইতে পারে না।	রকা করা বাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদ- লত কিং প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারণের বোধ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অ- ধিক বৃত কাল বে প্রক- বের কারাদণ্ড নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থ- দণ্ড কি ঐ দুই নও	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কি অপরাধ বে আদালতের বিচার নেই আদালত
২১৩	অপরাধীকে ১০ হইতে রকা করণার্থে দানাদি প্রদণ্ড। প্রাণদণ্ডের উপ- যুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা হৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদ- লত।
	যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রে- রণ কি ১০ বৎসর কারা- দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদ- লত কি প্রে- সিডেন্সী মা- জিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের বোধ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অ- ধিক বৃত কাল বে প্রকারের কারাদণ্ড নি- র্দিষ্ট হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকা- রকারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই নও	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কি অপরাধ বে আদালতের বিচার নেই আদালত।
২১৪	অপরাধীর রকা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি দান করিবার প্রস্তাব করণ। প্রাণ- দণ্ডের বোধ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদ- লত।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পাল্লী ওয়ারেন্ট বিনা হৃত করিতে পারে কি না।	৪ নানান্যতঃ প্র- থমে ওয়ারেন্ট বা নয়ন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন নওয়া বাইতে পারে কি না।	৬ ডকা করা বা হতে পারে কি না।	৭ তারতর্ক্যবোধক বিধির অধীন নতঃ ৫।	৮ আমানতের বিচার।
	বাবজীবন দীপান্তর প্রে- রণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের বোগ্য অপ- রাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা হৃত করিতে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন নওয়া বাইতে পারে	ডকা করা বাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আ- নতঃ কিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	১০ বৎসরের নূন কারা- দণ্ডের বোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপব্যয়ের অত্যধিক বত- কাল বা প্রকারের কা- রাদণ্ড নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নও আমানতের বিচার। সেই আমানত।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২১৫	অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির বে অস্থাবর ন- শাস্তি করণ হইয়াছে অপরাধীকে হৃত না করা ইরা তাহা কিরিবা দেও রাতিবার সাহায্যার্থে দান প্রদণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নও	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২১৬	অপরাধী কোন হতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণ দণ্ডের বোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা হৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আ- নতঃ কিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	বাবজীবন দীপান্তর প্রে- রণ কি ১০ বৎসর কারা- দণ্ডের বোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা হৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

[illegible][illegible]

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোલીস ওয়ারেন্ট দ্বারা গৃহত্যাগ পারেন কিনা।	৪ নামান তঃ প্র- দান ওয়ারেন্ট বা নামান দিতে পারেন কিনা।	৫ হাজির জামিন নগদ বা বারতে পারে কিনা।	৬ রক্ষা করা বা- ইতে পারেন কিনা।	৭ ভারতবর্ষের ১৪বিধির আইন- নত নও।	৮ ব আদালতের বিচার।
১	১০ বৎসরের ন্যূন কাল কাবান্ডের বোগ্য অপ- রাধ হইলে	ওয়ারেন্ট বিন হুত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন নগদ বা বারতে পারে	রক্ষা করা বাইতে পারে না।	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্বিহীন ২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি- ং প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২২	আদালতের নগদ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইন মতে বন্ধ হইবা তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য- কারকের ইচ্ছাপূর্বক ক্রটিকরণ। ঐ ব্যক্তির প্রাণলভের আশঙ্কা হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নগদ বাইতে ন	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্বিহীন ২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদা- লত।
৩	ভাণ্ডার ব্যবসায়ীকে দ্বীপ স্তর প্রেরণ কি নগরপ পরিশ্রম কি ১০ বৎসর কি তদধিক কাল কারা- দণ্ডের কি নগরপ পরি- শ্রম করিবার আশঙ্কা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্বিহীন ৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা- দণ্ড	ঐ
২২৩	১০ বৎসরের ন্যূন কাবান্ডের আশঙ্কা হইলে কিন্তু আইনমতে আ- দালতের আদেশে রাখা গেলে	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নগদ বাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদা- লত কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৪	রাজকীয় কার্যকারকের অনবধানভাব কোন ব্য- ক্তিকে কারা হইতে পলা- ইতে দেওন	ঐ	নামান	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত নামান্য কাবান্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৪	আইনমতে গৃহ না হও নের জন্য কোন ব্য- ক্তির বল পূর্বক বিপ- কতা করণ কি বাধা দেওন	ওয়ারেন্ট বিন হুত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির গৃহ না হওনের জন্য বল পূর্বক বিলকতা করণ কি বাধা দেওন কিংবা তাহাকে আইনমতে আদালত হইতে নাড়াইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ক্রম	২ অপরাধ।	৩ পানী ওয়াস্‌টে ন্যূনতম প্র বন্যকৃত করিতে বসে ওয়াস্‌টে বা পারে কিনা। নমুনা দিতে হয়।	৪ ওয়াস্‌টে	৫ হাজির জামিন নওয়া বাহতে পারে কিনা।	৬ রকা করা বা হাতে পারে কিনা	৭ তারতম্যের দণ্ডবিধির আইন- নত ২৩।	৮ যে আদালতের বিজয়া।
১	ভাষার বাবজীবন দীপা স্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের বোগ্য অপ- রাধের অভিযোগ হইলে	ওয়াস্‌টে বিন ধৃত করিতে পারে	ওয়াস্‌টে	হাজির জা মিন নওয়া বাহবে না।	রকা করা বাহতে পা রে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	দেশন আদা- লত কিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	প্রাণদণ্ডের বোগ্য অপ- রাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আদা- লত।
	ভাষার বাবজীবন দীপা স্তর প্রেরণ কিয়া ১০ বৎসর কি তদধিক কাল দীপান্তর প্রেরণ কি ৭৩ রূপ পরিশ্রম করণ নও কি কারাদণ্ডের আদা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	প্রাণদণ্ডের আদা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বাবজীবন দীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২২৫০	৭৮৮৮৮৮৮৮ প্রতিভূ না দেওন প্রবৃত্ত আদেধ হইতে পলায়নকরণ কিয়া পলাইবার উদ্যোগকরণ	ঐ	ঐ	হাজির জা মিন নওয়া বাহতে পারে	ঐ	এক বৎসর পর্যন্ত অন্ত তর প্রকারের কাবা ৭৩ কি অর্থদণ্ড কি ঐ হুই ৭৩	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৬	দীপান্তরে প্রেরিত হইয়া আইনমতে প্রত্যা গমন	ঐ	ঐ	হাজির জা মিন নওয়া বাহতে পারে না	ঐ	বাবজীবন দীপান্তর প্রেরণ ও ৩৭পূর্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরি শ্রম সহিত কারাদণ্ড	দেশন আদা- লত।
২২৭	৫৩ কমা হইবার নিরম নজ্বন	ওয়াস্‌টে বিন ধৃত করিবে না।	নমন	ঐ	ঐ	প্রথম আক্রামণ ৮৩। ভাষার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ	প্রথম অপ রাধ যে আ- দালতের বি চার্য সেই আদালত।

১ খার।	২ অপরাধ।	৩ পেনাল্টি ওয়ারেন্ট বিনা হুজ করিতে পারে কি না।	৪ দাননাতিঃ প্র বলে ওয়ারেন্ট বা নয়ন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন নওয়া বাইতে পারে কি না।	৬ রক করা বা ইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের ১৩ বিধির আইন নত নও।	৮ যে আদালতের বিচার।
২২৮	মোকদ্দমা প্রতীতি বিচার রকাবে জ্ঞানপূর্বক রাজ কীর কার্যকরকের অপ মান করণ কি বাধা দেয়	ওয়ারেন্ট বিনা হুজ করিতে না।	নয়ন	হাজির জামিন নওয়া বা- ইতে পারে	রক করা বা ইতে পারে না।	৬ মাস পর্যন্ত বিনা পরি শ্রমে কারাদণ্ড কি ১০০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নও	এই আইনের ২৫ অধ্যায়ের বিধানধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদা- লত।
২২৯	অপমানকে জুরর কি আদান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০০ টকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নও।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১২ খালি অধ্যায় :— মুদ্রা ও গবর্ণমেন্টের ইষ্টেংল দল্পদীর অপরাধের বিধি।

২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম ওয়ারেন্ট বিনা করণ দল্পদীর কোন কার্য করণ	ওয়ারেন্ট হুজ করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন নওয়া বাইতে পারে না।	রক করা বা ইতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক শ্রম প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নত

২৩২	মহারাজীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ দল্পদীর কোন কার্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদালত।
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার বস্ত্র নির্মাণ কি ক্রয় কি বি ক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদা- লত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৩৪	মহারাজীর মুদ্রা কৃত্রিম কবি বার নিমিত্তে বস্ত্র নির্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদা- লত কিম্বা ৭৩।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার চতু কোন বস্ত্র কি দ্রব্য নি কটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদা- লত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	মহারাজীর মুদ্রা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদা- লত কিম্বা ৭৩।

(৭৩)

(৬৭৩)

১ ক্র.সং.	২ অপরাধ	৩ পৌরসভার অধীনে বিনা দৃষ্টকরিত্তে পারে কিনা।	৪ ন্যায়ালয়ে দায়িত্ব পালন নিতে হয়।	৫ হাজির জামিন নগদ বা হাও পারে কিনা।	৬ রক্ষা করা বা হাও পার কিনা।	৭ ভারতবর্ষের বিধি আইন মতঃ	৮ বেআদার বিচার।
২০৬	ভারতবর্ষের মধ্যে বা কিছু ভিটিভ ভারত বর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের মাধ্যমে করণ	হাজারটি বিনা দৃষ্ট করিতে পারে।	হাজারটি	হাজির জা মিন নগদ বাহিরে না	রক্ষা করা বা হাও পার না।	ভিটিভ ভারতবর্ষের মধ্যে তদুপ মুদ্রা কৃত্রিম করি বার দণ্ড ১০ বছর বে ১০ সেই দণ্ড	দেশন আদা নত।
২০৭	মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রফতানী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বছর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আদা- নত কিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৮	মহারাজার মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রফতানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বছর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	দেশন আদা- নত।
২০৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রি ম জানে তাহা নিকটে রাখন ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বছর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশন আদা- নত কিয়া প্রেসি ডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২১০	মহারাজার মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বছর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	দেশন আদা- নত কিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২১১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রি ম না জানিয়া পবে তাহা কৃত্রিম জানে অ কৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বছর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদ- ণ্ড কিয়া কৃত্রিম মুদ্রাব মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২১২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বছর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	দেশন আদা নত কিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২১৩	মহারাজার মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বছর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ- দণ্ড।	ঐ

(৩৬)

(৩৬)

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পানীয় ওয়ার্ট বিনা হুত করিতে পারে কি না।	৪ নানান্যতঃ প্র- বনে ওয়ার্ট বা নমন করিতে হয়।	৫ হাজির জা- ন ওয়া বাহতে পারে কি না।	৬ রকা করা বা- হতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের ৮৩ বিধির আইন নত বও।	৮ যে আদালতের বিচার।
১২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও বে ধাতুর বত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদনুযায় টাকশানে কর্তৃকারী ব্য ক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	ওয়ার্ট বিন হুত করিতে পারে।	ওয়ার্ট	হাজির জা- ন ওয়া বাহতে হাইবে না।	রকা করা হাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	শেষন আদা- লত।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন বস্ত্র টাকশান হইতে যে ইনমতে বাহির করিয়া নগেন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিংবা তাহা তে যে ধাতুর বত থাকি উচিত তাহা শর্ততক্রমে ন্যূন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কার- দণ্ড ও অর্থদণ্ড।	শেষন আদা- লত কিংবা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

২৪৭	মহারাজীব মুদ্রার ওজন কিংবা তাহাতে যে ধাতুর বত থাকিতে হব তাহা শর্ততক্রমে ন্যূন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকা- রের মুদ্রার মত চালান- বার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৯	মহারাজীব মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চা- লাইবার অভিপ্রায়ে তা- হার রূপ পরিবর্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫১	মহারাজীব মুদ্রা প্রাপ্তি- কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট নানানাতঃ প্র বিনা গৃহকর্তৃক বসে ওয়ারন্ট বা পারে কিনা। নন্দন নিত হয়।	৪ ওয়ারন্ট।	৫ হাজির জামিন নওয়া বাইতে পারে কিনা।	৬ রকা করা বা হাত পায়ে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের নত বিধির আইন- নত নত।	৮ বে আদালতের কিনা।
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন	ওয়ারন্ট বিনা গৃহকর্তৃক পারে	ওয়ারন্ট।	হাজির জা- মিন নওয়া বাইবে না	রকা করা বাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	নেশন আ- দালত কি প্রে- সিডেন্সী না- জিষ্টেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট।
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপা স্তর করা না জানিয়া, পরে অদ্বিগ্ন বলিয়া সস্ত বা স্তিকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ		২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট।
২৫৫	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নওয়া বাইতে পারে		যাবজীবন বা পাঁচ বছর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	নেশন আ- দালত

২৫৬	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার বস্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৭	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার বস্ত্র নির্মাণ কি ক্রম কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৮	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৯	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	নেশন আ- দালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট।
২৬০	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিমমতে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুইও	ঐ

ধারা।	অপরাধ।	৩ পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা দৃষ্ট করিতে পারে কি না।	৪ নাম ন্যায় প্র- বাস ওয়ারেন্ট বা নাম দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন নওয়া বাহাতে পারে কি না।	৬ রফা করা বা হাতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন নত দণ্ড।	৮ বে আলাতর বিচার।
২৬১	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প বা হাতে থাকে এমন পত্রাদি হইতে কোন নিধন উঠা- ইয়া দেওন কিংবা দলীলে বে ইষ্টাম্প দেওয়া গেল গবর্ণমেন্টের ক্ষতি করি- বার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া দেওন	ওয়ারেন্ট বিনা দৃষ্ট করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন নওয়া বাহাতে পারে	রফা করা বাহাতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	দেশন আলা- তর কিংবা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট
২৬২	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প পূর্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৬৩	ইষ্টাম্প ব্যবহার হইলে ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	দেশন আলাতর কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিংবা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত বস্তুর শঠাভ্যাসে ব্যব- হাব	ওয়ারেন্ট বিনা দৃষ্ট করিবে না।	নমন	হাজির জা মিন নওয়া বাহাতে পারে	রফা করা বাহাতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গুণপ্রভৃতি প্রভারণা ক- রিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গুণপ্রভৃতি প্রভারণার কার্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রভারণার কার্যের নি মিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গুণ প্রভৃতি নিষ্পাদ কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৪ চতুর্থ অধ্যায় :—স'বার্ণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপত্তার কি সচ্ছন্দতার কি নজর কি তদন্তের বাধ্যতামূলক অপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ গোপনীয় ওয়ারেন্ট দান। ৩: প্র- বিনা হস্তকরিতে ব'ন ওয়ারেন্ট ব পারে কিনা। নমন সততঃ	৪ নমন	৫ হাজির জামিন নওয়া বাহতে পারে কিনা।	৬ রকা করা বা তাত পারে কিনা।	৭ তার ৩০ বর্ষের হস্তবিবর আদল নত ১৩।	৮ ব'ন স'বার্ণ বি ১।
২৬৯	বে কর্মদ্বারা নাৎস্যাতিক রোগের দস্যর হইতে পারে জানিয়া অনবধানে নেই কর্মকরণ	ওয়ারেন্ট বিনা হস্তকরিতে পারে	নমন	হাজির জা মিন নওয়া বাহতে পারে না।	রকা করা ৩ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	৩ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	প্রতিভেকী না জিজ্ঞেসে কি অর্থদণ্ড কি তীর শ্রেণীর না জিজ্ঞেসে।
২৭০	বে কর্ম দ্বারা নাৎস্যাতিক রোগের দস্যর হইতে পারে জানিয়া বেপ'রক নেই কর্ম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ
২৭১	কাবাটাইন বিধি জ্ঞান পূর্বক অমান্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিতে না	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ
২৭২	মহুবোর আহারীয় কি পানীয় বে লব্য বিক্র স্বার্থে হর তাহাতে লব্য মিশ্রিত করিয়া অথবা হাস্যজনক কবণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এ দুই দণ্ড	ঐ
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় লব্য পীড়াজনক জানিয়া মহু বোর আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বণিজ কি ঔষধীয় লবোর গুণ ধর্ম করণার্থে কি তাহার কল পরিবর্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তা- হার সঙ্গে অন্য লব্য মি শ্রিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য লব্য মিশ্রিত হইয়া দ্বিত হই রাছে জানিয়া এমন কোন বণিজ লব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ, ঔষধান্ন হইতে বিক্রয়ার্থে দেওন কি বাহিব হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যাত্রা।	অপরাধ	পানি ও ঘর-বাড়ির দিন হুজুরি- পার কি না	দণ্ড দণ্ড কি না	হাজির জামিন নগদা বাহাতে পার কি না।	রক্ষা করা বা ইতে পার কি না।	কাস্তাবাদ নগদ।
২৭৬	কোন বণিক কি ঊষ- দব্য জ্ঞানপূর্কক অন্য বণিক কি ঊষধীয় দ্রব্য বস্ত্রপে ঊষধ-নয় হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে বেগন	এয়ারটে বিন হুত করিবে না।	দণ্ড	হাজির জা মিন নগদা বা ইতে পার	রক্ষা করা ইতে পার না।	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক একরের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড
২৭৭	নাথারণের ব্যবহার্য উল্ল- ঠর কি জন-শরের ছল নয়না করণ	এয়ারটে বিন হুত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক একরের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড
২৭৮	বাং গৌড়জমক করণ	এয়ারটে বিন হুত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড ঐ দুই দণ্ড
২৭৯	রাজপথে মহাব্যের প্রাণ- হিত আশঙ্কাজনকরূপে অহিবেদে কি অমনো- বোগে গাতি বোড়া প্র ভুতি চান্দাওন	এয়ারটে বিন হুত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক কারের এক কারাদণ্ড কি ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড

(৬০)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যাত্রা।	অপরাধ	পানি ও ঘর-বাড়ির দিন হুজুরি- পার কি না	দণ্ড দণ্ড কি না	হাজির জামিন নগদা বাহাতে পার কি না।	রক্ষা করা বা ইতে পার কি না।	কাস্তাবাদ নগদ।
২৮০	মহাব্যের প্রাণাদির আ- শঙ্কাজনকরূপে হুসা- হলে কি অমনোবোগে নৌকাদি চান্দাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেনিডেন্সী নাথিষ্টেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা কালো কি চিহ্ন কি বয়া দেখান	ঐ	ওয়ারটে।	ঐ	ঐ	১ বছর পর্যন্ত কোন এক একরের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড
২৮২	নৌকান্নির ব্যবস্থা কি বো- কাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলে ও ভাড়া নইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকা- দিতে নওন	ঐ	দণ্ড	ঐ	ঐ	প্রেনিডেন্সী নাথিষ্টেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৩	রাজপথে কি নৌকাপথে মহটে কি বাধা কি দা- নিজনক কার্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২-৩ টাকা অর্থদণ্ড ঐ
২৮৪	বিবাল দ্রব্য লইয়া মজু- রোর প্রাণাদির আশঙ্কা- জনক কার্য করণ	ওয়ারটে বিন হুত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক একরের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড

(৬১)

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পৌলীস ওয়ারেন্ট দানান্যতঃ প্র- বিনা ধৃত করিতে পারেন কিনা।	৪ কোন ওয়ারেন্ট বা নয়ন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন নগর বাইতে পারে কিনা।	৬ রক্ষা করা বা- ইতে পারে কিনা।	৭ চারতবর্ষের ন্যূনতম আইন- নত হয়।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
২৮৫	অস্ত্র কি আতঙ্কনীয় বস্তু নইয়া মনুষ্যের প্রা- ণান্তি আশঙ্কাজনক কর্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	নয়ন	হাজির জা- মিন নগর বাইতে পারে	রক্ষা করা বাইতে পারে না	৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই নও	কোন মাজি- স্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জনিরা উঠে এমন প্রবো ভঙ্গ কার্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলিতে ভঙ্গ কার্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙিতে কি দোরগায়ে দিতে বাহার অধিকার থাকে তাহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা নষ্ট বনা নিবারণের কার্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনু- ষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতব পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মতে না রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজি- স্ট্রেট।
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	২০০০ টাকা অর্থদণ্ড।	ঐ
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্যন্ত বিনা পরি- শ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই নও	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৯২	স্বাক্ষরসংঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই নও	ঐ
২৯৩	স্বাক্ষরসংঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শনাগমার্থে নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

(৩৭২)

(৩৬৬)

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পৌরসভা ওয়ার্ডে বিনা হুজুরিতে পার কি না।	৪ সম্মাননা: প্র- ধান ওয়ার্ডে বা নগর দি. ৩ হয়।	৫ হাজির জন- নগর বাইরে পারে কি না।	৬ রকা করা বা ইতে পার- কি না।	৭ ভারতবর্ষের বণ্ডবিধির আইন নং-৩।	৮ বেআলমত বিচার।
২১৪	শ্রদ্ধারহননযেটিত কু- নিত পীত গান করণ	ওয়ার্ডে বিনা হুজুরিতে পারবে	ওয়ার্ডে	হাজির জামি নগর বা- ইতে পারে	রকা করা বা- ইতে পারে না	৩ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্ট মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২১৪ক	হুজি খেলার কার্যাবলি রাখন	ওয়ার্ডে বিনা হুজুরিতে না	নগর	ঐ	ঐ	৩ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	কোন মাজি স্ট্রেট।
	হুজি খেলা সম্পর্কিত প্র- দত্ত প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০ টকা অর্থদণ্ড	ঐ

১৫ পঞ্চম অধ্যায়।—ধর্মসম্পর্কিত অপরাধের বিধি।

২১৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্মে অবহেলা করণ অথ- প্রায়ে ভজনালয় কি প বিব্র বস্তু নষ্ট কি কতি কি সজ্জা করণ	ওয়ার্ডে বিনা হুজুরিতে পারবে	নগর	হাজির জা- মিন নগর বাইরে পারে	রকা করা বা ইতে পারে না।	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্ট মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২১৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।	ঐ
২১৭	কোন ব্যক্তির মনে হুঃখ দিবার কিম্বা ধর্মে অব- হেলা করিবার কিম্বা শ- বের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম করিবার জন্য ভজ- নালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ও সমাধি কিরার বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২১৮	ধর্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে হুঃখ দিবার জন্য তাহার ক্ষতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ কবণ কিম্বা তাহার নাক্ষাতে অসভ্যতা করণ কি কোন দ্রব্য রাখন	ওয়ার্ডে বিনা হুজুরিতে না।	ঐ	ঐ	রকা করা বা ইতে পারে	ঐ	ঐ

১৬ বোডিশ অধ্যায় :- বহুব্যবহার শ্রমিকের অপরাধের বিধি। প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পাল্লীদণ্ডের ন্যূনতম প্র- দেয় করিতে যেন শ্রমিক বা পারে কিনা।	৪ যদি দণ্ডিত হয়।	৫ হাজির জামিন নগদ বা হাত পারে কিনা।	৬ রকম করা বা ইতে পারে কিনা।	৭ তারতম্যের ১৩ বিধি আইন নং ১৩।	৮ যে আদালতের বিচার।
১৩০২	জানকৃত বধ	৩০০০ টাকার করিতে পারবে	৩০০০	হাজির জামিন নগদ বা হাত পারবে না।	৩০০০	প্রাণ ও কি বাবজীবন দীপান্তর প্রেরণ ও অর্থ ১৩	দেশন আ- নত।
৩০৩	বাবজীবন দীপান্তর প্রে- রণ বণ্ডাজ প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক জানকৃত বধ	৩	৩	৩	৩	প্রাণ ও .	৩
৩০৪	জানকৃত বধের জন্য নয় একত অপরাধবৃত্ত নয় হত্যা। যে কার্যাবলী বৃত্তি হয় তাহা প্রাণনা- শাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে	৩	৩	৩	৩	বাবজীবন দীপান্তর প্রে রণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারণ ও অর্থ ১৩	৩
	প্রাণনাশাদির নষ্টাবনা জানিয়া কিছু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে	৩	৩	৩	৩	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারণ ও কি অর্থ ১৩ কি ঐ হই নও	৩
৩০৪ক	হুসাননে কিংবা অনবধান- তাতে কোন কার্য করিয়া হত্যার কারণ হওন	৩	৩	হাজির জামিন নগদ বা হাত পারবে	৩	২ বৎসর পর্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারণ ও কি অর্থ ১৩ কি ঐ হই ১৩	দেশন আ- নত কিংবা প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩০৫	বানকের কি কিঞ্চিৎ কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্নতব্যক্তির আত্ম ঘাতের সহায়তা	৩	৩	হাজির জামিন নগদ বা হাত পারবে না।	৩	প্রাণ ও কি বাবজীবন দীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কারণ ও অর্থ ১৩	দেশন আ- নত।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা	৩	৩	৩	৩	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারণ ও ও অর্থ ১৩	৩
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ সেই ক্রিয়াতে কোন ব্য- ক্তির পীড়া হইলে	৩	৩	৩	৩	৩	৩
	বাবজীবন বন্দী বধ করি- বার উদ্যোগে পীড়া জ- ন্মাইলে	৩	৩	৩	৩	বাবজীবন দীপান্তর প্রে রণ কি পূর্বোক্ত নও প্রাণ ও বা পূর্বোক্ত নও	৩

(৩৭৩)

(৩৭৭)

১ সার	২ অপরাধ।	৩ পাকিস্তান গুৱাহাটী বি-১ হতকরিত পারে না।	৪ নশনাত: এ বলে গুৱাহাটী বিন বিতরণ	৫ হাজির জামিন নগর বাইতে পারে না।	৬ রকা করা বা হাত পা তি না	৭ ভারতবর্ষ - গুৱাহাটী আইন নত ১৩।	৮ বহানাত বি-১।
৩০৮	অপরাধমুক্ত নরহত্যা ক- রিবার উদ্যোগ	গুৱাহাটী বিন হতকরিত পারে	গুৱাহাটী	হাজির জা- মিন নগর বাইতে পারে না।	রকা করা হাত পা বাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্ধবৎসর কি এই দুই-ও	নশন জা- নত।
	দেউ ক্রিয়াতে কোন ব্য- ক্তির পীড়া হইবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্ধবৎসর কি এই দুই বৎসর	প্রেনিভেন্সী নাজিহেট কি প্রথম কি দ্বি- তীর প্রেক্ষিত নাজিহেট।
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত দিনাপরি শ্রমে কারাদণ্ড কি অর্ধ- বৎসর কি এই দুই বৎসর	ঐ
৩১০	ঈশ্বর হত্যা	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নগর বাইবে না।	ঐ	বাবজীবন বীপান্তর প্রে- রণ ও অর্ধবৎসর	নেশন জা- নত

১৬. ১০ বছর ও অধিক বয়সের ছাত্র করণ ও শ্রুতি পারীক্ষা করণ ও জন্ম ওপ্ত রাধিনের কথা ।

৩১২	গর্ভপাত করণ	ওরারট বিনা খও করিবে না।	ওরারট	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পারে	রকা করা বাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থও কি ঐ দুই ৫০	শমন আদা নত।
	গর্ভে জীবনধারণ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
৩১৩	গর্ভিণীর অহুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নওয়া বাইবে না।	ঐ	বাহাজীবন দীপান্তর প্রে রণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থও	ঐ
৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় ওদ্বারা মৃত্যু হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থও।	ঐ
	গর্ভিণীর অহুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বাহাজীবন দীপান্তর প্রে রণ কি পূর্বোক্ত ৫০	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মি- বার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মর্বিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিন্তু অর্থও কি ঐ দুই ৫০।	ঐ

১ ক্রমিক সংখ্যা।	২ অপরাধ।	৩ পাল্লীস ওয়ার্ডে বসে থাকা কি না।	৪ সমন্বিতঃ প্র- থম ওয়ার্ডে ব- সে থাকা কি না।	৫ হাজির জা- মিন নওয়া বাইতে পা- রেন কি না।	৬ রকা করা বা ইতে পার- েন কি না।	৭ ৩১তম বর্ষের ১৩ বিধির আইন নতঃ।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
১৩১৬	অপরাধবৃত্ত হত্যার চূন্য কার্য দ্বারা জীব সঞ্চারিত পদার্থ নষ্ট করণ	ওয়ার্ডে বিন বৃত্ত করিবে না।	ওয়ার্ডে	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পা- রেন না।	রকা করা বাইতে পা- রেন না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	নতঃ।
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ কর পাতিপ্রায়ে তাহাকে পিতা মাতার কি রক্ষকের কেলিয়া বাওন	ওয়ার্ডে বিন বৃত্ত করিতে পারিবে	ঐ	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পা- রেন	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নতঃ	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্ত কর- দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা- দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নতঃ	নেশন আদা- লত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি ২য় শ্রেণীর মা- জিস্ট্রেট।

পাণ্ডার কথা।

৩২৩	ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জনাওন	ওয়ার্ডে বিন বৃত্ত করিবে না।	নমন	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পা- রেন	রকা করা বাইতে পা- রেন	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নতঃ	কোন মাজি- স্ট্রেট।
৩২৪	শকটজনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্বক পীড়া জনাওন	ওয়ার্ডে বিন বৃত্ত করিতে পারে	ঐ	ঐ	যে আদালত অভিযোগ উপস্থিত থা- কে সেই আ- দালতের অ- নুমতি হইলে রকা করা বাইতে পা- রেন	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই নতঃ	নেশন আদা- লত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্বক গুরুত্ব পীড়া জনাওন	ঐ	ঐ	ঐ	রকা করা বাইতে পা- রেন না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩২৬	শকটজনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্বক গুরুত্ব পীড়া জনাওন	ঐ	ঐ	হাজির জা মিন নওয়া বাইতে পা- রেন না।	ঐ	যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রে- রণ কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	নেশন আদা- লত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

କ୍ରମ	ପ୍ରଶ୍ନ	ଉତ୍ତର	ପ୍ରଶ୍ନ	ଉତ୍ତର	ପ୍ରଶ୍ନ	ଉତ୍ତର
୧	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୨	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୩	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୪	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୫	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୬	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୭	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୮	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୯	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ
୧୦	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ	କାହାଣୀ

৩৩০	দেবি স্বীকার করাইবার কি দন্ডান পাইবার কি দণ্ডান্তি এণপূর্কক উদ্ধার প্রতুতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্কক পীড়া দেওন	ই	ই	হাজির জা মিন লওয়া বাইতে পারে	ই	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবানও ও অর্থও	ই
৩৩১	দেবি স্বীকার করাইবার কি দন্ডান পাইবার কি দণ্ডান্তি বনপূর্কক উদ্ধার প্রতুতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্কক শুক্কতর পীড়া দেওন	ই	ই	হাজির জা মিন লওয়া বাইতে পারে না।	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবানও ও অর্থও	ই
৩৩২	রাজকীয় কার্যকারকের কর্তব্য কর্ম নিবারণে অন্য ইচ্ছাপূর্কক পীড়া জন্মান	ই	ই	হাজির জা মিন লওয়া বাইতে পারে	ই	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবানও কিম্বা অর্থও কি ই দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট। সেশন আদালত ৭৩।
৩৩৩	রাজকীয় কার্যকারকের কর্তব্য কর্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্কক শুক্কতর পীড়া জন্মান	ই	ই	হাজির জা মিন লওয়া বাইবে না।	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবানও ও অর্থও।	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ	পাল্লীশুগারক বিনা দ্রুতকরিত্তে পার কি না	দান্যাতঃ প্র এম ওয়ারক্ট বা নন নিতে হয়	হাজির জামিন নগর বাততে পার কি না।	রকা করা বা হতে পারে কি না	ভারতবর্ষের নগরবিশ্ব আইন নও দণ্ড।	যে আদালতের বিচার।
৩৩৪	শুরুতর বাগজনক কার্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি ধাবা রাগ হইল, তদ্বিন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রেতাবে ইচ্ছা- পূর্বক পীড়া জন্মান।	ওয়ারক্ট বিনা দ্রুত করিবে না।	দমন	হাজির জা- মিন ৭৫০০ বাহিতে পারে	বকা করা বা হতে পারে	১ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ মাস পর্যন্ত	কোন মাজি- স্ট্রেট।
৩৩৫	শুরুতর বাগজনক কার্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তদ্বিন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রেতাবে ইচ্ছা পূর্বক শুরুতর পীড়া জন্মান।	ওয়ারক্ট বিনা দ্রুত করিতে পারে	ঐ	ঐ	বে আদালতে মোকদ্দমা উ পস্থিত থাকে সেই আদা লতের অনু- মতি হইলে রকা করা বা হতে পারে।	৪ ৬২সর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ মাস পর্যন্ত	দেখান আদাল- নত কিংবা প্রসিডিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি বিচার মহোদয় মাজিস্ট্রেট।
৩৩৬	মহাব্যয় প্রণেয় আশঙ্কা কি অন্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থাজনক কোন কার্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	রকা করা বা হতে পারে না।	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ মাস পর্যন্ত	কোন মাজি- স্ট্রেট।

৩৩৭	মহাব্যয় প্রণেয় আশঙ্কা প্রত্যাশিত জনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মান।	ঐ	ঐ	ঐ	বকা করা বা হতে পারে না।	২৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড	কোন মাজি- স্ট্রেট।
৩৩৮	মহাব্যয় প্রণেয় আশঙ্কা প্রত্যাশিত জনক ক্রিয়া দ্বারা শুরুতর পীড়া জন্মান।	ঐ	ঐ	ঐ	বকা করা বা হতে পারে না।	২৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি ৬ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড	কোন মাজি- স্ট্রেট।

১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০

[illegible][illegible]

[illegible]

12552320

1. 1980-81	1. 1980-81	1. 1980-81	1. 1980-81
2. 1981-82	2. 1981-82	2. 1981-82	2. 1981-82
3. 1982-83	3. 1982-83	3. 1982-83	3. 1982-83
4. 1983-84	4. 1983-84	4. 1983-84	4. 1983-84
5. 1984-85	5. 1984-85	5. 1984-85	5. 1984-85
6. 1985-86	6. 1985-86	6. 1985-86	6. 1985-86
7. 1986-87	7. 1986-87	7. 1986-87	7. 1986-87
8. 1987-88	8. 1987-88	8. 1987-88	8. 1987-88
9. 1988-89	9. 1988-89	9. 1988-89	9. 1988-89
10. 1989-90	10. 1989-90	10. 1989-90	10. 1989-90
11. 1990-91	11. 1990-91	11. 1990-91	11. 1990-91
12. 1991-92	12. 1991-92	12. 1991-92	12. 1991-92
13. 1992-93	13. 1992-93	13. 1992-93	13. 1992-93
14. 1993-94	14. 1993-94	14. 1993-94	14. 1993-94
15. 1994-95	15. 1994-95	15. 1994-95	15. 1994-95
16. 1995-96	16. 1995-96	16. 1995-96	16. 1995-96
17. 1996-97	17. 1996-97	17. 1996-97	17. 1996-97
18. 1997-98	18. 1997-98	18. 1997-98	18. 1997-98
19. 1998-99	19. 1998-99	19. 1998-99	19. 1998-99
20. 1999-00	20. 1999-00	20. 1999-00	20. 1999-00
21. 2000-01	21. 2000-01	21. 2000-01	21. 2000-01
22. 2001-02	22. 2001-02	22. 2001-02	22. 2001-02
23. 2002-03	23. 2002-03	23. 2002-03	23. 2002-03
24. 2003-04	24. 2003-04	24. 2003-04	24. 2003-04
25. 2004-05	25. 2004-05	25. 2004-05	25. 2004-05
26. 2005-06	26. 2005-06	26. 2005-06	26. 2005-06
27. 2006-07	27. 2006-07	27. 2006-07	27. 2006-07
28. 2007-08	28. 2007-08	28. 2007-08	28. 2007-08
29. 2008-09	29. 2008-09	29. 2008-09	29. 2008-09
30. 2009-10	30. 2009-10	30. 2009-10	30. 2009-10
31. 2010-11	31. 2010-11	31. 2010-11	31. 2010-11
32. 2011-12	32. 2011-12	32. 2011-12	32. 2011-12
33. 2012-13	33. 2012-13	33. 2012-13	33. 2012-13
34. 2013-14	34. 2013-14	34. 2013-14	34. 2013-14
35. 2014-15	35. 2014-15	35. 2014-15	35. 2014-15
36. 2015-16	36. 2015-16	36. 2015-16	36. 2015-16
37. 2016-17	37. 2016-17	37. 2016-17	37. 2016-17
38. 2017-18	38. 2017-18	38. 2017-18	38. 2017-18
39. 2018-19	39. 2018-19	39. 2018-19	39. 2018-19
40. 2019-20	40. 2019-20	40. 2019-20	40. 2019-20
41. 2020-21	41. 2020-21	41. 2020-21	41. 2020-21
42. 2021-22	42. 2021-22	42. 2021-22	42. 2021-22
43. 2022-23	43. 2022-23	43. 2022-23	43. 2022-23
44. 2023-24	44. 2023-24	44. 2023-24	44. 2023-24
45. 2024-25	45. 2024-25	45. 2024-25	45. 2024-25
46. 2025-26	46. 2025-26	46. 2025-26	46. 2025-26
47. 2026-27	47. 2026-27	47. 2026-27	47. 2026-27
48. 2027-28	48. 2027-28	48. 2027-28	48. 2027-28
49. 2028-29	49. 2028-29	49. 2028-29	49. 2028-29
50. 2029-30	50. 2029-30	50. 2029-30	50. 2029-30
51. 2030-31	51. 2030-31	51. 2030-31	51. 2030-31
52. 2031-32	52. 2031-32	52. 2031-32	52. 2031-32
53. 2032-33	53. 2032-33	53. 2032-33	53. 2032-33
54. 2033-34	54. 2033-34	54. 2033-34	54. 2033-34
55. 2034-35	55. 2034-35	55. 2034-35	55. 2034-35

৩৮৫	অপহরণ করিয়ায় নি মিত্তে কোন ব্যক্তির স্থানি করিবার ভয় জনাওন কি জনাইবর উল্লোখ করণ	ই	ই	ই	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিন্তু অর্ধদণ্ড কিংবা ই ছাই দণ্ড	৬
৩৮৬	আগুনাদেশ কি শুক্রতর শীঘ্র ভয় জনাইয়া অপহরণ করণ	ই	ই	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্ধদণ্ড	৭৩
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির আগুনাদেশ কি শুক্রতর শীঘ্র ভয় জনাইন কি জনাইবার উল্লোখ করণ	ই	ই	ই	৭ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্ধদণ্ড	৭৪
৩৮৮	আগুনাদেশ কি হীনভার প্রেরণ নওবে কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভি- যোগ করিবার ভয় নশ্ব- ইয়া	ই	ই	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্ধদণ্ড	৭৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পাল্লীন গুরুত্বপূর্ণ দান্য ৩ঃ এ বনাধুও করিত পারে কিন।	দান গুরুত্বপূর্ণ দান নিঃ ৩ হয়।	হাজির জা নগর রাইতে পারে কিন।	রকা করা বা ইতে পারে কিন।	ভারতবর্ষের ১০ বর্ষের আইন নতঃ ৩।	৮ ৭৬ আশানতর বিচার।
	দে অপরাধের ভব দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইবে না।	পাল্লীন গুরুত্বপূর্ণ দান্য ৩ঃ এ বনাধুও করিত পারে কিন।	দান গুরুত্বপূর্ণ দান নিঃ ৩ হয়।	হাজির জা নগর রাইতে পারে কিন।	রকা করা বা ইতে পারে কিন।	ভারতবর্ষের ১০ বর্ষের আইন নতঃ ৩।	৮ ৭৬ আশানতর বিচার।
৩৯	অপরাধ কদমার্গে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি সাবজ্জীবন বীপান্তর প্রে রনের কি ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বেগা অপরাধের অভিযোগ ক রিবার পর জনাওন	ই	ই	ই	ই	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অবদণ্ড	ই
	যেই অপরাধ অস্বাভা বিক অভিগমনাপরাধ হইবে	ই	ই	ই	ই	সাবজ্জীবন বীপান্তর প্রে- রনঃ ৩	ই

ପ୍ରଶ୍ନ	ପ୍ରଶ୍ନ	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର
୩୨	ମହାତ୍ମା	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର
୩୩	ମହାତ୍ମା	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର
୩୪	ମହାତ୍ମା	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର
୩୫	ମହାତ୍ମା	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର	ଉତ୍ତର

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পাল্লীদ ওয়ার্ডে বিনা দ্রুত করিতে ধন ওয়ার্ডে টি বা পারে কিনা।	সীমানা: ৩: এ	হাজির ছা মিন লওয়া বাইতে পারে কিনা।	রক: করা বা ২তে সম্ব কিনা।	১ ভাৱতবর্ষের ১৩ বিধি আইন ১৩ ১৩।
৩৯৬	ডাকাইতী কংণ নময়ে জ্ঞানকৃত ৭৫	ওয়ার্ডে বিনা দ্রুত করিতে পারে	ওয়ার্ডে	হাজির জা মিন ও ওয়া বাইবে না।	একা করা বাইতে পারে না	প্রাণ: ৩ কি বাবজৌদন নমন জাল: দ্বীপান্তর ২২৭ ৭৩ ৭৩। কি ১০২২২২২২ পদ্যন্ত ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পী ডার উল্যোগ নহিত দহাতা কি ডাকাইতী	ঈ	ঈ	ঈ	ঈ	৭ ২২২২২২২২ জাল: ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭
৩৯৮	সাংঘাতিক জন্ত নকে থাকিলে সমুদ্রা কি ডা কাঠী করিবার উল্যোগ ৭৭৭	ঈ	ঈ	ঈ	ঈ	১০ ৭৭৭৭৭ ৭৭৭৭৭৭ ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উ লোগ ৭৭৭	ঈ	ঈ	ঈ	ঈ	১০ ৭৭৭৭৭ ৭৭৭৭৭৭ ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭

(৩৭৭)

৪০০	নিষেধ ডাকাইতী করণের দলবদ্ধ ব্যক্তিরের দল তুচ্ছ হইল	ঈ	ঈ	ঈ	ঈ	১০ ৭৭৭৭৭ ৭৭৭৭৭৭ ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭
৪০১	নিষেধ চুরি করণের দল বদ্ধ লোকের ২৭৭	ঈ	ঈ	ঈ	ঈ	১০ ৭৭৭৭৭ ৭৭৭৭৭৭ ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭
৪০২	ডাকাইতী করণের দল কি তদধিক করণের দল নহল	ঈ	ঈ	ঈ	ঈ	১০ ৭৭৭৭৭ ৭৭৭৭৭৭ ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭

(৩৭৭)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা।	অপরাধ।	পাল্লীদ ওয়ার্ডে বিনা দ্রুত করিতে ধন ওয়ার্ডে টি বা পারে কিনা।	সীমানা: ৩: এ	হাজির ছা মিন লওয়া বাইতে পারে কিনা।	রক: করা বা ২তে সম্ব কিনা।	১ ভাৱতবর্ষের ১৩ বিধি আইন ১৩ ১৩।
৪০৩	অস্ত্রের দল: শঠিতকরণ করণের দল: ৭৭৭	ওয়ার্ডে বিনা দ্রুত করিতে পারে	ওয়ার্ডে	হাজির জা মিন ও ওয়া বাইবে না।	একা করা বাইতে পারে না	প্রাণ: ৩ কি বাবজৌদন নমন জাল: দ্বীপান্তর ২২৭ ৭৩ ৭৩। কি ১০২২২২২২ পদ্যন্ত ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭
৪০৪	অস্ত্রের দল: শঠিতকরণ করণের দল: ৭৭৭	ওয়ার্ডে বিনা দ্রুত করিতে পারে	ওয়ার্ডে	হাজির জা মিন ও ওয়া বাইবে না।	একা করা বাইতে পারে না	প্রাণ: ৩ কি বাবজৌদন নমন জাল: দ্বীপান্তর ২২৭ ৭৩ ৭৩। কি ১০২২২২২২ পদ্যন্ত ক: ঠিন ৭৭৭৭৭৭ ৭হিত ক: ৭৩ ৩ ৩৭৭৭৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খার	অপরাধ।	পানীয় ওয়াবট (বিনা দ্রুত করিতে পারে কিনা।)	দানাদাতঃ থনে ওয়াবট ব' দমন লতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া বাহাত পারেন কিনা।	একা করা ব' এত পারে কিনা।	১৬ ব'র আহন নত দণ্ড।	৮ আশিলেতর বিচার।
	দ্রুত ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত কেবলী কি চাকর দ্বারা হইলে	ওয়াবট বিনা দ্রুত করিবে না	ওয়াবট	হাজির জামিন মিন নওয়া ব'হতে পারে বাহতে পারে না।	একা করা ব' এত পারে কিনা।	১৬ ব'র পর্যন্ত কোন এক প্রকারে ব'র কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেখন জামিন ৭০ কিম্বা প্রেনিভেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি অর্থন কি কি এর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

অপরাধভাবে বিধানদ্বা একত্রি ০৫।

৪০৬	অপরাধভাবে বিধানদ্বা- ভুক্ত।	ওয়ারেন্ট বিনা দ্রুত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট মিন নওয়া বাহিতে না।	একা করা বা ইতি পারে না।	১৬ ব'র পর্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড অর্থন কি ৬ মাস মাজিষ্ট্রেট কি অর্থন কি ৭০ কিম্বা প্রেনিভেন্সী মাজিষ্ট্রেট।

৪০৭	বাহক কি ঘটনাক্রম প্রতি ক্রম অপরাধ ভাবে বিধানদ্বাভুক্ত	ই	ই	ই	ই	১৬ ব'র পর্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেখন জামিন ৭০ কিম্বা প্রেনিভেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি অর্থন কি এর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৮	ক্রেতারি কি চাকর কর্তৃক অপরাধভাবে বিধানদ্বাভুক্ত কর্তা	ই	ই	ই	ই		দেখন জামিন ৭০ কিম্বা প্রেনিভেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি অর্থন কি এর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৯	গাজকীর কার্যকারক কিম্বা ওয়াবট বিনা বহিক কি বাণিজ্য ব্যব দায়ী কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধভাবে বি- ধানদ্বাভুক্ত	ই	ই	ই	ই	১৬ ব'র পর্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেখন জামিন ৭০ কিম্বা প্রেনিভেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি অর্থন কি এর শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলিশ ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিতে পারে কিনা।	নানান্যতঃ এ ধরনের ওয়ারেন্ট বা নমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া বাহাতে পারে কিনা।	রক্ষা করা বা- ইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন নত দণ্ড।	৮ যে আনুগত্যের বিচার।
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াদিবার বা মুদ্রাবান নির্দর্শনপত্র সম্পা- দন কি পবিবর্তন কি নষ্ট করণের প্রকৃতি দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন লওয়া বাহাতে পারে না।	রক্ষা করা বাহাতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	দেশের আদা- নত কিম্বা প্রেরিতভুক্ত নাজিষ্ট্রেট কি প্রথম স্টেশনার নাজিষ্ট্রেট।

প্রভাবভাবে নবীন প্রস্তুত ও নজরতি হস্তান্তর করণের কথা।

৪২১	উত্তমর্ণের নথ্যে নম্প তির বিভাগ না হয়, এই নিমিত্তে প্রভাবক্রমে এই গোপন কি হস্তা- ন্তর করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন লওয়া বাহাতে পারে না।	রক্ষা করা বা ইতে পারে কিনা।	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রিন্সিপাল নাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় স্টেশনার নাজিষ্ট্রেট ঐ
৪২২	অপরাধীর পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা উত্তমর্ণের নথ্যে পাওনা রপাশূর্কক প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪২৩	মূল্যের টাকা বাহাতে অবধারপে লেখা থাকে এমন কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রভাবপূর্কক নম্পাসন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৪	প্রভাবক্রমে দ্বীপ কি পারের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাগ্য করিতে নাগব্য করণ কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে তাহা শঠতাক্রমে তাগ্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপকারের কথা।

৪২৬	অপকার করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত করিবে না।	নমন	হাজির জা- মিন লওয়া বাহাতে পারে কিনা।	কেবল নানা ন্য কোন ব্য- ক্তির কতিপা হানি করা গেল, রক্ষা করা বাহাতে পারে	৩ মাস পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন নাজি- ষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধাৰা	অপগ্ৰাধ।	পোনালি গুৱাহাটী নানান তঃ থ বিনামূল্যত কৰিঃঃ থনে গুৱাহাটী বা পাথেৰে কিনা।	১	২	৩	৪	৫
৪২৭	অপকাৰ কৰিয়া ৫০ টোকা কি অধিক অপচয় কৰণ	গুৱাহাটী থুত কৰিব না।	১	২	৩	৪	৫
৪২৮	১০ টোত কি তুল্যিক নু লোৱ কোম জতুকে হতা কৰিয়া কি বিব থাওৱাই কি জৰহীন কি অকৰ্জন কৰিয়া অপকাৰ কৰণ	গুৱাহাটী বিম থুত কৰিব পাথে	১	২	৩	৪	৫
৪২৯	হাট্টাৰ কি উত্তে কি বোহা প্রতিবে বে নুত, হুতক হাকে কি ৫০ টোকা কি হুত বিক নুগোৱ জনা জতকে হতা কৰিয়া কি বিব থাও হাইয়া কি অকৰহীন কি অক ৰিয়া কৰিয়া অপকাৰ কৰণ	১	২	৩	৪	৫	৬

[illegible]

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খার	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত কবিত্তে পারে কি না।	সামান্যতঃ এ ধমে ওয়ারেন্ট ব' নমন দিতে হয়	হাজির জামিন লওয়া বাইতে পাবে কি না	রমা কবা বা ২৪৩ পারে কি না	১	৮
৪৬১	বন্ধ বাস্তব প্রতীতিতে কোন গম্পত্তি আছে কি থাকা অন্ততঃ কবি বা শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	এবার্ট বিনা হস্ত কবিত্তে পাবে	ওয়ারেন্ট	হাজিব জা- মিন নওয়া বাইতে পারে	বকা করা বাইতে পাবে না।	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের ক'ব'নও কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	১৮ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের ক'ব'নও কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড
৪৬২	এক বাস্তব প্রতীতি কোন ব্যক্তিব জিম্মার বাধা গেলে তাহাতে কোন দল্পতি আছে কি থাকা অথবা কবি বা তৎকর্তৃক তাহা প্রত্যাহরণক্রমে খুলন।	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের ক'ব'নও কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের ক'ব'নও কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়। নীল দল্পকীর ও শিল্প ব্যবসায়ীর কি স্থানিত্বচক ৮৫ বিবক অপরাধের বিধি।

৪৬৫	কৃত্রিম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা হস্ত কবিত্তে না	ওয়ারেন্ট	হাজিব জা মিন লওয়া বাইতে পারে	বকা করা বা হাতে পারে না	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড।

৪৬৬	রাজকীয় কার্যকারকে রক্ষিত আদালত দল্প কীর কোন রিকর্ড কিং জন্ম প্রতীতির বোজাই ক'ব'ন করণ	এ	এ	হাজিব জা মিন লওয়া বাইতে পারে না।	এ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৪৬৭	কোন নৃনাগর নিরক্ষর পাছ কি পইচ কিং নৃনা- গর নিরক্ষর পইচ প্রতীতি কি প্রতীতির ক'ব'ন কিং সেই প্রতীতির ক'ব'ন	এ	এ	এ	এ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৪৬৮	এই নৃনাগর নিরক্ষর অবস্থায় প্রতীতির ক'ব'ন কিং	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৪৬৯	কোন ব্যক্তির স্থায়ী ক'ব'ন কিং	এ	এ	এ	এ	৩ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	হাফিজ জামিন লগ্না বন্দী পালিশ করা	রক্তাক্ত বা ২০ পালিশ কি না।	১	২
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জামিন ভাঙ্গা প্রকৃত দলীল বাবু হাফিজ জামিন কৃত্রিম পত্র ভাষ্যবোধ গবর্ণমেন্টের প্রমিত নোট হইলে	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	হাফিজ জামিন লগ্না বন্দী পালিশ করা	রক্তাক্ত বা ২০ পালিশ কি না।	কৃত্রিম পত্র বাবু হাফিজ জামিন ভাঙ্গা প্রকৃত দলীল বাবু হাফিজ জামিন কৃত্রিম পত্র ভাষ্যবোধ গবর্ণমেন্টের প্রমিত নোট হইলে	১০ পালিশ কি না।
৪৭২	ভারতবর্ষের ১৮৮১ আইনের ৪৮৭ ধারায় দণ্ডনীয় জাতি করণ রাব করণ মোহর কি পুই প্রকৃত কি কৃত্রিম করণ কোন মোহর কি পুই কৃত্রিম জ্ঞানে দেই মানস নিকটে রাখন	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	হাফিজ জামিন লগ্না বন্দী পালিশ করা	রক্তাক্ত বা ২০ পালিশ কি না।	১০ পালিশ কি না।	১০ পালিশ কি না।

(৪১৬)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	হাফিজ জামিন লগ্না বন্দী পালিশ করা	রক্তাক্ত বা ২০ পালিশ কি না।	১	২
৪৭৩	ভারতবর্ষের ১৮৮১ আইনের ৪৮৭ ধারায় দণ্ডনীয় জাতি করণ রাব করণ মোহর কি পুই প্রকৃত কি কৃত্রিম করণ কোন মোহর কি পুই কৃত্রিম জ্ঞানে দেই মানস নিকটে রাখন	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	হাফিজ জামিন লগ্না বন্দী পালিশ করা	রক্তাক্ত বা ২০ পালিশ কি না।	১০ পালিশ কি না।	১০ পালিশ কি না।
৪৭৪	ভারতবর্ষের ১৮৮১ আইনের ৪৮৭ ধারায় দণ্ডনীয় জাতি করণ রাব করণ মোহর কি পুই প্রকৃত কি কৃত্রিম করণ কোন মোহর কি পুই কৃত্রিম জ্ঞানে দেই মানস নিকটে রাখন	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	পালিশ ওয়াশিংটন গীর্জাঘর বন্দী হওয়া পালিশ করা	হাফিজ জামিন লগ্না বন্দী পালিশ করা	রক্তাক্ত বা ২০ পালিশ কি না।	১০ পালিশ কি না।	১০ পালিশ কি না।

(৪১৭)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারন্ট বিনামূল্যে কবিত্তে পারে কি না।	নানানামঃ কোন ওয়ারন্ট নাম দিও হয়।	হাজির করা পারে না।	রক্ত করা পারে না।	তারিখ মত নও।	ব্যাখ্যা।
৪৭৫	ভারতবর্ষের ১৩বিবিধ ইনের ৪৩৭ ধারার নিম্ন লিখিত কোন কোন অধিকার কি চিহ্নের ব্যবহার হয় না? কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম চিহ্নিত লবণ কটে রাখন	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।
৪৭৬	ভারতবর্ষের ১৩বিবিধ ইনের ৪৩৭ ধারার নিম্ন লিখিত কোন কোন অধিকার কি চিহ্নের ব্যবহার হয় না? কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম চিহ্নিত লবণ কটে রাখন	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।

৪৭৭ উইল প্রভৃতি প্রত্যয়
করিয়া নষ্ট কি বিকৃতকরণ
কিহা নষ্ট কি বিকৃত
করিয়া নষ্ট কি বিকৃত
করিয়া নষ্ট কি বিকৃত

৪৭৮ ভারতবর্ষের ১৩বিবিধ
ইনের ৪৩৭ ধারার নিম্ন
লিখিত কোন কোন
অধিকার কি চিহ্নের ব্যবহার
হয় না? কৃত্রিম করণ কি
কৃত্রিম চিহ্নিত লবণ
কটে রাখন

ব্যবহারী ও নথি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারন্ট বিনামূল্যে কবিত্তে পারে কি না।	নানানামঃ কোন ওয়ারন্ট নাম দিও হয়।	হাজির করা পারে না।	রক্ত করা পারে না।	তারিখ মত নও।	ব্যাখ্যা।
৪৮২	ভারতবর্ষের ১৩বিবিধ ইনের ৪৩৭ ধারার নিম্ন লিখিত কোন কোন অধিকার কি চিহ্নের ব্যবহার হয় না? কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম চিহ্নিত লবণ কটে রাখন	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।
৪৮৩	ভারতবর্ষের ১৩বিবিধ ইনের ৪৩৭ ধারার নিম্ন লিখিত কোন কোন অধিকার কি চিহ্নের ব্যবহার হয় না? কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম চিহ্নিত লবণ কটে রাখন	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।
৪৮৪	ভারতবর্ষের ১৩বিবিধ ইনের ৪৩৭ ধারার নিম্ন লিখিত কোন কোন অধিকার কি চিহ্নের ব্যবহার হয় না? কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম চিহ্নিত লবণ কটে রাখন	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।	ওয়ারন্ট কি না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সংখ্যা	অপরাধ।	পানান ওয়ারেন্ট বিনামূল্যে ক্রেতাকে পারে কিনা।	নানান্যতঃ প্র- বনে ওয়ারেন্ট বা গনন দিতে হয়।	হাজির জানিন এওর' বাহতে পারে কিনা।	রকা করা বা ইতে পারে কিনা।	৩০ দিনের মধ্যে দণ্ডবিধির আইন- ১৩ ১৩।	বে আদালতের বিচার্য।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তি বিশেষের স্বামিদের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছোঁনি কি পট্ট কি অন্তঃস্থ প্রতারণা করিয়া প্রস্তত করণ কি নিকটে রাখন।	ওয়ারেন্ট বিন- মূল্যে করিবে না।	নমন	হাজির জা- মিন এওর' বা বাহতে পারে	রকা করা বা ইতে পারে। না।	৩ ৬৭৭র পর্বাস্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থও কি এই হই ১৩	দেশের জা- নত কি প্রে- নিউসমা- জিষ্টেট কি প্রথম প্রেরিত মাজিষ্টেট।
৪৮৬	স্বামিদের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্বক বিক্রয়করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ ৬৭৭র পর্বাস্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থও কি এই হই ১৩	প্রেনিয়েলী মাজিষ্টেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় প্রেরিত মাজিষ্টেট
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে দেই দ্রব্য আছে এমন বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ ৬৭৭র পর্বাস্ত কোন এক প্রকারের কারাদ- ণ্ড কি অর্থও কি এই হই ১৩	দেশের জা- নত কি প্রেনিয়েলী মাজিষ্টেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় প্রেরিত মাজি ষ্টেট।
৪৮৮	ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি কবিরার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিদের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ ৬৭৭র পর্বাস্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থও কি এই হই ১৩	প্রেনিয়েলী মাজিষ্টেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় প্রেরিত মাজিষ্টেট।

১৩ উল্লিখিত অপরাধ :- অপরাধভায়ে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।

৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন ওয়ারেন্ট বিন- মূল্যে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ না করিতে কি কোন ব্যক্তিকে বহিরা বাহিতে চুক্তিক্রমে বন্ধ চইয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছাপূর্বক এট করণ।	ওয়ারেন্ট বিন- মূল্যে করিবে না।	নমন	হাজির জা- মিন এওর' বা বাহতে পারে	রকা করা বা ইতে পারে। না।	৩ ৬৭৭র পর্বাস্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০ টাকা অর্থও কি এই হই ১৩	প্রেনিয়েলী মাজিষ্টেট কি প্রথম কি দ্বি- তীয় প্রেরিত মাজিষ্টেট।
৪৯১	জলপথে কি বিকৃতমনা কি রোগগ্রস্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়ো- জনীয় দ্রব্য দিতে বন্ধ চ- ইয়া ত্যাগ করিতে কি নিজে ইচ্ছাপূর্বক এট করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ ৬৭৭র পর্বাস্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০ টাকা অর্থও কি এই হই ১৩	ঐ

(৪৮০)

(৪৮১)

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ নানান্যতঃ প্র থমে ওয়ারেন্ট বা নমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন নওয়া বাহতে পাবে কি না।	৬ বকা করা বা হাতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার।
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের নি মিত্তে চাকরী করণার্থে নিয়োগকর্তার ব্যাধে দূর দেশে নীত হইয়া ওথার ইচ্ছাপূর্বক চাকরী পবি ত্যাগ করণ কিম্বা কর্তব্য কর্ম করিতে স্বীকার না করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	নমন	হাজির জা- মিন নওয়া বাহিতে পারে	বকা করা বাহিতে পারে	১ মান পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৩০ টাকা ব্যতীত হইল তা হান বিত্তীয় অর্থদণ্ড কি হুই ৫০।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২০ বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ দম্পত্যের অপরাধের বিধি।

৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বধূনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্থিতি এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া এহাকে বহুবার করাওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন নওয়া বাহিতে না	বকা করা বা হাতে পারে না।	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	৭০।
৪৯৪	সামীর কি ভার্যার জীব দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নওয়া বাহিতে পারে	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৫	বাহার সঙ্গে বিবাহ হ ইবে তাহার নিকটে পূর্ব- বিবাহের স্মৃতিস্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নওয়া বাহিতে না	ঐ	১০ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৬	বিধিপূর্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণা পূর্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৭	পরস্পর গমন	ঐ	ঐ	হাজির জা- মিন নওয়া বাহিতে পারে	বকা করা বা হাতে পারে	৫ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৩০ টাকা ব্যতীত হইল তা হান বিত্তীয় অর্থদণ্ড কি হুই ৫০ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপরাধভাবে ভুলাইয়া এমন কি ভরণ করণ কি আটক করিয়া রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৩০ টাকা ব্যতীত হইল তা হান বিত্তীয় অর্থদণ্ড কি হুই ৫০ প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

(৪৯২)

(৪৯৩)

২২ একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পৌরসভার বিনা প্রত্যক্ষ পারে কিনা।	৪ গাননাও প্র- থমে ওয়ারেন্ট বা গনন নিতে হয়।	৫ হাজির জামিন নওরা বাইতে পারে কিনা।	৬ রক্ষা করা বা হতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের নওবিধির আইন নও নও।	৮ বে আদালতের বিচারা।
২৫০০	অপবাদ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা প্রত্যক্ষ করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা মিন নওরা বাইতে পারে	রক্ষা করা বা হতে পারে	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই ৭৩	দশন আদা- লত কিম্বা প্রেনিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
২৫০১	কোন বিষয় অপবাদ- জনক জানিয়া মুদ্রিত কি ষোদিত করণ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
	কোন ষোদিত কি মুদ্রিত দ্ব্যে অপবাদজনক বি- ষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ	এ	এ	এ	এ	এ	এ

২৩ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ ভাবে ভর জম্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্রেশ দিবার কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ ওয়ারেন্ট বিনা প্রত্যক্ষ করিবে না।	৪ ওয়ারেন্ট	৫ হাজির জা মিন নওরা বাইতে পারে	৬ রক্ষা করা বা হতে পারে কিনা।	৭ ২ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই ৭৩	৮ কোন মাজি- স্ট্রেট। প্রেনিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট। এ
২৫০৪	শাস্তিভঙ্গ করা ও নাতি- প্রাপ্তে অপমান করণ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৫০৫	নৈন্যের অবাকাতা কি নাথারনের শাস্তিভঙ্গন ও পরাধ জম্মাইবার অভি- প্রাপ্তে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরত রাষ্ট্র করণ	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৫০৬	অপরাধভাবে ভর দর্শাওন	এ	এ	এ	এ	এ	এ
	বদি মুক্তা কি ওকলর পীড়া প্রভৃতি জম্মাইবার ভর দর্শান বার	এ	এ	এ	এ	এ	এ
২৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা বে ব্যক্তি ভর দ- র্শার অর্থাৎ নতর্কতা- পূর্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধভাবে ভর দর্শাওন	এ	এ	এ	এ	এ	এ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীশ ওয়ারেন্ট বিনা গৃহ কার্যে পারেন কি না।	৪ নানান্যতঃ প্র- বলে ওয়ারেন্ট বা নমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া বাইতে পারে কি না।	৬ বকা করা বা হতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের ৭৩ বিধি আইন- নও দণ্ড।	৮ ব তালিকাভুক্ত বিভাগ।
১০৮	উপরে ক্রেতাপাত্র হইলে কোন ব্যক্তি এমত বি- শ্বাস অনুমোদিত কার্য করা গুন	ওয়ারেন্ট বিনা গৃহ করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন লওয়া বাইতে পারে	বকা করা বাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	প্রিন্সিপাল মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১০৯	স্ট্রীলোকের নজরদারী কোড অনুসারে অতি প্রায়ে কোন কথা কখন কি অস্বভাব্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্যন্ত নানান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	প্রিন্সিপাল মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১১০	যত ইচ্ছা কোন প্রকাশ স্থানান্তরে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্রেত অনুমোদন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ দিন পর্যন্ত, পর্যন্ত নানান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	কোন মাজি- স্ট্রেট।

১৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় — অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

১১১	দীপান্তর প্রেরণের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারেন্ট বিনা গৃহ করিতে কিনা ক হিতে পারে নে তাহা নাবে	অপরাধের জন্যে নানান্য- নাতঃ নমন কিনা ওয়া বকে বাতা বাহির হই- তে পারে তাহা	অপরাধের কল্পিত অপ- রাধের জন্যে হাজির জা- মিন লওয়া বাইতে পা- বিল কি না পাবিলে তদনুসারে	ঐ অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহার বকা করা বাইতে পারিলে, বকা করা বাইতে পারে।	ঐ অপরাধের উদ্যোগ হয়, ১৪০ বৎসর প্রেরণের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই দুই দণ্ড	ঐ অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহা ৭৭ আ- নন্ডের বি- চার্য সেই আদানত।

অন্যান্য আইনবিরুদ্ধ অপরাধ।

প্রাণদণ্ডের কিম্বা দীপা- ন্তর প্রেরণের কিম্বা নাও বৎসর কি অনধিক কোন কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা গৃহ করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জা- মিন লওয়া বাইবে না।	বকা করা বা হিতে পারে না।	এই আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে

କ୍ର. ସଂ.	ନାମ	ପଦବୀ	ସ୍ଥାନ	ପ୍ରାପ୍ତି ତାରିଖ	ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
୧	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୧୯୮୫	୧୯୯୦	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୨	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୧୯୯୦	୧୯୯୫	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୩	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୧୯୯୫	୨୦୦୦	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୪	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୨୦୦୦	୨୦୦୫	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୫	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୨୦୦୫	୨୦୧୦	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୬	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୨୦୧୦	୨୦୧୫	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୭	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୨୦୧୫	୨୦୨୦	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୮	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୨୦୨୦	୨୦୨୫	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୯	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୨୦୨୫	୨୦୩୦	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ
୧୦	ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ	ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	୨୦୩୦	୨୦୩୫	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ନାହିଁ

• তৃতীয় তফসীল ।

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।

- (১) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচনে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবান বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৫ ধারা)
- (২) ওয়ারেন্টের পৃষ্ঠে লিখিবান কিংবা ওয়ারেন্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে আনাত্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩ ও ৮৪ ও ৮৬ ধান)
- (৩) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনান সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (১৭ ধারা)
- (৪) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনান সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি কোণ ও বিচার করিবান ক্ষমতা (৮৮ ধারা)
- (৫) জোচী সম্পত্তি চ ডিমা দিবার ক্ষমতা (৮১ ধারা)
- (৬) তলাগী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৩ ধান)
- (৭) তলাগী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবান ও যে জব্দ পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)
- (৮) পোলীসের অমুসন্ধান করণে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা নিষিদ্ধ করিবান ক্ষমতা (১১৪ ধারা)
- (৯) পোলীসের অমুসন্ধান চাণে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অমুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)
- (১০) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবান ক্ষমতা (৩৫১ ধারা)
- (১১) সনিদ্বন্দ্বভাবে আশুনাশ্য জব্দ বিক্রয় করিবান ক্ষমতা (৫২৫ ধান)

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।

- (১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা
- (২) মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবান কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবান ক্ষমতা থাকিলে, পোলীসকে অপরাধের অমুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)

৩ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।

- (১) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা
- (২) ভদ্র লওনের কার্যক্রমে না হইয়া অন্যভাবে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮ ধারা)
- (৩) অন্য রূপে যে ব্যক্তিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের গফান লওনার তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)
- (৪) শাস্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা ক্রিয়াব ক্ষমতা (১০৭ ধারা)
- (৫) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা ক্রিয়াব ক্ষমতা (১০৯ ধারা)
- (৬) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি ক্রিয়াব ক্ষমতা (১৪৫ ও ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)
- (৭) বিচারার্থে সমর্পণ ক্রিয়াব ক্ষমতা (২০৭ ধারা)
- (৮) বাদী উপস্থিত না থাকিলে কার্য্যমুঠ নবম ক্রিয়াব ক্ষমতা (২৪১ ধারা)
- (৯) ভরণ পোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)

৪। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

- (১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।
- (২) জুমাদিকারীর নামে ওয়ারেন্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)
- (৩) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি ক্রিয়াব ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)
- (৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রচার ক্রিয়াব ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)
- (৫) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা ক্রিয়াব ক্ষমতা
- (৬) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণাভ্যুত্থান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)
- (৭) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাহার বিচারার্থীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিয় র পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)
- (৮) নালিশ গ্রহণ ক্রিয়াব ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- (৯) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- (১০) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রহণ ক্রিয়াব ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

- (১১) অধীন মাজিস্ট্রেটের আতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- (১২) অধীন মাজিস্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য নিষিদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া ও তেমন আত্মা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)
- (১৩) চোরা বালি যৎসদক্ষে অভিযোগ কি মন্দে হু. ও রূপ জব্দ বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)
- (১৪) আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)

৫ জিলার মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

- (১) প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট হইলে মহকুমান মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা
- (২) ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তলশী ও বওয়ান দিবার ক্ষমতা (৯৩ ধারা)
- (৩) যে ব্যক্তি শাস্তিরক্ষা বা সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা)
- (৪) শাস্তিরক্ষার নিবদ্ধপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)
- (৫) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৩০ ধারা)
- (৬) কোন স্থানে অপরাধ নির্ণয় জমিদার করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা)
- (৭) সদাচরণের জামিন দিবার আত্মার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)
- (৮) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের আতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)
- (৯) কাগজপত্র আদায়িবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)
- (১০) ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আত্মা সংশোধন করিবার ক্ষমতা (৫১৫ ধারা)

চতুর্থ তফসীল

মফঃসনের মাজিষ্ট্রেটদের ৩ তি মে জরিফি আমতা দেওয় যাইতে পানো।

প্রথম মে নীব মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয় যাই- ইতে পাবিবে	স্থানীয় গব- মেণ্ট এইঃ ক্ষমতা প্রদান করিতে প- রিবেন	(১) মদ চ বে তা মন চ বিবার ক্ষমতা (১১১) (২) স্থান বিশেষে জরিফি কায্য হইলে জাজ পাহুতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা) (৩) জরিফি বার্মা গনসচ বা হজনার্ণে জরিফি দেয় ওয়াং করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) (৪) ১৪৪ ধারামতে জাজ করিবার ক্ষমতা (৫) মৃত্যুর কারাবাদস্থান কারাবাদ ক্ষমতা (১৪৪ ধারা) (৬) কোন জরিফি মাজিষ্ট্রেটের বিচার-ধীন হানের বাস্তব হানে অপরাধ করিলে তাহার বিচার গীন হানের মধ্যে এই ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (১৮৩ ধারা) (৭) নালীশ ক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৮) পোলীশের বিটোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (৯) মফঃসনক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা) (১০) মফঃসনক্রমে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা) (১১) দ্বিতীয় কি তৃতীয় জেলীস মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহাব উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা) (১২) চোর বা লিয়া যৎসমক্ষে অভিযোগ কি মদেহ হয় এরূপ জব্দ বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମାଲିହେଟକେ ସେବ କମିଟି ଦେଖିବା କା- ହିତେ ପାରିବେ	କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତି ମା- ଲିହେଟ ମା- ହେବ ଏହି କମିଟି ଉ- ପାଦନ କରିବେ ପାରିବେ ।	(୧) ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ନା ହେବାପାଇଁ ଉପାଦାନବେଳେ ଆଜ୍ଞା କରିବାର କମିଟି (୧୫୭ ସାମା) (୨) ୧୫୫ ସାମାରେ ଆଜ୍ଞା କରିବାର କମିଟି (୩) ଶୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା) (୪) ନାଲିନୀ କ୍ରମେ ଅପରାଧ ଆହା କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା) (୫) ପୋଲିସେବ ରିପୋର୍ଟକ୍ରମେ ଅପରାଧ ଆହା କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା) (୬) ଗୋବିନ୍ଦ ସହାୟତା କମିଟି ଦିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା)
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମାଲିହେଟକେ ସେବ କମିଟି ଦେଖିବା କା- ହିତେ ପାରିବେ	କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତି ମା- ଲିହେଟ ମା- ହେବ ଏହି କମିଟି ଉ- ପାଦନ କରିବେ ପାରିବେ ।	(୧) କମିଟିର ସେବ ଆଜ୍ଞା କରିବାର କମି- ଟି (୧୫୫ ସାମା) (୨) ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ନା ହେବାପାଇଁ ଉପାଦାନବେଳେ ଆଜ୍ଞା କରିବାର କମିଟି (୧୫୭ ସାମା) (୩) ୧୫୫ ସାମାରେ ଆଜ୍ଞା କରିବାର କମିଟି (୪) ଶୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା) (୫) ନାଲିନୀ କ୍ରମେ ଅପରାଧ ଆହା କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା) (୬) ପୋଲିସେବ ରିପୋର୍ଟକ୍ରମେ ଅପରାଧ ଆହା କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା) (୭) ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ରମେ ଅପରାଧ ଆହା କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା) (୮) ବିଚାରାଧିକାରୀ ମଣ୍ଡଳ କରିବାର କମିଟି (୧୫୫ ସାମା)

দ্বিতীয় শ্রেণীর
ম্যাজিস্ট্রেটকে
যেহ ক্ষমতা
দেওয়া যা-
ইতে পারিবে

জিলার মা-
জিস্ট্রেট সা-
হেব এইহ
ক্ষমতা প্র-
দান করিতে
পারিবেন।

- (১) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তদ্বিবরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)
- (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
- (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)
- (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

তৃতীয় শ্রেণীর
ম্যাজিস্ট্রেটকে
যেহ ক্ষমতা
দেওয়া যা-
ইতে পারিবে

স্থানীয় গবর্ণ-
মেণ্ট এইহ
ক্ষমতা প্র-
দান করিতে
পারিবেন

- (১) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তদ্বিবরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)
- (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
- (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)
- (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- (৬) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)

জিলার মা-
জিস্ট্রেট সা-
হেব এইহ
ক্ষমতা প্র-
দান করিতে
পারিবেন

- (১) অনিষ্ট কার্য পুনশ্চ না হওনার্থে তদ্বিবরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)
- (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
- (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)
- (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)
- নথী আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)

মহকুমার
ম্যাজিস্ট্রেটকে
যেহ ক্ষমতা
দেওয়া যা-
ইতে পারিবে

স্থানীয় গবর্ণ-
মেণ্ট এই
ক্ষমতা প্র-
দান করি-
বেন

প্রথম তফসীল ।

পাঠ বিবরণক ।

১ অভিমুক্ত ব্যক্তিকে গমন দিবান পাঠ ।

(১৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থান নিবাসী ক্রী অমুক মণীপেয়ু ।

তোমার নামে অমুক (যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপে
গর্ণ্য এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নামের সহযোগে তাহান উক্ত
দিবান অনা তোমার উক্ত হওয়া আবশ্য্যক । অতএব তোমার প্রতি
এই আদেশ হইল তুমি অমুক স্থানের অমুক মণীপেয়ু তমুক ভাৱে আনি
(বিশ্বা স্থল নিম্নে উল্লিখিত দ্বারা) অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপ-
স্থিত হইবে । ইহাতে জাতি না হয় ।

১৮
(মোহর)

মাল

তার

(সাক্ষর)

২ । দৃত করিবার ওয়ারন্ট চি নিবান পাঠ ।

(১৫ ধারা দেখ ।)

ক্রী অমুক মণীপেয়ু । (যে ব্যক্তি কি বস্তু বা এই ওয়ারন্ট জারী করিবে
তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে)

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে,
অতএব উক্ত অমুক ধরিয়া আম র নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই
আদেশ হইতেছে ইহাতে জাতি না হয়

১৮

মাল

তার

(মোহর)

(সাক্ষর ।)

(১৬ ধারা দেখ ।)

এই ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে ।

উক্ত অমুক যদি অমুক স্থানের অমুক নামের অমুক ভাৱে আমার
সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার আকীরাঙ্কন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত
উপস্থিত থাকিবার আমিন অর্থাৎ আপনি এক টাকার ও এক জন প্রতিজ্ঞ
এক টাকার (অথবা দুই জন প্রতিজ্ঞ প্রত্যেকে এক টাকার) আমিন দেয় তবে
আহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে ।

১৮

মাল

তার

(সাক্ষর ।)

৩। ওয়ারন্টক্রমে ধরিবার পর নিম্নলিখিত এ জামিনী —

নিম্নলিখিত লিখিবান ১।৪

(৮৩৩ সফা .মখ .১)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে কামাকে উপস্থিত করা হইবার ওয়ারন্ট ১ মে অমুক জিলা (বিচার স্থান বিশেষে অমুক) মাজি-স্ট্রেটের সম্মুখে কামাকে আনা গেলে অমুক স্থানবাসী খ্যাম লৌ অমুক এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা করি যে আমি অমুক নামের অমুক মামের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে কামার স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং আদালতের প্রকারণের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকিব। তাছাড়া কামার প্রতি হইবে ক্রীমীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এক টাকা দণ্ড দিব এই মতের নিম্নলিখিত লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তার (বাকর)

যে অভিযোগে ক্রীমমুককে দণ্ড করা গিয়াছে সে যে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে মে অমুক মামের অমুক তারিখে কামাকে আদালতের সম্মুখে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারণের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিসয়ে আমি অমুক স্থানবাসী উক্ত অমুককে প্রতিজ্ঞা করিলাম বলিলাম এবং তাহার প্রতি হইলে, আমি ক্রীমীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এক টাকা দণ্ড দিব এই মতের নিম্নলিখিত লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তার (বাকর)

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবার মোহনা দেহর পাঠ।

(৮৩৩ সফা .মখ .১)

আমার নিকটে বালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বয়স ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি বলিয়াছে বলিয়া মনে কর) এবং তাহা দণ্ডনীয় অন্য যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পালিয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট মেনত আদিয়াছে, এবং আমার অভিযোগের প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে);

এ নিমিত্ত আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুক স্থানবাসী অসামান্য
বধি এত দিনে ন মধ্য উক্ত নানিশেন প্রত্যাহার করিতে এই আদালতে
(অথবা আমান সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

১৮ মান ভাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫ মাদ্রাসে উপস্থিত করাইবার ঘোষণা দেওবার পাঠ

(৮১ দ্বারা দেওয়া)

আমরা নিম্নে নানিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম বর্ণন ও ঠিকানা লিখিবে)
অমুক অপরাধ (সংশয় পূর্বে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে
বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নানিশের বিষয় সম্বন্ধে মাদ্রাসে করাইবার অন্য-
অমুক (মাদ্রাসে নাম, বর্ণন ও ঠিকানা লিখিবে) এই আদালতে উপ-
স্থিত হইয়াছেন ওয়ার্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অনুকরণ (মাদ্রাসে নাম
দিবে) উপস্থিত করাইবার পাত্রা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ার্টে ফেরত আমি-
য়াছে এবং আমান সম্মুখে আমান হইয়াছে যে সে সত্যপ্রিয় (অথবা
উক্ত ওয়ার্টে সত্য ও করাইবার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইবে)।

এ নিমিত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত
নানিশ অপরাধ সম্বন্ধে মাদ্রাসে দ্বারা নিমিত্ত আগামী অমুক মালের অমুক
মালের অমুক প্রাপ্তি পূর্বে এত ঘটনার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপ-
স্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ মান ভাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৬ মাদ্রাসে উপস্থিত করাইবার কোর্টের আদেশ দেওবার পাঠ

(৮৮ দ্বারা দেওয়া)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অমুক অমুক সমীপে যু।

এই আদালতে উপস্থিত নানিশ সম্পর্কে মাদ্রাসে দ্বারা নিমিত্ত অমুককে
(নাম বর্ণন ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ার্ট দেওয়া যায়,
এবং সেই ওয়ার্টে সত্য করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আমি-

রাছে, এবং আমার অধোদমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে); এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তদুপস্থিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া মাফ্য দেয় এবং সে উৎস্থিত হয় নাই

এজন্য ভোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া জেক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি জেক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারন্ট যে প্রকারে প্রতী হয় পৃষ্ঠনিপিক্সে তাহার সাট ফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে

১৮ মাল তাং

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবাব জেকী আজ্ঞাব পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নাগিনা হইয়াছে যে (অমুক নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়) এবং তদনুসারে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারন্ট ফেরত আসিয়াছে, এবং আমার অধোদমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিন মধ্যে উপস্থিত হয় এবং অমুক জেলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্ণমেণ্টে ইন্সপেক্টর ডুমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাৎস্থিত সম্পত্তি আছে ও তাহা জেক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে

এজন্য ভোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে ডুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া জেক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষা

কান্ন তাহা ক্রোশ করিবে, ও যে প্রকারে এই ওয়ারন্ট জারী করা যায়
পৃষ্ঠমিলাক্রমে তাহার গাটিকিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে

১৮ মাল ডাঃ

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

কলেক্টরসকপ ডেপুটী কমিশ্যনরের দ্বারা ক্রোশ করিবার
অনুমতি প্রচলিত আজ্ঞা নং পাঠ
(৮৮ ধারা দেখ)

অমুক জিলাত ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেব সমীপে

আমার নিনট : লিখা হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা
লিখিবে) ভাবতদ্বয়ী দণ্ডবিধির আইনের তমুক ধারামতে দণ্ডীয় অমুক
অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও তদনুসারে যে
ওয়ারন্ট দেওয়া যম উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যম না বলিয় যেই
ওয়ারন্ট ফেরৎ আনিয়াছে, ও আমার স্বদোষমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত
অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত, ওয়ারন্ট জারী এড়াইবার
নিমিত্ত গোপনে আছে,) ও তদ্ব্যন্থ মিয়মমতে ঘোষণা প্রচার করিয়া
আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত
দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই; ও অমুক জিলাত
অমুক থানায় (কি নগরে) উক্ত অমুকের গণ্যমেটে রাজস্বপ্রদায়ী কিম্বা
পরিমাণ ভূমি আছে

এখনা ভোগ্যকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে ভূমি উক্ত
ভূমি ক্রোশ করাইবে ও এই আদালতে অন্যত্র আদালত অপেক্ষায় তাহা
ক্রোশ করিবে ও এই আদালতমতে ভূমি যাহা করিবে অবিলম্বে তাহার
গাটিকিকেট পাঠাইবে।

১৮ মাল ডাঃ

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১ ওয়ারন্টক্রমে প্রথমেই গাফীকে আনিতে হইলে, ও ওয়ারন্টের পাঠ।
(৯০ ধারা দেখ)

ঐ অমুক সমীপে (যে পোলীসের কণ্ঠকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তি-
গণ ওয়ারন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও ব্যক্তি লিখিবে)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থান বাণী অমুক এই অপরাধ (সংশোধন অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (এক কনিয়াছে বলিয়া সম্ভব হয়) ও অমুক (সাক্ষীর নাম অনুবর্তন করিয়া) উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এমন প্রতীতি হয় এবং ন্যায় বিচার করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক বা অন্য কোন উক্ত নালিশের অবগত সময় সে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইবেন না।

এখন তোমার প্রতি অস্বস্তি দিয়া আবেদন করা যাইতেছে যে অমুককে (নাম দিবে) ক্ষম্ত করিবে এবং অমুক মাগের অমুক ভাবিবে নালিশী অপরাধ সংক্ষেপে সাক্ষ্য দিবার নির্দিষ্ট তারিখ এই আদালতে আনিবে।

অত্যা ১৮ ন্যায় অমুক তারিখে আমার আদালত ও আদালতের মোহর-যুক্ত হইয়া এই জমাতে আস্তে হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পল,
তলাশী পরওয়ানার ১৪।

(১৩ ধারা ১৪)

লিঅমুক সমীপে (সে দেশ থেকে বা অন্যত্র কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়াবটে জানী করিবে তাহান কি তাহাদের নাম ও ব্যক্তি-লিখিবে।)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (এক নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ (সংশোধন অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (এক কৃত হইয়াছে বলিয়া সম্ভব হয়) এবং উক্ত অপরাধের (এক ক্রিয় অপরাধের) যে উদ্ভূত লওয়া যাউতেছে (এক যাউতে) ইত্যংকে অমুক স্থান (লিখি করিয়া এই অব্য নির্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় হইয়া আমাকে দেখান গিয়াছে,

এখন তোমার প্রতি অস্বস্তি দিয়া আবেদন করা যাউতেছে যে উক্ত অব্য (অব্য নির্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (এক বাটী কি স্থান কি তাহান অংশ তলাশ করিতে হইবে, তাহান বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে, ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই

ওয়ারটে সাধন হইবে ব অন্যান্য পত্র এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠ-
লিপিক্রমে তাহার মাটি ফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারটে ফেরত পাঠাইবে ।

অধ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদা-
লতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারটে প্রাপ্ত হইল

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১। গচ্ছিত রাধিয়ার মন্দির স্থানের তলাশী পত্র ওমানার পাঠ

(৯৮ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক মণীন্দ্র যু (কনষ্টেবলেন উচ্চপদস্থ পোলীসেন কর্মকাণ্ডের নাম
ও ব্যক্তি লিখিবেন)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার
বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবেন)
চোবাপ্রবা গচ্ছিত রাধিয়ার (কি তাল বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিম্বা
উক্ত ধারানিধিতে অন্যতর কাযা অন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায়
তাহ লিখিবেন) ব্যবহৃত হয় ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুরোধ দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজ-
নীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কি স্থানে) প্রবেশ করিবে ও আন-
শ্যক হইলে তদর্থে সূত্রমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্য
স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ
করিলে) মর্শ্বাংশ খানাতলাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল কি স্থল-
বিশেষে ইষ্টোম্প কি মোহর কি মুদ্রা) । এবং আবশ্যক হইলে এই ২ কথাও
যোগ করিবে, ও যে কোন মজ কি প্রব্য সূত্রমতে তোমার বিবেচনায় স্থান
দলীল কি স্থলবিশেষে ক্রটিম ইষ্টোম্প কি মে হর কি মুদ্রা প্রাপ্ত করিলার
নিমিত্ত রাখা যায়, তাহা । আটক করিয়া রাখা করিবে — এবং উক্ত যে প্রব্য
তদ্রূপে রাখা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই
ওয়ারটে সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠ-
লিপিক্রমে তাহার মাটি ফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারটে ফেরত পাঠাইবে ।

অধ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদা-
লতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারটে প্রাপ্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১০ শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ

(১০৬ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক আমায় প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে ; এই হেতু আমি উক্ত কাল পর্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না, কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমন কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহাতে আমার জাতি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

১১। সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরী প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল (কাল নির্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে ; অতএব আমি উক্ত কাল পর্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব ; ইহাতে আমার জাতি হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

(নিবন্ধপত্র জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে, এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) আমরা উপরিবিধিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি যে তিনি উক্ত কালপর্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন ; এবং তাহাতে তাঁহার জাতি হইলে আমরা একত্র ও পুত্রজ শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

১২ শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ ।

(১১৪ ধারা দেখ ।)

অমুক স্থানবাসী স্ত্রী অমুক সমীপে যু ।

বিশ্বাসযে গা সমাদ পাইয় আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এই স্থানে সমাদের মর্শ লিখিব) এবং ভোগার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা ; এজন্য ভোগকে এতদ্বার আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মে কাব দ্বারা) ১৮ গালের অমুক মাসের অমুক তারিখেব পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন ভোগার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার, (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) ও এক জন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের, এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না ।

অন্য ১৮ গালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতেব মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৩।—শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে
সমর্পণের ওয়ারন্টের পাঠ ।

(১২৩ ধারা দেখ ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপে যু,

অমুক স্থানবাসী অমুক এত মাস শান্তিভঙ্গ করিবে ন বলিয়া এক জন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেক এত টাকার দুই জন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছিল ; এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই প্রকার জামিন দেয় (যে স্থানের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত

তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আত্মা পালন কবে নাই ,

এজন্য ভোগ্য প্রাপ্তি অনুমতি, দিয়া আদেশ করা য হইতেছে যে তুমি উক্ত প্রাপ্তিটিকে (কি বস্তু) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ভোগ্য ব হেফ জন্মে গ্রহণ করিবে ও উক্ত ক্ষেত্রে এত ক ল (ক'বাদেও কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে নির্দিষ্ট রাখিবে কিন্তু উক্ত কাল মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রাপ্তিভার নিষ্কপন্ন লিখিয়া দিয়া আত্মা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ কব য হইবে, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ; ও যেক্ষণে এই ওয়ারন্ট মানন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার মাটি ফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে

অন্য ১৮ মানের অমুক মানের অমুক তারিখে আমার প্রাপ্ত ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৪ সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ

(১২৩ দ্বারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের প্রাপ্তিটিকে (কি বস্তু) সমর্পণে,

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলায় মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে, ও তাহার জীবনধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সম্ভাষণজনক বিবরণ দিতে পারে না) ;

কিন্তু

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সামান্য চরিত্রে সহজে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে বীতিমত দস্য (অথবা স্থল বিশেষে গৃহভেদক রী, ইত্যাদি) ;

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আত্মা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থল বিশেষে হই কি তদবিক জন) প্রাপ্তিভার আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রাপ্তি (কিনা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রাপ্তি) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এত ক ল (কাল নির্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে)

উক্ত আশ্র পালন করে নাই, ও না করাতে ইতিমধ্যে আগ্নি ন্য দিলে তাহার প্রতি এত কাগ (কাগ নির্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ,

এজন্য তোগার প্রতি অসুস্থতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোগার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহাকে এত কাগ (কাগ নির্দেশ করিবে) নির্দিষ্ট উক্ত জেলে রাখিবে, বিস্তৃত তথ্যসমূহ সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিজ্ঞাবান নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আশ্র পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেদপে এই ওয়ারন্ট সাপন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সাটিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আশ্র প্রাক্কর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর)

(প্রাক্কর)

১৫ আগ্নি ন্য দেওয়াতে যে ব্যক্তি কানাক্ষ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারন্টের পাঠ ।

(১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে এই ব্যক্তি আছে সেই কার্য্যকারক) সমীপে

অমুককে (সম্মিলিত নাম বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্টক্রমে তোগার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়, ও সে পরে ফৌজদারী মোকদ্দমান কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে আগ্নি দিয়াছে,

কিম্বা

জন সমাজের শকা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিখ্যাস করিবার বিশেষ হেতু দৃষ্ট হইয়াছে ।

এজন্য তোগার প্রতি অসুস্থতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) যদি অন্য কোন কারণে আটক থাকিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহাকে তোগার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার আক্ষর ও আদ্য-
লতের মোহন যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহন)

(স্বাক্ষর)

১৬ অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ

(১৩৩ ধারা দেখ)

ক্রীঅমুক সমীপেযু (নাম, বর্ণনা, ও ঠিকানা লিখিব)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের
স্থানে) এইরূপে (যে রূপে বাধা কি অনিষ্ট জনককার্য হয় তাহার উল্লেখ
করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহাৰকাৰী ব্যক্তিদের
বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য করিয়াছ, ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট)
অদ্যাপি বর্তমান আছে,

কিন্মা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্যাদ্যক্ষররূপ
অমুক ব্যবসায় কি কার্য (যে বিষয় বাবসায় কি কার্য যে স্থানে চালান যায়
তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যেকপে তদ্বারা হানি
হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তদ্বা সম্বন্ধে স্বংস্থোর [কি স্বংস্থোর]
হানিজনক ও তাহার লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া
খীওয়া উচিত;

কিন্মা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা
লিখিবে) নিকটবর্তী অমুক পুষ্করিনীর (কি কূপের কি গর্তের) স্বামী (কি তাহা
তোমার অধিকারে কি কর্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিনীর (কি কূপের কি
গর্তের) বেড়া না থাকাত্তে (কিন্মা শকানিবারক বেড়া না থাকাত্তে) সাধা-
রণের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা

কিন্মা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে
তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য করিবে (অনিষ্ট-

অনেক বিষয় উঠাইয়া দিবান নিমিত্ত যাচা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘণ্টার মধ্যে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে,

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কাণ্ড চালান বন্ধ করিবে, ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে না, কিন্তু উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কাণ্ড উঠ ইয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া নিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি ।

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদি (যথা যেমন) ।

অদ্য ১৮- মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৭। পঞ্চায়ত নিয়োগ বিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ্য

(১৩৮ ধারা দেখ)

১৮- মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ কলাম্বক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায়, এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিমত্ত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ত নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দপ্তরখন্ডের দ্বারা আখণ্ড করিয়াছে, এজন্য উক্ত প্রদত্ত বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থ আমি অমুক ব্যক্তিদিগকে (পঞ্চায়তের পাঁচ কি

তদধিক বাস্তব নাম এক স্থানে দিবে) পক্ষ ২য় নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পক্ষায় এই আজ্ঞাব ত নিম্ন অবধি এক দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠ হইবে।

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার প্রাক্তর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৮। পক্ষায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসেব ও

চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ

(১৪০ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সর্গীপেয় (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমি এতদ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্তক্রমে নিয়মমতে যে পক্ষায় নিযুক্ত করা যায় তাঁহা নিৰ্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইকণ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত, এজন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করিলে নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের নির্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার প্রাক্তর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

১৯। পক্ষায়তের তদন্ত লইবার অপেক্ষায় আমল বিপদ

নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪২ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সর্গীপেয় (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কিনা ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পক্ষায়তের

তদন্ত কার্য অন্যাপি চলিতেছে, ও আগার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যিক, এজন্য মোজাদানী মোকদ্দমার কার্যও গাণী রিয়য়ক আইনের ১৪২ ধারার বিধানমতে তোগার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্বারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চাশতের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্গোর আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ১৮ মালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।
(মোহর) (স্বাক্ষর)

২০। অনিষ্টজনক কার্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধ সূচক
মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।
(১৪৩ ধারা দেখ)

ক্রীঅমুক সমীপেয় (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আগার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (১৬ বা স্থলবিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথাগুলি লিখিবে), এজন্য আমি এতদ্বারা তোগার প্রতি বিশেষরূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আবার উক্ত অব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষে) রাখিতে দিয়া, ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮ মালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।
(মোহর) (স্বাক্ষর)

২১ বাধা অস্বাওন, হাদাগা প্রভৃতি নিবারণার্থে
মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।
(১৪৪ ধারা দেখ)

ক্রীঅমুক সমীপেয় (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোগার অধিকারে (কি কতৃকাদীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া জবাটীর বর্ণনা করিবে) আছে, ও তুমি উক্ত ভূমিতে

নর্দমা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছে, ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহরকারী ব্যক্তিদের বাধা সন্নিবার সম্ভাবনা,

০
বিশ্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কতকগুলিলোক (যে শ্রমীক লোক তাহার উল্লেখ করিব) অমুচ্চ রাজপথ (কি স্থান বিশেষ, অমুক স্থান) দিয়া গর্গ সংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছে ও উক্ত লোকযাত্রার দাড়া কি স্থান হইবার সম্ভাবনা ;

কিস্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি,

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার তুমি হইতে তোমা মাটি কি ইট উক্ত পথে কোন স্থানে রাখিব না কি রাখিতে দিবে না, কিস্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোক জনের গমন এতদ্বারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে বাধ্যন করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রার মিশিব না (অথবা অন্য যেকোন আজ্ঞা আশ্রয় দিবে)

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

০ (মোহর)

(স্বাক্ষর)

২২ বিবাদীয় তুমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবান স্বত্বানক্ষ নির্দেশ করিয়া ম জিরেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিব) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাস স্থান কিম্বা আগ্রহের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিব) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাসমাপ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এই রূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃত-রূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত

উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও উক্তক্ষেত্রে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উক্ত পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্বানু এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া, আমার হৃদয় জগিয়াছে যে উক্ত অমুকদের (নাম কি নাম-সমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃত পক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এখনা আমি নিষ্পত্তি করিয় নির্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকদের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালী-ক্রমে যাহার এই না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তির) তাহা দখল রাখিবার স্বত্বানু, এবং ইতিমধ্যে তাহান (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিস্তারিত বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি।

অদ্য ১৮ মানোন অমুক মানের অমুক তারিখে আমার দাক্তর ও আদালতের মোক্তর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহন)

(দাক্তর)

২৩। আমি প্রতীতি দখল লইয়া বিবাদ হইলে কোনক করিবার

ওয়ারেন্টের ৭।১।

(২৪৩ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের

কালেক্টর সমীপে যু। ৭

আমার নিকটে মর্শ্ব ন গিয়াছে যে আমার বিচানাবীন স্থানের অন্তর্গত অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ে উল্লেখ করিবে) হইয়া অমুক ব্যক্তি-দের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান, কিম্বা আশ্রয়স্থানের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়ের) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র মিথ্যে। আর উক্ত উত্তর পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায়, ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উত্তর পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উত্তর পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ যে পূর্বোক্তমতে দখল-কার ছিলেন তাহা বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই;

নর্দমা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কির যিহে উদ্যত আছ, ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা অশ্রিবার সম্ভাবনা,

কিন্মা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে ভূমি ও অন্য কতকগুলিলোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থান বিশেষ, অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম সংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোকযাত্রায় দাড়া কি হান্য হইবার সম্ভাবনা ;

কিন্মা

আমার নিকটে ইত্যাদি ;

এমন্য ভোমাব প্রতি এতদ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে ভূমি তোমার ভূমি হইতে ভোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না ; কিন্মা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোক জনের গমন এতদ্বারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে ভূমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেকোন আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)

অদ্য ১৮ নং লেব অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

২২ বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে বাধিবান শ্রবধানপত্র নির্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা র পাঠ ।

(১৪৫ ধারা দেখ)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ভুক্ত অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাস স্থান কিম্বা আম্যদলের বিবাদ হইলে, কে-ল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযে গরুরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এই রূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) একতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত

উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও উক্তকালে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উক্ত পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার অধিকার এই দাওয়ান বিবেচনা না করিয়া, আমার হুদ্যে অগ্রিয়াছে যে উক্ত অমুকদেব (নাম কি নাম-সমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃত পক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয় নির্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকদেব (কি অমুকদেব) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালী-ক্রমে যাবৎ এষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তি) তাহা দখল রাখিবার অধিকার, এবং চিতিমবো তাহার (কি তাহার) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার আক্ষর ও আদালতের মে হু যুক্ত হইয় এই আদালত প্রদত্ত হইল

(মাহর)

(আক্ষর)

২৩। জুমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে কোক করিবার

ওয়ারেন্টের পাঠ।

(১৪৩ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের

কালেক্টর সমীপেস্থ।

আমার নিকটে দর্শন নিয়াছে যে আমার বিচানাদীন স্থানের অন্তর্গত অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিলে) হইয়া অমুক ব্যক্তির মধ্যে (যে স্থানের নাম ও বাসভান, কিম্বা আমানদের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিলে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (নিবাদীয় বিষয়ে) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপনহু দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিবে উক্ত উক্ত পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায়, ও উক্ত দাওয়ান নিয়মিত তদন্ত লইয় আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উক্ত পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উক্ত পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ যে পূর্বে ক্রমে দখল-কার ছিলেন তাহা দ্বিগুণে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অমুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে ভূমি উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখলে লইয়া রাখিয়া জোক করিবে, ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া, নির্দিষ্টসূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় উহা জোক করিয় রাখিবে; ও যেক্ষেপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয় এই ওয়ারন্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার শ্রাবক ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর)

(শ্রাবক)

২৪ স্থলে কি জলে কোন কার্য করিবার নিষেধ সূচক
মাল্টিপ্লেটের আজ্ঞার পাঠ
(১৪৭ ধারা দেখ)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ভুক্ত অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কেবল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দখলে দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ব সম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে উক্ত ভূমি (কি জল) সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহার যোগ্য (কিন্তু কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির হইলে তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে), ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে) উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার তিন মাস মধ্যে (কিন্তু যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে "বৎসরের যে কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে") উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে;

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিন্তু তাহাদের পক্ষ কেহ, যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্মেব ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে তিনি (কি তাহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান, তাবৎ পূর্বে উক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না)।

* অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার শ্রাবক ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(শ্রাবক)

২৫ —পুলীস কর্মকারকের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের
ও আগিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ

(১৬১ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাণী ক্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের
অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপ-
স্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক
স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে যুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে, আমি
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের আরে প্রতিবাদ করিতে আগামী
অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ
হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত
হইবে ইহাতে আমার জাতি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী ক্রীকুমতী মহারানীকে
এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ মাল তাং

(সাক্ষর)

ক্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত
হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক
আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার
আরো প্রতিবাদ করিবে, এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমরা সংস্কে ও স্বতন্ত্র-
ভাবে সকলে ও প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন প্রীকার করিতেছি ;
ও ত হাতে তাহার জাতি হইলে আমি ভারতেশ্বরী ক্রীকুমতী মহারানীকে এত
টাকা দণ্ড দিব, এই মর্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ মাল তাং

(সাক্ষর)

২৬। মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ

(১৭০ ধার দেখ।)

অমুকের নামে অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থান-
নিবাণী ক্রীঅমুক আমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত
ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার
বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থল বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য

দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; ইহাতে আমার জাতি হইলে
আমি ভারতেশ্বরী ক্রীতীমতী মহারানীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্মে
নিবন্ধন লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তার (স্বাক্ষর)

২৭ গবর্ণমেণ্টের উত্তীর্ণকে মাজিষ্ট্রেট নতুনক সমর্পণের নোট
দিনার পাঠ

(২১৮ খানা দেখ)

অনুক স্থানে মাজিষ্ট্রেট এডওয়ার্ড স্টেটস দিতেছেন যে তিনি অনুরূপ
আগামী সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন, ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এডওয়ার্ড
আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের উত্তীর্ণ উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ
চালান

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপর
রাধের যেকোন উল্লেখ আছে এই স্থানে তদ্রূপ উল্লেখ নহিবে)

১৮ সাল তার (স্বাক্ষর)

২৮। অভিযোগের পাঠ।

(২২১ ও ২২২ ও ২২৩ খানা দেখ)

(১)—অভিযোগপত্রে একমাত্র দণ্ড থাকিলে।

(ক) অনুরূপ স্থানে মাজিষ্ট্রেট প্রভুতি ক্রীতমুক্ আমি ক্রীতমুক (অভিযুক্ত
ব্যক্তির নাম) তোমার ন মনে এই অভিযোগ বারনাম

(খ) তুমি অনুরূপ স্থানে অনুরূপ মালের অনুরূপ মালের অনুরূপ তারিখে
কি ভারত কিফিৎ পূর্বে কি পবে ভারতেশ্বরী
দণ্ড বিধি আইনের ১২১ ধর ক্রীতীমতী মহারানীর বিপক্ষে মুক্ত করিয়া ভারত-
বর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের
বিচার্য অপরাধ করিয়াছ (প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগপত্র প্রস্তুত
করিলে সেশন আদালতের পরিদর্শক হাইকোর্ট লিখিতে চক্কেবে)

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয়
এই আদেশ করিলাম

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

(খ) চিত্রিত কথার পরিবর্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে

(১) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল সাহেবেণ মজিসভার সভা মানাবন
১২৪ খান
অনুগ্রহ সাহেব ঐ সভা প্রসঙ্গে ঐদ কমতামতে
বাহ্য না কবেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে
অমুক সালের অমুক মাসে। অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি
পরে, ঐ সভার প্রতি অক্রমণ করিয়া। উক্তায়ের দণ্ডবিধির আইনের
১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও গেশন আদালতের [কি হাইকোর্টের] বিচার্য
অপরাধ করিয়াছ

(২) তুমি অমুক কমিটিভাণের রাজকীয় কার্যাকারক হইয়া পূর্য পদ-
১১১ খান
নামনীয় কোন কস না কববার প্রতীক্ষাপে
তাহার অইনমত বেতন ভিন্ন অমুক [নামক]
ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পাবিত্তে যিক গ্রহণ করিয়া
ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১১১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও গেশন আদালতের
[কি হাইকোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছ

(৩) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি
১৩৬ ধারা
তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে অমুক কস করিয়া-
ছিলে (কিন্তু স্থল বিশেষে অমুক কর্তব্য করুন নাই)
ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারা বিধানের বিপর্যয়ে অমু-
কেব বিরাজনক ছিল ইহা জানিতে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের
১৩৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও গেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য
অপরাধ করিয়াছ

(৪) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার
১৩৭ ধারা।
কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে ঐ অমুকেন সম্মুখে অমুকেন
বিচর হওন সময়ে তুমি সাক্ষা দেওন কালে এই
কথা কহিয়াছিল যে

“আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া
কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয়

দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়া ছ

(২) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের

৩০৪ ধারা

তুল্য নয় এমনত অপরাধমুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাইকোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছে

• (৭) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্ম-

৩০৬ ধারা।

হত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছে

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে ইচ্ছাপূর্বক

৩২৫ ধারা

অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছে

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে অমুকের উপর

৩৯২ ধারা

(নাগ দিবে) দম্বাতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছে

(১০) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া

৩৯৫ ধারা

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাইকোর্টের] বিচার্য অপরাধ করিয়াছে

মাজিস্ট্রেটের ঘানা মোকদ্দমান বিচার হইলে 'মেশন আদালতের বিচার্য্য' এই কথা ভাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা অভিযোগ করিতে হইবে (গ) প্রকরণে "উক্ত আদালত" এই কথা ভাগ করিতে হইবে

(২) অভিযোগে হইে কি ভদিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানে মাজিস্ট্রেট এডঃ জীঅমুক আমি জীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) মোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম তুমি অমুক স্থানে অমুক মালের অমুক মালের অমুক

মাজিস্ট্রেট আইনের ২৪১

ধারা।

ভারিথ কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে কোন মুদ্রা ক্রয়ি আনিয়া তাহা অক-
জিমবপে দিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ড-

বিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও মেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক মালের অমুক মালের অমুক ভারিথ কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে, কোন মুদ্রা ক্রয়ি আনিয়া তাহা অক-
জিমবপে গ্রহণ করিতে অমকের প্রবৃত্তি ওয়াইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও মেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে মোমান বিচার হয় আমার এই আদেশ

(মাজিস্ট্রেট মাহেবের প্রাক্তন ও মোহর।)

(খ) প্রকরণের পরিবর্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে

(২) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক মালের অমুক মালের অমুক

৩০২ ও ৩০৪ ধার।

ভারিথ কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে, অমকের
মৃত্যুর কারণ হইয়া আনকৃত বা করিয়াছ। ইহাতে-

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও মেশন আদাল-
তের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক মালের অমুক মালের অমুক ভারিথ
কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে অমকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধমুক্ত
নরহত্যা করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে

দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপবাদ
করিয়াছে ।

(৩) প্রথম তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক

তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে চুরি
৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা করিয়া ড় বর্তবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারামতে

দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপবাদ
করিয়াছে

দ্বিতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে
কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির
প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের
দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই-
কোর্টের) বিচার্য্য অপবাদ করিয়াছে

তৃতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে
কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারি-
বার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়া-
ছিলে ; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও
সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপবাদ করিয়াছে

চতুর্থ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে
কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে, চৌর্য্যজন্মে অপজ্ঞাত জব্দ রাখিতে পার
এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি
করিয়াছে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও
সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপবাদ করিয়াছে

(৪) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা

৩৯১ ধারামতে অমুকধর্ম
অভিযোগ তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে স্ত্রীঅমূকের সম্মুখে
অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য
দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে “

” এং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে
কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে স্ত্রীঅমূকের সম্মুখে অমূকের বিচার
হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে “

” ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি
মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। চাহিতে
ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও মেশন আদালত-
ভেদ (কি হাইকোর্টের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ

মাজিস্ট্রেটদেব খান মোকদ্দমার বিচার হইলে, “মেশন আদালতের
বিচার্য” এই কথা ত্যাগ করিয়া “আমার বিচার্য” এই কথা প্রয়োগ করিতে
হইবে এবং “উক্ত আদালতে” এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(৩) পূর্ক অপরাধ নির্ণয় হইবার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে
অমুক স্থানে মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক শ্রীঅমুক, (অভিযুক্ত ব্যক্তির
নাম) তোমান নামে এই অভিযোগ করিলাম —

তুমি অমুক স্থানে অমুক মালের অমুক । সের অমুক ভাবিগে কিম্বা
তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ক বা পরে চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ড-
বিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও মেশন আদালতভেদ (অথবা স্থল
নিশেষে হাইকোর্টের বা মাজিস্ট্রেটের) বিচার্য অপরাধ করিয়াছ।

এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার
পূর্ক, অর্থাৎ, অমুক মালের অমুক মালের অমুক ভাবিগে অমুক স্থানে ভার-
তবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয়
অপরাধে অর্থাৎ র দ্বিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে
ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় সেই দানায় যে যে শব্দ ব্যব-
হৃত হইয়াছে ও দ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত
কর্তৃক (যে আদালত কর্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম
দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে। উক্ত অপরাধ নির্ণয় আদ্যাদি সম্পূর্ণ-
রূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে, এবং তুমি উক্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির
আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে
তোমার বিচার হয়।

২৯ কোন মাজিস্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অপরাধের আজ্ঞা করিলে তদন্ত-
সারে কারাবন্দ করিবুর ওয়ারন্টের পাঠ
(২৭৫ ও ২৫৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপে

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও * দৃষ্টক খ্যাতি
দিয়ে) সম্মুখে ১৮ সালের কালেক্টরের এত নং মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয়
কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকন (আসামীর নাম দিবে) ভার-
তবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এই ২) ধারামতে
অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণ ভাবে ও
স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে),

এজন্য তোমার প্রতি অঙ্গুষ্ঠ দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত
সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়া-
রন্ট সহিত উক্ত জেলে তোমান হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইন-
মতে পূর্বোক্ত দণ্ড আদায় সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদাল-
তের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩০। ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারা-
দণ্ডের ওয়ারন্টের পাঠ।
(২৫০ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক)
সমীপে।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা
দিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে
লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিসমিস করা গিয়াছে,
ও ডিসমিস করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) প্রতি
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ; ও উক্ত টাকা দেওয়া
যাই নাই ও উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক

করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, তাহার এত দিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে :

এখন্য তোমার প্রতি অমুখ্য দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৬১ ধারার বিধানের নিয়মাবলীতে এত কাল উক্ত জেলে নির্বিশেষে রাখিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে যে কপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপি জামে তাহাব মাটিকিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(সাক্ষর)

৩১। সাক্ষীর নামে সমনেন পাঠ।

(৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপে যু

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী, অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থান সহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সংক্ষেপ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

এখন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহা সাক্ষ্য দিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্বাহ্ন ১০ ঘটিকার সময় তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে, ও আদালতের অমুখ্য দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায্যগত কারণ বিধা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে, তোমাকে বন্দীপূর্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারন্ট দেওয়া যাইবে।

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(সাক্ষর)

৩২ জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার

ম জিদ্বেট স হেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ

(৩০৬ ধারা দেখ)

অমুক জিলার ম জিদ্বেট সাহেব সাহেব

আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে, ও এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত ফর্দ দেওয়া গিয়াছে তদ্বারা নামে মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাটক্রমে অভিলিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে, ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইচ্ছা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার মাটিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে)

অদ্য ১৮ তারিখের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৩ জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ

(৩২৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী অমুক সমীপে

আগামী ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞা স্বচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তেমকে এতদ্বারা এই সমন দেওয়া গেল

অদ্য ১৮ তারিখের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৪ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাদণ্ড করিবার ওয়ারন্টের পাঠ ।

(৩৭৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি বক্ষক) সমীপে যু ।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক ত তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয়, উক্ত সেশনে কালেক্টরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধনকণ অপরাধজনক মনস্থতাপ্রাপ্য নিয়মিতরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়করণের অপেক্ষা আছে,

এজন্য তোমার প্রতি অহুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি বক্ষক) এই ওয়ারন্টমহ উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলাতীকরণার্থে এই আদালতের অন্যতর ওয়ারন্ট কি আজ্ঞা না পাও তাহাকে তথায় নিব্বিরুদ্ধে রাখিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক ত তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের সাহস সূত্র হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল

(সেধর)

(স্বাক্ষর)

৩৫ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারন্টের পাঠ

(৩৮১ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি বক্ষক) সমীপে যু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক ত তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেক্টরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক সালের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্ট দ্বারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দ্বীনে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়করণার্থে অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অহুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি বক্ষক) তদাঙ্গাসাধন করিবার নিয়মিত সময় ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক নামের তাহার গলায় উদ্ভকনধারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন

করিবে এবং উক্ত দণ্ড জা সাধন হইয়াছে, পৃষ্ঠালিপিক্রমে ইহার সার্টিফিকেট
লিখিয়া এই ওয়ারন্ট এই আদালতে ফেরত পঠাইবে

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও
আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৬ দণ্ড পরিচালনের ৭ ওয়ারন্টের পাঠ

(৩৬ ও ৩৮ ধারা দেখ)

অমুকস্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (নিরক্ষক) সমীপে)

১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে মেশিন দ্বারা তাহাতে
কালেওবের এত নামের মোকদ্দমায় (প্রথম কি বিজয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে
হউক) আসামী অমুক (আসামীর নাম দিও) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি এত
ধারামতে দণ্ডনীয় অন্য অসুবিধা নিনয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও
তদনুসারে তাহাকে তে মার চেহারাতে সমর্পণ করা যায়; এবং অমুক
আদালতের আজ্ঞাধার (যে আজ্ঞার দোকর লিপ এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল)
উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন ধীপাঙ্কন (কি অন্য
যে রূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অজ্ঞমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি
উক্ত অমুক সুপারিন্টেন্ডেন্ট (নিরক্ষক) যাবৎ উক্ত আজ্ঞা মতে ধীপাঙ্কন দণ্ড
ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কড়িয়াধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমুককে [নাম
দিবে] সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে
নির্কর্ষে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে;

কিন্তু

লক্ষ্যকৃত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে "যাবৎ" অবধি "তাবৎ" পর্যন্ত
কথা না লিখিয়া "হেফাজতে রাখিবে" এই কথার পরে এই ২ কথা দিবে
"ও উক্ত আজ্ঞা মতে আইন অনুসারে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে"।

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর আদাল-
তের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৭। জোক ও বিজয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৮৬ দ্বারা দেখ।)

ক্রীঅমুক সমীপেযু(যে পোগীমেন কক্ষকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তির
ওয়ারন্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহারের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

১৯৯ সাধনের অমুক মামের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের
(অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের
উল্লেখ করিবেক) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত
অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থদণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে
উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই ;

এজন্য তোমার প্রতি অঙ্গুষ্ঠ দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক দ্বিবার
মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অশ্রাব্য সম্পত্তি পাও তাহা আটক
করিয়া জোক করিবে, ও উক্ত জোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত
দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) (কিনা অবিলম্বে) উক্ত টাকা
না দেওয়া গেলে উক্ত জোককৃত অশ্রাব্য সম্পত্তি কিনা উক্ত অর্থদণ্ডের
টাকা পরিশোধ বিনিতে তাহার যে অংশের আয়োজন হয় সেই অংশ বিজয়
করিবে এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে ডুমি
যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার মাটি সিকিট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট
ফেরত পাঠাইবে।

অন্য ১৮ সাধনের অমুক মামের অমুক তারিখে আমার স্ব কর ও আদা-
লতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রাপ্ত হইল

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৮। কোর্ট ২ অবজার মোকদ্দমার অর্থদণ্ড হইবে, ৩৯। ১৭৭

করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেযু।

অন্য আমার সম্মুখে আদালতের অবিবেশনে অমুক (অপরাধীর নাম
ও বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে (কি দৃষ্টিগোচরে) ইচ্ছাপূর্বক অবজা-
বরণাপন্ন করিয়াছে।

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে)
এত টাকা অর্থদণ্ডের, ও ত হা না দিলে এত টাকা (নাম কি দিনের সংখ্যা
লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন ;

এজন্য তোমার প্রতি অহুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত
দেওয়ানী জেলের প্রপরিটেন্টে (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত
অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে) তে মার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতি-
মধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ
করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎ-
ক্ষণে তাহাকে মুক্ত করিবে, ও যে রূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপি-
ক্রমে তাহার মাটিকিকেটে লিখিয়া এই ওয়ারন্টের ফেনত পাঠাইবে ।

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আগার স্বাক্ষর ও আদা-
লতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল ।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৩৯ সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার *

মাজিস্ট্রেটের বা জজের ওয়ারন্টের পাঠ

(৪৬৫ ধারা দেখা)

শ্রীঅমুক (আদালতের কর্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেবু ।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষিন্ধর গমন প্রাপ্ত হইয়া [কিংবা এই
আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া] ও অপরাধের অভিযোগের তদন্তকালে
অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে
যে [কিংবা যে] প্রমাণ তাহার প্রতি করা গিয়া নিম্নলিখিতরূপে লেখ যায়,
অস্বীকার করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রক্সেন উত্তর দিতে
অস্বীকার করে, এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল [আটক করিয়া
রাখিবার কাল নির্দেশ করিবে] হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ
হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অহুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি
উক্ত অমুককে [নাম দিবে] হেফাজতে গ্রহণ করিবে, এবং ইতিমধ্যে
সাক্ষ্য দিতে ও বিজ্ঞানিত প্রমাণের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন

ত হাকে ভোগার হেফাজতে নির্বিলম্বে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা
উক্ত পক্ষ সন্তোষিত হইবারাজ আইনমতে কাণ্ড হইবার নিমিত্ত ত হাকে
এই আদালতের সম্মুখে আনিবে, ও যেদ্বারা এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠ-
লিপিক্রমে তাহার গাটি ফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদা-
লতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর]

[স্বাক্ষর]

৪০। ভরণপোষণের টাকা না দিলে কার বন্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের জুনিওর্ডেণ্ট [কি রক্ষক] সমীপে যু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা
লিখিবে] যে সন্ততি আছে তাহাতে সে আপন জীর [নাম দিবে] কি এই
এই কানন [কানন উল্লেখ করিবে] বশতঃ আত্মভরণপোষণক্ষম সন্ত মের
[নাম দিবে] ভরণপোষণ করিতে পাবে ও তৎসংক্রান্ত কানিতে সে উপেক্ষা
[কি অস্বীকার] করিয়াছে, ও তাহার জীর [কি সন্তানের] ভরণপোষণ নিমিত্ত
উক্ত অমুক [নাম দিবে] প্রতি মাসিক এক টাকা দিবার আজ্ঞা নিম্নমিত্ত-
রূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সঙ্গমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক [নাম
দিবে] স্বেচ্ছাপূর্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক [কি অমুক ২]
মাসের বৃত্তিপত্রপত্র এক টাকা দেয় নাই, এবং তৎসংক্রান্ত উক্ত অঙ্গের তাহার
এতকাল সামান্য [কি কঠোর] কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য ভোগার প্রতি অসুস্থতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি
উক্ত জুনিওর্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্ট
সহিত উক্ত জেলে ভোগার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহার আইনমতে
উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে, ও যেদ্বারা এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে
তাহার গাটি ফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদা-
লতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর]

[স্বাক্ষর]

৪১। জোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায়
 প্রথম করিবার ওয়ারন্টের পাঠ
 [৪৮৮ দ্বারা দেখ]

ক্রীজমুক সমীপে।

(যে পোলীস কর্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারন্ট সাধন করিবে তাহার
 নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আপন জীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম
 দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে,
 এবং উক্ত অমুক (নাম দিব) স্বেচ্ছাপূর্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক
 [কি অমুক অমুক] মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অসুসম্মতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি
 অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের [নাম দিবে] যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও
 তাহা আটক করিয়া জোক করিবে ও তদ্রূপ জোক হইবার পর এককাল
 মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) (কিবা অবি-
 লম্বে) উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত জোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিবা
 উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের আয়োজন হয় সেই অংশ
 বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে একত্রক্ষেপে
 তুমি যাহা করিয়াছ পৃথলি-রূপে তাহার গাটিকিফেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট
 কর্তৃক পাঠাইবে।

অন্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আগার স্বাক্ষর ও
 দালালের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪২। মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে প্রথমস্থানীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও
 জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(৪১৬ ও ৪৯৯ দ্বারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী আগি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে
 অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি, ও তাঁহার আদালতে ও
 আবশ্যক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিনী দিবার

আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবে, এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারাধীনে মেশান আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আগাব জাতি হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাজী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্মেণ্ড নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ মাল তাং (স্বাক্ষর)

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে মেশান আদালতে প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব আমি (কিম্বা আমার সংস্পৃষ্টভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও প্রত্যেকে) এই নিয়মে অমুকের আগিন খীকার করিলাম ইহাতে তাহার জাতি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাজী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্মেণ্ড নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ মাল তাং (স্বাক্ষর)

৪৩ আমি নং দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয়, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫০০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য কার্যকারক হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কার্যকারক) মনোনয়ন।

অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে অমুককে বন্দী নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে, ও তদনন্তর সে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিয়তক আইনের ৪৯৯ ধারামতে আমিমকি আমিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অঙ্গুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত

অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকা বাতিল যোগ্য না
হইলে তাহাকে অবিলম্বে ত্রে মাত্র ছেঁড়া জেতাইতে মুক্ত করিবে।

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আগার খান্দের ও আদা-
লতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৪ নিবন্ধপত্র প্রেরণ করণ জে জে ক করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পুলিশ থানার অধ্যক্ষ সমীপে

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকান লিখিবে) পীষ যুটলকা অফিসের অমুক
কার্যের উপক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই, ও তদুপ
ক্রটি প্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহা রানী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকা (নিবন্ধ-
পত্রের অর্থদণ্ডের টাকা) দাণী হইয়াছে; এবং উক্ত অমুককে (নাম দিবে)
নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত
টাকা তাহার নিকট কেন আদায় কর যাইবে না ইহার উপযুক্ত কারণ
দেখান নাই

এজন্য তোমার প্রতি অঙ্গমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি
অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) যে আশ্রয় সম্পত্তি পাও
তাহা আটক করিয়া রাখিয়া জেজ করিবে, এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত
টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত জেজকৃত সম্পত্তি কিংবা উক্ত টাকা আদায়
করিতে তাহার যে অংশের প্রায় জন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই
ওয়ারেন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাচা করিয়াছ তাহার
রিটার্ন পাঠাইবে।

অন্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আগার খান্দের ও
আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৪৫ নিবন্ধপত্রের নিম্ন ৩য় চহলে আগুন চেষ্টা দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেয়।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এই বিষয়ে তুমি ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার আগুন চেষ্টা নিবন্ধ জমা দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহা ন জট হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত জটিলগুরু ভোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে ;

এখন এতদ্বারা ভোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্গদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা, ভোমার নিকটে কোন উক্ত অর্গদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহা করণ দর্শাইবে।

অন্য ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার প্রাক্তন ও আদালতের মোহরগুরু হইয়া এই নোটন প্রদত্ত হইবে

(মোহর)

(প্রাক্তন)

৪৬ সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্গদণ্ডের নোটন আগুনকে দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেয়।

অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এত কাল আশ্রিত করিতে না এই বিষয়ে ১৮ মাসের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া তুমি তাহার আগুন চেষ্টা করিয়াছিলে যে ইহাতে জট হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং তুমি আগুন চেষ্টার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে, ও তাহাতে ভোমার আগুন নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে।

এখন এতদ্বারা প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত

অর্গদণ্ডের টাকা দিবে, কিংবা উহা কেন দিবে না, একদিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে

অন্য ১৮ মালের অমুক মালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও
আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল
(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৭ আমিনের বিক্রমে জোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ ।
(৫১৪ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক সমীপেধু

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধ-
পত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) আমিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে, ও
উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে জাতি করিয়াছে সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহা-
রাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের নিখিত অর্গদণ্ডের
টাকার) দায়ী হইয়াছে

এখন তোমার প্রতি অজ্ঞমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি
অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও-
তাহা আটক করিয়া রাখিয়া জোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা
দেওয়া নং গেজে উক্ত জোকক্রতসম্পত্তি কিংবা উক্ত টাকার অদান করিতে
তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট
সম্বন্ধে করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাঁহা করিয়াছ তাহার রিটার্ন
পাঠাইবে

অন্য ১৮ মালের অমুক মালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও
আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল
(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৮ যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির আমিন লওয়া গিয়াছে, তাহার
আমিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ ।
(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেধু
অমুক (আমিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের
উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার আমিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে ;

ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থ দণ্ডের টাকা ত্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরী পাওনা হইয়াছে, এবং উক্ত অমুক (আমিনের নাম দিবে), যথাযোগ্য নোটিশ পাইয়া, উক্ত টাকা দেন নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ফোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না, ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দেশ করিবে) জেলে আদায় করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য ভোগার প্রতি অহমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুক (নাম দিবে) ভোগার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এতকাল (কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্দিষ্ট রাখিবে, ও যে রূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার নটি ফিক্ট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অন্য ১৮ মালের অমুক মামেল অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

[মোহর]

[স্বাক্ষর]

৪১। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিশ মুখ্য
ব্যক্তিকে দিবার পাঠ
(৫১৪ মারা দেখ)।

ক্রীঅমুক সমীপেয় (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রের মেকাপ থাকে ভঙ্গ দিগিবে)
বলিয়া ১৮ মালের অমুক মামেল অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া
ছিল, এবং ভোগার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার
সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে,

এজন্য এতদ্বারা ভোগার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত
টাকা অর্থদণ্ড দিবে, কিম্বা, উক্ত টাকা কেন ভোগার নিকটে আদায় করা
যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ মাল তারিখ
(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫০। শাস্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে যুগ্ম
ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করিবার
ওয়ারন্টের পাঠ
(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার প্রীঅমুক (পোলীস কর্মকারকের নাম ও
খ্যাতি দিবে) সমীপে।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শাস্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে
লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ মালেক অমুক মালেক অমুক
তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের
টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আগার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে দেখা
গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না, ইহার কানন দর্শাইবার
নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিশ দিয়া আদেশ করা গিয়া
ছিল এবং সে কানন দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য ডোমার প্রতি অসুস্থতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি
অমুক জিলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত
টাকার মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া জব্দ করিবে এবং এত দিন
মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত জব্দকৃত সম্পত্তি কিংবা উক্ত টাকা
আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে
এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করি-
য়াছ তাহার রিটার্ন পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ মালেক অমুক মালেক অমুক তারিখে আগার স্বাক্ষর ও
আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মে হর)

(স্বাক্ষর)

—৪০৩—

৫১। শাস্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে
বক্ত করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।
(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপে।
আগার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে

যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শাস্তিভঙ্গ না করিবার যে নিষ্পত্তি লিখিয়া দেয় তাহান নিয়মভঙ্গ করিয়া খ্রীষ্টীয়মতী মহারানী ভানডেশারীক নিকটে এক টাকান দায়ী হইয়াছে ; এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টকা দেয় নাই, কিম্বা উক্ত টকা কেন দিবে না ইহান কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কানং দর্শায় নাই, ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি কোক করিয়া টকা আদায় করা বাইতে পারেন, ও এককাল (কারাদেশের কাল নির্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে,

এজন্য তোমান প্রতি অমুককে দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারন্টে গৃহীত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও এক কাল (কারাদেশের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নিকসিয়ে রাখিবে ; ও যেক্রমে এই ওয়ারন্টে মানন রূপ পূর্ণনিপাকমে তাহার মাটিকিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্টে ফেরত পাঠাইবে।

অন্য ১৮ মালের অমুক মালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সাদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্টে প্রদত্ত হইল।

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫২। সদাচরণের নিষ্পত্তির টাকা দণ্ড হইলে কোক ও বিক্রয় করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেয়।

১৮ মালের অমুক মালের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুক (মুখ্য ব্যক্তির নাম ও প্রতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এক টাকার নিষ্পত্তি লিখিয়া আগিন দিয়াছিল, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, অতএব উক্ত নিষ্পত্তির টাকা দণ্ড হইয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহান কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে, ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অঙ্গুষ্ঠিত দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ফ্রোক করিবে, ও এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ফ্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের ও যোজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারন্ট মাদন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটার পাঠাইবে।

অদ্য ১৮^শ মার্চের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর)

(স্বাক্ষর)

৫৩ সদাচরণের নিবন্ধের ত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ

করিবার ওয়ারন্টের পাঠ

(৫১৪ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপে যু

১৮ মার্চের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম , বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুককে (মুখ্য ব্যক্তির নাম ও ভূতি দিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জাগিন দিয়াছিল, এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে অতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) জীজী৩ তী মহারানী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং সে উক্ত টাকা দেখ নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া য ইবে না ইহার কারণ দর্শ ইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ফ্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার অজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অঙ্গুষ্ঠিত দিয় আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ) ତାହାକେ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାখିବେ; ସେକଡ଼େ ଏହି ଓମାରଟି ମାଧ୍ୟମ ହସ୍ତ ପୃଷ୍ଠଲିପିକ୍ରମେ ତାହାର ମାଟି କିକେଟ ଲିଖିଲା ଏହି ଓମାରଟି କେବଳ ପାଠାହିବେ ।

ଅନ୍ୟ ୧୮ ମାଲେନ ଅଧିକ ମାଲେନ ଅଧିକ ତାରିଖେ ଆସାର ଆକର ଓ ଆମା-
ଲତେନ ମୋହନ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଏହି ଓମାରଟି ଆଦତ ହେଲା ।

(ମୋହନ)

(ଆକର)

—

নিষেধ ।

ধ ৯ এই আইনের দ্বারা যথা ধ ৪ অর্থাৎ ৪ দ্বারা

অধিকৃত মোকদ্দমা

- কাহাকে বলে । ধ ৪
- পৌলীশ কার্যকারক সম্মুখ—
ঘটনা হইলে কার্যপালী ধ ৫৭
- য সংবাদে ও তদন্তের বখা
ধ ১৫৫

অনিয়ম ।

- কার্যহেতু অনিষ্টজনক কার্য-
সম্বন্ধীয় জরুরি বার্থ না হইবার
কথা ধ ৫২৯
- কার্যহেতু অনিষ্টজনক কার্য-
বিষয়ে জরুরি নহিত হওয়ার কথা
ধ ৫৩০
- অসুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য
হইবার কথা ধ ৫৩১ ।
- সমর্পণ মিক হইবার কথা
ধ ৫৩২ ।

১৬৪ ও ১৬৪ দ্বারা কার্য—হইলে
তাঁহা সংশোধনের কথা ধ ৫৩৩
অভিযোগপত্র প্রাপ্ত না হইবার
কথা । ধ ৫৩৫
জুরির বিচার্য মোকদ্দমা আমে-
সন দ্বারা বিচার হইলে এবং আমে-
সনের মোকদ্দমা জুরিকর্তৃক বিচার
হইলে তাঁহার ফল । ধ ৫৩৬
অভিযোগপত্রে কিবা আনুষ্ঠানিক
কার্যে জরুরি কি—প্রাপ্ত নিষ্পত্তি

অনিয়ম ।

- বা দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা ।
ধ ৫৩৭ ।
- হেতু জোক বে আইনী না
হওয়া ও জোককারী ব্যক্তি অসমি-
কার প্রবেশকারী না হওয়ার কথা ।
ধ ৫৩৮ ।

অনিষ্টজনক বিষয় ।

- স্থানান্তর করিতে নিষেধাধীন
আজ্ঞার কথা । ধ ১৩৩ ।
- বারদ্বার না হইবার কথা ।
ধ ১৪৩ ।
- ক মোকদ্দমা উর্ক, আদালত দৃষ্টি
করিবার কথা । ধ ৪৩৫
- ক্ষমতাহীন মাজিষ্ট্রেটের—ক জরুরি
নহিত যোগ্য । ধ ৫৫০ ।

অসুস্থতি

- । রাজকীয় কার্যকারকদের
আইনগত ক্ষমতা অবজ্ঞা ও সা-
ধারণের নাম বিচারের বিরুদ্ধে ও
আল দলীল প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার
করা মোকদ্দমান—। ধ ১৯৫ ।
- বিচারকদের ও রাজকীয় কার্য-
কারকদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমান—।
ধ ১৯১ ।
- পরিবর্তিত অভিযোগহেতু—আধ-

অনুমতি ।

শ্যক হইলে মোকদ্দমা স্থগিত
ধ ২৩০ ।

ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা
সাক্ষ্য দেওয়ার মোকদ্দম য—
ধ ৩৩১ ।

অনুসন্ধান ।

—কাহাকে কহে ধ ৪ ।

—সময় দলীল কি অন্য দ্রব্য উপ-
স্থিত করাইবার কথায় ধ ৯৪
এবং তাহা টেনীগ্রাম কি পোর্ট-
পিন হইতে আনাইবার কথা
ধ ৯৫

অধর্তব্য মোকদ্দমা সম্বন্ধে—
ধ ১৫৫

ধর্তব্য মোকদ্দমা সম্বন্ধে— ধ ১৫৬
ধর্তব্য অপরাধ সংঘটন সম্বন্ধে
সন্দেহ হইলে কার্যপ্রণালী
ধ ১৫৭

মাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রথম স্থলীয়—
ধ ১৫৯ ।

—সময় পোলীসের সাক্ষী আনাই-
বার ক্ষমতার কথা । ধ ১৬০ ।

—সময় পোলীস কর্তৃক সাক্ষীর
অবানবন্ধি ধ ১৬১ ।

—সময় তালাশের কথা ধ ১৬৪
২৪ ঘণ্টা মধ্যে—সমাপ্ত না হইলে
কার্য—প্রণালী ধ ১৬৫

—সময়ে অধীন পোলীসের রি-
পোর্ট । ধ ১৬৮

—সময় প্রমাণাভারে অভিযুক্ত
ব্যক্তির মুক্তির কথা ধ ১৬৯ ।

—সময় দৈনিক । ধ ১৭২ ।

—সময় পোলীস রিপোর্ট । ধ ১৭৩ ।

অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর—
ধ ১৭৪ ।

অনুসন্ধান ।

—সময় সাক্ষী সমন করিবার
কথা ধ ১৭৫

অন্বেষণ ।

—যাহাকে ধনিবার জন্য চেষ্টা
করা হয় সে কোন স্থানে আবেশ
করিলে তাহা—করিবার কথা ।
ধ ৪৭ ৪৮ ।

মৃত ব্যক্তির শরীর— ধ ৫১ ।

পত্ন ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে অন্বে-
ষণ ধ ৯৫ ।

অপরাধ নির্ণয় ।

—হইলে শাস্তিভঙ্গ না করিবার
মুচলকার কথা ধ ১০৩ ।

পূর্বে—গ্যাকিলে অভিযোগ পত্র
নিখিবার কথা । ধ ২২১ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্যের
প্রতি নির্ভর— ধ ২৪৩ ২৫৫ ২৭১ ।

পূর্বে—প্রমাণের কথা । ধ ৫১১ ।

অপরাধ স্বীকার ।

—করিতে প্রবৃত্তি না দিবার কথা ।
ধ ১৬৩ ।

অনুসন্ধান সময়—বাক্য লিপিবদ্ধ
করিবার কথা । ধ ১৬৪ ।

মাজিস্ট্রেট কি প্রকার—লিখি-
বেন ধ ৩৬৪ ।

১৬৪ ও ৩৬৪ ধারার কার্য না
হইলে—সম্বন্ধে প্রমাণ লওয়ার
কথা । ধ ৫৩৩ ।

অপারগ ।

সমনে উপস্থিত হইতে—হেতু
ওয়ারেন্ট । ধ ৯০ ।

১০৬ ও ১১৮ ধারা মতে জামিন
দিতে অপারগ হইলে কারাবাসের
কথা ধ ১২৩ ।

অপারগ।

ঐ রূপ ব্যক্তিকে মুক্ত দিবার
কথা। ধ ১২৪

অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ হেতু
জুরি নিযুক্ত করিতে—হইলে
কার্য প্রণালী। ধ ১৪১।

জুরি কিম্বা জামেগর আদালতে
উপস্থিত হইবার—হইলে দণ্ডের
কথা। ধ ৩৩২।

উপস্থিত আগ্নেয় দিতে—হইলে
কার্যপ্রণালী। ধ ৫০১। ৫০২

অপর্ণ।

—ব্যতীত গেশন আদালতে বিচার
সমিকারিত। ধ ১৯৩।

মাজিষ্ট্রেটের—করিবার ক্ষমতা
ধ ২০৩।

অভিযোগপত্র প্রস্তুতকর্ত্তে—। ধ ২১০।

—আজ্ঞা সহিত দেওয়ার কথা।
ধ ২১৫

—অন্তে প্রমাণ গ্রহণের কথা।
ধ ২১৯।

—অন্তে ছাপাই মাফী তলবের
কথা। ধ ২১১, ২১৬।

—সংবাদ জ্ঞাত করাইবার কথা।
ধ ২১৮।

—অন্তে ক্ষমা দেওয়ার কথা।
ধ ৩৩৮। ৩৩৯।

মাজিষ্ট্রেটের নিচায় গময়—করি-
বার কথা। ধ ৩৪৭।

৪৭১ ধারারূপে আপীল আদা-
লত কর্ত্তক—। ধ ৪২৩।

অবস্থান আদালতের নথী দৃষ্টে
গেশন আদালত বা জেলার মাজি-
ষ্ট্রেট কর্ত্তক—। ধ ৪৩৬।

দেওয়ানী ও রেভিনিউ আদালত

অপর্ণ।

কর্ত্তক—। ধ ৪৭৮। ৪৭৯।

অতিরিক্ত—মিষ্ট হওয়ার কথা।
ধ ৫৩২।

অভিযুক্ত ব্যক্তি।

মুম্বুবাগ্য ভিন্ন পোলীস নিকট
কোন উক্তি—র বিরুদ্ধে প্রমাণ
না হওয়া। ধ ১৬২

অজ্ঞান গময়—র মুক্তির কথা।
ধ ১৬৯।

—পোলীস দৈনিক দৃষ্টি করিতে
না পারার কথা। ধ ১৭২।

—র বিচারের স্থান। ধ ১৭৯।

—র উকীল মারফৎ হাজিরের
কথা। ধ ২০৫।

—র প্রমাণ গ্রহণের কথা। ধ ২০৮

—কে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা।
ধ ২০৯।

অপর্ণকর্ত্তে—র বিরুদ্ধে প্রমাণ লও-
য়ার কথা। ধ ২১৯

বিচার সাপেক্ষে—কে ছাড়িতে না-
থার কথা। ধ ২২০।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগ পত্রের মর্ম্ম
—কে জানানের কথা। ধ ২২৭।

গমনের মোকদ্দমায়—কে অভি-
যোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।
ধ ২৪২।

ঐ মোকদ্দমায়—র ছাপাইর কথা।
ধ ২৪৪।

ঐ মোকদ্দমায়—র পরীক্ষার কথা।
ধ ২৪৫।

ঐ মোকদ্দমায় বাস্তব অরূপস্থিত
হেতু—র মুক্তির কথা। ধ ২৪৭।

ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায়—কে ছা-
ড়িয়া দেওয়ার কথা। ধ ২৫৭।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ।

ঐ মোকদ্দমায়—র জবাব লওয়ার কথা । ধ ২৫৫

—র প্রতিবাদের কথা । ধ ২৫৬

২৫৭। বাদীর অস্থপস্থিত হেতু ওয়ারন্টের মোকদ্দমায়—কে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা । ধ ২৫৯

মরাগরী মোকদ্দমায়—র জবাব দিবার কথা । ধ ২৬৩।

জুরির ও তি—র আপত্তির কথা । ধ ২৭৭

—র পরীক্ষা মেশনে প্রমাণ । ধ ২৭৮

মেশনে—র প্রতিবাদের কথা । ধ ২৯০ ২৯১

—র উকীল নিযুক্তির কথা । ধ ৩৪০।

—আইচ্ছানিক কার্য্য বুঝিবার অক্ষম হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা । ধ ৩৪১।

আদালতকর্তৃক—র পরীক্ষার কথা । ধ ৩৪২ —কে প্রবৃত্তি না দেওয়ার কথা । ধ ৩৪৩।

—র অস্থপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার কথা । ধ ৫১২।

—র প্রতি কঠিন দণ্ডপ্রাপ্তির অন্য উচ্চতর মাজিষ্ট্রেটনিকট মোকদ্দমা প্রেরণ । ধ ৩৪৯।

অভিযোক্তা ।

জুরির প্রতি আপত্তি করার কথা । ধ ২৭৭।

—র মোকদ্দমা আনস্ত করা ও তাহার সাক্ষীর জবানবন্দী করার কথা । ধ ২৮৮

মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া হয় তাহা—

অভিযোক্তা ।

কর্তৃক দাখিল হওয়ার কথা । ধ ২৮৭

—মোকদ্দমার আলোচনা করার কথা । ধ ২৮৯।

—কর্তৃক উত্তর প্রদান হওয়ার কথা । ধ ২৯২।

—র উত্তর দেওয়ার পর জুরিকে উপদেশ দেওয়ার কথা । ধ ২৯৭।

মোকদ্দমা স্থানান্তর হইলে—র খরচ অভিযুক্ত ব্যক্তির দেওয়ার কথা । ধ ৫২৩।

অভিযোগ ।

নবম অধ্যায়ের কার্য্য অন্য—না হওয়ার কথা । ধ ১৩২।

—মহাক্ষীয় কার্য্য প্রণালী । ধ ১৭৭ হইতে ৪০৩।

অজ্ঞ কিম্ব রাজকীয় কর্মচারী-দিগের বিরুদ্ধে—গবর্ণমেণ্টে কিম্বা আদালতের অস্থগতি ব্যতীত না হওয়ার কথা । ধ ১৯৭।

—গের পক্ষের সমুদয় প্রমাণ মাজিষ্ট্রেটের লওয়ার কথা । ধ ২০৮।

সমনের মোকদ্দমায়—গের প্রমাণ লওয়ার কথা । ধ ২৪৪।

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায়—গের সাক্ষীদিগকে সমন করা ও তাহা-দিগকে পরীক্ষা করার কথা । ধ ২৫২

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি—গের সাক্ষীদিগকে পুনঃ তলব ও জেরা করিবার কথা । ধ ২৫৬।

—গের মোকদ্দমা আনস্ত করার কথা । ধ ২৮৬।

অভিযোগ ।

—গেন সাফী অবানবদি অস্তে
কাগাআলী ধ ২৮১

প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে—গেন প্রা-
মাণ আলোচনা করার কথা ।
ধ ২৯০

জুরির প্রতি উপদেশ দিতে—গেন
প্রমাণ আলোচনা করার কথা
ধ ২৯৭

রাজকীয় অভিযোগ কর্তৃক—
চালাইবার কথা ধ ৪১৩

রাজকীয় অভিযোগ কর্তৃক—উঠা-
ইয়া লওয়া কথা ও তাহার ফল
ধ ৪১৪

—চালানোর অসম্মতি কথা ধ
৪১৫

অসম্মতি হইতে—গেন থরচ
দেওয়ার কথা । ধ ৫৪৫ ।

অভিযোগ পত্র । চার্জ দেখ অর্থ দণ্ড ।

—কোন মাজিষ্ট্রেট কি পরিমাণ
করিতে পারেন । ধ ৩২

—পরিবর্তে কারাদণ্ড ধ ৩৩ ।

জুরি ও আবেগের অসুস্থিত হেতু
—ধ ৩৩২ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাম্মতি—
করিবার নিষিদ্ধ প্রকাশ । ধ ৩৩৩ ।

—আদায়ের প্রকার । ধ ৩৮৬।৩৮৭

—আদায় সাপেক্ষে কারাদণ্ড
স্থগিত । ধ ৩৮৮ ।

—আদায়ের ওয়ারন্ট কে দিবে
ধ ৩৮৯ ।

পলাতক বন্দীদের প্রতি—সাদন ।
ধ ৩৯৬

অর্থদণ্ড

—পরিবর্তে কারাদণ্ড হইলে আ-
পীল নাই ধ ৪১৩

সরাসরী গতে ২০০ শত টাক
পর্যন্ত—ওর আপীল নাই কিয়
কারাদণ্ড যোগ থাকিলে হইবে ।
ধ ৪১৪।৪১৫ ।

আদায়ের অবমাননা হেতু— ধ ৪৮৩
—হইতে বাদীকে ক্ষতি পূরণ
দেওয়ার কথা । ধ ৫৪৫ ।

অবজ্ঞা করণ

রাজকীয় কার্যকারকদের আইন-
মিহ্ন ক্ষমতা— ধ ১৯৫

দেওয়ানী রেন্ডিউ ও ফৌজদারি
আদায়— ধ ৪৮০ ৪৮২

সাফী দ্বারা— ধ ৪৮৫ ।

—মোকদ্দমায় আপীলের কথা ধ
৪৮৬

—মোকদ্দমা বিচারের কথা ধ
৪৮৭ ।

আটক ।

মৃত ব্যক্তি—থাকিবান সম্মতি প্র-
কাশ না করিলে পোণীর্গ তাহার
গাম স্পর্শ করিবে ধ ৪৩

মৃত ব্যক্তির নিকট যে যান পা-
ওয়া যায় তাহা রাখিবার কথা ।
ধ ৫১

—হইতে পলাতক ব্যক্তিকে ওয়া-
রন্ট ব্যতীত মৃত করণের কথা ।
ধ ৫২

ওয়ারন্ট ব্যতীত মৃত ব্যক্তিকে যে
কাল—রাখা যায় তাহার কথা ।
ধ ৬১ ।

মাজিষ্ট্রেট সম্মুখে অপরাধ করিলে
— ধ ৬৪ ।

আটক ।

—হইতে পলাতক ব্যক্তিকে পুনঃ

ধৃত করণের কথা । ধ ৬৭

ধৃত ব্যক্তি জামিন দিলে—হইতে

মুক্ত দিবার কথা । ধ ৭৬

এলাকার বাহিরে ধৃত ব্যক্তিকে

—ভাবে তেমন করার কথা । ধ

৮৬

পোলীশ ও টেলিগ্রাম আপীশে

—থাকা দলীল । ধ ১৫৯৬

জাল দলীল ও চোরা মাল রাখার

সাহায্যকারীকে—রাখার কথা । ধ

৯৮

শাস্তি ভঙ্গকারীকে—রাখার কথা

ধ ১০৮ ।

১০৭ ১০৯ ও ১১০ ধারামতে

কার্য দর্শন জন্য নোটিশ প্রাপ্ত

ব্যক্তিকে—করার কথা । ধ ১১৪

শাস্তিভঙ্গ কি সদাচরণ জন্য—

করা ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার

কথা । ধ ১১৯ ।

১০৬ ও ১১৮ ধারা মতে জামিন

দেওয়ার অপারগ ব্যক্তিকে জেলে

—রাখার কথা । ধ ১২৩

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীশ কর্তৃক

অতিরিক্ত সময়—করার আদেশ

ধ ১৬৭

অমুসন্ধান পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

মুক্ত দিবার কথা । ধ ১৬৯

বাদী ও সাক্ষীকে—র বিচার কথা

ধ ১৭১ ।

পোলীশে—থাকা সময় মৃত্যু হইলে

তাহার মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অমুসন্ধান ।

ধ ১৭৬ ।

সেশনে ও হাইকোর্টে সাক্ষী উপ-

আটক ।

স্থিত হইতে অস্বীকার করিলে—

করা । ধ ২১৭

সেশন আদালতে ও হাইকোর্টে

বিচার অপেক্ষ য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

—করা । ধ ২২০ ৩৭৭ ।

ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে—রাখা । ধ

৩৩৭

অনুস্থতা হেতু কশাঘাত দণ্ড সাধন

হইতে না পারিলে—রাখার কথা

ধ ৩৯৫ ।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিকে—রাখার কথা ।

ধ ৪৬৬

জামিন না দিতে পারিলে অভি-

যুক্ত ব্যক্তিকে—রাখার কথা ।

ধ ৫০২ ।

পোলীশ কর্তৃক ধৃত সম্পত্তি—রাখা ।

ধ ৫২৩

আনুষ্ঠানিক কার্য ।

—যে্য দলীল তুলবের কথা

ধ ৯৪ ৯৫

—হেতু তদাশী পরওয়ানা দেওয়ার

কথা । ধ ৯৬

জামিন দেওয়ার আজ্ঞা রপর— ধ

১২০ হইতে ১২৬

অনিষ্ট জনক কার্য নিবারণ আজ্ঞা

উপযুক্ত না হইলে—স্থগিত হও-

য়ার কথা । ধ ১৩৭ ১৩৯

ভূম্যাদি বিষয়ক বিবাদে—স্থগি-

তের কথা । ধ ১৪৫ ।

ধর্তব্য মোকদ্দমায় পোলীশ অমু-

সন্ধানের—বিরুদ্ধে আপত্তি না হ-

ওয়া । ধ ১৫৬ ।

পোলীশ কার্যকারকের—যে্য

দৈনিক । ধ ১৭২ ।

আনুষ্ঠানিক কার্য ।

মোকদ্দমায়—চালাইবার বিশেষ
বিধি ধ ১৭৭ হইতে ৪০৩ ।
—যে আদেশাক নিয়ম বিয়মক
বিধি ধ ১৯১ হইতে ১৯৯
মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে—আরও
বিধি ধ ২০৪ । ২০৫ ।
মমতের মোকদ্দমায় বাদীর অল্প-
স্থিত হেতু—বদল হওয়ার কথা ।
ধ ২৪৯ ।
সরাসরী মোকদ্দমায়—সম পন
হওয়ার তারিখ নির্ধারণ কথা
ধ ২৭৩ ।
সেশন আদালত এবং হাইকোর্ট
সমক্ষে—কার্য । ধ ২৭১ হইতে
২৭৩ ।
আমের অল্পস্থিত হইলে—স্থিতি
রাখিবার কথা । ধ ২৮৫ ।
অভিসূক্ত ব্যক্তি—বৃদ্ধিতে অক্ষম
হইলে কার্যক্রমালী । ধ ৩৪১
মাজিস্ট্রেট বিচার করার ক্ষমতা
বিহীন থাকা বিবেচনা করিলে—
স্থগিতের কথা । ধ ৩৪৬ । ৩৪৭ ।
বাদীর অল্পস্থিত হেতু—বদল হ-
ওয়া নির্দেশ করণ গণ্য না হওয়ার
কথা । ধ ৪০৩ ।
অধীন আদালতের—পরিদর্শন
জন্য নথী তলবের কথা । ধ ৪৩৫
অভিসূক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তগণ্য হইলে
—স্থগিতের কথা । ধ ৪৬৪ । ৪৬৭ ।
বিচার কার্যসম্বন্ধীয় কোন ২ অপ-
রাধের মোকদ্দমায়—বিয়মক বিধি
ধ ৪৭৬ হইতে ৪৮৭ ।
কমিশ্যন ফেরৎ আগিবার জন্য—
স্থগিতের কথা । ধ ৫০৮ ।
অনিয়ম—ধ ৫২৯ হইতে ৫৩৮ ।

আনুষ্ঠানিক কার্য ।

অল্পস্থিত স্থানে—হওয়া ধ ৫৩১
অনিয়ম—হেতু দণ্ডাজ্ঞা নিষ্পত্তি ও
ছকুম নথিত হওয়ার কথা । ধ ৫৩১ ।
—যে অনিয়ম হইলে কোন নথিত
ন হওয়ার নিবি ধ ৫৩৮
—যে নকল দিবার বিধি ।
ধ ৫৪৮
হাইকোর্ট দ্বারা—সম্বন্ধীয় নিয়ম
অনুসৃত হওয়ার বিয়ম ধ ৫৫৩

আপীল ।

একই বিচারে অনেক দণ্ড হইলে
—স্বন্য এক দণ্ডাজ্ঞা গণ্য ধ ৩৫ ।
কোনো নথি ফেরৎ পাওয়ার প্রা-
প্তি অজাহার বিবন্ধে—ধ ৪০৫ ।
সদাচরণের জন্য আমিন দেওয়ার
আজ্ঞার বিরুদ্ধে—ধ ৪০৬
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজি-
স্ট্রেটের ছকুমের বিরুদ্ধে ধ ৪০৭ ।
আগিষ্টাণ্ট সেশন অক্ষ ও প্রথম
শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার বি-
রুদ্ধে—ধ ৪০৮ ।
সেশন আদালতে—কে বিচার
করিবে । ধ ৪০৯
সেশন অক্ষের ছকুমের বিরুদ্ধে—
ধ ৪১০ ।
খীকার বাক্যের প্রতি শির্ডরে
দণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহার—ধ ৪১২ ।
ক্ষুদ্র মোকদ্দমায়—না থাকা ।
ধ ৪১৩ ।
সরাসরী বিচারের—না থাকা ।
ধ ৪১৪
নির্দেশ করণ আজ্ঞার বিরুদ্ধে—
ধ ৪১৭ ।
—দরখাস্ত লেখার কথা । ধ ৪১৯ ।
জেল—জেল বিধান । ধ ৪২০ ।

আপীল ।

সরাসরী মতে অগ্রাহ্য করার কথা ।

ধ ৪২১

—লেন নোটিস ধ ৪২২

—আদালতের ক্ষমতা ধ ৪২৩ ।

—আদালতের নিষ্পত্তি * জা লে-
খার কথা ধ ৪২৪

—নিষ্পত্তি আপক্ষে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত
করার কথা । ধ ৪২৬ ।

—আদালতের অতিরিক্ত প্রমাণ
লভ্যাব বিধান ধ ৪২৮

—উঠিয়া যাইবার কথা । ধ ৪৩১

অবজ্ঞা মোকদ্দমা—লেন কথা ।
ধ ৪৮৬

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে—
ধ ৫১৫

—গ্যাদ অতীত না হওয়া পর্যন্ত
মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় মাল ফেরৎ না
দেওয়ার কথা ধ ৫১৭ ।

৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারা মতে
জাফা স্থগিতের কথা ধ ৫২০

৫১ ধারা মতে প্রাপ্ত বা চোরা
মতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য বিক্র-
য়ের ছকুম বিরুদ্ধে— । ধ ৫২৪

—লেন গ্যাদ অতীত না হইলে
ক্ষতি পূরণের টাকা না দেওয়ার
কথা । ধ ৫৪৫ ।

আপীলার্ট ।

—কর্তৃক জেল হইতে আপীল
ধ ৪২০ ।

সরাসরী মতে আপীল অগ্রাহ্য ক-
রিবার পূর্বে—টের গওয়াল অবাব
শুনিবার কথা ধ ৪২১

আপীলের নোটিস দেওয়ার কথা ।
ধ ৪২২ ।

আপীলার্ট ।

আপীল শ্রবণের কথা । ধ ৪২৩

—টের মতু। হেতু আপীল উ-
ঠিয়া যাইবার নিদি । ধ ৪৩১ ।

আমেরিক দেশীয় ।

ইউরোপ দেশীয় দেশ

আবেদন পত্র

প্রার্থনা দেখ ।

আসেসর ।

—উপস্থিত জন্য ওয়ার্ট হইতে
পাবে না । ধ ৯০

—^০নিবর্তন না করিয়া বহু অপ-
বাদ বিচার হওয়ার কথা ধ ২৭২

—মনোনীত করিবার কথা ।
ধ ২৮৪ ।

চিঠাব আনন্তে—অনুপস্থিত হইলে
কার্য প্রণালী ধ ২৮৫ ।

—বর্ত্তক ঘটনাস্থান দর্শন ধ ২৯৩

—রের অবানবন্দি লওয়া ধ ২৯৪

—রের মত দেওয়ার কথা ধ
৩০৯

কে—হইতে পারে । ধ ৩১৯ ৩২০ ।

ছয় মাস মধ্যে এক ব্যক্তিকে এক
বারের অধিক—তলপ করা যায়
না । ধ ৩২৬ । ৩২৭ ।

—গারিজের কথা । ধ ৩৩০ ।

—নে দণ্ডের কথা ধ ৩৩২ ।

ইউরোপ দেশীয় ।

—গণের বিচার । ধ ৪৪৩ । ৪৬৩ ।

উকীল

—কাহাকে কহে । ধ ৪

মোকদ্দমার পক্ষগণ—মারফৎ হা-
জিরের কথা । ধ ১১৬ । ১৪৫ ।

অন্য স্থানে মাজিস্ট্রেট—মারফৎ

উকীল ।

হাজিরের অসমতি দিতে পারেন ।
ধ ২০৫ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি—নিযুক্ত করিতে
সক্ষম ধ ৩৪০

১১৬, ১৪৫ ও ২০৫ ধারারূপে
অসমতি হইলে —সাক্ষী প্রমাণ
গ্রহণের কথা । ধ ৩৫৩ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির—সাক্ষী জবান-
বন্দী সাক্ষীকে শুনারের কথা ।
ধ ৩৬০

আদালতের চলিত ভাষায় জবান-
বন্দী লেখা না হইলে তাহা—কে
বুঝানের কথা ধ ৩৬১

—সাক্ষী নিষ্পত্তি পত্র পাঠ করি-
বার কথা । ধ ৩৬৩ ।

আপীল দরখাস্ত—ধারা দাখিলের
কথ ধ ৪১১ ।

সরাসরী মতে আপীল অগ্রাহ্য
করার পূর্বে—লেন সওয়াল জবা-
বের কথা । ধ ৪২১ ।

আপীলের তারিখ ধার্যের নোটিস
—কে দেওয়ার কথা । ধ ৪২২

আপীল বিচারের সময়—লেন বা-
দাখ্যবাদ । ধ ৪২৩ ।

অতিরিক্ত প্রমাণ—সাক্ষী লওয়ার
কথা ধ ৪২৮ ।

বাদীর—রাজকীয় অভিযোগের
অধীন থাকার কথা । ধ ৪৩৩ ।

অভিযোগ চালাইবার অসমতিপ্রাপ্ত
ব্যক্তি—নিযুক্ত করার কথা ধ ৪৩৫ ।

সাক্ষী জবানবন্দীর কমিশ্যনের
নিকট—উপস্থিত হওয়ার কথা ।
ধ ৫০৫ ।

উত্তর ।

সাক্ষী পোলীস নিকট কোন বিষয়

উত্তর ।

—করিতে বাধ্য । ধ ১৬১।১৭৫।
অজ্ঞের প্রমাণে স্মৃতির—লেখার
কথা ধ ৩০৩

মিথ্যা—কিন্দা—করিতে অস্বীকার
সমক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা ।
ধ ৩৪২

সাক্ষীর—মিথিবার কথা ধ ৩৫৯ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তির—লেখার কথা ।
ধ ৩৬৪

সাক্ষী—প্রদান করিতে অস্বীকার
করিলে কারাদণ্ডের কথা । ধ ৪৮৫ ।

উদ্যোগ ।

চেষ্টা দেখ ।

উপস্থিত ।

পলাতক ব্যক্তির—হওয়ার কথা ।
ধ ৮৭ ৮৮

পলাতক ব্যক্তির—অন্তে কোকী
মাল খালার কথা । ধ ৮৯

ওয়ারেন্ট খারজ—হওয়ার কথা ।
ধ ৯০

—হইলে নিবন্ধপত্র লওয়ার কথা ।
ধ ৯১ ।

উকীল সাক্ষী—হওয়ার কথা
ধ ১১৬ । ১৪৫ । ২০৫ ।

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত
ব্যক্তির—হওয়ার নিবন্ধপত্র । ধ
১৬১ ।

ওয়ারেন্ট

—ব্যতীত দৃত করিবার কথা ।
ধ ৫৪ হইতে ৬৭ ।

দৃত করিবার—বিষয়ক বিধি ।
ধ ৭৫ হইতে ৮৩ ।

—স্বামী করিবার ভার পোলীস
ব্যতীত অন্যকে দেওয়ার কথা । ধ ৪৩ ।

ওয়ারেন্ট ।

—কি প্রকার জারী হইবে তাহার
কথা ধ ৪৭ ৪৮
ধর্তব্য অপরাধ নিবারণার্থে—
ধ ১৫১ ।
মা জিষ্ট্রেট নিকট হাজির হওয়ার—
ধ ২০৪
অর্থ দণ্ড আদায়ের— ধ ৩৮৬
৩৮৭ । ৩৮৯

কমিশ্যন ।

—দ্বারা সাক্ষীর অবানবন্নি কা-
হার নিকট পাঠাইতে হইবে —
প্রাপ্তান্তে কর্তব্য ধ ৫০৩
সাক্ষী রাজধানী নগরে থাকিলে—
নের কথা ধ ৫০৪ ।
সাক্ষীর প্রতিপক্ষগণের সওয়াল ও
জেরা সওয়াল ধ ৫০৫
—অন্য অধীন মা জিষ্ট্রেট জেলার
মা জিষ্ট্রেটের প্রার্থনা ধ ৫০৬
—ফিরিয়া পাঠানের কথা । ধ ৫০৭
—ফেরৎ সপক্ষে বিচার স্থগিত
ধ ৫০৮ ।

কর্মচারী ।

পোলীস হেগনের ভার প্রাপ্ত—র
নিকট সংবাদ দিবার কথা । ধ
৪৫
—কর্তৃক সাম্প্রতিক অঙ্গ ধৃত কর-
ণের কথা ধ ৫৩
সমন দস্তখত অন্য হাইকোর্টের
নিযুক্ত—ধ ৬৮
সমন জারীকারক—কর্তৃক রগীদ
প্রদানের কথা ধ ৬৯ ৭০ ৭১
সমন জারী কারক—বিচার সময়
উপস্থিত না হওয়ার কথা । ধ ৭৪ ।

কর্মচারী ।

ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট জারী কারক
—র কর্তব্য কার্য ধ ৭৬
তল্লাশী ওয়ারেন্ট জারী কারক—র
কর্তব্য ধ ১০২ ১০৩
১০৭, ১০৯ ও ১১০ দ্বারা মতে কারণ
দর্শাইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে
উপস্থিত করার জন্য—প্রতি ওয়া-
রন্টের কথা ধ ১০৪ । ১১৫
সরলভাবে কোন—১৩১ দ্বারা-
মতে কার্য করিলে অপরাধী না
হওয়ার কথা ধ ১৩২ ।
অপরাধ নিবারণ ও গ্রাহ্য করণের
ক্ষমতাপন্ন—কে অপরাধ ঘটনা ও
কল্পনা হওয়ার সংবাদ দেওয়ার
কথা ধ ১৫০ ।
ধর্তব্য অপরাধ কল্পনার রিপোর্ট
পোলীস—র দেওয়ার বিবরণ
ধ ১৫৮ ।
উপরিস্থ পোলীস—যোগে অঙ্গ-
সম্মানান্তে রিপোর্ট ধ ১৭৩ ।
জুরি ও আসেসরকে আদালতের
—স্থান দেখাইবার কথা ধ ২৯৩
অ দালতের উচ্চশ্রেণীর—জুরি ও
আসেসর হইতে পারেন না ধ
৩২০ ।
স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত—
কর্তৃক জুরি ও আসেসরের নির্ধারিত
প্রাপ্ত । ধ ৩২১ । ৩২৪ ।
জেলার ভারপ্রাপ্ত—র কর্তব্য
ধ ৩৮৪।৪২০
গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত—কর্তৃক অভি-
যোগ চালাইবার কথা । ধ ৪৯৫ ।
উপরিস্থ পোলীস—র ক্ষমতার
কথা ধ ৫৫০ ।

কশাঘাত ।

—জরুম কে দিতে পারে । ধ ৩২ ।
কোন স্থানে এবং সময়ে—দণ্ড
হইবে । ধ ৩৯০ ।

কারাদণ্ডের গহিত—দণ্ডের আদেশ
হইলে—সাধন করিবার কথা
ধ ৩৯১

—দণ্ড যেক্রমে সাধন হইবে ও
উহার উদ্ধৃতি সংখ্যার কথা । ধ ৩৯২
ভাগ্য করিয়া হইতে পারে না
এবং কোন ব্যক্তি—হইতে বর্জিত ।
ধ ৩৯৩

দণ্ড স্থগিত হইবার কথা । ধ ৩৯৪
৩৯৫ ।

পলাতক বন্দীদের প্রতি—দণ্ডাজ্ঞা
সাধনের কথা । ধ ৩৯৬ ।

—দণ্ড বিরুদ্ধে আপীলের কথা
ধ ৪১৩ । ৪১৪।৪১৫ ।

কার্য্যপ্রণালী ।

আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেখ ।

কারাদণ্ড ।

অর্থদণ্ড পরিবর্তে—। ধ ৩৩ ।

একই বিচারে একাধিক—হইলে
তাহার সাধন কথা । ধ ৩৫

শাস্তিভঙ্গ ও সদাচরণহেতু জামিন
দিতে অক্ষম হইলে—। ধ ১২৩ ।
১২৪ ।

মেশন আদালতে জুরি বা আসে-
ম্বর অনুপস্থিতিহেতু অভিমানী না
দিতে পারিলে—। ধ ৩৩২ ।

কশাঘাতের পরিবর্তে—। ধ ৩৯৫

এক—অন্তে অন্য—আরও । ধ
৩৯৭ ।

আদালত অবজ্ঞাহেতু—। ধ ৪৮০ ।

কারাদণ্ড ।

দলীল উপস্থিত করিবার বা প্রার্থের
উত্তর দিবার অস্বীকারহেতু—।
ধ ৪৮৫ ।

ভরণপোষণের টাকা না দেওয়া
হেতু—। ধ ৪৮৮ ।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে—
ধ ৫১৪

—পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার
বিষয় ধ ৪০২ ।

গচ্ছিত ।

আল দলীল বা চোরামাল—
রাখার স্থান তালাশ । ধ ৯৮ ।

খরচ—ব্যতীত অনাবশ্যকীয় সাক্ষী
না তলপের কথা । ধ ২১৬

সমনের মোকদ্দমায় বাদীর বা
অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীর খরচ—
রাখার কথা । ধ ২৪৪ ।

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তির সাক্ষীর খরচ—। ধ ২৫৭ ।

নিবন্ধপত্রের পরিবর্তে টাকা—
রাখার কথা । ধ ৫১৩

গোপন ।

ধর্তব্য অপরাধ করণ ইচ্ছার কোন
ব্যক্তি—ভাবে থাকিলে তাহাকে
ধৃত করার কথা । ধ ৫৫ ।

ধৃত ওয়ারন্ট এড়াইবার জন্য—
ভাবে থাকিলে তদ্ব্যন্থ ঘোষণা
জারীর কথা । ধ ৮৮ ।

—রূপ ভাবে থাকিলে তাহার
সম্পত্তি জেক ও ফেরত দেওয়ার
কথা । ধ ৮৮।৮৯ ।

কোন ব্যক্তি—ভাবে থাকিলে
তাহা হইতে সদাচরণের জামিন
লওয়ার কথা । ধ ১০৯ ।

গোপন ।

কোন ব্যক্তিকে অন্যর পূর্বক—
ভাবে রাখিলে তাহার বিচার হও-
য়ার স্থানের কথা ধ ১৮০
চোরামাল রাখা কিম্বা তাহ—
করার চার্জ সম্বন্ধে কথা ধ ২৩৫
চোরামাল—করার সহায়তা করার
মরাসমী বিচার হওয়ার কথা ধ
২৬০

ঘোষণাপত্র

পলাতক ব্যক্তি ব অন্য—জারী
হওয়ার কথা ধ ৮৭
—অনুমারে পলাতক ব্যক্তি উপ-
স্থিত না হইলে ক্রোকী সম্পত্তি
স্বৈচ্ছাধীন হওয়ার কথা ধ ৮৮
—র সংবাদ না পাওয়া পলাতক
ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারিলে
ক্রোকীমাল ফেরত দেওয়ার কথা
ধ ৮৯ ।
অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ আজ্ঞার
—ক্রের কথা ধ ১৩৪
পোলীস কর্তৃক ধৃত সম্পত্তির মা-
লীক অন্য—হওয়ার কথা । ধ ৫২৩
ঘোষিত অপরাধী ।
কোন কোন ব্যক্তি—র সংবাদ
দ্রিতে বাধ্য ধ ৪৫
ওয়ার্ট ব্যতীত—কে ধৃত করণের
কথা ধ ৫৪
পোলীশ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি বর্ত্তক
—কে ধৃত করণের কথা ধ ৫৯
—কে ধৃত করণ অন্য ভূমাদি-
কারীর প্রতি ওয়ার্টের কথা ।
ধ ৭৮ ।
—র সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার কথা ।
ধ ৮৮ ।

চার্য ।

—যে কি ২ লিখিতে হইবে ।
ধ ২২১ হইতে ২২৪ ।
—যে জমির ফল ধ ২২৫
—সংশোধনের কথা ধ ২২৬
২২৭ ।
—পরিবর্ত্তন করিবার পর বিচার
চলিবার কথা ধ ২২৮
সংশোধন অন্য মূলতন বিচার বা
বিচার স্থগিতের কথা ২২৯
—সংশোধন অন্য অসুস্থতা লইবার
প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমা স্থগি-
তের কথা ধ ২৩০
—পরিবর্ত্তন অন্য মাফী পুনরায়
ডাকিবার বিধি ধ ২৩১
—লিখিতে ওরফতর লগ হইলে
তাহার ফল ধ ২৩২ ।
ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ হেতু ভিন্ন— ।
ধ ২৩৩
এক বৎসর মধ্যে এক প্রকারের
তিন অপরাধেব একত্র বিচার হই-
বার কথা ধ ২৩৪
একাধিক অপরাধের বিচারের
কথা । ধ ২৩৫
কোন অপরাধ হইয়াছে এরূপ
সন্দেহ স্থলে— ধ ২৩৬
এক অপরাধ হেতু—হইয়া অন্য
অপরাধে দণ্ড হইবার কথা ধ ২৩৭ ।
যে অপরাধ প্রমাণ হয় তাহা—ভুক্ত
অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার
কথা ধ ২৩৮
যে ২ ব্যক্তির — একত্র হইতে
পারে ২৩৯ ।
একাধিক—হইলে অন্য—উঠাইয়া
লইবার কথা ধ ২৪০

চার্য্য ।

সমনের মোকদ্দমায়—অনাবশ্যক

ধ ২৪২

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় কখন—

লিখিত হইবে । ২৫৪ ।

—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া

দেওয়ার কথা ধ ২৫৫ ।

সরাসরী মোকদ্দমায় আপীল না

হইতে পারিলে—অনাবশ্যক । ধ

২৬৩

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের

বিচারে—বুঝাইবার কথা । ধ ২৭১

প্রত্যেক—সমক্ষে গীমাংসা করিবার

কথা ধ ৩০৩

—হওয়ার পর মোকদ্দমা উঠাইয়া

লইলে তাহর ফল ধ ৪৯৪

—প্রস্তুত না করার ফল । ধ ৫৩৫

৫৩৭ ।

চেষ্টা

আইনগত হেফাজত হইতে পলা-

ইবার—করিলে তাহাকে ধৃত করা ।

ধ ৫৪ ।

কোন অপরাধ করণের—করিলে

সদাচরণহেতু নিবন্ধপত্রের টাকা

দও হওয়ার কথা । ধ ১২১ ।

রাজকীয় সম্পত্তির হানির—পোলীস

কর্তৃক নিবারণ । ধ ১৫২ ।

এক ব্যক্তি অপরাধ করা ও অন্য

ব্যক্তি তাহা করিতে—করা এই উভয়

ব্যক্তির বিচার সম্বন্ধে কথা ধ ২৩৯

কোন অপরাধের—সরাসরী বিচার

হইতে পারে ধ ২৬০ । ২৬১ ।

যে অপরাধ রক্ষা যোগ্য তাহা

করিবার—অনিত অপরাধও রক্ষা

যোগ্য ধ ৩৪৫ ।

ছাড়িয়া দেওন ।

ধৃত ব্যক্তিকে— ধ ৬৩ ।

শাস্তিভঙ্গের জামিন কি সদাচরণ

অন্য আবদ্ধ ব্যক্তিকে—। ধ ১১৯ ।

জামিনদারকে—। ধ ১২৬ ।

প্রথম তদন্ত সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

—। ধ ২০৯ ।

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে—। ২৫৩

বাদীর অস্থপস্থিতি হেতু অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে— ২৫৯ ।

আপীল আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে— ৪২৩

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্যান্যরূপে—

হইলে তদন্ত ও সমর্পণ করার কথা ।

ধ ৪৩৬ ৪৩৭ ।

ক্ষিপ্তমন্যকে— ধ ৪৭৪

অবজ্ঞা মোকদ্দমায়—। ধ ৪৮৪

মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলে অভি-

যুক্ত ব্যক্তিকে—গণ্য হইবে । ধ

৪৯৪ ।

প্রতিজ্ঞের—। ধ ৫০২

জামিন ।

ওয়ারন্টবলে ধৃত ব্যক্তির—। ধ ৭৬ ।

ভূম্যধিকারিগণ দ্বারা ধৃত ব্যক্তির

—। ধ ৭৮

ভিন্ন জেলার ধৃত ব্যক্তিকে— ধ ৮৬ ।

অপরাধ নির্ণয় হইলে শাস্তিভঙ্গ না

হইবার— ধ ১০৬

অন্য স্থলে শাস্তিভঙ্গ না হওয়ার—

ধ ১০৭ ।

জমদকারী ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির

সদাচরণহেতু— ধ ১০৯ ।

পাকা বদমাইয়ের সদাচরণ অন্য

—। ধ ১১০ ।

জামিন।

—দিবার আজ্ঞার কথা। ধ ১১৮

—কোন সময় অরত্ত হইবে
ধ ১২০।

অস্থগুক্ত ব্যক্তির — অগ্রাহ্য
ধ ১২২।

—না দিলে কারাদণ্ড ধ ১২৩ ও

তাহা হইতে মুক্তির কথা। ধ ১২৪

—ছাড়িয়া দিবার কথা। ধ ১২৬

সমর্পিত মোকদমায় অভিযুক্ত ব্য-
ক্তির— ধ ২২০

জুরির মীমাংসার সহিত জজ অনৈক্য
হইলে— ধ ৩০৭

আপীল আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত
ব্যক্তির— ৪২৬

সেশন জজ কি জেলার মাজিস্ট্রেট
কোন দণ্ডাজ্ঞা রহিত অন্য হই-
কোর্টে রিপোর্ট করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত
ব্যক্তির— ৪৩৮।

সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫
ধারার লিখিত অপরাধ হেতু— ধ
৪৭৭

দুওয়ানী ও রেবিনিউ আদালত
১৯৫ ধারার লিখিত অপরাধ অন্য
অর্পণ করিলে— ধ ৪৭৬। ৪৭৮।

—লওয়ার উপযুক্ত মোকদমায়—
লইতে হইবে ধ ৪৯৬

—নের অযোগ্য মোকদমায়—
লওয়ার কথা। ধ ৪৯৭।

সেশন আদালতের—লইবার ও
কমাইবার ক্ষমতা। ধ ৪৯৮।

জাল দলীল।

—থাকার স্থান অস্বীকার করার
কথা। ধ ৯৮।

—আদালতে প্রমাণস্বরূপ উপ-

জাল দলীল।

স্থিত কন্য বিষয়ে অভিযোগের
কথা। ধ ১৯৫

জুরি।

—র প্রতি ওয়ারন্ট হইবে না।

ধ ৯০

যাহার কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা
করা যায় তৎকর্তৃক—দাওয়া করা।
ধ ১৩৫

—দাওয়া না করিবার ফল
ধ ১৩৬।

—দাওয়ার পর কার্যপ্রণালী
ধ ১৩৮।

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করি-
বার—ধ ১৩৯।

—র বিচার সম্পক্ষে আসন্ন সঙ্কট
নিবারণ। ধ ১৪২।

—নিযুক্ত না হইলে কি তাহার
মত প্রকাশ না করিলে কার্য-
প্রণালী ধ ১৪১

হাইকোর্টে ও সেশনে—র ধারা
বিচার ধ ২৬৭ ২৬৮

—মনোনীত করিবার বিধান।
ধ ২৭২ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮।
২৭৯ ২৮০

—র শপথ। ধ ২৮১।

—অস্থপস্থিত হইলে কর্তব্য
ধ ২৮২

আসামীর পীড়া হইলে—র বিদায়।
ধ ২৮৩

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক—যারা বি-
চার হইবার আজ্ঞা। ধ ২৬৯।

—কর্তৃক ঘটনা স্থান দৃষ্টি। ধ ২৯৩।

—র মধ্যে কোন ব্যক্তির পরীক্ষা
লওয়ার বিধান। ধ ২৯৪।

জুরি ।

- অধিবেশনের দিবস পরিবর্তন হ-
ইলে—র উপস্থিতির কথা । ধ ২৯৫।
- বন্ধ রাখিবার ও তদ্বারা বিচার
সমাপ্তির কথা । ধ ২৯৬
- র প্রতি উপদেশের কথা । ধ
২৯৭।
- র কর্তব্য । ধ ২৯৯।
- র বিরলে যাইবার কথা । ধ
৩০০
- র মীমাংসা আনাইবার কথা
ধ ৩০১।
- র একাধিক না হইলে কার্য-
প্রণালী । ধ ৩০২
- র প্রত্যেক অভিযোগে মীমাং-
সা ও—র প্রতি প্রশ্নের ও উত্তরের
কথা । ধ ৩০৩।
- র মীমাংসা সংশোধনের কথা
ধ ৩০৪।
- অন্য স্থলে—র বিচারের কথা । ধ
৩০৫।
- সেশনে—র মীমাংসা প্রবল হওয়ার
কথা । ধ ৩০৬
- র সহিত অল্প অধিক্য হইলে
কার্যপ্রণালী । ধ ৩০৭
- কে বিচার দিবার কথা । ধ ৩০৮
- প্রাপ্ত কার্য করিবার কথা । ধ
৩১৯।
- হইতে বর্জিত হওয়ার কথা । ধ
৩২০।
- র নাম নির্ধারিতের কথা ও তাহা
প্রচার করিবার কথা । ধ ৩২১। ৩২২।
- তৎপ্রতি আপত্তির কথা । ধ ৩২৩।
- তাহা সংশোধনের কথা । ধ ৩২৪।
- ও তাহা বঙ্গমন্ড সংশোধন হইবার
কথা । ধ ৩২৫।

জুরি ।

- র প্রতি গমন দিবার কথা । ধ
৩২৬। ৩২৭।
 - র প্রতি গমন লিখিবার ও আরী
করিবার বিধান । ধ ৩২৮
 - গবর্ণমেন্টে ও রেজিয়ে কার্যকারক
—র হইবার কথা । ধ ৩২৯।
 - অনুপস্থিত হইবার অনুমতি দি-
বার কথা । ধ ৩৩০।
 - বিচার সময়—র নাম নির্ধারিত করা
ধ ৩৩১।
 - র অনুপস্থিতি হেতু দণ্ডের কথা
ধ ৩৩২
 - র বিচার্য মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি-
পত্র না লেখার কথা । ধ ৩৬৭।
 - র মোকদ্দমা আদেশের দ্বারা
বিচারের কথা । ধ ৫৩৩।
 - র ফর্দ সংশোধন না করিবার ও
—কে অন্যায় উপদেশ দেওয়ার
ফল । ধ ৫৩৭।
 - র বিচার্য মোকদ্দমায় আইন-
যুক্ত বিষয়ে আপীল হইবে । ধ
৪১৮।
 - অন্যায় উপদেশ হেতু জুরির মত
পরিবর্তনের কথা । ধ ৪২৩
 - ক্ষিপ্তগণা ব্যক্তির ক্ষিপ্ততা সংক্ষে-
—বিচার করিবে । ধ ৪৬৫।
 - আপীল আদালতের আদেশক্রমে
—অগাধাতে প্রমাণ লওয়ার কথা ।
ধ ৩৭৫ ৪২৮
 - মিলা—দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্র-
চার বিচারের কথা । ধ ৪৫১।
- জেল ।
- ১০৬ ও ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে
অপারগ হইলে—লে রাখার কথা ।
ধ ১২৩

জেলা ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত ওয়ারন্ট

—লে পাঠান ধ ৩৮৩

—লে পাঠানের বথা ধ ৩৮৩

—হইতে আপীল দাখিল করার
কথা ধ ৪২০ ।

ক্ষিপ্তমনা অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষী
হওয়ার পর—লে থা কর কথা ধ
৪৭১ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি—লে থাকিলে হা-
জির অন্য নিবন্ধপত্রগলে মুক্ত হই-
বার কথা ধ ৫০০

উপমুক্ত জামিন দিতে অপারগ হেতু

—লে থাকা ধ ৫০১ ।

জেলায় মাজিষ্ট্রেট ।

—নিয়োগের কথা ধ ১৪৮ ।

—টের পদ শূন্য হইলে তাহা পূর্ণ
করিবার কথা ধ ১১

—কাহাকে বলে ধ ১২

—টের ক্ষমতাব কথা ধ ১৩

—কর্তৃক উপবিভাগের অধ্যক্ষতার
ভার দিবার ক্ষমতার কথা ধ ১৩

—কর্তৃক বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটের কার্য-
প্রণালী সম্বন্ধে নিয়ম করিবার কথা
ধ ১৬ ১৭

অন্যান্য মাজিষ্ট্রেট—টের অধীন
ধ ১৭

—সেশন জজের অধীন নহেন ধ
১৭

—কর্তৃক প্রাথমিকের অপরাধ ভিন্ন
অন্য অপরাধের বিচার করিবার
বিশেষ ক্ষমতার কথা ধ ৩০ ৩৪

—টের নিয়মিত ক্ষমতার কথা ধ
৩৬

জেলায় মাজিষ্ট্রেট

—কর্তৃক অভিযুক্ত ক্ষমতা দেও-
য়ার কথা ধ ৩৭ ৩৮

—নিকট মৃত করণ বিষয়ে পো-
লীস রিপোর্টের কথা ধ ৩২

—কর্তৃক ডুম্যাদিকারীর প্রতি ওয়া-
রন্ট দিবার কথা ধ ৭৮

—কর্তৃক পলাতক ব্যক্তির গম্ভা-
তি জেন্দ করিবার কথা ধ ৮৮

—কর্তৃক পোডোশীম বা টেলীগ্রাফ
আপীল হইতে দলীল তলবের
কথা ধ ৯৫ ১৬

—চোরাজব ও কুজিম দলীল
অন্য সম্মুখ যুক্ত স্থান অন্বেষণ
করিতে পারেন ধ ১৮৮

—কর্তৃক শাস্তিভঙ্গ না করিবার
মুচলকা লইবার কথা ধ ১০৬
১০৭

—কর্তৃক জমদকারীর ও সম্মুখযুক্ত
ব্যক্তির নিকট হইতে গদাচরণ
অন্য জামিন লওয়ার ক্ষমতা ।

ধ ১০৯ ১১০

—জ মিন দিতে অক্ষম ব্যক্তিকে
মুক্তি দিতে পারেন ধ ১২৪ ১২৬

—কর্তৃক অনিষ্টজনক বিষয় স্থানা-
ন্তর হইবার কথা ধ ১৩৩ ১৪৩ ।
১৪৪

ডুম্যাদি বিষয়ক বিবাদে শাস্তিভঙ্গের
সত্তাবনা হেতু দখল ও জেন্দ ও
স্থানীয় তদন্ত সম্বন্ধে—টের ক্ষমতা ।

ধ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৮

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ে
—টের ক্ষমতা ধ ১৪৭ ।

অপঘাত ও অকস্মাত মৃত্যু সম্বন্ধে

—নিকট রিপোর্টের ও—কর্তৃক
তদন্তের কথা ধ ১৭৪ ১৭৬ ।

জেলায় মাজিষ্ট্রেট।

নিচারাধীন স্থানের বাহিরে ধৃত অপরাধী সম্মুখে কাগজ প্রদান করিবার কথা। ধ ১৮৬। ১৮৭।

—কর্তৃক অপরাধ প্রত্যাহার কথা ও অধীন মাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়ার কথা। ধ ১৯১

—কর্তৃক মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার কথা। ধ ১৯২।

—সমর্পণ করিবার কথা। ধ ২০৬

—সরাসরী বিচার করিতে পারেন ধ ২৬০

—কর্তৃক জুরি ও আসেসর মনন করিতে পারিবার ক্ষমতার কথা। ধ ৩২৬

—কর্তৃক জুরি ও আসেসরের অধীন মানা আদায় ধ ৩৩২।

—কর্তৃক মহ অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারিবার কথা। ধ ৩৩৭। ৩৩৮।

কঠিন দণ্ডাদেশ। হত্ব অধীন মাজিষ্ট্রেট—নিকট মোকদ্দমা পাঠানোর কথা। ধ ৩৪৯।

এক মোকদ্দমায় দুই মাজিষ্ট্রেট মাজিষ্ট্রাল জবানবন্দী গ্রহণ করিলে—তাহা পুনর্নির্ধারণ করিতে হুকুম দিতে পারেন ধ ৩৫০।

মেশন আদালতের নিষ্পত্তির প্রতিলিপি—নিকট পাঠানোর নিয়ম। ধ ৩৭৩।

—কর্তৃক দণ্ডাদেশ দৃঢ় করিবার কথা। ধ ৩৮০।

—অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারন্ট দিতে পারেন ধ ৩৮৭।

জেলায় মাজিষ্ট্রেট

—নিকট আপীল হইবার কথা।

ধ ৪০৬ ৪০৭। ৪০৮ ৪১৩ ৪১৫

—টের অধস্তন আদালতের নথী-দৃষ্টি করিবার ও মোকদ্দমা হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার ক্ষমতা। ধ ৪৩৫ ৪৩৮।

—কর্তৃক তদন্ত হইবার আজ্ঞা করিবার কথা। ধ ৪৩৭

অধস্তন আদালতের নথী দৃষ্টি করিয়া

—কর্তৃক অর্পণ আজ্ঞা ধ ৪৩৬।

জী ও গন্তানাদির ভরণপোষণ দিবার আজ্ঞা—টের করিবার কথা। ধ ৪৮৮। ৪৮৯।

—টের অভিযোগের কার্য্য ঢালাই-বার ক্ষমতা। ধ ৪৯২।

—মাজিষ্ট্রাল প্রতি কমিশ্যন দিতে পারেন ধ ৫০৩ ৫০৬।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করিবার ক্ষমতা। ধ ৫১৪। ৫১৫।

টের জবানবন্দী অর্পণ করিবার ক্ষমতা। ধ ৫১৭।

—পৌলীষ কর্তৃক ধৃত মাল গণনা-মেটে পক্ষে গ্রহণ করিতে পারেন ও তাহা বিক্রয় করিতে হুকুম দিতে পারেন ধ ৫২৪

মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার বা অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা। ধ ৫২৮।

অপহৃত জীকে ফিরাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ৫৫১।

জেলা সওয়াল।

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় প্রতিবাদ আরম্ভ করিবার পর—। ধ ২৫৬।

জেলা মওয়াল।

প্রতিবাদের সাক্ষীগণকে—করি-
বার কথা। ধ ২৯০

জুরির প্রতি—করিবার কথা। ধ
২৯৪

কমিশ্যন দ্বারা সাক্ষীর জবানবন্দি
হইলে তৎপ্রতি— ধ ৫১৫

ডাক্তার।

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত—দ্বারা
পরীক্ষার্থে লাগ পাঠাইবার কথা
ধ ১৭৪

—জুরি বা আসেসর না হওয়ার
কথা। ধ ৩২০

—দ্বারা ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির পরী-
ক্ষার কথা। ধ ৪৩৪ ৪৭৪।

—সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা। ধ ৫০৯

তদন্ত।

—কাহাকে কহে। ধ ৪।

বিশেষ আইন সংক্রান্ত—। ধ ৫।

—সময় দলীল উপস্থিত করা

ধ ৯৭ ৯৫

—সময় তালীশী পরওয়ানা দেও-
য়ার কথা। ধ ১৬

জাল-দলীল ও চোরা মাল থাকি
মন্দেহ স্থল— ধ ৯৮।

সম্মানের সত্যতার বিষয়— ধ
১১৭

—অস্ত্র সদাচরণ ও শাস্তিভঙ্গ
হেতু জাগির দেওয়া। ধ ১১৮।

—অস্ত্র অতিযুক্ত ব্যক্তিকে ছা-
ড়িয়া দেওয়ার কথা। ধ ১১৯।

—সমক্ষে নিষেধ আচ্ছা। ধ
১৪২।

বিবাদী ভূমীর দখল সম্বন্ধে—
ধ ১৪৫

তদন্ত।

স্বাক্ষর ভোগ স্বত্বের—। ধ ১৪৭।

স্থানীয়— ধ ১৪৮

পোলীস রিপোর্ট পাইয়া—করি-
বার কথা। ধ ১৫৯।

—সময় বা তাহার পূর্বে সাক্ষীর
বাক্য মিথিষক করিবার কথা
ধ ১৬৪

—সময় পোলীসের দৈনিক দেখার
কথা। ধ ১৭২।

অকস্মাৎ কি অস্বাভাবিক মৃত্যুর
কারণ সম্বন্ধে— ধ ১৭৩

সাধারণতঃ—লইব র স্থান ধ
১৭৭।

যদি জেলায় অপরাধ হইলে তাহার
একতর স্থানে— ধ ১৭১ ১৮০ ১৮১

১৮২

পথে অপরাধ করিলে তাহার—।
ধ ১৮৩ ১৮৪।

কোন জেলায় তদন্ত হইবে মন্দেহ
হইলে কার্য্যপ্রণালী ধ ১৮৫।

বিচারামীন স্থানের বাহিরে অপ-
রাধ ঘটনা হইলে তাহার— ধ
১৮৬।

জিটীয়ারামের বাহিরে অপরাধ
করিলে তাহার—। ধ ১৮৮ ১৮৯

হাইকোর্ট ও মেগন আদালতের
বিচার্য্য মোকদ্দমায়— ধ ২০৬
হইতে ২২০।

—সমক্ষে সাধারণ মিদি ধ ৩৩৭
হইতে ৩৫২।

আমুষ্ঠানিক কার্য্য অতিযুক্ত ব্যক্তি
বুঝিতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালী
ধ ৩৪১

আমুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার
কথা। ধ ৩৪৪।

তদন্ত ।

—সময় যে প্রকারে সাফা লইতে
ও লিপিবদ্ধ নহিতে হইবে তাহার
বিধান ধ ৩৫৩ হইতে ৩৬৫
সেশন অফ কর্তৃক অধিক—লইবার
কথা ধ ৩৬০ ৪২৩ ৪২৮ ৪৩৭ ৪৩৬ ।
ফিগুগনার—। ধ ৪৬৪ ৪৭১ ৪৭৮
৪৬৯ ৪৭৪
—সময় আগিনের অযোগ্য মোক-
দমায আগিন দেওয়ার কথা
ধ ৪৯৭ ।
কমিশ্যন না আসা হেতু—হগিত
করিবার কথা ধ ৫০৮ ।
অপগুক্ত স্থানে—হইলে তাহার
ফলের কথা ধ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২
—সময় জমের ফল ধ ৫৩৭ ।

তালিমা ।

মৃতকরণ জমা—। ধ ৪৭ ৪৮ ।
মৃত ব্যক্তির গা—। ধ ৫১ ।
দলীল জমা—। ধ ৯৫ ।
—শী পরওয়ানা বাহার নামে দিতে
হইবে । ধ ১০১ ।
বক্ষ শ্রু ন—করিবার কথা । ধ ১০২ ।
সাফীর সাফাতে—। ধ ১০৩
মাজিষ্ট্রেটের সাফাতে—। ধ ১০৫ ।
অপ্রকৃত বাটখারা ও মাপিবার
যজাদি জমা—। ধ ১৫৩ ।
পোলীস কর্তৃক—। ধ ১৬৫ ।
এক পোলীস থানার অধ্যক্ষ অন্য
থানার অধ্যক্ষকে—শী পরওয়ানা
দিবার কথা ধ ১৬৬ ।
অপগুক্ত মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক—শী
পরওয়ানা দিবার ফল । ধ ৫২৯
৫৩০ ।

তালিমা ।

—শী পরওয়ানা বাহির হওয়ার
কথা ধ ৯৬
—শী পরওয়ানায় স্থান নির্দেশ
করা । ধ ৯৭ ।
চোর মাল ও আল দলীল—শোর
কথা ধ ৯৮
এলাকার বাহিরে—করিয়া অব্য
পাইলে কার্য প্রণালী ধ ৯৯
অন্যায় রূপে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে
পাইবার অন্য—। ধ ১০০

দখল ।

—শাক দলীল তলপ ধ ৯৪ ৯৬ ।
—শাক চোর মাল ও আল দলীল
মক্ষকে কার্য প্রণালী ধ ৯৮
কোন গৃহাদী অধিবাসী হেতু নিয়-
মাধীন আসা ধ ১৩৩
—শাক সম্পত্তি মক্ষকে অনিষ্ট
জনক কার্য । ধ ১৪৪ ।

সম্পত্তি ।

—মক্ষকে বিবাদ । ধ ১৪৫ ।
—মক্ষকে প্রমাণাভাবের ফলে
সম্পত্তি জেক । ধ ১৪৬ ।

কাহার

—দলীল আছে তাহা জব্দ না
থাকিলে পোলীস কর্তৃক তালিমা ।
ধ ১৬৫ ।
অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ হেতু হাবর
সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে
তাহা—রাখিবার কথা । ধ ৫২২ ।

দণ্ড ।

কোন আদালত কি প্রকার—
করিতে পারেন । ধ ৩১ হইতে ৩৫ ।

দণ্ড ।

—হইলে শাস্তিরক্ষার্থে জামিন
মুচলকা লওয়ার কথা । ধ ১০৬

—অতিবাহিত হওয়ার পর ১০৬ ও
১১৮ ধারার জামিন দেওয়ার সময়
আরম্ভ হইবে । ধ ১২০ ।

সমনের মোকদ্দমায়— ধ ২৪৫
ওয়ারন্টেব মোকদ্দমায়— ধ ২৫৮
সরাসরী মোকদ্দমায়— ধ ২৬৩ ।
২৬৪

সেশনের মোকদ্দমায়— ধ ৩০৬
৩০৭ । ৩০৯

অধিক—অন্য জেলার মাজিস্ট্রেট
বা জেলা থেওর মাজিস্ট্রেট নিকট
পাঠাইবার বিধি ধ ৩৪৯ ।

অরিমানার—আজ্ঞা কেবল উকীল
সম্মুখে হইতে পারে অন্য—হই-
বে না । ধ ৩৬৬

দীপান্তর ও মৃত্যু— ধ ৩৬৮ ।

সেশন আদালতের—আজ্ঞা জেলার
মাজিস্ট্রেট নিকট পাঠানির বিধি ।
ধ ৩৭৩ ।

—আজ্ঞা দৃঢ় করিবার বিধি ধ
৩৭৪ হইতে ৩৮০

গর্ভবতী স্ত্রী লোকের প্রতি আশঙ্কা

—সাধন বিষয় ধ ৩৮২

অন্যস্থলে দীপান্তর প্রেরণ কি কান্না
—সাধনের কথা ধ ৩৮৩ ।

—আজ্ঞা সাধনের ওয়ারন্ট ধ ৩৮৪

অর্থ—আদায়ের ওয়ারন্ট ধ ৩৮৬
৩৮৭

করা—স্থগিত রাখার কথা । ধ
৩৮৮ ।

কশাঘাত—বিষয়ক বিধি । ধ ৩৯০ ।

করা—সহিত কশাঘাত—থাকিলে
কোন সাধন বিষয়ক বিধি । ধ ৩৯১ ।

দণ্ড ।

কশাঘাত—সাধন ও তাহার উর্ক
সংখ্যা ধ ৩৯২ ।

কশাঘাত—ভাগ ২ করিয়া না মা-
রিবার কথা ধ ৩৯৩ ।

এক—ভোগীর প্রতি অন্য—সাধ-
ন ধ ৩৯৭ ৩৯৮ ।

—সাধনের পর ওয়ারন্ট ফেরত হই
বার কথা । ধ ৪০০ ।

—স্থগিত ও ক্ষমার বিধি ৪০১ ।

—পরিবর্তনের বিধি ধ ৪০২ ।

স্বীকার বাক্য নির্ভরে—হইলে তৎ-
সম্মুখে আপীলের কথা ধ ৪১২

আপীল আদালত কর্তৃক—আজ্ঞা ।
ধ ৪২৩ ।

—আজ্ঞা আপীল আদালত কর্তৃক
হইলে তাহা চূড়ান্ত । ধ ৪৩০ ।

আদালত অবজ্ঞা মোকদ্দমায়—
ধ ৪৮০ ৪৮১ ।

অবজ্ঞা মোকদ্দমায় আপীল আদা-
লতের ক্ষমতা । ধ ৪৮৬ ।

এক মাজিস্ট্রেট আশঙ্কা গ্রহণ করিলে
তাহাতে অন্য মাজিস্ট্রেটের—
আজ্ঞা । ধ ৫৩০ ।

অসুপায়িত স্থানে— ধ ৫৩১ ।

চার্জ বাতীল— ধ ৫৩৫ ।

আরুষ্ঠানিক কার্গো জম কি প্রমাদ
প্রযুক্ত—সহিত হওয়ার বিধি ধ
৫৩৭ ।

দরখাস্ত ।

প্রার্থনা দেখ

দলীল ।

—এবং অন্য অস্থাবর সম্পত্তি উপ-
স্থিতকরণ বিষয়ক বিধি । ধ
৯৪—১০৫ ।

দলীল ।

—প্রাপ্ত হেতু ভাল না ধ ১৬৫
 প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত—অম্য অভি-
 যোগ অসম্মতির কথা । ধ ১৯৫
 জুরির বিচারে—লেন অর্থ ও ভাব
 আলোর বিচার্য । ধ ২৯৮
 জুরি—লেন কেবল সাক্ষ্য নির্ণয়
 করিবেন ধ ২৯৯ ।
 —নীতিমত প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার
 হইলে তাহার যে অংশ অর্থ
 করিয়া দেওয়া অবশ্যক তাহা অজ
 করিয়া দিবেন ধ ৩৩১
 —উপস্থিত করিতে অস্বীকারের
 কথা ধ ৪৮৫

দাবী

স্বাবর সম্পত্তি দখলের— । ধ
 ১৪৫ । ১৪৭
 অভিযুক্ত ব্যক্তি ওয়ারন্টের মোক-
 দমায় বিচার—করিতে পারে । ধ
 ২৫৬ ।
 হাইকোর্টে ও সেশনে বিচার হও-
 য়ার— ধ ২৭২
 পোলীস কর্তৃক ধৃত গালগদ্য— ।
 ধ ৫২৪ ।

দেওয়া ।

পলাতক ব্যক্তিকে ধাক্কানা—নি-
 বেধ করণ । ধ ৮৮ ।
 স্থানীয় তদন্তের খরচ— ধ ১৪৮ ।
 নিবন্ধপত্রের লিখিত টাকা— ধ
 ৫১৪ । ৫১৬ ।
 বন্দির নিকট প্রাপ্ত টাকা নির্দোষী
 পরিসদারকে— । ধ ৫১৯ ।
 বাদী ও সাক্ষীর খরচ— । ধ ৫৪৪ ।
 জরিমানার টাকা হইতে বাদীর
 খরচ ও ক্ষতিপূরণ— । ধ ৫৪৫ ।

দেওয়া ।

যে ক্ষতিপূরণ—হয় তাহা দেওয়ানী
 আদালত এই সম্বন্ধে মোকদমার
 বিবেচনা করার কথা ধ ৫৪৬ ।

দেওয়ানী আদালত ।

১৩৩ ধারার ছকুম—কর্তৃক অন্যথা
 না হওয়ার কথা ধ ১৩৩ ।
 —কর্তৃক দ্বন্দ্ব গীমাংসা না হওয়া
 পর্যন্ত ভূমি ক্রোক থাকার কথা ।
 ধ ১৪৩ । ১৪৭
 —জবজার মোকদমায় কার্য-
 প্রণালী ধ ৪৭৬ ৪৭৮ । ৪৭৯ ।
 ৪৮০ ।
 গবর্নমেন্টের ও রেজিষ্টার—সংজ্ঞার
 মধ্যে গণ্য । ধ ৪৮৩ ।

দৈনিক ।

চাকির ঘণ্টার মধ্যে অসুস্থকান সমা-
 পন না হইলে—কেন মস্তখোপ
 মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠানোর বি-
 ধান ধ ১৬৭ ।

পোলীস অসুস্থকানের—এবং তাহা
 আদালতে ব্যবহার করিবার কথা ।
 ধ ১৭২

দৃষ্টিকরণ ।

প্রাথমিক দণ্ডা হাইকোর্ট কর্তৃক— ।

ধ ৩১ ৩১৬

জাজিস্ট্রেট সেশন জজের কর্তৃক ও
 বৎসরের উর্দ্ধ দণ্ডা সেশন জজ
 কর্তৃক— ধ ৩১ ।

ক্ষমতাপন্ন জেলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক
 ও বৎসরের উর্দ্ধ দণ্ডা সেশন
 জজ কর্তৃক— । ধ ৩৪ ।

দণ্ডা—করণের কথা । ধ ৩৪ ।
 ৩৮০ ।

দৃঢ়ীকরণ

মেশন জজ কর্তৃক যে স্থলে
দণ্ডাজ্ঞা—করা হয় তাহার আপি-
লের কথা ধ ৪০৮

সম্পত্তি ফেব্রু দেওনের আজ্ঞা
—কারী আদালত কর্তৃক স্থগিত
হওয়ার কথা ধ ৫২০।

স্বার :

ধৃতজন্য—ভাঙ্গিবার কথা। ধ ৪৮।
৪৯

দ্বীপান্তর।

আনিষ্টাণ্ট মেশন জজ ৭ বৎসরের
উর্দ্ধ কাল—আজ্ঞা প্রদানে অপা-
রণ ধ ৩১।

—আজ্ঞার আরম্ভের সময় ধ ৩৫
—হইতে পারে এমন মোকদ্দমা
মরাসরী বিচার না হওয়ার কথা।
ধ ২৬০।

—প্রেরণ দেওর আজ্ঞার কথা
ধ ৩৬৮

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রতি প্রাণদণ্ড
পরিবর্তে—অজ্ঞা ধ ৩৮২।

—দণ্ড কিরূপে সাধন হইবে ধ
৩৮৩।

—দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কশাঘাত
না করিবার কথা ধ ৩৯৩।

পর্লীতকা বন্দির প্রতি—দণ্ড। ধ
৩৯৬

অন্য অপরাধ হেতু দণ্ড প্রাপ্ত
ব্যক্তির প্রতি—দণ্ডাজ্ঞা প্রবল
হওয়ার সময় ধ ৩৯৭।

—দণ্ড পরিবর্তনের ক্ষমতা ধ ৪০২
আপীলের বিচার অপেক্ষায় মুক্ত
হইলে—আজ্ঞার সময় গণনা কবি-
বার কথা ধ ৪২৬।

ধর্তব্য অপরাধ।

—কাহাকে কঠে ধ ৪।

—ওয়ারন্ট ব্যতীত ধৃত করিবার
কথা ধ ৫৪

—কঠিতে সম্ভবপর ভ্রমণকারীকে
ধৃত করার কথা ধ ৫৫।

—বারণ করিবার কথা ধ ১৪৯।

—করিবার কল্লনার সংবাদ। ধ
১৫০।

নিবারণার্থ ধৃত করার কথা
ধ ১৫১

—সংঘটন সম্বন্ধে হইলে কার্য-
প্রণালী ধ ১৫৭।

ধর্তব্য মোকদ্দমা

—কাহাকে বলে। ধ ৪

—য সংবাদ দিবার কথা। ধ
১৫৪।

—য অসুস্থমান লইবার কথা।
ধ ১৫৬

—য পোলীস রিপোর্ট প্রাপ্তে মাজি-
স্ট্রেটের কার্যপ্রণালী। ধ ১৫৯।

ধৃত।

ওয়ারন্ট ব্যতীত—। ধ ৪।

—সম্মুখে সাহায্য পাওয়ার কথা।
ধ ৪২।

—সম্মুখে অপর লোকের ক্ষমতা
ধ ৪৩

কি প্রকরে—কঠিতে হইবে ধ
৪৬ হইতে ৬৭

—করিবার ওয়ারন্ট লিখিবার
পাঠ ধ ৭৫।

—ব্যক্তির নিকট হইতে জামিন
লইবার কথা। ধ ৭৬।

—করিবার ওয়ারন্ট কাহার নিকট
দেওয়া যাইবে ধ ৭৭ ৭৮।

মৃত ।

- করিবার ওয়ারন্ট পোলীস নি-
কট দেওয়ার কথা । ধ ৭১
- করিবার ওয়ারন্টের মর্মে জ্ঞাত
করিবার কথা । ধ ৮০
- যিকি আদালতে উপস্থিত
করিবার কথা । ধ ৮১
- করিবার ওয়ারন্ট কোথায় জারী
হইবে । ধ ৮২
- করিবার ওয়ারন্ট এল'ক'র
বহির্ভূত স্থানে জারী হওয়ার কথা ।
ধ ৮৩-৮৪
- ওয়ারন্ট দ্বারা—ব্যক্তি সম্বন্ধে
কার্য্যপ্রণালী । ধ ৮৫
- ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট নিকট উপস্থিত
হইলে কার্য্যপ্রণালী । ধ ৮৬
- গমন জারী হওয়া স্থলে—করিবার
ওয়ারন্টের কথা । ধ ১০
- উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের
নিয়মভঙ্গ হইলে—করিবার কথা ।
ধ ৯২ ।
- শাস্তিভঙ্গ করিতে উদ্যোগী ব্যক্তি-
কে—করিবার কথা । ধ ১০৮ ।

নকল ।

- পলাতক সম্বন্ধে ঘোষণার—আদা-
লতে লটকাইবার কথা । ধ ৮৭ ।
- ১১২ ধারার ক্ষুণ্ণের—গমন বা
ওয়ারন্টের সহিত দেওয়ার কথা
ধ ১১৫ ।
- অনিষ্ট জনক বিষয় নিবারণের—
লটকাইবার কথা । ধ ১৩৪ ।
- বাদী ও গাফী উপস্থিতির নিবন্ধ-
পত্রের—উহাদের এক জনকে দে-
ওয়ার কথা । ধ ১৭০
- দলীলের ও অবানবদিলর—তদন্ত

নকল ।

- বা বিচার কার্য্যে ব্যবহার হও-
য়ার কথা । ধ ১৮১
- খরচ ব্যতীত চ ধোব—অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে দেওয়ার কথা । ধ
২১০
- অতিরিক্ত গাফীর অবানবদিলর—
বিনা খরচে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
দেওয়া উচিত । ধ ২১৯
- নিষ্পত্তি ও জুরির প্রতি উ-
পদেশের—অভিযুক্ত ব্যক্তি পাই-
বার কথা । ধ ৩৭১
- মেশন আদালতের দণ্ডজ্ঞার—
জেলার মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়ার
কথা । ধ ৩৭৩
- হাইকোর্টের আজ্ঞার — মেশন
আদালতে প্রবণের কথা । ধ
৩৭৯ ।
- নিষ্পত্তির ও জুরির প্রতি উপদে-
শের—আপীলের হেতুসমূহ দা-
খিলের কথা । ধ ৪১৯ ।
- আপীলের হেতুসমূহের—রাজকীয়
অভিযোক্তাকে দেওয়ার কথা ।
ধ ৪২২
- ভরণপে মঃ আজ্ঞার—দিবার বি-
ষয় । ধ ৪২৫
- পূর্বদোষ নির্ণয় বা নির্দোষ হও-
নের যেসকল প্রমাণ করিতে হ-
ইবে । ধ ৫১১ ।
- মোকদ্দম স্থানান্তর করণের হেতু-
সমূহের—রাজকীয় অভিযোক্তাকে
দেওয়ার কথা । ধ ৫২৩ ।
- প্রাণনাশের আর্থানিক কার্য্যের
—দেওয়া ও তাহা বিনা খরচে
দেওয়ার কথা । ধ ৫৪৮

নাগ।

অধর্তব্য অপরাধকাণ্ডী—যদিও
অপীকার হওয়ার কথা ধ ৫৭
ধৃত ওয়ারন্ট জারী কারকের—
পৃষ্ঠলিপি হওয়ার কথা ধ ৬৯
যে মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কমিশ্যন-
রের এলাকার ধৃত ওয়ারন্ট জারী
হয় তাহার—পৃষ্ঠলিপি হওয়া। ধ
৮৩। ৮৪
ধর্তব্য অপবাধ করণকারী—জাত
থ কিলে অসুস্থান না হইবার
কথা ধ ১৫৭
চার্য্য অপরাধী—উল্লেখ করিবার
কথা ধ ২২১
সরাসরী বিচারে বাদীর ও অভিযুক্ত
ব্যক্তির নথীতে—উল্লেখ করার
কথা ধ ২৬৩

নালিশ।

—কাহাকে বলে ধ ৪
- ধর্তব্য মোকদ্দমার শে ওয়ারন্ট
ব্যতীত ধৃত করিবার কথা। ধ ৫৪
মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক—এহণের কথা
ধ ১৯১।
রাজকীয় কার্যকারকদিগের ক্ষ-
মতা অবজ্ঞা ও সাধারণের ন্যায়
বিচারের বিরুদ্ধে অপরাধ হেতু—
ধ ১৯৫
রাজ বিরুদ্ধে অপরাধের— ধ
১৯৬
কতিপুস্ত ব্যক্তির—ব্যতীত চুক্তি-
ভঙ্গ অপবাদ ও বিবাহ সম্পর্কীয়
অপরাধের বিচার না হওয়ার
কথা। ধ ১৯৮
পরদার সংজ্ঞা কিম্বা বিবাহিতা

নালিশ।

জীলোককে ফুগ্লাইয়া লওন বিয়-
য়ক— ধ ১৯৯।
—হইলে মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বাদীর
পরীক্ষা লইবার কথা। ধ ২০০
মাজিষ্ট্রেট—ওনিতে অক্ষম হইলে
কার্য্য এগালী ধ ২০১
—শের সত্যতা সম্পক্ষে পোলীস
কর্তৃক অসুস্থানের হুকুম দেওয়ার
বিধান ধ ২০২
—ডিসমিস করিবার কথা। ধ ২০৩
যে অপরাধের—হইয়াছে তদ্ব্যতীত
অন্য অপরাধ নির্ণয়ের কথা
ধ ২৪৬
—উঠাইয়া লইবার কথা ধ ২৪৮।
তুচ্ছ ও ক্ষণদায়ক—শের কথা।
ধ ২৫০
সরাসরী মোকদ্দমার মথীতে—
শের তারিখ লেখার কথা ধ ২৬৩।
—ডিসমিস ও দোষনির্ণয় হওয়ার
পর পুনর্বিচার হওয়ার কথা
ধ ৪০৩।
হাইকোর্ট বা সেশন আদালত
কোন—শে অধিক তদন্ত করিবার
আদেশ দেওয়ার কথা ধ ৪০৭
—এহ্য করিবার ক্ষমতাহীন মাজি
ষ্ট্রেট কর্তৃক ১৯১ ধারামতে—
এহ্যের কথা ধ ৫২৯
—শের হুকুম জম কি অনিয়ম
ইত্যাদি অন্য রহিত না হওয়ার
কথা। ধ ৫৩৭।

নির্দোষকরণ।

এক চার্য্য দণ্ড হওয়ার পর অন্য
চার্য্য উঠাইয়া লইলে—গণ্য হইবে
ধ ২৪০।

নির্দেশ্য করণ ।

সমনের মোকদ্দমার —। ধ ২৪৫ ।
 সমনের মোকদ্দমার বাদীর অস্থ-
 পস্থিতহেতু —। ধ ২৪৭ ।
 সমনের মোকদ্দমার মালিশ উঠা-
 ইয়া গইলে —। ধ ২৪৮ ।
 ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় — ধ ২৫৮
 মেশন আদালতে জুরির বিচারে
 — ধ ৩০৬ ।
 জুরিকে নিম্নায় দিবার পর যদি
 জজ লেখেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির
 পুনশ্চ বিচার হওয়া উচিত নয়
 তবে তাহা —গণ্য হইবে । ধ ৩০৮ ।
 রক্ষাহেতু — ধ ৩৪৫
 —নিষ্পত্তিপত্র । ধ ৩৬৭
 দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণ জন্য হাইকোর্টে
 গেলে তৎকর্তৃক —। ধ ৩৭৬
 দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণ জন্য মেশনে পাঠা-
 ইলে মেশন জজকর্তৃক —। ধ ৩৮০ ।
 —আজ্ঞার বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টকর্তৃক
 আপীল । ধ ৪১৭ ।
 ঐ আপীলের সংবাদ অভিযুক্ত
 ব্যক্তিকে দিবার কথা । ধ ৪২২ ।
 —আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীলে আ-
 পীল আদালতের ক্ষমতার কথা
 ধ ৪২৩ ।
 —আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীলে অভি-
 যুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত করা । ধ ৪২৭ ।
 ও তাহা উঠিয়া যাইবার কথা
 ধ ৪৩১ ।
 সংশোধনকারী আদালত কর্তৃক
 —আজ্ঞা পরিবর্তন না হওয়ার
 কথা । ধ ৪৩৯ ।
 ক্ষিপ্ত হওয়ারহেতু —। ধ ৪৭০।৪৭১ ।
 মরকারী অভিযোজা মোকদ্দমা
 উঠাইয়া গইলে —। ধ ৪৯৪ ।

নির্দেশ্য করণ ।

পূর্বে—কিস্তিপে ঐমান হইবে । ধ
 ৫১১ ।

নিযুক্ত করণ

পলাতকার জোকাই সম্পত্তি রক্ষার
 জন্য গ্রাহক — ধ ৮৮
 অনিষ্টজনক কার্যে জুরি —। ধ
 ১৩৫।১৩৬ ১৩৮ ১৪১।১৪২ ।
 রিপোর্ট ইত্যাদি গ্রহণ ও প্রবণ
 জন্য উপনিষ পোলীস কার্যকারক
 — ধ ১৫৮
 জুরির প্রধান ব্যক্তি — ধ ২৮০
 ক্ষিপ্তগনার পরীক্ষাহেতু কমিশ্যন
 —। ধ ৪৭৪ ।
 রাজকীয় অভিযোজা —। ধ ৪৯২ ।
 জেলার মাজিস্ট্রেটকর্তৃক মাকীর
 কমিশ্যন — ধ ৫০৩ ।

নিবন্ধপত্র ।

নাম ধাম প্রকাশ করিতে অনি-
 ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট হইতে—
 গ্রহণ ধ ৫৭৭
 —গ্রহণান্তে দ্রুত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া
 দেওয়ার কথা । ধ ৬৩
 ওয়ারন্টের পৃষ্ঠায় আদালতকর্তৃক
 —ওয়ারন্ট বিষয় লিখিবার কথা ।
 ধ ৭৬ ।
 ভিন্ন এলাকার অপরাধীকে—বারা
 মুক্তি দেওয়ার কথা ধ ৮৬ ।
 হাজির জন্য —। ধ ৯১
 হাজির হওয়ার—জের মর্জুভহেতু
 দ্রুত করিবার বিবয় । ধ ৯২ ।
 দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পর শাস্তি রক্ষার
 জন্য —। ধ ১০৬ ।
 অন্য স্থলে শাস্তিরক্ষাহেতু —। ধ
 ১০৭ ।

নিবন্ধপত্র ।

- সদাচরণ জন্ম— ধ ১০৯।
 পাকা বদমাইয়ের সদাচরণ জন্ম
 — ধ ১১০
 —জের টাকার পরিমাণ ধ ১১২
 —দেওয়ার অন্য কারণ দর্শান
 ধ ১১৬
 —লওয়ার আদেশের কথা ধ
 ১১৮
 —জে কি লিখিতে হইবে। ধ
 ১২১
 —রহিত কবিরার কথা ধ ১২৫
 ১২৬
 প্রমাণের ন্যূনতাহেতু—লইয়া ছা-
 ডিয়া দেওয়ার কথা ধ ১৬৯
 বাদীর ও সাক্ষীর মাজিষ্ট্রেট নিকট
 হাজির হইবার—। ধ ১৭০। ১৭১
 অভিযুক্ত ব্যক্তি—দিলে পোলীস
 কর্তৃক রিপোর্টের কথা ১৭৩
 এলাকার বাহিরে অপরাধহেতু ধৃত
 ব্যক্তি—। ধ ১৮৬
 মেশন আদালতে বা হাইকোর্টে
 বাদীর ও সাক্ষীর উপস্থিতি—
 ধ ২১৭
 জরিমানা দণ্ড হইলে দণ্ডপ্রাপ্ত
 ব্যক্তির নিকট হইতে—লইয়া তা-
 হাকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা
 ধ ৩৮৮।
 আপীল দায়ের থাকনাবস্থায়
 আপীলন্টের নিকট হইতে—লও-
 য়ার কথা ধ ৪২৬
 জজ কি মাজিষ্ট্রেট কোন দণ্ডপ্রাপ্ত
 রহিত অন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট
 করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হ-
 ইতে—লওয়ার কথা ধ ৪৩৮

নিবন্ধপত্র ।

- জামিন লওয়া য ইতে পারে এমন
 মোকদ্দমায়— ধ ৪৯৬
 জামিনের অল্পপূক্ত মোকদ্দমায়
 কোন স্থানে—লওয়া যাইতে
 পারে। ধ ৪৯৭
 —জের টাকার পরিমাণ অতিরিক্ত
 হইলে তাহা কমানের ও মেশন
 কোর্ট সর্কিপ্রকার মোকদ্দমায়—
 লওয়ার ক্ষমতা ধ ৪৯৮
 জামিন—জের সর্গে ধ ৪৯৯।
 —সম্পাদন হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি
 মুক্তি পাইবার কথা। ধ ৫০০।
 জামিনদারের মুক্তি পাইবার কথা।
 ধ ৫০২।
 —জের পরিবর্তে টাকা আমানত
 করিবার বিধি। ধ ৫১৩।
 —জের সর্গভঙ্গ হেতু কার্য প্রণা-
 লী ধ ৫১৪।
 —জের টাকা দণ্ড হইলে তদ্বি-
 রুদ্ধে আপীল ও তাহা সংশোধ-
 নের কথা। ধ ৫১৫।
 হাই কোর্ট ও মেশন আদালতের
 আজ্ঞামতে—জের টাকা আদায়ের
 কথা ধ ৫১৬।
 মোকদ্দমা স্থানান্তর হইলে অভি-
 যুক্ত ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হইলে বা-
 দীর খরচ দেওয়ার অন্য—লিখিয়া
 দেওয়ার কথা ধ ৫২৬।
 —নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না
 থাকিবার কথা। ধ ২৪৩
 সরাসরী মোকদ্দমায়—লিখিবার
 কথা ধ ২৪৩
 আসেসর সহ বিচারে—লিখিবার
 কথা। ধ ২৮৯।

নিবন্ধপত্র ।

আপীল আদালত কর্তৃক—সংশোধন হইবার কথা । ধ ৪২৩ ।
ক্ষিপ্তমনাহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিলে তাহার—কথা । ধ ৪৭০ ।
আদালত অবজ্ঞা মোকদ্দমায়—লিখিত কথার কথা । ধ ৪৮১ ।
আদালত অবজ্ঞা মোকদ্দমায় আপীল আদালত কর্তৃক—লিখিত কথার কথা । ধ ৪৮৬ ।
অসুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য হওন অন্য—রহিত হইবার কথা । ধ ৫৩১ ।
অভিযোগ পত্র প্রস্তুত না হওয়া হেতু—রহিত না হইবার কথা । ধ ৫৩৫ ।
আনুষ্ঠানিক কার্যের জম হওয়া হেতু—রহিত হওয়ার কথা । ধ ৫৩৭ ।

নিবারণ ।

শাস্তিভঙ্গ — করিবার সাহায্যের কথা । ধ ৪২ ।
পলাতক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেওয়া—। ধ ৮৮ ।
অপরাধ—সমক্ষে বিধি । ধ ১০৩ হইতে ১৫৩ ।
১০৭ ধারায় মতে কার্য করিতে অক্ষম হইলে শাস্তিভঙ্গ—সমক্ষে বাস্তব ট্রেটের কার্য প্রণালী ধ ১০৮ ।
শাস্তিভঙ্গ—হেতু দৃষ্ট ওয়ারন্ট । ধ ১১৪ ।
কোন ব্যক্তি নির্মাণ কি কোন ব্যবসা ইত্যাদি সাধারণের অনিষ্টজনক হইলে তাহা—গের কথা । ধ ১৩৩ ।
তাচ্ছিল্য করিয়া পক্ষান্তরে নিযুক্ত—গের কল । ১৪১ ।

নিবারণ ।

অনিষ্টজনক বিষয়—অন্য বিশেষ আকর্ষণ । ধ ১৪২ ।
আবশ্যকীয় স্থলে অনিষ্টজনক বিষয় —। ধ ১৪৪ ।
ভূম্যাদি সম্পদে বিবাদ—। ধ ১৪৫ । ১৪৭ ।
ধর্মব্রাহ্মণ মোকদ্দমা—। ধ ১৪৬ ১৫০ ।
ধর্মব্রাহ্মণ অপরাধ করার কলমে কার্যক্রমে—করিতে অক্ষম হইলে মুক্তির কথা । ধ ১৫১ ।
রাজকীয় সম্পত্তির হানি—। ধ ১৫২ ।
কোন ব্যক্তি পৌরীস নিকট স্বীকার করিতে চাহিয়া করিলে তাহা—ন করার কথা । ধ ১৬৩ ।
অপ্রাথমিক প্রমাণ উপস্থিত অথবা কর্তৃক—হওয়ার কথা । ধ ২৯৮ ।

নিষ্পত্তি পত্র ।

ভূমির দখল সম্বন্ধে—। ধ ১৪৫ ।
কোন ব্যক্তির দখল না থাকিলে—। ধ ১৪৬ ।
প্রাচুর্য্য ভোগ স্বত্ব সম্বন্ধে—। ধ ১৪৭ ।
কোন স্থানে বিচার হইবে তাহা সম্বন্ধে হইলে হাইকোর্টে—। ধ ১৮৫ ।
জুরি সম্বন্ধে আপত্তি—। ধ ২৭৯ ।
জুরির বিচারে কি ২ বিষয় জব্দ—। করিবেন । ধ ২৯৯ ।
—একাদশ করিবার পর অভিযোগ পত্র সংশোধন না হইবার কথা । ধ ২২৭ ।
নালিশ বাতীত সমনের মোকদ্দমায়—একাদশ করিবার পূর্বে কার্য স্থগিত করিবার কথা । ধ ২৪৯ ।

নিষ্পত্তি পত্র ।

আপীলে উপযুক্ত সরাসরী বিচারে
—লিখিবার কথা । ধ ২৬৪

সরাসরী বিচারে—লিখিবার ভা-
বার কথা । ধ ২৬৫ ।

সেশন আদালতের—প্রবল হই-
বার কথা । ধ ৩০৬ ।

জজ জুরির মীমাংসার সহিত অ-
নৈক্য হইলে — প্রকাশ না করি-
বার কথা । ধ ৩০৭

আসেসর সহিত বিচারে—লিখি-
বার কথা । ধ ৩০৯

—প্রকাশ করিবার বিষয় । ধ ৩৬৬

—যে ভাষায় লিখিতে হইবে ও
যাহা ২ লিখিতে হইবে তাহার
বিধান । ধ ৩৬৭ ।

—যে একতর অপরাধ নির্ণয়ের
কথা । ধ ৩৬৭

প্রাণদণ্ড হইবার উপযুক্ত মোক-
দ্দায় প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত না দিলে তাহার
কারণ—যে লিখিতে হইবে । ধ
৩৬৭

জুরির বিচারে—লেখা অনাবশ্যক
ধ ৩৬৭

যে আদালত—লেখেন তিনি—
পরিবর্তন না করিবার কথা
ধ ৩৯৯ ।

—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবার
ও তাহার নকল তাহাকে দিবার
কথা । ধ ৩৭১ ।

—যে অজ্ঞবাদ যে স্থলে রাখিতে
হইবে । ধ ৩৭২ ।

আপীলের দরখাস্ত সহিত—যে
নকল দেওয়ার কথা । ধ ৪১৯

২৬ অধ্যায়ের নিয়মাবলী আপীল

নিষ্পত্তি পত্র ।

আদালতের—সমক্ষে ব্যবহার হই-
বার কথা । ধ ৪২৪

আপীল আদালতের—চূড়ান্ত হই-
বার কথা । ধ ৪৩০

ক্ষিপ্ত মনা সমক্ষে সেশন আদাল-
তের ও হাইকোর্টের— ধ ৪৬৫ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হেতু
নির্দোষী হইলে তাহাকে আবদ্ধ
রাখিবার কথা । ধ ৪৭১ ।

ক্রম ও অনিয়ম হেতু—অন্যথা হই-
বার কথা । ধ ৫৩৭

নূতন বিচার ।

চার্জ পরিবর্তন হেতু— ধ ২২৯

এক মাজিস্ট্রেটের পরিবর্তন হেতু
অন্য মাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচার হই-
লে তাহার— ধ ৩৫০

হাইকোর্ট কর্তৃক—রোর আজ্ঞা
ধ ৩৭৬

সেশন জজ কর্তৃক—রোর আজ্ঞা ।
ধ ৩৮০ ।

নোটিস ।

খোয়গার—অপ্রচুর হেতু পলাত-
কার জেলায় মাল খালাস । ধ
৮৯

অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণের—
ধ ১৪০ ।

অনিষ্টজনক কার্য—বাতীত নিবা-
রণের কথা । ধ ১৪৪ ।

মোকদ্দমা স্থানান্তর করাব নো-
টিস । ধ ১৭০ ।

জুরি ও আসেসর নিযুক্তির আ-
পত্তি প্রাপ্তির— ধ ৩২৩

নিষ্পত্তি প্রকাশ হওয়ার সময়
সমক্ষে— ধ ৩৬৬ ।

নোটিশ ।

আপীলের — দেওয়ার কথা । ধ
৪২২ ।

মোকদ্দমা স্থানান্তর হওয়ার—
সরকারী অভিযোক্তাকে দেওয়া
ধ ৫২৬

পক্ষ ।

—গণের যুক্তব্য প্রবণ করা ম-
শে'ধনক'রী অ'দালতের ইচ্ছা-
ধীন । ধ ৪৪০ ।

—কর্তৃক কমিশানের মাক্কার প্রতি
প্রমাণ অর্পণ । ধ ৫০৫ ৫০৬ ।

—গণের স্মৃতিসাহেতু মোকদ্দমা
স্থানান্তর হওয়ার কথা । ধ ৫২৬
৫২৭ ।

পরওয়ানা ।

হাজির অন্য—। ধ ৬৮ হইতে ৯৩।
গমন । ধ ৬৮ হইতে ৭৪ ।

খুত ওয়ারন্ট । ধ ৭৫ হইতে ৮৬
ঘোষণা এবং জোক ধ ৮৭ হইতে
৮৯ ।

অন্য নিয়ম । ধ ৯০ হইতে ৯৩
মল্লীল এবং অন্য অস্থাবর সম্পত্তি
এবং কয়েদ নেওয়া ব্যক্তিকে উপ-
স্থিত করার—। ধ ৯৪ হইতে ১০৫।
নালিশ হইলে—স্থগিত থাকার
কথা । ধ ২০২ ।

উপস্থিত অন্য—মাজিষ্ট্রেট কোন
সময় বাহির করিবেন তাহার কথা
ধ ২০৪ ।

বাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা
মতে অতিরিক্ত প্রমাণ অন্য—
দেওয়ার কথা । ধ ২০৪

সমনের মোকদ্দমার বাদীর প্রার্থনা—

পরওয়ানা

মত অতিরিক্ত প্রমাণ অন্য—দেও-
য়ার কথা । ধ ২৪৪ ।

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তির প্রার্থনামত অতিরিক্ত প্রমা-
ণ অন্য—দেওয়ার কথা ধ ২৫৭ ।
ক্ষমত বিধীন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক—
হেতু আনুষ্ঠানিক কার্য পও না
হওয়ার কথা ধ ৫২৯ ।

পরজী গমন ।

স্বামী কিম্বা তাহার পক্ষ হইতে
নালিশ না হইলে—নের মোক-
দ্দমা প্রায় না হইবার কথা ।
ধ ১৯৯ ।

—মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র লিখি-
বার কথা । ধ ২২১

—নের ও পরগৃহ প্রবেশের অভি-
যোগ একত্র বিচার হইবার কথা ।
ধ ২৩৫ ।

পরজী কুমলাইরা লওয়া ও তাহাতে
উপগত হওয়া মোকদ্দমায় স্বপক্ষ-
ভাবে অভিযোগ হইতে পারে । —
ধ ২৩৫ ।

স্বামী কিম্বা তাহার পক্ষ হইতে
অভিযোগ ব্যতীত—অপরাধে দণ্ড
না হইবার কথা ধ ২৩৮ ।

—মোকদ্দমা রফা হইতে পারে ।
ধ ৩৪৫

স্বামী—করিলে তৎহেতু জী স্বামী
সহবাস না করিয়া ভরণপোষণ
পাইবার সক্ষম । ধ ৪৮৮ ।

পরিমাণ

ভিন্নর প্রণীর মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক
অর্থদণ্ড—। ধ ৩২ ।

পরিমাণ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনের—
ধ ৭৬

১০৭, ১০৯ ও ১১০ ধারার লিখিত
কারণ দর্শাইবার ছক্কে নিবন্ধ-
পত্রের টাকার—। ধ ১১২।

১১২ ধারার লিখিত টাকার—এর
অতিরিক্ত টাকার জন্য নিবন্ধপত্র
না হইবার কথা। ধ ১১৮।

হাজির জামিনের — কমাইবার
কথা। ধ ৪৯৮।

পরিবর্তন ।

আবশ্যকীয় অনিষ্ট জনক কার্য-
সম্বন্ধে ছক্কে— ধ ১৪৪

অর্পণের পর চার্জ—। ধ ২২৬

নিষ্পত্তির পূর্বে চার্জ— ধ ২২৭

চার্জ—হওয়ার ফল ধ ২২৮
২২৯। ২৩০

চার্জ—হেতু সাক্ষী পুনঃ তলপ হও-
য়ার কথা। ধ ২৩২

জুরির ধারার বিচার হওয়ার আজ্ঞা
—। ধ ২৬৯

হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য আদালত
খীর নিষ্পত্তি—না কবিত্তে পারি-
বার কথা। ধ ৩৩৯

ভরণ পোষণের ছক্কের— ধ
৪৮৯।

সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে ছ-
ক্কে—। ধ ৫২০

পরীক্ষা ।

হাইকোর্ট ও সেশন আদালত
কর্তৃক ১০৬ ও ১১৮ ধারারসারে
কার্যপ্রণালী—র কথা। ধ ১২৩
পোলীস কর্তৃক সাক্ষীর— ধ ১৬১

পরীক্ষা ।

পোলীস কর্তৃক প্রেরিত লাস
ডাক্তার বক্তৃক—। ধ ১৭৪

গোর দেওয়া লাস— ধ ১৭৬।

মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বাদীর— ধ ২০০।

মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বাদীর সাক্ষীর
— ধ ২১২

সমর্পণান্তে মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক সা-
ক্ষীর— ধ ২১৯

সমনের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্য-
ক্তিব— ধ ২৪৫

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্বে
তাহাব— ধ ২৫৩

বাদীর ও সাক্ষীর—কার পর ওয়া-
ন্টের মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র
প্রস্তুত করিবার কথা। ধ ২৫৪।

সরাসরী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তির—লিখিবার কথা। ২৬৩।
অভিযুক্ত কর্তৃক তাহার সাক্ষীর
— ধ ২৮৬

অভিযুক্ত ব্যক্তির—প্রমাণ স্বরূপ
ব্যবহার করিবার কথা। ধ ২৮৭।

অভিযোগের সাক্ষীদের—র পর
কার্যপ্রণালী ধ ২৮৯।

সেশনে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীর
—র কথা। ধ ২৯০

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সাক্ষীর নাম
প্রথম উল্লেখ করে নাই তাহার
—। ধ ২৯১।

সাক্ষীস্বরূপ জুরি বা আগেসরের—
ধ ২৯৪

সেশনে ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যক্তির—। ধ
৩৩৭।

কঠিন দণ্ডজন্য অধীন মাজিষ্ট্রেট

পরীক্ষা ।

কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমার সাক্ষীর ও পক্ষগণের— ধ ৩৪৯।

কোন ব্যক্তি দৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত থাকিলে এবং ঐ আদালতেই গ্রাহ্য কোন অপরাধ প্রমাণ দ্বারা তদ্বিকক্ষে দৃষ্টি হইলে ঐ ব্যক্তির—র কথা ধ ৩৫১
অভিযুক্ত ব্যক্তির—লিপিবদ্ধ বর্ণিত কথার কথা। ধ ১২৪ ৩৪২। ৩৬৪
হাইকোর্টের জজ কর্তৃক—ধ ৩৭৮
আপীল আদালত কর্তৃক—ধ ৪২৯

ডাক্তার কর্তৃক কিম্বদন্তি—ও
তৎসমক্ষে ডাক্তারের—ধ ৪৬৪
কমিশ্যন দ্বারা সাক্ষীর—ধ ৫০৩
হইতে ৫০৮

ডাক্তার সাক্ষীর—ধ ৫০৯।
অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাক্ষাতে বাদীর সাক্ষীর—ধ ৫১২।
সকল সময় আদালতের সাক্ষীর—
লইবার ক্ষমতা। ধ ৫৪০।

পলাতক ব্যক্তি ।

—র ঘোষণা ধ ৮৭
—র সম্পত্তি জেক ও ডাচা ছাড়িয়া দেওয়ার কথা। ধ ৮৮। ৮৯।
পলায়ন জিবারগণে সমনের পরিবর্তে কি যোগে দৃত ওয়ারন্টের কথা ধ ৯০।
—র অসাক্ষাতে অবানবন্দি গ্রহণ করা। ধ ৫১২

পোলীস

—কে বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়ার কথা। ধ ১৪

পোলীস ।

সকল লোকে কোন স্থলে—কে সাহায্য করিতে বাধ্য ধ ৪২।
অপরাধ বিশেষের সংবাদ সকল লোকে—কে দিতে বাধ্য। ধ ৪৪।
আমের মওল ও জুগ্মধিকারী কোন স্থলে—কে সংবাদ দিবে। ধ ৪৫

—কর্তৃক দৃত বর্ণিত কথার কথা। ধ ৪৬।
দৃত অন্য তল্লাশ করিবার কথা। ধ ৪৭।
দৃত অন্য দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশের কথা। ধ ৪৮ ৪৯।

দৃত ব্যক্তিকে তল্লাশ করিবার কথা। ধ ৫১
শ্রীলোকের গা তল্লাশের কথা। ধ ৫২।

—কর্তৃক ওয়ারন্ট বাতীত দৃত করিবার কথা। ধ ৫৪। ৫৫
অধীন—কায্যকারক কর্তৃক ওয়ারন্ট বাতীত দৃত করিবার কথা। ধ ৫৬।

—নিকট নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার হইলে কার্য্যপ্রণালী—
ধ ৫৭

অপরাধীকে ধরিবার অন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা। ধ ৫৮।
অন্য লোক কর্তৃক দৃত ব্যক্তিকে—নিকট উপস্থিত করিবার কথা। ধ ৫৯

দৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট বা—থানায পাঠানোর কথা। ধ ৬০।
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অন্তরিক সময় না রাখার কথা। ধ ৬১
—কর্তৃক দৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে রিপোর্টের কথা। ধ ৬২

পোলিস।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা
ধ ৬৩।

—কর্তৃক গমন জারীর কথা
ধ ৬৮

—কার্য্যকারক বরাবর ওয়ারন্ট
দেওয়ার কথা। ধ ৭৭।

ভূম্যধিকারী কর্তৃক ধৃত ব্যক্তিকে
নিকটবর্তী — নিকট দেওয়ার
কথা। ধ ৭৮

এক—কার্য্যকারক নাগীয ওয়ারন্ট
অন্য—কর্তৃক জারীর কথা। ধ
৭৯।

ধৃত করিবার সময়—কর্তৃক ওয়া-
রন্টের মর্ম্ম জানাইবার কথা।
ধ ৮০

—কার্য্যকারক ধৃত ব্যক্তিকে আদা-
লতে উপস্থিত করিবার কথা। ধ
৮১

এলাকার বাহিরের স্থানে—ব্যতীত
অন্যের নাম ^{১২}ওয়ারন্ট দিবার
কথা। ধ ৮৩।

ঐরূপ স্থানে—কার্য্যকারক নিকট
ওয়ারন্ট দিবার কথা। ধ ৮৪

জাল-বলীল ও চোরা মাল—কর্তৃক
তালাশু হইবার কথা। ধ ৯৮

শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে—
রিপোর্ট মূলে ধৃত করার ও ওয়া-
রন্ট দেওয়ার কথা। ধ ১১৪

—কার্য্যকারক বিরুদ্ধে ৯ অধ্যা-
য়ের কার্য্যের জন্য অভিযোগ না
হইবার কথা। ধ ১৩২।

ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদে শাস্তিভঙ্গের
সম্ভাবনা হইলে—রিপোর্টের কথা
ধ ১৪৫।

পোলিস।

সাক্ষ্য ভোগ স্ব স্ব সম্বন্ধীয় বিবাদে
শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনায়—রিপোর্ট-
টের কথা। ধ ১৪৭

—কর্তৃক ধর্তব্য অপরাধ নিবারণ
হইবার কথা। ধ ১৪৯।

—নিকট ধর্তব্য অপরাধ কর্তৃক
হওয়ার সংবাদ দিবার কথা। ধ
১৫০

ধর্তব্য অপরাধ নিবারণ জন্য—
কর্তৃক ধৃত করিবার কথা। ধ ১৫১
রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের
কথা। ধ ১৫২।

—ঘারা বাঁটখারা ও মাপিবার য-
জ্ঞাদি দৃষ্টি হইবার কথা। ধ ১৫৩।

—নিকট ধর্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ
দিবার কথা। ধ ১৫৪।

—নিকট অধর্তব্য মোকদ্দমার
সংবাদ দিবার কথা। ধ ১৫৫।

—কর্তৃক ধর্তব্য মোকদ্দমা অমু-
সন্ধান হইবার কথা। ধ ১৫৬

—ধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের স-
ন্দেহ হইলে তাহা রিপোর্ট করি-
বার কথা। ধ ১৫৭।

সাক্ষী উপস্থিত করিতে—কার্য্য-
কারকের ক্ষমতার বিষয়। ধ ১৬০।

—কর্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ
করিবার কথা। ধ ১৬১।

—নিকট যে উক্তি করা যায় তা-
হাতে স্বাক্ষর না করিবার ও তাহা
স্বাক্ষররূপ গ্রাহ্য না হইবার
কথা। ধ ১৬২।

—কর্তৃক স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ
না হইবার কথা। ধ ১৬৪।

অপরাধ স্বীকার করণের জন্য—

পোলিস।

কার্যকারক প্রকৃতি না দিবার
কথা। ধ ১৬৩

—কার্যকারক দ্বারা তালিশের
কথা। ধ ১৬৫

এক—এনার অধ্যক্ষ অন্য থানার
ভারপ্রাপ্ত — কার্যকারক নিকট
তালিশী পরওয়ানা দিবার কথা।
ধ ১৬৬

২৪ ঘণ্টা মধ্যে—অঙ্গসন্ধান না
হইতে পারিলে কার্যপ্রণালী
ধ ১৬৭।

অধীন—কার্যকারককর্তৃক অঙ্গস-
ন্ধানের রিপোর্টের কথা। ধ ১৬৮

—অঙ্গসন্ধান সমাপনান্তে অতিযুক্ত
ব্যক্তিকে প্রমাণভাবে যুক্ত দিবার
কথা। ধ ১৬৯

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে অঙ্গসন্ধা-
নান্তে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।
ধ ১৭০।

—বাদী ও সাক্ষী পাঠাইবার
কথা। ধ ১৭১

—কর্তৃক অঙ্গসন্ধানের দৈনিক তা-
খার কথা। ধ ১৭২।

—কার্যকারকের রিপোর্টের কথা।
ধ ১৭৩।

অপমাত্ত ও অকম্পিত মৃত্যুর
অঙ্গসন্ধানান্তে—রিপোর্টের কথা।
ধ ১৭৪।

অপমাত্ত মৃত্যুর অঙ্গসন্ধান অন্য—
কর্তৃক সাক্ষী তালিশের কথা।
ধ ১৭৫।

এলাকা বহিষ্কৃত স্থানের অপরা-
ধীকে ধৃত করিয়া—নিকট দিবার
কথা। ধ ১৭৬।

পোলিস।

—রিপোর্ট মূলে মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক
অপরাধ গ্রহণ করণের কথা।
ধ ১৯১

অতিযুক্ত ব্যক্তিকে তালিশ করি-
বার পূর্বে বাদীর মোকদ্দমা—
কর্তৃক অঙ্গসন্ধানের হুকুমের কথা।
ধ ২০২।

দণ্ডপ্রাপ্ত দিহা করা করিবর
আদেশ রহিত হইলে—ওয়ারেন্ট
বাতীত দ্রুত করিবার কথা।
ধ ৪০১।

—কার্যকারক সরকারী অভি-
যোগ হইবার কথা। ধ ৪০২ ৪০৫

—কর্তৃক আমিন লওয়ার কথা।
ধ ৪০৬ ৪০৭

৫১ ধারা মতে প্রাপ্ত বা চৌরাজব্য
—কর্তৃক ধৃত হইলে কার্য প্রণা-
লীর কথা। ধ ৫২৩।

প্রতিবাদকরণ।

সময়ের মোকদ্দমায় — সপক্ষে
সাক্ষী লইবার কথা। ধ ২৪৪গ

ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায়—সপক্ষে
সাক্ষী লওয়ার কথা। ধ ২৫৩।

গেশনের মোকদ্দমায়—সিপিও
করিবার কথা। ধ ২৮৯।

গেশনের মোকদ্দমায়—ও ডি. পো-
লিসের প্রমাণ গ্রহণ করিবার
কথা। ধ ২৯১

—সপক্ষে জুরির প্রতি উপদেশ
দেওয়ার কথা। ধ ২৯৭।

ফিগুমনা হেতু—সপক্ষে অপারগ
হওয়ার বিধান। ধ ৪৬৪ হইতে
৪৬৮ ৪৭৩।

প্রতিবাদের প্রমাণ ।

সমনের মোকদ্দমায়— ধ ২৪৪
ওয়ারন্টের মোকদ্দমায়— ধ ২৫৬
সেশনের মোকদ্দমায়— ধ ২৮৯
২৯০ ২৯১ ২৯২ ।

প্রার্থনা ।

সদাচরণ ও শান্তিরক্ষার জামিন-
পত্র বাহির হওয়ার— ধ ১২৬ ।
অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ সম্বন্ধে
জুরির জন্য— ধ ১৩৫ । ১৩৬ ।
১৩৮ ১৪১
দণ্ডাজ্ঞা রহিত বা স্থগিত অন্য
গবর্ণমেন্টে— ধ ৪০১
রাজকীয় অভিযোক্তার—মতে আ-
পীলের হেতুবাদের নকল দেওয়া
ধ ৪২২
জামিনদারের—মতে নিবন্ধপত্রের
দায় হইতে মুক্ত দেওয়া । ধ ৫০২
কমিশ্যন জন্য— ধ ৫০৬
মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবাব
ধ ৫২৬ ।

প্রমাণ ।

কমনজারী হইবার— ধ ৭৪
—গ্রহণ করিয়া কিম্বা না করিয়া
ঘোষণাপত্র জারী হইবার কথা ।
ধ ৮৭
শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ও সদাচরণ
সম্বন্ধে—গ্রহণের কথা ধ ১১৭
হাইকোর্ট ও সেশন আদালত
১০৬ ও ১১৮ ধারায়সারে জামিন
সম্বন্ধে অতিরিক্ত—তলপ করিবার
কথা ধ ১২৩
অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ সম্বন্ধে
—লওয়ার কথা ধ ১৩৩
অনিষ্ট জনক কার্য সম্বন্ধে কারণ

প্রমাণ ।

দর্শাইতে উপস্থিত হইলে—গ্রহ-
ণের কথা ধ ১৩৭
ভূম্যাদি বিষয়ক বিবাদে—গ্রহণের
কথা । ধ ১৪৫
ভূম্যাদিবিষয়ক বিবাদে স্থানীয় জ-
দন্তকাবীব রিপোর্ট—প্রকরণ ব্যব-
হার করিবার কথা । ধ ১৪৮ ।
পোলীস নিকট সাক্ষীর বাণ্য—
প্রকরণ ব্যবহার না করিবার কথা ।
ধ ১৬২
—গ্রহণ করিবার যে নিয়ম ধার্য
হইয়াছে তদনুসারে প্রীকান উক্তি
লিপিবদ্ধ করিবার কথা । ধ ১৬৪ ।
পোলীস ডায়রী—না হইবাব কথা ।
ধ ১৭২ ।
অকস্মাতঃ ও অপঘাত মৃত্যু কিম্বা
জৈষা থাকনাবস্থায় কোন ব্যক্তির
মৃত্যু হইলে মাজেস্ট্রেটে কর্তৃক
তদন্ত ও—গ্রহণের কথা । ধ ১৭৬
তদন্ত সময় মাজেস্ট্রেট কর্তৃক গ্রহণ
ও তলপ করিবার ক্ষমতা । ধ ২০৮
সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে
মোকদ্দমা আপীলহইলে পর তথায়
—উপস্থিত করিবার কথা ধ ২১৮
সমনের মোকদ্দমায়—গ্রহণ ও অ-
তিরিক্ত প্রমাণ তলপ করিবার
কথা ধ ২৪৪ ।
আদালতের তলপী—গ্রহণান্তে
সমনের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করি-
বার কথা । ধ ২৪৫
আদালতের তলপী কিম্বা আদা-
লতে উপস্থিত—গ্রহণান্তে ওয়া-
রন্টের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করি-
বার কথা । ধ ২৫৩ ।

প্রমাণ ।

উপস্থিত ও আদালতে তলপী—
এহণাঙ্কে অভিযোগ করা প্রস্তুত
করিবার কথা । ধ ২৫৪।

ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় প্রমাণ
এহণ ও তলপ করিবার কথা
ধ ২৫২ ।

ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তির—তলপ করিবার কথা ।
ধ ২৫৬ । ২৫৭ ।

আপীলের অল্পপূক্ত সরাসরী
মোকদ্দমায়—লিপিবদ্ধ না করি-
বার কথা । ধ ২৬৩

আপীলের উপযুক্ত সরাসরী মোক-
দ্দমায়—লিখিবার কথা । ধ ২৬৪ ।

—যে ভাষায় দেওয়া যায় জুরি
তাহা না বুঝিলে তৎপ্রতি আপত্তি
ধ ২৭৮ ।

অভিযোক্তা মোকদ্দমা আরম্ভ করি-
বার সময়—নের সারাংশ বলি-
বেন ধ ২৮৬ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা—স্বরূপ
ব্যবহার হইবার কথা । ধ ২৮৭

সম্পর্ককারী মাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহী-
ত জবানবন্দী—স্বরূপ ব্যবহার হ-
ইবার বিষয় । ধ ২৮৮

অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে—এহণ
করিবার কথা । ধ ২৮৯

অভিযোগের—সমক্ষে প্রতিবাদের
পক্ষে আলোচনার কথা । ধ ২৯০ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি—উপস্থিত করিলে
অভিযোক্তা তাহার উত্তর দেওনের
ক্ষমবান । ধ ২৯২

জুরিকে উপদেশ দিতে—সমক্ষে
আলোচনা করিবার কথা । ধ ২৯৯

প্রমাণ ।

জুরির বিচারে—আমলিক কি না
অন্য তাহা বিচার করিবেন
ধ ২৯৮

আসেগর দ্বারা বিচারে—সমক্ষে
জজের আলোচনা করিবার কথা
ধ ৩০১

—পাইবার প্রত্যাশায় ক্ষমা করি-
বার কথা । ধ ৩৩৭ । ৩৩৮ ।

ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যক্তির উক্তি—স্বরূপ
ব্যবহার হইবার কথা । ধ ৩৩৯।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্তি—স্বরূপ
ব্যবহার হইবার কথা । ৩৪২ ।

অতিরিক্ত—পাইবার জন্য মোক-
দ্দমা স্থগিত রাখিবার কথা ।
ধ ৩৪৪ ।

কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান অন্য মোক-
দ্দমা প্রাপ্ত হইয়া—এহণ করিবার
কথা । ধ ৩৪৯

একই মোকদ্দমায় দুই মাজিস্ট্রেট—
এহণ করিলে তাহার ফলাফলের
কথা । ধ ৩৫০ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার—
উকীলের মাজি—এহণ । ধ ৩৫৩

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও
দ্বিতীয় জেলীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা
কোন ২ অপরাধের বিচারকালে—
এহণ । ধ ৩৫৫ ৩৫৮ ।

অন্য মোকদ্দমায়—লিপিবদ্ধ করি-
বার কথা । ধ ৩৫৬ ।

সমক্ষে যে ভাষায়—লিপিবদ্ধ
করিতে হইবে তাহা স্থানীয় গবর্ন-
মেন্টের নির্ণয় করিবার কথা । ধ
৩৫৭

৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারামতে — স্বরূপে

প্রমাণ ।

লিখিতে হইবে তাহার কথা ধ
৩৫৯

—সাক্ষীর নিকট পাঠ করা ও তাহা
বুঝাইয়া দেওয়া ও তাহা সংশোধন
করিবার বিধি। ধ ৩৬০

—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ও তাহার
উকীলকে বুঝাইয়া দেওয়ার কথা
ধ ৩৬১

হাইকোর্ট কর্তৃক অতিরিক্ত—গ্রহণ
করিবার কথা ধ ৩৭৫

সেশন আদালত কর্তৃক অতিরিক্ত
—গ্রহণ করিবার কথা ধ ৩৮০

আপীল আদালত কর্তৃক অতিরিক্ত
—গ্রহণ করিবার কথা ধ ৪২৮

ক্ষিপ্তমণা সমক্ষে সার্টিফিকেট—
স্বকণ ব্যবহার হইবার কথা। ধ
৪৬৭। ৪৭৩ ৪৭৫।

ভরণপোষণের মোকদ্দমায়—গ্রহণ
করা কথা ধ ৪৮৮

কমিশ্যন দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করি-
বার কথা। ধ ৫০৩-৫০৮।

ডাক্তারের জবানবন্দী—স্বরূপ ব্যব-
হার হইবার কথা ধ ৫০৯
রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট—
স্বরূপ ব্যবহার হইবার কথা। ধ
৫১০

পূর্ব দোষনির্ণয় কিস্তি—করিতে
হইবে ধ ৫১১।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাক্ষাতে—
লিখিবার কথা। ৫১২।

যে জব্দ—স্বরূপ ব্যবহার হইয়াছে
তাহা ফেরত দিবার বিধান। ধ
৫১৭

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য ও

প্রমাণ ।

তাহার উক্তি আইনানুসারে লিখিত
না হইলে তৎসম্বন্ধে—গ্রহণের
কথা। ধ ৫৩৩।

পৃষ্ঠলিপি ।

সমনের— ধ ৭২

সমনের—সমনজারীর প্রমাণ। ধ
৭৪।

মৃত করিবার ওয়ারন্টে জামিন দে-
ওয়ার আদেশ হইলে যাহা—
থাকিবে ধ ৭৬।

জাবিকারকের নাম—করিতে হ-
ইবে ধ ৭৯।

ভিন্ন জেলায় ওয়ারন্ট জাবী করিতে
হইলে তাহাতে— ধ ৮৪

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি কোক
করিবার পরওয়ানার— ধ ৮৮।

জরিমানা আদায়ের ওয়ারন্ট ভিন্ন
জেলায় জাবী হইলে তাহাতে জে-
লার মাজিষ্ট্রেটের— ধ ৩৮৭।

বাদী

পোলীশ মোকদ্দমা প্রেরণ করিলে
—র উপস্থিত হইবার কথা। ধ
১৭০।

—কে আবদ্ধ না রাখিবার কথা
ধ ১৭১

—র পরীক্ষার কথা ধ ২০০।

তদন্ত সময়—র পক্ষের অতিরিক্ত
সাক্ষী তলপ করিবার কথা ধ ২০৮।

অর্গনাঙ্কে বিচার আদালতে—র
উপস্থিত হইবার কথা। ধ ২১৭।

সমনের মোকদ্দমায়—র অতিরিক্ত
সাক্ষী তলপ করিবার কথা। ধ
২৪৪।

বাঁদী।

সমনের মোকদ্দমায়—র অস্থপস্থি-
তের কথা। ধ ২৪৭।

ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায়—কে প্রে-
রণ করা ও তাহার গাফী তলপ
করিবার কথা। ধ ২৫২

—অস্থপস্থিত হইলে অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা।
ধ ২৫৯।

সরাসরী মোকদ্দমায়—র নাম লে-
খার কথা। ধ ২৬৩।

—কে খরচ দেওয়ার কথা। ধ
২৬৬। ৫৪৪।

বাঁধা।

পোলীসের কর্তৃবাক্যে—ধ ৫৪
অবৈধ—স্থানান্তর করা। ধ ১৩৩
১৪৪।

সরকারী কার্যকরককে — দেও-
য়ার মোকদ্দমার চার্জ। ধ ২২৩

বেআইনী জনতা।

—ভঙ্গ হইবার কথা। ধ ১২৭।

—ভঙ্গ করিতে সামান্য বল প্রকাশ
করিবার কথা। ধ ১২৮।

—ভঙ্গ অন্য মৈন্যদল ব্যবহার
করিবার কথা। ধ ১২৯।

—ভঙ্গহেতু মৈন্যদলের কার্য
প্রণালী। ধ ১৩০ ১৩১।

নবম অধ্যায় মতে কার্য হইলে
অভিযোগ না হইবার কথা। ধ
১৩২

বেঞ্চ মাজিস্ট্রেট।

—নিযুক্ত ও তাহার ক্ষমতার কথা।
ধ ১৫।

—টের কার্য পদ্ধতি দর্শাইবার

বেঞ্চ মাজিস্ট্রেট

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার
কথা। ধ ১৬

—জেলার মাজিস্ট্রেটের অধীন। ধ
১৭

—সেশন জজের অধীন না হওয়ার
কথা। ধ ১৭

—মধ্যে এক জনে অয়ারট দস্তখত
করিবার কথা। ধ ৭৫।

—টের প্রথম শ্রেনীর ক্ষমতা ও
সরাসরী মতে বিচারাদিকার স্থানীয়
গবর্ণমেণ্টের নির্ণয় করিবার কথা।
ধ ২৬০

—টের ক্ষমতা ও সরাসরী বিচার্য
অপরাধ। ধ ২৬১।

—টের কাগ্য প্রণালী। ধ ২৬২।

—টের বিচার্য আপীল নাই এমন
মোকদ্দমার রিকর্ড। ধ ২৬৩।

—টের বিচার্য আপীল হইতে
পারে এরূপ মোকদ্দমার রিকর্ড।
ধ ২৬৪

—কর্তৃক নিষ্পত্তিপত্র, ও রিকর্ড—
প্রস্তুত অন্য কোর্টের নিযুক্ত। ধ
২৬৫।

ভরণপোষণ।

মাজিস্ট্রেট কর্তৃক—দিবার আজ্ঞা।

ঐ আজ্ঞা প্রবল করিবার ও কোন্
স্থলে—পাইবেন না তাহার বিধান
না। ধ ৪৮৮।

—আজ্ঞা পরিবর্তন। ধ ৪৮৯

—আজ্ঞা সাধন হইবার কথা। ধ
৪৯০

অস্থপস্থিত মাজিস্ট্রেট কর্তৃক—আজ্ঞা
হওয়ার ফল। ধ ৫৩০

ভাষা ।

অভিযোগ পত্র লেখার— ধ ২২১
স্বাক্ষরী বিচারের নথী ও রাখের
— ধ ২৩৫

জুরি—না বুঝার আপত্তি ধ ২৭৮
মফঃস্বমে জবানবন্দি লেখার— ধ
৩৫৬

সাক্ষ্য লিখিবার—স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
দ্বারা নির্ণয় হওয়ার কথা ধ ৩৫৭
সাক্ষী—য জবানবন্দি বুঝাইবার
কথা ধ ৩৬০ ৩৬১

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা যে—য়
লিখিতে হইবে ধ ৩৬৪

নিষ্পত্তি পত্রের— ধ ৩৬৭

নিষ্পত্তি পত্রের অস্থবাদের— ধ
৩৭১ ৩৭২ ।

আদালতের—স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
স্থির করিবার কথা ধ ৫৫৬

মত ।

বেঞ্চ মাজিস্ট্রেটের—ভেদ সম্বন্ধে
নিয়ম প্রণয়ন ধ ১৬ ।

স্বীকৃতাক্য লিপি সম্বন্ধে মাজি-
স্ট্রেটের— ধ ১৬৪ ।

বৃত্তান্ত এবং আইন ও বৃত্তান্ত—ঘটিত
তর্ক সম্বন্ধে জজের—জুরির নিকট
প্রকাশ করণের কথা ধ ২৯৮

আমেরের — প্রকাশের কথা
ধ ৩০৯

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়ীকরণ জন্য অর্পিত
হইলে জজদিগের—ভেদের কথা
ধ ৩৭৮

আপীল আদালতের জজগণের—
ভেদ হইলে কার্য প্রণালী ধ
৪২৯

মাজিস্ট্রেট ।

জেলার ও জেলা থেওর— ধ ৩ ।
বিশেষ— ধ ১৪

বেঞ্চ— ধ ১৫ ।

অন্যান্য—জেলার—টের অধীন ।
ধ ১৭

—দের অবস্থত হইবার কথা ধ
২৬

—দের দণ্ডাজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ।
ধ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭

—দিগকে সাহায্য ও সংবাদ
দিবার কথা ধ ৪২—৪৫

—টের হুকুম ব্যতীত ধৃত করার
কথা ধ ৫৪

অধর্তব্য মোকদ্দমায়—নিকট
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠানর
কথা ধ ৫৭ ।

ওয়ারন্ট ব্যতীত ধৃত ব্যক্তিকে—
নিকট পাঠানর কথা ধ ৬০ ।

অতিরিক্ত সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
পোলীস রাখিতে ইচ্ছা করিলে—
টের হুকুম ধ ৬১ ।

ওয়ারন্ট ব্যতীত ধৃত ব্যক্তিকে—
ছাড়িয়া দিতে পারেন ধ ৬৩

—সাক্ষ্য অপরাধ হেতু ধৃতের
বিষয় । ধ ৬৪

—দ্বারা ধৃত করণের কথা ধ ৭৫ ।

—দ্বারা অন্য এলাকার সমন
পাঠানর কথা । ধ ৭৩ ।

—নিকট সমন জারীর আফিডে-
বিট ধ ৭৪ ।

ভূম্যধিকারী কর্তৃক ধৃত ব্যক্তিকে—
নিকট উপস্থিত করা । ধ ৭৮

ভিন্ন এলাকায়—নিকট ওয়ারন্ট
পাঠান । ধ ৮৩ ।

মাজিষ্ট্রেট ।

—কর্তৃক ওয়ারন্টে পৃষ্ঠ লিপি ধ
৮৪ ।

ভিন্ন এলাকায় দ্রুত বাজিরে—নি-
কট উপস্থিত করা ধ ৮৫

দ্রুত বাজিরে যে—নিকট আনা
যায় তাঁহার কর্তব্য ধ ৮৬

এলাকায় বাহিরে তালাশক্রমে
জব্দ পাওয়া গেলে তৎসম্বন্ধে—
টের কর্তব্য ধ ৮৯

অচ্যায়রূপে আবদ্ধ ব্যক্তিকে তা-
লাশে প্রাপ্ত হইলে—নিকট উপ-
স্থিত করা ধ ১০০

—টের মাজিষ্ট্রেটে অধেষণ হইবার
আজ্ঞা ব কথা ধ ১০৫ ।

কোন ব্যক্তি শাস্তিভঙ্গ করিতে
শক্তব একরূপ বিবেচনায়—কর্তৃক
তাঁহাকে দ্রুত কনিবার আদেশ ধ
১০৮ ।

১০৭ ও ১০৯ ও ১১০ ধারা মতে
কার্য্য সম্বন্ধে—কর্তৃক হুকুম ধ
১১২

নিবন্ধপত্র দেওয়ার মোকদ্দমায়—
নিকট উকীল মারফৎ উপস্থিত
হওয়া ধ ১১৬ ।

—কর্তৃক নিবন্ধপত্র দেওয়ার
বিচার ধ ১১৭ । ১১৮ ১১৯ ।

—কর্তৃক জামিন অগ্রাহ্যের কথা
১২২

জামিন দিতে অপারগ হেতু মেশান
আদালতে পাঠানর কথা ধ ১২৩
জামিন দিতে অপারগ ব্যক্তিকে
কারাবাস হইতে দ্রুত দেওয়া ধ
১২৪ ।

—কর্তৃক যেআইনী মত জনতা
ভদের আজ্ঞা ধ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ।

মাজিষ্ট্রেট ।

নবম অধ্যায়ের কার্য্য জন্য—
দিক্বে অভিযোগ না হইবার
কথা ধ ১৩২

অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণার্থে—
কর্তৃক জুতি নিযুক্ত করা ধ ১৩৫ ।
অনিষ্টজনক কার্য্য নিবারণ জন্য—
টের কার্য্যপ্রণালী ধ ১৩৭ হইতে
১৪৪ ।

অধীন—কর্তৃক স্থানীয় তদন্তের
কথা ধ ১৪৮ ।

—টের আজ্ঞা বাতীত ধর্তব্য অপ-
রাধ নিবারণ জন্য দ্রুত করণের
কথা ধ ১৫১

অপ্রকৃত বাঁটখানা ও মাপিবার
যজাদি দ্রুতকরণ সংবাদ—কে দে-
ওয়ার কথা ধ ১৫৩

অধর্তব্য মোকদ্দমার সংবাদদাতাকে
—নিকট পাঠান ধ ১৫৫ ।

ধর্তব্য মোকদ্দমা তদন্ত সম্বন্ধে—
টের আজ্ঞার কথা ধ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ।

অধীন—ধারা ধর্তব্য মোকদ্দমা তদ-
ন্তের কথা ধ ১৫৯ ।

অসুগন্ধান সময়ে—কর্তৃক স্বীকার-
বাক্য লিপি করিবার কথা ধ
১৬৪ ।

২৪ ঘণ্টা মধ্যে অসুগন্ধান সমাপন
না হইতে পারিলে—টের অসুসজ্জি
ধ ১৬৭

—নিকট মোকদ্দমা তদন্ত যোগ্য
ক্রমাগ না থাকিলে কার্য্যপ্রণালী
ধ ১৬৯ ।

পোলীস অসুগন্ধান সমাপন অন্তে
মোকদ্দমা—নিকট পাঠান হইলে
কার্য্যপ্রণালী ধ ১৭০ ।

মাজিষ্ট্রেট

সাক্ষী—নিকট পাঠাইবার কথা

ধ ১৭১

—নিকট পোলীস রিপোর্টের কথা।

ধ ১৭৩

অকস্মাৎ ও অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে

—কে খবর দেওয়ার কথা। ধ ১৭৪

—ধারা মৃত্যুর কারণ তদন্তের

কথা ধ ১৭৬

এলাকার বাহিরে অপরাধীকে ধৃত

করিলে এলাকাবিশিষ্ট — নিকট

প্রেরণ করা। ধ ১৮৬

এলাকার বাহিরে অধীন — কর্তৃক

ওরাবট দেওয়ার কথা। ধ ১৮৭

—কর্তৃক অপরাধ গ্রাহ্য করিবার

কথা ধ ১৯১।

—কর্তৃক মোকদ্দমা স্থানান্তর করি-

বার কথা ধ ১৯২

—নিকট নালিশ করিবার কথা

ধ ২০০—২০৩।

—সম্মুখে কার্য আরম্ভের কথা

ধ ২০৪ ২০৫

ক্ষমতাপন্ন—কর্তৃক মোকদ্দমা অর্পণ

করিবার কথা ধ ২০৬।

তদন্ত সময়—কর্তৃক প্রমাণ গ্রহণের

কথা ধ ২০৮

তদন্তের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

ছাড়িয়া দিবার কথা ধ ২০৯

—কর্তৃক চার্জ প্রস্তুত করিবার

কথা। ধ ২১০

অভিযুক্ত ব্যক্তির ছাপাই সাফীর

নির্ঘণ্ট ধ ২১১

—কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীর

জবানবন্দী। ধ ২১২।

—কর্তৃক মোকদ্দমা অর্পণ করা

ধ ২১৩।

মাজিষ্ট্রেট।

—কর্তৃক সমনের মোকদ্দমার বি-
চার ধ ২৪১ হইতে ২৫০

—কর্তৃক ওয়ারন্টের মোকদ্দমার
বিচার ধ ২৫১ হইতে ২৫৯।

সমর্পণকারী — নিকট অভিযুক্ত
ব্যক্তির পরীক্ষা প্রমাণ স্বরূপ ব্যব-
হার ধ ২৮৭।

অর্পণকারী—কর্তৃক গৃহীত প্রমাণ
স্বকপ ব্যবহার। ধ ২৮৮

জেলার—কর্তৃক ক্ষমতাপন্ন—ক্ষমা
করিতে পারেন। ধ ৩৩৭।

ক্ষমাপ্রদানকারী—বিচার না করি
বার কথা ধ ৩৩৭।

১৫ দিবসের অধিক সময় মোকদ্দমা
স্থগিত না রাখিবার কথা ধ ৩৪৪

উপবিশ্ব—নিকট মোকদ্দমা পা-
ঠান। ধ ৩৪৬

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা
উচিত বোধ করিলে কার্য প্রণা-
লীর কথা ধ ৩৪৭

একাধিক—কোন মোকদ্দমায় প্র-
মাণ গ্রহণ করিলে কর্তব্যের কথা।
ধ ৩৫০

সমনের মোকদ্দমায় প্রমাণ লওয়ার
কথা ধ ৩৫৫। ৩৫৮।

অন্য মোকদ্দমায় প্রমাণলিপি
করার প্রণালী। ধ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭

আপীল আদালতের আদেশ ক্রমে
অতিরিক্ত প্রমাণ লওয়ার কথা

ধ ৪২৮।

ক্ষিপ্তমনা সম্বন্ধে—টের কার্য
প্রণালী। ধ ৪৬৪

আদালত অবজার মোকদ্দমায়—
টের বিচার ও অর্পণ করিবার

কথা। ধ ৪৮৭।

মাজিস্ট্রেট ।

—কর্তৃক ভরণপোষণের হুকুম প্র-
বল করিবার বিষয় ধ ৪৯০ ।
অভিযোগ চালাইবার জন্য—কর্তৃক
অনুমতি দেওয়ার কথা ধ ৪৯৫ ।
পৌলীসকর্তৃক ধৃত হওয়া সম্পত্তি
সময়ে কার্যক্রমাদি ধ ৫২৩ ৫২৫
—কর্তৃক অপরাধীকে মৈনিক মং-
জাজ কর্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ
করিবার কথা ধ ৫৪১
কোন মোকদ্দমায়—টের পার্থক্য
কিলে তাহা তিনি বিচার করিতে
অক্ষম । ধ ৫৫৫ ।
মাজিস্ট্রেট জেলার জেলার মাজি-
স্ট্রেট দেখ ।
মাজিস্ট্রেট সবভিবিগনের । সবভি-
বিগনের মাজিস্ট্রেট দেখ ।
মাজিস্ট্রেট বেঞ্চ । বেঞ্চ মাজিস্ট্রেট
দেখ ।

মাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী ।

— । ধ ৬ ।
জেলার— ধ ১০ ।
—নিযুক্ত করিবার কথা ধ ১২
সবভিবিগনের ভারপ্রাপ্ত হইলে—
টের নাম ও ক্ষমতা । ধ ১৩ ।
বিশেষ — । ধ ১৪ ।
বেঞ্চ মাজিস্ট্রেটের ক্ষতি —টের
ক্ষমতা । ধ ১৫ ।
—টের ক্ষমতার সীমার কথা ।
ধ ২৯ । ৩২
—টের সাধারণ ক্ষমতা ধ ৩৬
—টের অতিরিক্ত ক্ষমতা । ধ ৩৭
সন্দেহ মুক্ত স্থান অনুসন্ধান করি-
বার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ।
ধ ৯৮ ।

মাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী ।

অন্যরূপে আবদ্ধ রাখা ব্যক্তিকে
তলাশ করিবার আদেশ দেওয়ার
ক্ষমতা । ধ ১০০ ।
দণ্ড হওয়া হেতু জামিন তলপ
করিবার কথা ধ ১০৬
শাস্তিবক্ষা হেতু জামিন দেওয়ার
কথা ধ ১০৭
সদাচরণ অন্য জামিন দেওয়ার
কথা ধ ১০৯ । ১১০
জামিনদারকে ছাড়িয়া দেওয়ার
ক্ষমতার কথা ধ ১২৬
অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করিবার
বিশেষ ক্ষমতার কথা ধ ১৩৩ ।
ভূম্যাদিবিষয়ক বিবাদ সম্বন্ধে আ-
দেশ করিবার কথা । ধ ১৪৫
বিবাদী ভূমী কোক করিবার কথা ।
ধ ১৪৬ ।
প্রাচুর্য ভোগ স্ব স্ব সম্বন্ধে—টের
ক্ষমতা । ধ ১৪৭ ।
—কর্তৃক অধিকৃত মোকদ্দমায় পৌ-
লীস অনুসন্ধান হওয়ার আদেশ—
ধ ১৫৫ ।
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন—ভাঁটার স্থানীয়
এলাকার বাহিরে অপরাধীকে ধৃত
করণ সম্বন্ধে আজ্ঞা দেওয়ার কথা ।
ধ ১৮৬
বিশেষ ক্ষমতা বিশিষ্ট —কর্তৃক
অপরাধ প্রাপ্ত হওয়ার কথা ।
ধ ১৯১ ।
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন—অপরাধ প্রাপ্ত
করিয়া মোকদ্দমা স্থানান্তর করি-
বার কথা ধ ১৯২ ।
—কর্তৃক স্থানীয় তদন্তের আদেশ ।
ধ ২১২

মাজিস্ট্রেট তৃতীয় শ্রেণী ।

- টের সাধারণ ক্ষমতা । ধ ৩৬
- টের অতিরিক্ত ক্ষমতা । ধ ৩৭
- কঠিন দণ্ডাজ্ঞা করিতে না পা-
রিলে তাহার কার্যাবলী । ধ
৩৪৯ ।
- টের দণ্ড জ্ঞার বিক্ষিপ্ত আ পীল ।
ধ ৪০৭ ।

মিথ্যা সাক্ষ্য ।

- দেওয়ার অভিযোগে অজ্ঞমতির
কথা । ধ ১৯৫
- দেওয়া মোকদ্দমায় চার্জ মিথি-
বার কথা । ধ ২২৩ ২৩২
- দেওয়ার ও মিথ্যা নালিশের
মোকদ্দমা একজ বিচার হইবার
কথা । ধ ২৩৫
- ক্ষমপ্রাপ্ত ব্যক্তির— দেওয়ার মো-
কদ্দমায় অজ্ঞমতির কথা । ধ ৩৩৯

মুক্ত ।

- নাম ধাম প্রকাশ করিলে অধর্ষ্য
অপরাধকারীকে—করিবার কথা ।
ধ ৫৭
- জামিন দিলে মুক্ত ব্যক্তিকে—দি-
বার কথা । ধ ৭৬
- শাস্তি রাখা কি শাস্তিচরণ জন্য
জামিন অনাবশ্যক হইলে—দিবার
কথা । ধ ১১৯ ।
- জামিন দিবর অপারগ ব্যক্তিকে
—দিবার কথা । ধ ১২৪ ।
- পোলীস অজ্ঞমতনাজে অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে—দিবার কথা । ধ ১৬৯
- বাদীর অস্থপস্থিত হেতু অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে—দিবার কথা । ধ ২৪৯
- আপীলের বিচার মপক্ষে অভি-

মুক্তি ।

- মুক্ত ব্যক্তিকে—দিবার কথা । ধ
৪২৬
- সংশোধনকারী আদালতের প্রকৃ-
তির অপর অতিরিক্ত ব্যক্তিকে—
দিবার কথা । ধ ৪৪৮ ।
- ক্ষিপ্তমনাকে মিটার মপক্ষে —
দেওয়া । ধ ৪৬৬
- জামিনের উপযুক্ত অপরায় জামিন
লইয়া—দিবার কথা । ধ ৪৯৬ ।
- জামিনের অস্থপস্থিত মোকদ্দমায়
জামিন কি নিবন্ধপত্র লইয়া অভি-
যুক্ত ব্যক্তিকে—দিবার কথা
ধ ৪৯৭
- হামির অস্থ নিবন্ধপত্রের মলে অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে—দিবার কথা । ধ ৫০০ ।

মুখ্য বা ক্য ।

- অজ্ঞমতান মগর পোলীস কর্তৃক—
মিথিবার কথা । ধ ১৬২

মোকদ্দমা স্থানান্তর

- জেলার কি জেলাপত্রের কি বি-
শেষ ক্ষমতাপর প্রথমশ্রেণীর মাজি-
স্ট্রেট কর্তৃক—ধ ১৯২ ৫২৮
- করিবার পূর্বে বাদীর পরীক্ষা
না লওয়া । ধ ২০০ ।
- যাঁহার নিকট—হয় উৎকর্ষক তাহা
ভিন্নমিগের কথা । ধ ২০৩
- জেলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক আপীল
— ধ ৪০৭
- আদালত অবজ্ঞা—। ধ ৪৭৬ ।
- হাইকোর্ট কর্তৃক—। ধ ৫২৬
- মপক্ষে প্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল
বা তাহার ক্ষমতা । ধ ৫২৭
- ক্ষমতাবিহীন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক—।
ধ ৫২৯ ।

মৃত্যু।

—দণ্ড না হইতে পারে একপ মোকদ্দমা জেলার মাজিস্ট্রেটের বিচারাদিকার। ধ ৩০।

—দণ্ড কে প্রদান করিতে পারে ধ ৩১

অপঘাত ও অস্বাভাবিক—র সংবাদ দেওয়াব কথা ধ ৪৫।

—দণ্ড হইতে পারে একপ অপরাধের অপরাধী বাতীত অন্য অপরাধীকে ধৃত সময়—ঘটাইবার কথা ধ ৪৬।

অকস্মাৎ ও অস্বাভাবিক—র পোলীস অফিসদান ধ ১৭৪

পোলীসের রক্ষণে—হইলে মাজিস্ট্রেটের তদন্তের কথা ধ ১৭৬।

মাজিস্ট্রেটকর্তৃক অকস্মাৎ—র তদন্তের কথা ধ ১৭৬

—দণ্ড না হইতে পারে একপ মোকদ্দমাব সরাসরী বিচার। ধ ২৬০

—দণ্ড না দিয়া অন্য দণ্ড দিলে তাহার নিষ্পত্তিপত্র লিখিবার কথা ধ ৩৬৭।

—দণ্ডাজ্ঞার কথা ধ ৩৬৮।

—দণ্ড হইলে আপিলের ম্যাদ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়ার কথা ধ ৩৭১

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণ ধ ৩৭৪

—দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণার্থ প্রেরণ হইলে কার্য্যপ্রণালী। ধ ৩৭৫ হইতে ৩৭৮

—দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা ধ ৩৮১

—দণ্ডাজ্ঞার সহিত কশাঘাত অজ্ঞা হইতে পারে না ধ ৩৯৩

মৃত্যু।

পলাতক। বন্দির প্রতি—দণ্ডাজ্ঞা সাধন করা ধ ৩৯৬

—দণ্ড পরিবর্তন করিবার কথা ধ ৪০২।

অভিযুক্ত ব্যক্তির—হেতু মোকদ্দমা উঠিয়া জাইবার কথা ধ ৪৩১।

রক্ষা।

—করিবার অপরাধ ও—র ফল ধ ৩৪৫

রহিত করণ।

মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা—। ধ ৪১

ধৃত করণের পরওয়ানা—ন হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকার কথা। ধ ৭৫

শান্তিভঙ্গের নিবন্ধপত্র—। ধ ১২৫

জামিননামা—কথা ধ ১২৬

স্বাবর সম্পত্তি বিষয় বিবাদ সম্বন্ধে তকুম— ধ ১৪৫

দণ্ডাজ্ঞা গের কথা ধ ৪০১।

ভরণপোষণের আজ্ঞা—গের কথা। ধ ৪৮৮

রাজকীয় অভিযোক্তা।

—কাহাকে বলে ধ ৪

সেশনের মোকদ্দমা—দ্বারায় চালান হওয়ার কথা ধ ২৭০।

আপিলের সংবাদ ও হেতুবাদ—কে দেওয়ার কথা ধ ৪২২

আপিলে—র বক্তব্য গ্রহণ কবার কথা। ধ ৪২৩

—গবর্ণমেন্টকর্তৃক নিযুক্ত হওয়ার কথা ধ ৪৯২।

—সকল আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতান থাকা-ও অন্য

মৃত্যু।

নিযুক্ত উকীল তাহার অধীনে
কার্য্য করার কথা। ধ ৪৯৩।

—অভিযোগ উঠাইয়া লওয়ার ও
তাহার ফলের কথা। ধ ৪৯৪

বিশেষ অল্পমতি ব্যতীত—অভি-
যোগ চালাইবার ক্ষমতান থাকার
কথা। ধ ৪৯৫।

মোকদ্দমা হস্তান্তর করার নোটিস
—কে দেওয়ার কথা ধ ৫২৬

রিকার্ড।

সদাচরণ অন্য জাগিন আবশ্যক
হইলে তাহা—করিতে হইবে। ধ
১১২

ধর্ত্তবা মোকদ্দমার সম্বন্ধে রি-
পোর্ট প্রাপ্ত উপরিস্থ পোলীস অ-
ধীন পোলীসকে উপদেশ দেন
তাহার—। ধ ১৫৮।

অল্পক্ষণকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির
বাক্য—করিতে হইবে। ধ ১৬৪

অর্পণের—সেশনে ও হাইকোর্টে
পাঠানোর কথা। ধ ২১৮।

সমনের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্য-
ক্তির শ্রীকার বাক্য—। ধ ২৪৩

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তির শ্রীকার বাক্য—। ধ ২৫৫।

অভিযুক্ত ব্যক্তির লিখিত প্রতিবাদ
—সহিত রাখিতে হইবে। ধ ২৫৬

আপীল না থাকা সরাসরী মোক-
দ্দমায়—। ধ ২৬৩

আপীল হইতে পারে একপ সরাস-
রী মোকদ্দমায়—। ধ ২৬৪।

সরাসরী মোকদ্দমায়—। ধ ২৬৫।

সেশন আদালতে কিবা হাইকোর্টে
আগামির শ্রীকার বাক্য—। ধ
২৭১।

রিকার্ড।

জুরির প্রতি আপত্তির—। ধ ২৭৯

জুরির মত সম্বন্ধে কোন মওয়াল
জিজ্ঞাসা করিলে তাহার—। ধ
৩০৩

আবেগের মত—করিবার কথা।
ধ ৩০৯

সাক্ষীর জবানবন্দির মর্শ্বাক্ষক—।
ধ ৩৫৫ ৩৫৬

সাক্ষীর জবানবন্দির মর্শ্বাক্ষক—
ভুক্ত থাকিবে। ধ ৩৭০।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার—। ধ
৩৬৪।

জবানবন্দি—করা সম্বন্ধে হাই-
কোর্টকর্তৃক নিয়মাবলী। ধ ৩৬৫।

আপীল সরাসরী মতে অধ্যায়
করিবার পূর্ব্বে—তলপ ধ ৪২১

হাইকোর্ট যে মোকদ্দমা সংশোধন
কবেন তাহার—ভের কথা। ধ
৪৪২

আদালত অবজ্ঞা মোকদ্দমায়—
পাঠাইবার কথা ধ ৪৮১ ৪৮২।

আগামির অসাক্ষাতে সাক্ষীর
জবানবন্দি গ্রহণ করিলে তাহা—

ভুক্ত করিবার কথা ধ ৫১২।

নিবন্ধপত্রের মর্ডভক্তের কারণ—
করিতে হইবে ধ ৫১৪

অধস্তন আদালতের—আদালতের
ক্ষমতার কথা ধ ৪৩৫।

ঐক্যে আনীত—পরীক্ষা করিবার
কথা। ধ ৪৩৬ হইতে ৪৪২।

সাক্ষীর জবানবন্দি—করিবার প্র-
ণালী ধ ৩৫৩ হইতে ৩৬৫

দেওয়ানী ও রেবিনিউ আদালত
অর্পণ করিলে তাহার—পাঠাইবার
কথা। ধ ৪৭৯।

রিপোর্ট ।

ধৃত কর সম্বন্ধে পোলীস— ধ
৬২ ।

১০৭, ১০৮ ও ১১০ ধারা মতে যে
ব্যক্তির প্রতি কারণ দর্শাইবার
আদেশ হয় তাহাকে ধৃত করিবার
জন্য পোলীস রিপোর্ট ধ ১১৪

জামিন না দেওয়া ও যুক্ত কারাবদ্ধ
থাকিলে তদ্বিষয়ে—টের কথা

ধ ১২৪

অনিষ্টজনক কার্য সম্বন্ধে— ধ
১৩৩ ।

স্থানীয় তদন্তকারী— ধ ১৪৮ ।

ধর্তব্য অপরাধ সংঘটন হওয়া
সন্দেহ হইলে— ধ ১৫৭ ১৫৮

১৫৯

অধীন পোলীসের অহুসন্ধানের—
ধ ১৬৮

পোলীস অহুসন্ধান সমাপনান্তে—
ধ ১৭৩

অকস্মাৎ মৃত্যুর অহুসন্ধানের— ধ
১৭৪

অভিযুক্ত ব্যক্তি আন্তর্জাতিক কার্য
বৃদ্ধিতে না পারিলে হাইকোর্টে—
ধ ৩৪১

মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহি
ভূত মোকদ্দমা সম্বন্ধে— ধ ৩৪৬
হাইকোর্টে—কবিবার কথা ধ
৪৩৮

ক্ষিপ্তস্বত্ব সম্বন্ধে— ধ ৪৬৪ ৪৭১
৪৭২ ৪৭৪ ।

রাসায়নিক জব্য পরীক্ষকের— ধ
৫১০

পোলীস কর্তৃক ধৃত গালো— ধ
৫২৩ ।

বিক্রয়

পলাতকার ফোকী মাল— ধ ৮৮ ।

—যদি যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা
পলাতকারকে দিবার কথা ধ ৮৯

চোরা মাল ও জাল দলীল—হই-
বার স্থান অহুসন্ধানের কথা ধ
৯৮

অনিষ্টজনক কার্য নিবারণের খরচ
অদায়ের জন্য সম্পত্তি ধ ১৪০ ।

—যের বাধা জমান সম্বন্ধে অতি-
যোগ্য কথা ধ ২২১

জুরি ও আবেদনের অস্থাবর স-
ম্পত্তি— ধ ৩৩২ ।

জবিগানা আদায় জন্য অস্থাবর
সম্পত্তি—যের কথা ধ ৩৮৬ ।
৩৮৭ ।

দাওয়াদার বিহীন মাল— ধ ৫২৪

আশুক্ষয়শীল মাল— ধ ৫২৫ ।

ক্ষমতাহীন মাজিষ্ট্রেটের—যের জ-
কুম ব্যর্থ হওয়া ও না হওয়ার বি-
ধান ধ ৫২৯ ৫৩০ ।

রিচার ।

—যের স্থান ও প্রণালী ধ ৫ ।

—প্রণালীর নিয়মাবলী ধ ১৬ ।

এক—রে একাধিক দণ্ডাজ্ঞা ধ
৩৫ ।

—জন্য দলীল তলপ ধ ৯৪ । ৯৫

—জন্য তালশী পরওয়ানা ধ
৯৬ ।

মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমা সমনেনব
মোকদ্দমার ন্যায়—হইবে ধ
১১৭ ।

সদাচরণের মোকদ্দমা ওয়ারন্টের
মোকদ্দমার ন্যায়—হইবে ধ ১১৭

অনিষ্টজনক কার্য নিবারণের মোক-

বিচার।

ক্ষমার—সমক্ষে জুরিভি আর্থনা। ধ
১৩৫
—সময় পোশীস দৈনিক দেখার
কথা। ধ ১৭২
—রেল সাধানগতঃ স্থান ধ ১৭৭
ভিন্ন সেশন থও মোকদ্দমার— ধ
১৭৮
হুই জেলায় অ'রামেব কাগা
হইলে তাহা উহান এক জেলায়—
হইতে পরে ধ ১৭১ ১৮০। ১৮১
কোন স্থানে অপরাধ ঘটন হই-
য়াছে তাহা নির্ণয় করিতে না পা-
রিলে এ পথিমধ্যে অপরাধ ক-
রিলে তাহা—রেল কথা। ধ ১৮২
১৮৩।
রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও
অস্ত্রবিষয়ক আইন সম্বন্ধে অপরা-
ধের—রেল বিষয়। ধ ১৮৪।
সমক্ষে হলে হাইকোর্ট—রেল স্থান
নির্ণয় করিবেন। ধ ১৮৫।
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান বাহিরের অপরা-
ধের—। ধ ১৮১।
সেশন ও হাইকোর্টের—সমক্ষে
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখি-
বার কথা। ধ ২২০।
—সময় চার্জ পরিবর্তন করিবার
কথা। ধ ২২৮।
চার্জ পরিবর্তন হেতু—স্থগিত।
ধ ২২৯ ২৩০
—আরও হইয়া চার্জ পরিবর্তন
হেতু গাফী পুনঃ তলপের কথা।
ধ ২৩১।
সমনের মোকদ্দমার— ধ ২৪১
হইতে ২৫০।

বিচার

ওয়ারেন্টের মোকদ্দমার— ধ ২৫১
হইতে ২৫৯
সনাতনী মোকদ্দমার— ধ ২৬০
হইতে ২৬৫
সেশন ও হাইকোর্টের— ধ ২৬৬
হইতে ৩৩৬
—সমক্ষে নিশেষ বিধি ধ ৩৩৭
হইতে ৩৭২
—কানো গাফীর অবানবন্দি লে-
খাব প্রণালী। ধ ৩৫৩ হইতে ৩৬৫
পূর্ব অপরাধ নির্ণয় ও নির্দোষ ক-
রণ হইলে তাহান—। ধ ৪০৩।
আপীলের— ধ ৪২৩ হইতে ৪৩১।
ইমোরোপ ও আমেরিকা দেশীয়
লোকের— ধ ৪৪৩ হইলে ৪৭৩
ক্ষিপ্তমনান— ধ ৪৭৪ হইতে ৪৭৯।
কমিশ্যন আগত হওয়া সম্বন্ধে
—স্থগিত ধ ৫০৮
ক্ষমতা বিহীন মাজিস্ট্রেটের—। ধ
৫৩০।
অসম্পূর্ণ স্থানে—রেল কথা। ধ
৫৩১

বিচারবিধিপত্র।

অন্য আইনধারা বিশেষ—ধ ১।
অধীন সমস্ত মাজিস্ট্রেটের—।
ধ ১২
মাজিস্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে
যে পরিমাণ দণ্ড করিতে পারেন এ-
কাধিক অপরাধ অন্য তাহার দ্বিগু-
ণের অধিক দণ্ড দিতে অক্ষম।
ধ ৩৫
অন্য এলাকায় অপরাধীকে ধৃত
করা ধ ৫৮।

বিচাৰাধিপত্য ।

ধৃত ব্যক্তিকে—মাজিষ্ট্রেটের নিকট লওয়াৰ কথা ধ ৬৭ । ৭৮

এলাকাৰ বাহিৰে সমন আৱীৰ ও তাহাৰ প্ৰমাণেৰ কথা ধ ৭৩ ৭৪

—তোৱৰ বাহিৰেৰ মাজিষ্ট্ৰেটের প্ৰতি ধৃত কৰণ ওৱ ৱন্ট দেওৱাৰ কথা । ধ ৮৩

—তোৱৰ বাহিৰেৰ পোলাইস কাৰ্য্যকাৰক নিকট ওৱাৱন্ট দেওৱাৰ কথা ধ ৮৪

—স্থানেৰ বাহিৰেৰে ধৃত কৰিবাৰ ওৱাৱন্ট আৱিৰ কাৰ্য্যপ্ৰণালী ধ ৮৫

—স্থানেৰ বাহিৰেৰে পলাতকাৰ সম্পত্তি ক্ৰোকেৰ প্ৰণালী ধ ৮৮

—বিশিষ্ট মাজিষ্ট্ৰেট নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে ক্ৰোকী সম্পত্তি থালাসেৰ কথা । ধ ৮৯

—স্থানেৰ সীমাৰ বাহিৰে কোন জবাব পাওৱা গেলে তৎসম্বন্ধে কাৰ্য্যপ্ৰণালী ধ ৯৯

—স্থানেৰ বাহিৰে শাস্তিভঙ্গ হেতু পৰিমা না দেওৱাৰ কাৰণ দৰ্শাইবাৰ কথা ধ ১০৭ ।

—স্থানেৰ বাহিৰেৰ ও ভিতৰেৰ অস্থাবৰ সম্পত্তি বিক্ৰয় দ্বাৰা খৰচ আদায় কৰিবাৰ কথা ধ ১৪০ ।

বাঁটখাৱা আদি ধনিয়া—মাজিষ্ট্ৰেটের নিকট পাঠাইবাৰ বিধি । ধ ১৫৩

—স্থানেৰ সীমাৰ অন্তৰ্গত ধৰ্তব্য মোকদ্দমাৰ অনুসন্ধানেৰ কথা ধ ১৫৬

—স্থানেৰ বাহিৰে অপৰাধ হেতু পৰিমা আদায় কৰিবাৰ কথা ধ ১৮৬ ।

বিচাৰাধিপত্য ।

জৰিয়ানা আদায়েৰ ওৱাৱন্ট—স্থানেৰ বাহিৰে ও ভিতৰে আৱী কৰিবাৰ কথা ধ ৩৮৭

বিবৰণ ।

সময় স্থান ও ব্যক্তিৰ—চাৰ্জ্য লেখাৰ কথা ধ ২২২ ।

বিলম্ব

ধৃত অপৰাধীকে—ব্যতীত উপস্থিত কৰাৰ কথা । ধ ৫৯ ৬০

ওৱাৱন্ট দ্বাৰা ধৃত ব্যক্তিকে—ব্যতীত উপস্থিত কৰা ধ ৮১

এলাকাৰ বাহিৰে মাজিষ্ট্ৰেট কিম্বা পোলাইসেৰ দ্বাৰা ধৃত ওৱাৱন্টের পৃষ্ঠলিপি কৰাইতে হইলে ধ ৮৪ ।

ধৰ্তব্য অপৰাধ ঘটনাৰ সন্দেহেৰ ৱিপোর্ট—ব্যতীত মাজিষ্ট্ৰেট নিকট প্ৰেৰণ কৰা ধ ১৫৮ ।

অনুসন্ধান ব্যতীত সমাপন কৰা । ধ ১৭৩

ব্যয়

ভূম্যাৰি সম্বন্ধীয় বিবাদে স্থানীয় উদন্তেৰ—দেওৱাৰ কথা । ধ ১৪৮ ।

অনাবশ্যক সাক্ষী উলপ কৰাৰ—আমানত কৰা ধ ২১৬

সমনেৰ মোকদ্দমাৰ সাক্ষীৰ—। ধ ২৪৪

ওৱাৱন্টের মোকদ্দমাৰ সাক্ষীৰ—। ধ ২৫৭

বাদী ও তাহাৰ সাক্ষীৰ—দেওৱাৰ আদেশেৰ কথা ধ ৫৪৪

জৰিয়ানা হইতে অভিযোগেৰ—দেওৱাৰ কথা । ধ ৫৪৫ ।

মোকদ্দমা স্থানান্তৰ হইলে বাদীৰ — ধ ৫২৬ ।

শাস্তি ।

—রক্ষার জন্য সাহায্যের কথা । ধ
৪২

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে—
রক্ষার নিবন্ধপত্র ও আগ্নেয় তল-
পের কথা । ধ ১০৬ ।

—ভ্রমের মন্তব্য বলা থাকার সংবা-
দের কথা । ধ ১০৭ ।

১০৭ ধারার মতে কার্য্য করিতে ক্ষম-
তা পন্ন না হইলে মাজিস্ট্রেট ও ড-
ক্টর কার্য্য প্রণালীর কথা । ধ ১০৮

—রক্ষার জন্য দত্ত কর্তব্যের কথা ।
ধ ১১৪

—রক্ষার মোকদ্দমায় উকীল মান-
কত উপস্থিত হওয়ার কথা । ধ ১১৬ ।

—ভ্রম মোকদ্দমায় বিচারের কথা
ধ ১১৭ ।

—ভ্রম মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি-
কে ছাড়িয়া দিবার কথা । ধ ১১৯

—রক্ষা হেতু নিবন্ধনের কথা ।
ধ ১২১ ।

—ভ্রম হেতু আগ্নেয় না দিতে পা-
বিলে কারাদণ্ডের কথা । ধ ১২৩

—ভ্রমের নিবন্ধপত্র রহিত করি-
বার কথা । ধ ১২৫ ।

বেআইনী মত জনতা বিষয়ক
বিধি । ধ ১২৭ হইতে ১৩২ ।

জুমাতি মতকে বিবাদের—ভ্রম সম্ভা-
বনা হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ।
ধ ১৪৫ ।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব মতকে—ভ্রম
ঘটনা হওয়ার কথা । ধ ১৪৭ ।

—ভ্রম করাইবার উদ্দেশ্যে অপ-
মান করণের মোকদ্দমা সূত্রাসরী
মতে বিচার হইতে পারে । ধ ২৬০ ।

শাস্তি ।

—ভ্রম করাইবার জন্য অপমান
করার অপরাধ রক্ষা হওয়ার কথা ।
ধ ৩৪৫

সংবাদ ।

কোন ২ অপরাধের—মকল মো-
কেন দিতে হইবে । ধ ৪৪ ।

আগ্নেয় মন্তব্য ও জুমাতিকারী
কোন ২ মতকে—দিতে বাধ্য ।
ধ ৪৫ ।

ধর্তব্য অপরাধের বিষয়—পাইয়া
পোলীসের কার্য্য-প্রণালী । ধ ৫৪ ।

চোরার জব্দ এবং কুজিম দলীল
থাকার—পাইবার পর মাজিস্ট্রে-
টের কার্য্য-প্রণালীর কথা । ধ ৯৮ ।

শাস্তিভ্রমের সম্ভাবনার — পাইলে
কার্য্য-প্রণালীর কথা । ধ ১০৭ ।

অভ্যর্থকারী ও মনোহর ব্যক্তি
মতকে — পাইলে কার্য্য-প্রণালী ।
ধ ১০৯ ।

পাকার বদমায়েদের—প্রাপ্ত মতচ-
রণের আগ্নেয় দেওয়ার কথা । ধ
১১০

১০৭ । ১০৯ ও ১১০ ধারার ক্ষে-
ত্রে—দেয় সারাংশ লিখিবার কথা ।
ধ ১১২ ।

১১২ ধারার মতে কার্য্য-প্রণালীর
অপরাধ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে জি-
লদে দত্ত না করিলে শাস্তিভ্রমের
সম্ভাবনা একপ—প্রাপ্ত হইলে
কার্য্য-প্রণালীর কথা । ধ ১১৪ ।

—দেয় মতাতা মতকে অস্ব-
করণের কথা । ধ ১১৭ ।

একপ অস্বকরণ করিয়া প্রমাণ-
হ

সংবাদ

ভাব হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে
ছাড়িয়া দিবার কথা। ধ ১১৯

—প্রাপ্তে অনিষ্ট জনক বিষয় স্থা-
নাঙ্কর কবিবার আজ্ঞা। ধ ১৩৩

ভূম্যাদি সম্পদে বিবাদে—প্রাপ্তে
কার্য্য প্রণালী। ধ ১৪৫

স্বাক্ষর-সাক্ষ্যে স্বত্ব বিষয়ক বিবা-
দের—সমক্ষে কার্য্যপ্রণালী। ধ
১৪৭।

ধর্তব্য অপনাদ কবনের কল্পনার—
পাইবে কার্য্য প্রণালী। ধ ১৫০

অপ্রকৃত বাটখারা ও মাণিকার ব
স্তাদি দ্রুত কারণের—মাজিস্ট্রেটকে
দিবার কথা। ধ ১৫৩

ধর্তব্য মে কন্দমাব—দিবার কথা।
ধ ১৫৪

অধর্তব্য মোকদ্দমার—দেব কথা
ধ ১৫৫।

ধর্তব্য অপর'ধ সংঘটনের সম্মুখের
—প্রাপ্তে কার্য্যপ্রণালী। ধ ১৫৭

অকস্মাৎ ও অপঘাত মৃত্যুর— ধ
১৬৪।

পৌলীন ব্যতীত অন্য লোকের
নিকট অপবাদ ঘটনার— ধ ১৯১

সংশোধন

জুরি ও আসেসরের নির্ধার্ত—নের
কথা। ধ ৩২৪ ৩২৫।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পীড়াহেতু কশা-
ঘাত দণ্ড—নের কথা। ধ ৩১৫।

প্রার্থাপণ ও—করিবার বিধি। ধ
৪৩২ হইতে ৪৪২

হাইকোর্টের—করিবার ক্ষমতার
কথা। ধ ৪৩১

সংশোধন।

পক্ষগণের উকীলের সংরাল জব ব
প্রবণ করা—কবণীর আদালতের

* প্রেক্ষাধীন ধ ৪৪০

—কার্য্য হাইকোর্টের আদেশ
নিষাদালতকে জানাইবার কথা
ধ ৪৪২।

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করিবার
আদেশ জেলার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক
—নের কথা। ধ ৫১৫

—কারী আদালত ৫১৭, ৫১৮,
৫১৯ ধারার আজ্ঞা স্থগিত রাখি-
বার কথা। ধ ৫২০।

ক্ষমতা বিহীন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক
৫১৪ ধারারূপে—করিবার ফল।
ধ ৫৩০।

জুরি ও আসেসরের নির্ধার্ত—না
হওয়া হেতু নিষ্পত্তি রহিত না হই-
বার কথা। ধ ৫৩৭

সদাচরণ।

—সমক্ষে জামিনের কথা। ধ ১০৯।
১১০।

—সমক্ষে তদন্তের কথা। ধ ১১৭

—হেতু জামিনের আদেশ ধ
১১৮

—সমক্ষে জামিনের অসাব্য-
কতা। ধ ১১৯।

—সমক্ষে নিবন্ধপত্রের সর্ভ ধ
১২১

—সমক্ষে জামিন অগ্রাহ্য করিবার
কথা। ধ ১২২

—হেতু জামিন অভাবে কারাদণ্ড
ধ ১২৩।

—নের জামিনদারকে ছাড়িয়া
দেওয়ার কথা। ধ ১২৬।

সমস্যা ।

- জমি জামিন দেওয়ার আদায়
বিবরণে আপীল ধ ৪০৬
- কমতাকিছীন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক—
এব জামিনের আদায় কথা
ধ ৫৩০
- সহজে জামিনের পরিবর্তে টাকা
আমানত না দেওয়ার কথা ধ ৫১৩

সমন

- জারীর কথা। ধ ৬৮ ৬৯
- ৭০ ৭১
- গণপমেটে ও রেলওয়ে কম্পার্টমেন্ট
প্রতি—জারী ধ ৭২
- আদালতের এলাকার বাহিরে—
জারী ধ ৭৩ ৭৪
- পরিবর্তে ওয়ারন্টের কথা। ধ
৯০
- দলীল কিম্বা অন্য অস্থানীয় সম্প-
ত্তি উপস্থিত করার— ধ ৯৪
- ৯৫।
- পরিবর্তে ডালানী পরওয়ানা
দেওয়ার কথা ধ ৯৬
- বিশেষ—ব্যতীত ডালানীর মালী
উপস্থিত না হইবার কথা। ধ ১০৩।
- ১০৭, ১০৯, ও ১১০ ধারামতে
কারণ দর্শাইবার— ধ ১১৪ ১১৫
১১৭।
- জামিননামা রহিত অন্য প্রার্থনা
করিলে—নোর কথা। ধ ১২৬
- অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ অন্য
—প্রার্থিত কথা ধ ১৩৪
- অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ হেতু
জুরি—নোর কথা ধ ১৩৮
- অকস্মিক মৃত্যু হেতু পোলীশ তদ-
ন্তে—নোর কথা ধ ১৭৫।

সমন

- মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক—দেওয়ার কথা।
ধ ২০৪
- অভিমুক্ত ব্যক্তি জর্জন হইলে সা-
ক্ষীর - ধ ২১৬ ২১৯।
- নোর মোকদ্দমায় সাক্ষীর ২টি
— ধ ২৪৪।
- ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় সাক্ষীর
প্রতি— ধ ২৫৭
- অভিমুক্ত ব্যক্তির অধিনিক্ত সা-
ক্ষীর প্রতি— ধ ২৯১
- জুরি ও আসেসরের প্রতি— ধ
৩২৬ ৩২৭ ৩২৮
- কমিশনের সাক্ষীর প্রতি— ধ
৫০৩
- ডালানী সাক্ষীর প্রতি— ধ ৫০৯
- সহজে জম, অনিয়ম ও অন্ত ব
হইলে তাহার কথা। ধ ৫৩৭
- আবশ্যিক সাক্ষীর প্রতি— ধ
৫৪০।

সম্পত্তি

- পোলীশ কর্তৃক চোরা—র দখল-
কারীকে ধরিবার কথা। ধ ৫৪
- চোরা—গ্রহণকারী পাকা বন্দীমাই-
সকে দৃত করিবার কথা ধ ৫৫
- পলাতক ব্যক্তির স্থান ও অস্থান-
বর—জোঁক করিবার কথা ধ ৮৮
- জোঁকী সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়ার
কথা ধ ৮৯।
- অস্থানীয় সম্পত্তি উপস্থিত করিবার
কথা ধ ৯৪ হইতে ১০৫।
- চোরা—থাকার স্থান ডালানী করি-
বার কথা। ধ ৯৮।
- র অনিষ্ট আশঙ্কায় জামিন তদ-
ন্তের কথা। ধ ১০৩।

সম্পত্তি ।

বেআইনীজনতা ভঙ্গহেতু—নষ্ট না
করিবার কথা । ধ ১৩০ ।
অনিষ্টজনক কার্য নিবারণের খ-
রচ আদায়ের জন্য—বিক্রী করি-
বার কথা । ধ ১৪০
স্বাবর—সম্মুখে বিবাদের কথা । ধ
১৪৫ হইতে ১৪৮
চোরা—রাখা সহায়তার মোক-
দমা সরাসরী বিচার হওয়ার কথা ।
ধ ২৬০
সরাসরী বিচারে—র মূল্য লিখিবার
কথা । ধ ২৬৩
বিশেষ জুরি—র কথা । ধ ৩১৩
জুরি ও আসেসরের অস্বাবর—
ক্রোক ও বিক্রয়ের কথা । ধ ৩৩২
—সম্মুখীয় মোকদমায় পূর্বে দণ্ড
প্রাপ্ত হইলে তাহার বিচারের
কথা । ধ ৩৪৮ ।
জরিমানা আদায় জন্য অস্বাবর—
ক্রোক ও বিক্রয়ের কথা । ধ ৩৮৬
৩৮৭ ।
—বা তাহার মূল্য ফেরৎ পাওয়ার
প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে তাহার
আপীল । ধ ৪০৫
নিবন্ধপত্রের টাকা আদায়ের জন্য
অস্বাবর—ক্রোক ও বিক্রয়ের
কথা । ধ ৫১৪ ।
মোকদমা ঘটন—ফেরৎ দেওয়ার
কথা । ধ ৫১৭ । ৫১৮
—ফেরৎ দেওয়ার ছকুম স্থগিত
রাখিবার কথা । ধ ৫২০ ।
স্বাবর—দখল দেওয়াইবার কথা
ধ ৫২২ ।
চোরা কিম্ব সন্দেহযুক্ত—পোলীস

সম্পত্তি ।

কর্তৃক ধৃত হওয়ার কথা । ধ
৫২৩
কোন দাওয়ার উপস্থিত না
হইলে পোলীস কর্তৃক ধৃত—সম্মুখে
বাধ্য প্রণালী । ধ ৫২৪
আশঙ্কনশীল—বিক্রয়ের কথা । ধ
৫২৫
অল্পযুক্ত মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৫২৪
ও ৫২৫ ধারামতে—বিক্রয়ের ফল
ধ ৫২৯
—ক্রোক ও বিক্রয় রহিত হওয়ার
কথা । ধ ৫৩০
অল্পযুক্ত মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক স্বা-
বর—সম্মুখে বিবাদ ঘটন ছকুম
রহিত হওয়ার কথা । ধ ৫৩০ ।

সময়

বেক বসিবার—। ধ ১৬ ।
অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ সম্মুখে
— ধ ১৩৩ ১৩৫
অনিষ্টজনক কার্য নিবারণেহেতু
জুরি তলপ করিবার—ও তাহা-
দের মীমাংসা প্রকাশ করিবার—।
ধ ১৩৮
অনিষ্টজনক কার্য নিবারণ করি-
বার—যের পরিমাণ ধ ১৪০ ।
জুরি উপযুক্ত—মধ্যে নিষ্পত্তি না
করিলে কার্য প্রণালী । ধ ১৪১ ।
জুম্যাদি বিষয়ক বিবাদে পক্ষগণের
উপস্থিত হওয়ার— ধ ১৪৫ ।
শ্রীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিবার—
ধ ১৬৪ ।
চার্জ—লিখিবার কথা । ধ ২২২ ।
নিষ্পত্তিপত্র প্রকাশ করিবার—
যের কথা । ধ ৩৩৬ ।

সময় ।

কশাঘাত দণ্ডে সাধন করিবার
—। ধ ৩৯০

আপীল শ্রবণ করিবার—সম্মুখে
নে টিগের কথা। ধ ৪২২

সরকারী কার্যকারক

—কের ক্ষমতা অবজ্ঞা করা হেতু
অভিযোগের কথা। ধ ১৯৫

—কের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ
হওয়ার ও তাহ গ্রহণ করার কথা
ধ ১৯৭।

—কের বিরুদ্ধে অভিযোগ হাই-
কোর্টে স্থানান্তর করার কথা। ধ
৫২৬

সরাসরী বিচার ।

—কোন মাজিস্ট্রেট কোন ২ অপ-
রাধ অন্য করিবেন। ধ ২৬০

—মতে বেঞ্চ মাজিস্ট্রেট কোন ২
অপরাধের বিচার করিবার কথা।
ধ ২৬১

—উপযুক্ত মোকদ্দমা যে প্রণা-
লীতে—হইবে। ধ ২৬২

—রের মোকদ্দমায় আপীল না
থাকিলে রিকর্ডের কথা। ধ ২৬৩

—রের আপীল থাকিলে রিকর্ড
র বিচার কথা। ধ ২৬৪

—রের মোকদ্দমায় রিকর্ড ও নি-
শ্চিতি লেখার ভাষার কথা। ধ
২৬৫

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক—রের রি-
কর্ড প্রস্তুত অন্য কেরাণী নিযুক্তের
কথা। ধ ২৬৫

—রের যে দণ্ডের বিরুদ্ধে
আপীল নাই তাহার কথা। ধ
৪১৪।

সরাসরী বিচার ।

—রের আপীল হওয়ার কথা। ধ
৪১৫।

—রের আপীল অগ্রাহ্য করার
কথা। ধ ৪২১

—ক্ষমতাবিহীন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক-
হইলে তাহার ফল। ধ ৫৩০

সর্বাধিকারের মাজিস্ট্রেট ।

—কাহাকে কহে। ধ ১৩

—টের অধীন মাজিস্ট্রেটের কথা।
ধ ১৭।

—টের সাধারণ ক্ষমতা। ধ ৩৬

—টের অতিরিক্ত ক্ষমতা। ধ ৩৭।

—নিকট দ্রুত বিষয়ক পোলীস
রিপোর্ট। ধ ৬২

—কর্তৃক ডুম্যাদিকারীর প্রতি দ্রুত
ওয়ারন্ট দেওয়া। ধ ৭৮।

—কর্তৃক জাল দলীল ও চোরা
জাল থাকা সন্দেহের স্থান অন্বে-
ষণা করিবার কথা। ধ ৯৮।

—কর্তৃক অন্যান্যরূপে কারাবদ্ধ
ব্যক্তিকে তালাশ জনর পরওয়ানা
দেওয়া। ধ ১০০।

—কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে
শান্তিভঙ্গ হেতু জামিন লওয়া। ধ
১০৬।

—কর্তৃক শান্তিভঙ্গ নিবারণ ও
সদাচরণ সম্বন্ধে জামিন লওয়া।
ধ ১০৭ ১০৮ ১১০

—কর্তৃক জামিনদারকে ছাড়িয়া
দেওয়া। ধ ১২৬।

—কর্তৃক অনিষ্টজনক কার্য নিবা-
রণ বিষয়ক কার্যপ্রণালী। ধ ১১৩
হইতে ১১৪।

সবডি বিনেনের মাজিষ্ট্রেট

- কর্তৃক ভূম্যাদি বিষয়ক ও আ-
চ্ছন্ন্য ভোগ স্বত্ব সম্বন্ধে বিব দ
হেতু শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে
কার্য্যপ্রণালী ধ ১৪৫ হইতে ১৪৮
- নিকট অকস্মাত্ ও অপযাও
মৃত্যুর পোলীস রিপোর্ট ও—কর্তৃক
ভঙ্গ। ধ ১৭৪।
- টের এলাকার বাহিরে অপরাধ
ঘটনা সম্বন্ধে পরওয়ানা দেওয়ার
ক্ষমতা ধ ১৮৩
- কর্তৃক অপরাধ গ্রাহ্যের কথা। ধ
১৯১
- কর্তৃক অপরাধ গ্রাহ্য ও স্থান-
ান্তর করিবার কথা ধ ১৯২
- কর্তৃক অর্পণ বিধি ধ ২০৩।
- নিকট কঠিন দণ্ড দেওয়ার
জন্য অধীন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মো-
কদ্দমা প্রেরণ। ধ ৩৪৯।
- দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে
তাঁহার ৩৪৯ ধারার দণ্ডান্তর বি-
রুদ্ধে আপীল জেলাব মাজিষ্ট্রেট
নিকট হইবে ধ ৪০৭
- বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইলে অধীন
আদালতের নথী দৃষ্টি করিয়া সেশ-
লার মাজিষ্ট্রেট নিকটে রিপোর্ট
করিবার কথা ধ ৪০৫
- কর্তৃক ভরণপোষণের আদেশ।
ধ ৪৮৮। ৪৮৯
- কর্তৃক মেশন আদালতে অভি-
যুক্ত নিযুক্ত করিব র কথা ধ
৪৯২।
- নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করণ
বিষয়ক রিপোর্ট ধ ৫১৮
- টের আদেশানুসারে পোলীস

সবডি বিনেনের মাজিষ্ট্রেট।

- কর্তৃক দ্রুত সম্পত্তি বিক্রয়ের কথা।
ধ ৫২৪
- কর্তৃক মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া
এবং স্থানান্তর করা ধ ৫২৮
- সহায়তা।
- শাস্তিভঙ্গের—অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত
হইলে জ মিন দিবার কথা ধ
১০৬।
- ক রাদগের যোগ্য কোন অপরা-
ধের—কখন অন্য দণ্ড প্রাপ্ত হইলে
সদাচরণের জন্য নিবন্ধপত্রের সর্ভ-
ভঙ্গের কথা ধ ১২১
- অপরাধ ঘটিত কার্য্যের—র বিচার
কোন স্থানে হইবে তাহার বি-
ধান। ধ ১৮০।
- অপরাধকারী ও তাহার—কারীর
বিচার একত্রে কি পৃথক হইবার
কথা ধ ২৩৯
- কোন ২ অপরাধের র বিচার
সরাসরী মতে হইবার কথা
২৩০। ২৩১।
- রফার উপযুক্ত অপরাধের—করি-
বার অপরাধ রক্ষা হওনের কথা
ধ ৩৪৫।
- সাক্ষী।
- র সম্মুখে তালাশ করিবার কথা
ধ ১০৩
- পোলীস কর্তৃক—ভলপের কথা
ধ ১৬০
- পোলীস কর্তৃক—র জবানবন্দী।
ধ ১৬১
- পোলীস নিকট—র জবানবন্দী
প্রমাণ স্বরূপ না হওয়া। ধ ১৬২।

সাক্ষী

পোলীস কর্তৃক প্রেরিত—র হা-
জির ধ ১৭০

পোলীস সহিত—র না আসা ও
জামিন না দেওয়ার কথা। ধ
১৭১।

অকস্মাৎ মৃত্যু তদন্তে—কে পো-
লীস কর্তৃক তলপের কথা। ধ ১৭৫
অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে—র কথা।
ধ ২১১ ২১২।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মোপদ হইলে
তাঁহার—র কথা। ধ ২১৩।

মোকদ্দমা অর্পণ হইলে—র উপ-
স্থিত হওয়ার কথা। ধ ২১৭

অর্পণান্তে অতিরিক্ত—র কথা। ধ
২১৯।

চার্য্য পরিবর্তন হইলে—পুনঃ তলপ
হওয়ার কথা। ধ ২৩১।

সম্মুখের মোকদ্দমায়—র খরচ তল-
পের কথা। ধ ২৪৪

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় অভিযো-
গের—তলপের কথা। ধ ২৫২

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায়—র পুনঃ
তলপ ও জেরা হওয়ার কথা। ধ
২৫৩

ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ছাপাই
—তলপ ও—র খরচের কথা।
ধ ২৫৭।

অভিযোগের—অভিযোক্তা কর্তৃক
পরীক্ষা হওয়ার কথা। ধ ২৮৩

লগ্নম স্থলীয় তদন্তের—র সাক্ষ্য
দেখান আদালতে প্রমাণ স্বরূপ
ব্যবহার হওয়ার কথা। ধ ২৮৮

অভিযোগের—র পরীক্ষান্তে কার্য্য
প্রণালী ধ ২৮৯।

সাক্ষী।

প্রতিবাদের—র পরীক্ষা হওয়ার
কথা। ধ ২৯০।

প্রতিবাদের অতিরিক্ত—তলপ ও
পরীক্ষার কথা। ধ ২৯১

জুরি কিম্বা আগের—স্বরূপ পরী-
ক্ষা হওয়ার কথা। ধ ২৯৪

সম্মুখীয়ায় নাতি—স্বরূপ পরীক্ষা
হওয়ার কথা। ধ ৩১৭

—অস্থাপস্থিত হেতু বিচার স্থগিত
হওয়ার কথা। ধ ৩১৪।

কঠিন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার জন্য
মোকদ্দমা প্রেরণ হইলে—পুনঃ
পরীক্ষা হওয়ার কথা। ধ ৩৪৩।

তাই মাজিস্ট্রেট কর্তৃক এক মোক-
দ্দমা বিচার হইলে—পুনঃ তলপ
হওয়ার কথা। ধ ৩৫০

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তি—স্ব-
রূপ পরীক্ষা হওয়ার কথা। ধ
৩৫১।

—র আচরণ বিষয় মন্তব্য কথা।
ধ ৩৬৩

আদালত অবজ্ঞা মোকদ্দমায়—র
কথা। ধ ৪৭৩ ৪৭৭

দেওয়ানী কি রেবিনিউ আদালত
কর্তৃক সমর্পিত মোকদ্দমায়—র
কথা। ধ ৪৭৩

—উক্ত করিতে কি দুলীল উপ-
স্থিত করিতে অস্বীকার হইলে
কার্য্য প্রণালী ধ ৪৮৫।

—কমিশ্যন দ্বারা পরীক্ষা করিবার
কথা। ধ ৫০৩ হইতে ৫০৮।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অস্থাপস্থিতে অ-
ভিযোগের—র পরীক্ষা। ধ ৫১২।

—র সুবিধা অন্য মোকদ্দমা

সাক্ষী ।

স্থান স্তর হওয়ার কথা । ধ ৫২৬
৫২৭

মোকদ্দমার সকল অবস্থায় আদা-
লত কর্তৃক—তলপ করা ধ ৫৪০ ।

—র খরচের কথা । ধ ৫৪৪

সাধারণ

পোলীশ ও মাজিস্ট্রেটকে—লোকে
কোন্ কোন্ স্থলে সাহায্য করিবে
ধ ৪২

—লোক কোন্ অপরাধের সংবাদ
দিতে বাধ্য ধ ৪৪

যে স্ত্রীলোক—গের নিকট বাহির
হয় না তাহার বাসস্থানে প্রবেশের
কথা । ধ ৪৮

—শান্তি রক্ষা হেতু বেআইনী জন-
তা নিবারণের কথা ধ ১২৭ ১২৯

—গের অনিষ্ট জনক কার্য নিবা-
রণের কথা ধ ১৩৩ ১৪২ ১৪৪

—গের সম্পত্তি ব অনিষ্ট নিবারণের
কথা ধ ১৫২

—আদালত ঘরে ইচ্ছানুসারে
বাইতে সক্ষম থাকার কথা । ধ
৩৫১ ।

মার্টিফিকেট ।

আপীলে হাইকোর্টের নিষ্পত্তি ব

—জেলার মাজিস্ট্রেট নিকট প্রে-
রণ করিবার কথা ধ ৪২৪

ক্ষিপ্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে
সক্ষম থাকা সম্বন্ধে—প্রমাণস্বরূপ
প্রত্যাহার কথা ধ ৪৩৭

ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া
সম্বন্ধে— ধ ৪৭৪ ৪৭৫ ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার—। ধ
৩৬৪ ।

মার্টিফিকেট ।

অধিক তদন্তের ফল হাইকোর্টে
—দেওয়ার কথা ধ ৩৭৫

অধিক তদন্তের ফল সেশন আদা-
লতে—দেওয়ার কথা ধ ৩৮০

ওয়ারন্ট জারীর— ধ ৪০০ ।

ক্ষিপ্ত ব্যক্তির আশ্রম বাটীর ইন-
স্পেক্টর জেনেবলের—প্রমাণ স্বক-
প ব্যবহারের কথা ধ ৪৭৩ ।

পূর্ব অপবাদ নির্ণয় প্রমাণ জন্য
জেনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের
— ধ ৫১১ ।

সেশন জজ ।

সেশন থও ও জেলা বিভাগের
কথা ধ ৭

—ও এডিসনাল সেশন জজ ও
জয়েন্ট সেশন জজ ও আসিস্ট্যান্ট
সেশন জজ নির্ণয়ের কথা । ধ ৯

আসিস্ট্যান্ট সেশন জজের অধীন-
তাের কথা ধ ১৭

সেশন জজের ও এডিসনাল সেশন
জজের ও জয়েন্ট সেশন জজের
ও আসিস্ট্যান্ট—জের ক্ষমতার
কথা ধ ৩১

—কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার
কথা ধ ৩৪

—ও এডিসনাল—ও জয়েন্ট—ও
আসিস্ট্যান্ট—কি প্রকারের মোক-
দ্দম বিচার করিবেন ধ ১৯৩ ।

—ও কলেটরকর্তৃক জুরির ও
আসেসরের নির্ঘণ্ট ধার্য । ধ ৩২৯-
৩২৪

প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে—আপী-
লের ম্যাদ জানাইবার কথা ধ
৩৭১

সেশন জজ।

আসিষ্টেট—জের ও জেলার মাজি-
স্ট্রেটের হুকুম—কতৃক দৃঢ় করি-
বার কথা। ধ ৩৮০

আসিষ্টেট—জের ও প্রথম জেলার
মাজিস্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে—
নিকট আপীল। ধ ৪০৮

এডিসনাল ও জয়েন্ট—কতৃক আ-
পীল প্রবণের কথা। ধ ৪০৯

এডিসনাল ও জয়েন্ট—জের হুকু-
মের বিরুদ্ধে আপীল। ধ ৪১০

স্থগিত।

বাদীর প্রতি পরওয়ানা জারী—

ধ ২০২।

আমুঠানিক কার্য—করণ। ধ
৩৪৪।

গওয়ামী প্রীর প্রতি প্রতিদান—
— ধ ৩৮২

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমানাহেতু বি-
চার—। ধ ৪৬৪।

স্থান।

ধৃত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার— হ-
ইতে মাজিস্ট্রেটের কাছারী আনিতে
যে সময় লাগে তাহা বাতীত ২৪
ঘণ্টা সময় পর্যন্ত পোলীস রাখি-
বার কথা। ধ ৬১

সমনের লিখিত—নে দলীল উপ-
স্থিত করা। ধ ৯৪

পলাতক ব্যক্তি কোন্—নে উপ-
স্থিত হইবে তাহার ঘোষণা। ধ
৮৭

তালানী পরওয়ানায় তালানোর—
নির্দেশ করণ। ধ ৯৭।

জাল দলীল ও চোর মাল থাকার
সন্দেহের—তালান। ধ ৯৮।

স্থান।

মাজিস্ট্রেটের মাফাতে—তালান।
ধ ১০৫

মাধারণের— হইতে অনিষ্টজনক
বিষয় নিবারণ। ধ ১৩৩।

অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ সম্ব-
ন্ধীয় ঘোষণা দেওয়ার— ধ ১৩৪

অনিষ্টজনক বিষয় সম্বন্ধে জুরির
উপস্থিত হইবার—। ধ ১৩৮

অপ্রকৃত বাটথার ও মাপিবার
যজাদি থাকার সন্দেহযুক্ত—পো-
লীস কতৃক অস্থগমান ধ ১৫৩।

ধর্তব্য মোকদমা পোলীস তদন্তের
—। ধ ১৫৬

তদন্ত ও বিচারের—। ধ ১৭৭ হইতে
১৯০

সরকারী কার্যকারকের ক্ষমতা
অবজাহেতু অভিযোগের অস্থ-
গতিতে যে—নে অপ্রমাণ হয় তাহা
শ্রুতির কথা। ধ ১২৫

—চার্য উল্লেখ করীর কথা। ধ
২২২।

জুরি বা আসেসর কতৃক—দর্শনা।
ধ ২৯৩।

খোপান্তর দণ্ড কোন্—নে ভোগ
করিবে তাহা দণ্ডজ্ঞায় না লেখার
কথা। ধ ৩৬৮।

কশাঘাত দণ্ড জ্ঞা কোন্—নে সাধন
হইবে। ধ ৩৯০।

কোন্ স্থানে আপীলের বিচার
হইবে। ধ ৪২২।

ভরণপোষণ আজ্ঞা প্রবল হওয়ার
—। ধ ৪৯০

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কতৃক কারা-
বদ্ধ রাখিবার—নির্ণয়। ধ ৫৪১।

স্থান

অজ্ঞবয়স্ক অপরাধীকে চরিত্র সং-
শোধনালয়ে রাখিবান কথা ধ
৩৯।

স্বাক্ষর

সমনে— ধ ৬৮

সমনের রসীদে— ধ ৬৯

যে ব্যক্তির নামে সমন হইয়া তাহার
পরিবাসস্থ কোন্ ব্যক্তির—গৃহে
রসীদেব কথা ধ ৭০

৬৯ ও ৭০ ধারারূপে—প্রাপ্ত না
হইলে কার্য্যপ্রণালী ধ ৭১

ওয়ারটে—করিবার কথা ধ ৭৫

তালাশ ক্রমে কোন জব্দ প্রাপ্ত
হইলে তাহার নির্দিষ্ট সাক্ষী কর্তৃক
—করিবার কথা ধ ১০৩।

যুক্তব্য মোকদ্দমান সংবাদ—করি
বার কথা ধ ১৫৪।

পোলীস কর্তৃক সাক্ষীর অবানবন্দি
—না হইবার কথা ধ ১৬২।

অপরাধ স্বীকার বাক্য—করিবার
কথা ধ ১৬৪।

অকস্মাৎ ও অপঘাতমূল্যের নি-
শ্চিৎ পোলীস কার্য্যকারক ও
সাক্ষী কর্তৃক—হইবার কথা ধ
১৭৪।

বাদীর পরীক্ষা—হইবার বিধি
ধ ২০০।

কেরানী কর্তৃক সরাসরী মোক-
দ্দমান্নিরীকার প্রস্তুত হইলে তা
—হইবার কথা ধ ২৬৫

মোকদ্দমা মূলভবী হইবার আ-
দেশ—হইবার কথা ধ ৩৩৪

সাক্ষীর অবানবন্দি — করিবার
কথা ধ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭।

স্বাক্ষর

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা—করি
বার কথা ধ ৩৭৪।

নিষ্পত্তিপত্র — করিবার কথা।
ধ ৩৮৭

হাইকোর্টদ্বারা সংশোধিত নিষ্পত্তি
পত্র—করিবার কথা। ধ ৩৭৭

হাইকোর্ট।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—কর্তৃক দৃঢ় করণেব
কথা ধ ৩১ ৩৭৪ ৩৭৬।

ডাকঘর ও টেলিগ্রাম আপীসস্থিত
দলীল—কর্তৃক তলপের কথা
ধ ৯৫

—কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞার পর শাস্তিরক্ষার
জামিন তলপেব কথা ধ ১০৩

শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকা বিবে-
চনা হইলে—টের কার্য্যপ্রণালী।
ধ ১০৮।

শাস্তিভঙ্গ ও সদাচরণ জন্ত জামিন
না দেওয়া হেতু কারাবদ্ধ হইলে—
হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন ধ
১২৩।

জামিন না দেওয়া হেতু কারাবদ্ধ
ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।
ধ ১২৪।

কোন স্থানে বিচার হইবে একপ
মতে—মীমাংসা করিবেন। ধ
১৮৫।

এলাকার বাহিরেব অপরাধ সম্বন্ধে
—টে রিপোর্ট করণের কথা। ধ ৮৬।

—টের বিচার্য মোকদ্দমানের
বিষয়ক বিধ ধ ২০৬ হইতে ২২০

—টে বিচারের বিধি ধ ২৬৭—৩৩৬

—কর্তৃক অতিরিক্ত প্রমাণ তলপের
কথা ধ ৩৭৫

হাইকোর্ট।

মেশন জজ সে সকল দণ্ডাদেশ দৃঢ় করেন তাহার আপীল —টে হাই-বার কথা ধ ৪০৮।

মেশন আদালতের হুকুম —টে আপীল ধ ৪১০।

নির্দেশকরণ আদেশ বিক্রকে —টে আপীল ধ ৪১৭।

—টের নিষ্পত্তি নিষাদালতে পাঠ-নের কথা ধ ৪২৫।

আপীলে দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখার কথা ধ ৪২৬।

নির্দেশকরণ আদেশ বিক্রকে আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করণ ধ ৪২৭।

—কর্তৃক নিষাদালতের নথী তল-পের কথা ধ ৪৩৫।

নথী সংশোধন অন্য মেশন জজ ও জেলায় মাজিস্ট্রেট কর্তৃক —টে রিপোর্ট ধ ৪৫৮।

—কর্তৃক সংশোধন ধ ৪৩৯।

ক্ষিপ্তমণা সমক্ষে কার্যক্রমণী ধ ৪৬৫ ৪৬৯।

—মিকট মাকী উক্তব দিতে অসী-কার ও দলীল উপস্থিত না করার ফল ধ ৪৮৫।

—জামিনের পরিমাণ কমাইবার কি জামিন দিবার আদেশ করিতে পারেন ধ ৪৯৮।

—কর্তৃক মাকীর অবানবন্ধির কমিশ্যন ধ ৫০৩। ৫০৪।

—নিবন্ধপত্রের টকা আদালতের আদেশ মাজিস্ট্রেটের প্রতি দিতে পারেন ধ ৫১৬।

—সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার আদেশ

হাইকোর্ট।

অপর্ণকারী মাজিস্ট্রেটকে দিতে পারেন ধ ৫১৭।

—কর্তৃক মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার কথা ধ ৫২৬।

এক—হুইতে অন্য—টে মোকদ্দমা উঠাইয়া দেওয়া ধ ৪২৭।

—কর্তৃক নিয়ম করবার কথা ধ ৫৫৩।

হুকুম।

জেলায় ফৌজদারী মোকদ্দমা ক-রিবার অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের—ধ ১১।

যেহা মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুম ধ ১৫।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অপর্ণ করার কথা ধ ৫৯।

মাজিস্ট্রেটের—ব্যতীত মুক্ত করণের কথা ধ ৫৪।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের—মুক্ত অপরাধী বন্দিয়া ম'হ'র নামে ঘোষণা করা তাহাকে মুক্ত করিবার কথা ধ ৫৭।

মাজিস্ট্রেটের—ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিনা রাখার কথা ধ ৬১।

ওয়ারন্ট ব্যতীত মুক্ত করা ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়ার—ধ ৬৩।

মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অনুরোধ করা অন্য মুক্ত করণের—ধ ৬৪।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ফেরত করিবার—ধ ৮৮।

দলীল উপস্থিত করণের—ধ ৯৪। ৯৫।

তালিমী পরওয়ানা বাহির করি-বার—ধ ৯৬।

হুকুম

অন্যায়রূপ করৈদ হওয়া ব্যক্তিকে
উপস্থিত করিলে তৎসম্বন্ধে— ধ
১০০।
নিবন্ধপত্র ও জামিন দেওয়ার—
ধ ১০৬—১২৬
অনিষ্টজনক বিষয় সম্বন্ধে— ধ
১৩৩—১৪৪
স্বাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবান উপ-
লক্ষে— ধ ১৪৫—১৪৮
ধর্তব্য অপরাধ করিবার কল্পনা
কারীকে—ব্যক্তিভ দৃত করণ— ধ
১৫১।
অধর্তব্য মোকদ্দমায় পোলীস অফ-
সফানের— ধ ১৫৫
ধর্তব্য মোকদ্দমায় অফসফান সম্বন্ধে
মাজিস্ট্রেটের— অনাবশ্যক— ধ
১৫৬।
ধর্তব্য অপরাধ সম্বন্ধে রিপোর্টে
সাধারণ ও বিশেষ— ধ ১৫৮।
পোলীস কর্তৃক সাক্ষী উপস্থিতির
— ধ ১৬৫
পোলীস তদন্ত সম্বন্ধে অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখিবার— ধ
১৬৬।
মোকদ্দমা অর্পণ করিবার— ধ
২১৩।
সরাসরী বিচারের— ধ ২৬৩
সেশন আদালতের বিচার প্রণালী
সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের— ধ
২৬৯।
মোকদ্দমা মূলতথী রাখিবার— ধ
৩৪৪
আপীলের ম্যাদ শেষ না হওয়ার
পূর্বে হাইকোর্ট কর্তৃক দৃঢ় করণ
—মাফিয়ার কথা— ধ ৩৭৬

হুকুম

আপীলের—চূড়ান্ত— ধ ৪৩০।
১৪৩ ও ১৪৪ ধারা মতে—ও ১৭৬
ধারার আনুষ্ঠানিক কার্য সংশোধ-
নের যোগ্য কার্য না হওয়ার কথা।
ধ ৪৩৫
ভরণপোষণ দিবার— ধ ৪৮৮।
ভরণপোষণের—পরিবর্তন— ধ ৪৮৯
জামিন অল্পপূজ্য হইলে নূতন
জামিন দেওয়ার— ধ ৫০১।
নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড করিবার—
বিক্রমে আপীল— ধ ৫১৫।
সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে— ধ
৫১৭ হইতে ৫২৪।
মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার— ধ
৫২৬।

হেতুবাদ।

সমন না দিয়া ওয়ারন্ট দিলে তা-
হার—লেখা— ধ ৯০।
সদাচরণ জন্য জামিন অগ্রাহ্য
করিলে তাহার—লেখা— ধ ১২২।
অধীন আদালতের লওয়া শাস্তি-
ভঙ্গের নিবন্ধপত্র জেলার মাজিস্ট্রেট
রহিত করিলে তাহার—লেখা— ধ
১২৫।
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিককাল
পোলীসের জেয়ার রাখিলে তাহার
— ধ ১৬৭
বাদীর প্রতি পরওয়ানা দিতে
বিলম্ব করিবার—লেখা— ধ ২০২।
অতিরিক্ত প্রমাণ তলপ করিতে
অস্বীকার হইলে তাহার—লেখা—
ধ ২০৮
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট দ্বা-
রা দিয়া দিলে তাহার— ধ ২০৯।

হেতুবাদ ।

অপর্ণ আঞ্জার—। ধ ২১৩

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষী মেশন
আদালতে না পাঠানর—। ধ
২১৬।

সমনের মোকদ্দমায় আছুঠানিক
কার্য বন্ধ করিলে তাহার—। ধ
২৪৯।

ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়ার—। ধ
২৫৩।

ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত
ব্যক্তির অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ না
করার—। ধ ২৫৭।

সরাসরী বিচারে দণ্ডাজ্ঞার—। ধ
২৬৩

মেশন অফ জুরির মীমাংসা হাই-
কোর্টে পাঠানর—। ধ ৩০৭।

ক্ষমা প্রদানের—। ধ ৩৩৭

আছুঠানিক কার্য স্থগিত করার
—। ধ ৩৪৪।

অজ্ঞ কিম্বা মাজিস্ট্রেট অবানবন্ধিত
সারংশ নিজে না লিখিলে তাহার
—। ধ ৩৫৫। ৩৫৬।

বিচারক আপন হস্তে অবানবন্ধি
না লিখিলে তাহার—। ধ ৩৫৭

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা বিচারক
আপন হস্তে না লিখিলে তাহার
—। ধ ৩৬৪।

নিষ্পত্তি পক্ষে—নিম্নবিবরণ কথা।
৩৬৭।

প্রাথমিক ও অন্তিম দিবার—। ধ ৩৬৭।

আপীল সপক্ষে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত
করিলে তাহার—। ধ ৪২৬।

অধীন মাজিস্ট্রেট সাক্ষীর কমিশ্যন
চাহিলে তাহার—। ধ ৫১৬।

ক্ষতিপূরণ ।

তুচ্ছ ও হুঃখদায়ক অভিযোগে—।

ধ ২৫০।

জরিমানা হইতে—দেওয়ার কথা

ধ ৫৪৫।

ফৌজদারী মোকদ্দমায়—দিলে
তাঁহা দেওয়ানী আদালতে বিবে-

চনা হওয়ার কথা। ধ ৫৪৬

ক্ষমতা।

ফৌজদারী আদালত সমূহের—।

ধ ৬—৪১।

জেলার মাজিস্ট্রেটের—। ধ ১১।

অধীন মাজিস্ট্রেটের—। ধ ১২।

সবডিবিদন মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত ক-
রার—। ধ ১৩।

বিদেশীয় মাজিস্ট্রেটের—। ধ ১৪।

বেঞ্চ মাজিস্ট্রেটের—। ধ ১৫।

অন্যান্য মাজিস্ট্রেটগণ জেলার মা-
জিস্ট্রেটের—ন অধীন ধ ১৭।

জেলার মাজিস্ট্রেটের বিশেষ—। ধ
৩০।

অর্থদণ্ড পরিবর্তে কারাদণ্ড দেও-
য়ার—। ধ ৩৩।

মাজিস্ট্রেটের সাধারণ—। ধ ৩৬।

মাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত—। ধ ৩৭।

মাজিস্ট্রেটকে—অপর্ণ করিবার অ-
ণালী। ধ ৩৯।

স্বামান্তর হইলে—অবল থাকিবার
কথা। ধ ৪০।

—রহিত হইবার কথা। ধ ৪১।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি জোফ
ব বিবরণ—। ধ ৮৮।

অজ্ঞসন্ধান সপক্ষে পোলীশের—।
ধ ১৫৪—১৭৩।

আপীল নিষ্পত্তি করিবার—। ধ
৪২৩।

ক্ষমতা ।

হাইকোর্টের সংশোধন বিষয়ে—

ধ ৪৩৯

আদালত অবজ্ঞা বিষয়ে দেওয়ানী

ও রেভিনিউ আদালতের— ধ ৪৭৮

কমিশ্যন বাবা জবানবন্দী কড়িবার

— ধ ৫০৩।

উপরিস্থ পোলীশ কার্যকারকের

— ধ ৫৫০

অপহৃত জীকে ফেরত দিবার—

ধ ৫৫১

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের— ধ ৫৫৭

ক্ষিপ্তমণা ।

—অভিযুক্ত ব্যক্তি সমক্ষে কার্য

প্রণালী ধ ৪৩৫

ভদ্র কিম্বা বিচার অফিস—

কে ছাড়িয়া দিবার কথা । ধ ৪৬৬।

ক্ষিপ্তমণা ।

—ন বিচার কার্য পুনঃ আরম্ভ
হওয়ার কথা । ধ ৪৬৭।

ভদ্র বা বিচার সময় অভিযুক্ত
ব্যক্তি—প্রাক্কালে কার্যপ্রণালী।

ধ ৪৬৯

—হেতু নির্দেশকরণ নিষ্পত্তি।

ধ ৪৭০।

—হেতু নির্দেশ্যী হইলে তাহার
অবস্থা সম্বন্ধে ধ ৪৭১।

—য মানচিত্র অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণ-
মেন্টে রিপোর্ট করার কথা । ধ

৪৭২

—অভিযোগের উত্তর করিতে স-
ক্ষম হইলে কার্যপ্রণালী । ধ ৪৭৩।

—মুক্ত হইবার কথা । ধ ৪৭৪।

—ক তাহার আশীষের তত্ত্বাব-
ধানে অর্পণের কথা । ধ ৪৭৫।



